কবি ও অনুবাদক যদুনন্দন দাস

মুখবন্ধ

ভক্তি ও মাধুর্য্য রসের উৎস স্বরূপ মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব-সাহিত্যগুলি সেই যুগের বিদগ্ধ সাহিত্য রচয়িতাগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মধ্যযুগের সেই সব কবিগণের সাহিত্য কৃতির ফলেই বাংলা সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভের সুযোগ পাইয়াছিল। তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনা করিয়া তাহারা বৈষ্ণব সাহিত্যকুঞ্জকে যে সুমধুর সাহিত্য কাকলীদ্বারা মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই কাকলী আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্য জগৎকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে।

বৈষ্ণব যুগের যে সব প্রতিভাসম্পন্ন কবি বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যোড়শ-সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী কবি বৈদ্য যদুনন্দন দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। কেননা, যদুনন্দন দাস রচিত ও অনূদিত এমন অনেক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা সাহিত্য সম্পদে সমৃদ্ধ। যদুনন্দন দাস যে একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন, এই গ্রন্থগুলি পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, কালের আক্রমণের ফলেই হউক, কিম্বা আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার অভাবেই হউক, তাঁহার অনবদ্য সাহিত্য কৃতিগুলি আজ অবক্ষয়ের পথে। কারণ এই সাহিত্যকৃতি অতীত যুগের অন্ধকারে আজও ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে, ফলে যদুনন্দনের মত একজন কবিকে আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি।

যদুনন্দন দাসের সাহিত্য সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা কেহ করেন নাই। তবে কোন রসিক পণ্ডিত যদুনন্দনের দুই একটি বিশেষ গ্রন্থের অংশত উল্লেখ করিয়া রচয়িতার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ ধামের 'হরিবোল কুটীর' নিবাসী পরম বৈষ্ণব শ্রীহরিদাস দাস মহাশয় যদুনন্দন কৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের অনুবাদের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর এই নাটকের 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ 'লীলারস কদম্ব' নামে যে পদ্যানুবাদ করেন, তাহা সুরসাল ও মূলানুগত"।[১] "সময়ে সময়ে তাহার অনুবাদ মূল হইতেও অধিকতর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছে।"[২] ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় যদুনন্দন সম্বন্ধে

১। অবলাবালা বসু অনূদিত বিদগ্ধমাধব নাটকম্, ভূমিকা পৃঃ ।।৶০

২। অবলাবালা বসু অনূদিত বিদগ্ধমাধব নাটকম্, ভূমিকা পৃঃ ।।৶০

উল্লেখ করিয়াছেন যে "সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অনুবাদের কাজে সর্বাধিক দক্ষ ছিলেন যদুনন্দন দাস"।[১] "যদুনন্দনের অনেকগুলি অনুবাদপদ কীর্তন গানে সমাদৃত হইয়াছিল, অনুবাদ নয় এমনও কিছু ভাল পদ ইনি রচনা করিয়াছিলেন"।[২] ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় যদুনন্দন সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, "যদুনন্দন দাস শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধবে'-র এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতের' ভাবানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার নামে 'কর্ণানন্দ' নামক গ্রন্থও আরোপিত হয়"।[৩] তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে যদুনন্দন "বিদগ্ধমাধব ও গোবিন্দ লীলামৃতে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন"।[৪] পণ্ডিতগণের এইরূপ উক্তি হইতে যদুনন্দনের রচনা সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য সমাজে বিদিত কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, মনঃশিক্ষা এবং জীবনী গ্রন্থ কর্ণানন্দ রচনা ব্যতীত ও যদুনন্দন যে আরও অনুবাদ এবং মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই সব রচনার উপর কোন আলোচনা হইতে দেখা যায় না। অতএব যদুনন্দনের রচনাগুলি উদ্ধার করা কর্তব্য মনে করিয়া এবং সেই সঙ্গে কবির রচনাশক্তির অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্য লইয়া আমি যদুনন্দন ও তাঁহার সাহিত্য বিষয়ে এই গবেষণা করিয়াছি।

আমি কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যদুনন্দন দাসের রচনার অনুসন্ধান করি। প্রধানতঃ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বরাহনগর গৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথি-বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী গ্রন্থাগার, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বাংলা পুঁথিবিভাগ, চৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাগারের পুঁথি হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি সেই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমার বক্তব্য যথাসম্ভব এই গবেষণায় উপস্থাপিত করিয়াছি।

এই নিবন্ধে প্রথমে যদুনন্দন দাসের ঐতিহাসিক জীবনের যথাসম্ভব পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। ইহার পর যদুনন্দন রচিত মৌলিক গ্রন্থ ও পদাবলী সাহিত্যের

১। ডাঃ সুকুমার সেন রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড অপরার্ধ, পৃঃ ৯৫
২। ডাঃ সুকুমার সেন রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড অপরার্ধ, পৃঃ ৯৫
৩। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত, ভূমিকা পৃঃ১/০
৪। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত, ভূমিকা পৃঃ ১/০

বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হইয়াছে। যদুনন্দন কৃত অনুবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যে বিল্বমঙ্গল রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত, রূপগোস্বামী রচিত সংস্কৃত বিদগ্ধমাধব নাটক এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সংস্কৃত গোবিন্দ লীলামৃত কাব্যের অনুবাদের কথা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু যদুনন্দন এই কয়টি গ্রন্থ ব্যতীতও আরও কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন, যেমন, উড়িষ্যার কবি রায় রামানন্দ রচিত 'জগন্নাথ বল্লভ নাটক', রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রণীত 'মুক্তা-চরিত', রূপ গোস্বামী প্রণীত 'হংসদূত' কাব্য এবং পরিব্রাজক প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত চৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থের অনুবাদ। যদুনন্দন কৃত এই কয়টি অনুবাদ গ্রন্থের কথা আজ পর্য্যন্ত সাধারণে অবগত নহেন। কারণ এখন পর্য্যন্ত এই অনুবাদ অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। যদুনন্দন অনূদিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের হস্তলিখিত ২৭৪৩ সংখ্যক একটি পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পাওয়া গিয়াছে। হংসদূত গ্রন্থের অনুবাদ ৩৯৮৮ সংখ্যক পুঁথির সন্ধানও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেই পাওয়া গিয়াছে। মুক্তাচরিত গ্রন্থের অনুবাদ ২২৭৫।২৬ সংখ্যক পুঁথির সন্ধান বরাহনগর গ্রন্থ মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্য চৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থের অনুবাদ ৬৩৬৪ সংখ্যক পুঁথিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া গিয়াছে। অনুবাদ গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদগ্ধমাধব, গোবিন্দ লীলামৃত দীর্ঘ দিন পূর্বে প্রকাশিত হইলেও এই সকল গ্রন্থে যদুনন্দন যে অনুবাদে কতটা মৌলিকতা সৃষ্টি করিয়াছেন ও কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন সেই বিষয়ে এই পর্য্যন্ত কেহ সম্যকরূপে আলোচনা করেন নাই। অতএব এই তিনটি গ্রন্থ এবং অপ্রকাশিত অপর চারিটি উল্লিখিত অনুবাদ গ্রন্থের একাধিক পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এবং পাঠ করিয়া কোন গ্রন্থের কতটা যথাযথ অনুবাদ বা ব্যাখ্যামূলক ভাবানুবাদ হইয়াছে, আর কতটাই বা কবির মৌলিক প্রতিভা ও কবিত্বের নিদর্শন হইয়াছে তাহার সন্ধান করিয়া বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার মাধ্যমে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যদুনন্দন প্রণীত মৌলিক গ্রন্থ 'কর্ণানন্দ' সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজনবোধে আলোচনার মাধ্যমে ইহারও একটি বিতর্কমূলক মতবাদ উত্থাপন করিয়াছি।

পদাবলী-সাহিত্যে যদুনন্দনের অবদানের উল্লেখ না করিলে তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার একটি দিক অন্ধকারেই রহিয়া যাইবে। অতএব এই নিবন্ধে যদুনন্দন রচিত সুমধুর পদাবলী সাহিত্যগুলিও আলোচনার অন্তর্গত করা হইয়াছে।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং কয়েকটি পদ সঙ্কলন গ্রন্থ হইতে যদুনন্দন দাস ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় সেই সকল পদের সমগ্র অংশ এই নিবন্ধে উপস্থাপিত করিতে পারিলাম না। কেবল, প্রতিপদের প্রথম চরণ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল পদ যে কবিত্ব ও মাধুর্য্যে বিশেষ ভাবেই রসোত্তীর্ণ, তাহা কয়েকটি পদের সমুদয় অংশের উল্লেখ সহ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছি।

উপসংহারে যদুনন্দনদাসের কবি প্রতিভার পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। আমার বিচার-বুদ্ধি অনুসারে বুঝিতে পারিয়াছি যে যদুনন্দন তাঁহার সাহিত্যজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন, সেই কথাই এইস্থলে বিশ্লেষণের আলোকে প্রমাণ করিয়াছি। যে আশা লইয়া যদুনন্দনের কবি প্রতিভার মূল্য নিরূপণ করিতে তাঁহার জীবন ও রচনার উপর যা কিছু ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও কাব্য-সৌন্দর্য্যানুসন্ধান করিয়াছি, মনে করি সেই আশা নিরর্থক হইবে না। ভবিষ্যৎ কোন শিল্পী ইহাতে অনুপ্রাণিত হইবেন এবং এই সামান্য আলোকের পথ ধরিয়া যদুনন্দনকে পরিপূর্ণ আলোকে লইয়া আসিতে সমর্থ হইবেন। দীঘির পদ্ম যে পরিমাণ সূর্য্যকিরণ বিস্তারে পূর্ণ বিকশিত হয়, ভবিষ্যৎ শিল্পীর সেই পরিমাণ অনুসন্ধানের আলোকপাতে তখন যদুনন্দনের লুপ্ত প্রতিভাও পুনরায় পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবে।

পরিশিষ্টে অপ্রকাশিত বলিয়া যদুনন্দন অনূদিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের একটি প্রস্তুত প্রতিলিপি, মুক্তাচরিতের কয়েকটি পদও চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের প্রস্তুত প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিয়াছি। যদুনন্দন রচিত মৌলিক গ্রন্থ কর্ণানন্দ পূর্ব্ব প্রকাশিত হইলেও বর্তমানে তাহা দুষ্প্রাপ্য। সেইজন্য বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত ২২৮৯/৫ সংখ্যক 'কর্ণানন্দ' হস্তলিখিত পুঁথি হইতে একটি প্রতিলিপি এইস্থানে উপস্থিত করিয়াছি। যদুনন্দনের আর একটি মৌলিক গ্রন্থ হরিভক্তি চন্দ্রামৃতের প্রতিলিপিও পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিলাম।

এই নিবন্ধে অত্যধিক উদ্ধৃত অংশ দৃষ্ট হইবে। আশঙ্কা এই যে, পাঠকগণের পক্ষে এত বেশী উদ্ধৃত অংশ পাঠ ক্লান্তিকর হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থের এই সব উদ্ধৃতি দিবার প্রয়োজন এইজন্য হইয়াছে যে বিষয়টি প্রমাণ করার পক্ষে উপযুক্ত উদ্ধৃতিগুলি সাহায্য করিবে। আবার, কোন কোন স্থানে যে একই যুক্তির

ও একই উদ্ধৃতাংশের পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহার পক্ষে যৌক্তিকতা এই যে সাধারণ পাঠক যাহাতে যুক্তি বিচার এবং সিদ্ধান্তের পরিপোষক সকল যুক্তি একস্থানে দেখিতে পান, সেইজন্যই পুনরুক্তি করা হইয়াছে। অপর একটি কথা এই যে, উদ্ধৃত অংশের মধ্যে ছন্দ, ব্যাকরণ, শব্দ প্রয়োগ ও বানান সংক্রান্ত ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা। কারণ হস্তলিখিত পুঁথিতে অনেকস্থলে ছন্দ, শব্দ, বানান প্রভৃতির যে সব ত্রুটি দেখা গিয়াছে আমি তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করি নাই, যে রকম পাঠ পাইয়াছি তাহা হইতে যতটুকু সম্ভব উদ্ধার করিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কোন কোন স্থলে বানানের ত্রুটি সংশোধন করিয়াছি মাত্র। যে সকল পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই এবং উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যে অংশ উল্লেখ অপ্রয়োজন বোধ হইয়াছে সেই সব স্থলে এই × চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

এই সঙ্গে প্রস্তুত নিবন্ধের বাংলা 'টাইপ' সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হয়। বাংলা 'টাইপে'-র আজ পর্য্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে উন্নতি ঘটে নাই। সেইজন্য 'টাইপে'-র অক্ষর দেখিয়া অনেক স্থলেই শব্দ উদ্ধার করা কঠিন হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া সংযুক্ত অক্ষরের স্থলে। এইরূপ সমস্যা এই স্থলেও দেখা দিয়াছে। যুক্ত অক্ষরের মধ্যে ন্ত, ন্ধ, স্ত, ন্ধ, ঙ্গ, ঙ্ক, ঞ্ছ, ঞ্জ, চ্ছ, ষ্ঠ প্রভৃতি অক্ষরের অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। অক্ষর পরিচিতি সম্বন্ধে আরও দুএকটি কথা এই যে, 'ক্ষ' অক্ষরটি 'ফ' এর ন্যায় হইয়াছে। লুপ্ত 'অ' কার-'ঽ' ' রূপে চিহ্নিত হইয়াছে। 'ে' কার অনেক স্থলেই পূর্ব্ববর্ণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। 'ু' 'ূ' কার চিহ্নের পার্থক্য নির্ণয় করাও মুস্কিল। অন্য উপায় না থাকায় এই সকল ত্রুটি সহই নিবন্ধটি উপস্থিত করা হইল।

শান্তিলতা রায়

সূচীপত্র

সঙ্কেত ব্যাখ্যা

ক: বি: — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ব: ন: গ্র: ম: — বরাহ নগর গ্রন্থ মন্দির

সা: প: — সাহিত্য পরিষদ

বি: ভা: — বিশ্বভারতী পুঁথিশালা

চৈ: রি: — চৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

সা: প: প: — সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা

গ: — এসিয়াটিক সোসাইটি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া

র: সা: প: প: — রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা

প্রা: ব: পু: বি: — প্রাচীন বাংলা পুঁথি বিবরণ

হি: ব্র: লি: — হিষ্ট্রী অব ব্রজবুলি

স: — বর্ধমান সাহিত্য সভা

ক: প্রা: পু: বি: — আব্দুল করিমের প্রাচীন পুঁথি বিবরণ

চৈ: চ: — চৈতন্য চরিতামৃত

ভ: র: — ভক্তি রত্নাকর

তরু — পদকল্পতরু

গো: লী: — গোবিন্দ লীলামৃত

মা: — পদামৃত মাধুরী

অ: ব: — অনুরাগ-বল্লী

গী: — গীতোচন্দ্রোদয়

গৌ: তঃ — গৌরপদ তরঙ্গিণী

কৃ: — কৃষ্ণকর্ণামৃত

জ: ব: — জগন্নাথ বল্লভ নাটক

দা: চ: — দানলীলা চন্দ্রোদয়

ম: — মনঃশিক্ষা

চৈ: — চৈতন্য চন্দ্রামৃত

হ: — হরিভক্তি চন্দ্রামৃত

বিঃ মাঃ	—	বিদগ্ধ মাধব
পঃ সঃ	—	পদামৃত সমুদ্র
অঃ	—	অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী
বৈঃ পঃ	—	বৈষ্ণব পদাবলী
সাঃ রঃ	—	সারঙ্গরঙ্গদা টীকা
কৃঃ	—	কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী
গোঃ পঃ	—	গোবিন্দ দাসের পদাবলী
ভাঃ	—	কৃষ্ণ ভাবনামৃত
সঃ তোঃ	—	সংগ্রহ তোষণী
কঃ	—	কর্ণানন্দ
প্রেঃ বিঃ	—	প্রেম বিলাস
ক্ষণদা	—	ক্ষণদাগীত চিন্তামণি
কীঃ	—	কীর্ত্তনানন্দ
গোঃ রঃ	—	গোবিন্দ রতিমঞ্জরী
বঃ পুঃ সঃ	—	বহরমপুর সংস্করণ

যদুনন্দন দাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

'কৃষ্ণের অপর সংজ্ঞা যদুনন্দন', সম্ভবতঃ এই কারণেই যদুনন্দন নাম বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয়। সেইজন্য মধ্যযুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই প্রিয়নামধারী অনেক বৈষ্ণব ব্যক্তির সন্ধান আমরা পাই। ইহাদের মধ্যে কেহ পদকর্তারূপে, কেহ মৌলিক-গ্রন্থ প্রণেতারূপে, আবার কেহ অনুবাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কবিখ্যাতি লাভ করেন নাই, অথচ বৈষ্ণব জগতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে যদুনন্দন নামও বিরল ছিল না। যেমন, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে চৈতন্য-শাখা বর্ণনা অংশে, "মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন"[১] বলিয়া যে যদুনন্দনের উল্লেখ আছে সেই যদুনন্দনের কবিখ্যাতির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, কেবল এই তত্ত্বটুকুই পাওয়া যায় যে ইনি "গৌরদেশের ভক্ত"[২] ছিলেন। এই গ্রন্থেই অদ্বৈতশাখা বর্ণনা অংশেও অপর এক যদুনন্দনের নাম পাওয়া যায়। যথা—'যদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা'[৩]। ইহাকেও কবি বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। ইনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পিতা ও পিতৃব্যের কুলগুরু ছিলেন। চৈতন্য-যুগের আদিতেই ইহার অবস্থিতি দেখা যায়। সেইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলে ইনি প্রথম যদুনন্দনরূপে উল্লিখিত হইতে পারেন। গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই ইনি অদ্বৈত মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অদ্বৈতসাধনাকে পরিপুষ্ট করিতে সচেষ্ট হন। দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী আড়িয়াদহে গদাধর দাসের শিষ্যরূপে এক যদুনন্দন চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যায়। ইহার শ্রীপাট কাটোয়ায় ছিল।[৪] নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র গোস্বামীর শ্বশুররূপে ঝামটপুর নিবাসী এক যদুনন্দনের নাম পাওয়া যায়। ইহার উপাধি

১। চৈঃ চঃ ১/১০ পৃঃ ১১৯, পণ্ডিতবর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ।

২। ঐ — ঐ

৩। ঐ ১/১২ পৃঃ ১০০ — ঐ

৪। ভঃ রঃ পৃঃ ৩৫২, বহরমপুর সংস্করণ।

ছিল 'আচার্য্য'[১]। পিপ্পলীবংশ জাত এই যদুনন্দন শ্রীমতী ও নারায়ণী নামে তাঁহার দুই কন্যাকেই বীরভদ্র গোস্বামীর হাতে সম্প্রদান করেন—

তাঁর দুই দুহিতা শ্রীমতী ও নারায়ণী।
সৌন্দর্য্যের সীমাভূত অঙ্গের বলনী॥
ঈশ্বরীর ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান।
প্রভু বীরভদ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥[২]

জামাতা বীরভদ্রের নিকট যদুনন্দনের দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্যও হইয়াছিল—

যদুনন্দনেরে বীরভদ্র শিষ্য কৈলা।
জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি উল্লসিত হইলা[৩]॥

চৈতন্যশাখার যদুনন্দন ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত কিনা তাহা জানা যায় না। কিন্তু উল্লিখিত অপর সকল যদুনন্দনই ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের কাহারও কবিখ্যাতি ছিল না। তবে বিপ্রকুলে জাত অপর এক যদুনন্দন, যিনি কাটোয়ার গদাধর প্রভুর শিষ্য ছিলেন—

শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্তী বিজ্ঞবর।
যার ইষ্ট দেব প্রভু দাস গদাধর[৪]॥

ইনিও কবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইনি 'গৌরাঙ্গ চরিত' নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যথা,—

যে করিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
দ্রবে দারু পাষাণাদি শুনি যাঁর গীত[৫]॥

ইনি বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহাও জানা যায় যে কাটোয়ার গদাধর দাস প্রভুর তিরোধান উপলক্ষে তাঁহার শিষ্য যদুনন্দন বড় রকমের মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষতা ও যোগ্যতা দেখিয়া রঘুনন্দন ঠাকুর তাঁহাকে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান-উৎসব

১। ভঃ রঃ পৃঃ ২৫০ বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ
২। ঐ ঐ পৃঃ ৬২৩ গৌড়ীয় মঠ বাগবাজার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ।
৩। ভঃ রঃ, পৃঃ ২৫০, বহরমপুর সংস্করণ।
৪। ঐ ঐ, পৃঃ ৩৫২ ,, ,,
৫। ঐ ঐ, পৃঃ ৫৯২ ,, ,,

উদ্যাপনের দায়িত্বও দিয়াছিলেন। তবে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান-উৎসবে নরহরি শিষ্য লোচনদাসও বিশেষ অংশ ও দায়িত্ব নিয়াছিলেন। গদাধর শিষ্য যদুনন্দন লোচনদাসের সমসাময়িক ছিলেন। বর্তমানে কাটোয়ার মহাপ্রভুর আশ্রমের সেবায়েৎ ব্রাহ্মণগণ নিজেদের এই যদুনন্দনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। অপর এক কবি যদুনন্দন ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসুবলচন্দ্রের শিষ্য, ইনি কৃষ্ণকর্ণামৃত নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—

শ্রীযুক্ত সুবল চন্দ্র পদ করি আশ।
কৃষ্ণ কর্ণামৃত কহে যদুনন্দন দাস[১] ॥

শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্যরূপে এক যদুনন্দনের সন্ধান পাওয়া যায়। কবি আত্ম-পরিচয়ে বলিয়াছেন—'হেমলতার শিষ্য হই পালি গ্রামে বাস'[২]। কবির উক্তি হইতে জানা যায় যে ইনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—"হেমলতার শিষ্য আমি বিপ্রকুলে জন্ম"[৩]। এই বিপ্র যদুনন্দন রাগানুগা সাধনমার্গ বিষয়ক যে গ্রন্থ রচনা করেন সেই গ্রন্থের নাম 'সংগ্রহ-তোষণী', গ্রন্থে ব্রজলীলার সূত্র বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন—

সুদীপ্ত মধুর রস সর্বমতে লাগে।
যৈছে বীজ ইক্ষু রস গোসাই লেখেন আগে ॥
তার তত্ত্ব কমল বিচারিয়া এ তত্ত্ব বর্ণন।
কাতরে কহিল কিছু এ যদুনন্দন[৪] ॥

• হেমলতা ঠাকুরাণীর অপর এক শিষ্যের নামও যদুনন্দন। এই যদুনন্দন দাসের জীবনের ঐতিহাসিক সূত্রানুসন্ধান করাই এই আলোচনার লক্ষ্য। ইনিও কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় পদাবলী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও মৌলিক সাহিত্য, এই ত্রিধারায়ই তাঁহার সাহিত্য কৃতি প্রবাহিত হইয়াছিল। আলোচ্য যদুনন্দন রচিত পদসকল পদাবলী সাহিত্যে বিশেষ সমাদৃত হয়। ইনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য নাটকগুলির বাংলা ভাষায় ভাবানুবাদ করেন।

১। বঃ সাঃ পঃ পঃ ৬, পৃঃ ১৬৮।
২। সংগ্রহতোষণী, বিঃ ভাঃ পুঁথি সং ৫৬৬৩, পৃঃ ৫২ক।
৩। সংগ্রহতোষণী, বিঃ ভাঃ পুঁথি সং ৫৬৬৩, পৃঃ ৫২ক।
৪। ঐ ,, ,,

এই অনুবাদ-সাহিত্যগুলি বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অনুবাদ ও পদাবলী সাহিত্যে যুগ্ম ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য ক্ষেত্রে ইনি বিশেষভাবে চিহ্নিত হইয়া আছেন। উড়িষ্যার রায় রামানন্দ, বৃন্দাবনের সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যেমন সংস্কৃত ভাষায় কাব্য ও নাটক প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের রসমাধুর্য্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যরস পিপাসু বিদ্বজ্জনের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত বিতরণ করিয়াছেন, যদুনন্দন সেইরূপ বাংলা ভাষাভাষী বিদ্বজ্জনের নিমিত্ত বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্যগুলির অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই অনুবাদ করিয়া তিনি খুব একটি বড় কাজ করিয়াছেন, আজ সর্বসাধারণেও ইহার রসাস্বাদ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তবে এরূপ কার্য্যে যদুনন্দন একক দৃষ্টান্ত নন। তাঁহার পূর্বে এবং পরেও কয়েকজন অনুবাদ সাহিত্যিকের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি কুলীনগ্রাম নিবাসী মালাধর বসু। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদের কাজে প্রথমে তিনিই অগ্রসর হন। সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের তিনি যে মর্মানুবাদ করেন, সেই অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। কিন্তু ইনি সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ করেন নাই। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের পয়ারছন্দে অনুবাদ করেন। জনসাধারণের নিমিত্তই যে তাঁহার এই প্রচেষ্টা তাহা তিনি ভণিতায় উল্লেখ করেন—

ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঞ্চালি রচিয়া[১] ॥

পরবর্তীকালে শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য রঘুনাথ বা ভাগবতাচার্য্য নামে এক কবি ভাগবতের স্কন্ধ-অধ্যায় অবলম্বনে সংক্ষেপে যে অনুবাদ রচনা করেন, সেই অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী'[২]। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য্যও ভাগবতের দশম স্কন্ধ ও পুরাণাদি অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'[৩] নামে একটি অনুবাদগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত অমর গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতেও অনুবাদ রচনার কিছু কিছু সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যদিও গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থে কোন একটি সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে ধারাবাহিক অনুবাদ করেন নাই, কিন্তু

১। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পৃঃ ৩, খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত।
২। পঃ ৪:৩৭ ৩। পঃ ৪২৬

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত, জগন্নাথ বল্লভ নাটক, বিদগ্ধমাধব নাটক, গোবিন্দ-লীলামৃত কাব্য, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বিষ্ণু পুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে যে সব শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বাংলা ভাষায় পয়ার ছন্দে ইহার সুললিত অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সাহিত্যিক-সুষমামণ্ডিত সার্থক অনুবাদরূপে গণ্য হয়। নীলাচলের ভক্ত কবি রায় রামানন্দ কৃত সংস্কৃত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের বঙ্গানুবাদ[১] করেন ষোড়শ শতকের শেষভাগে কবি লোচন দাস। তবে ইনিও সমগ্র গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ করেন নাই। কেবলমাত্র এই গ্রন্থের সঙ্গীত অবলম্বনে চল্লিশটি সুমধুর পদ রচনা করেন। ইহার মধ্যে তেরটি পদ ব্রজবুলি লক্ষণাক্রান্ত। জগন্নাথ বল্লভ নাটকের অনুবাদকরূপে অপর কয়েকজন কবির নাম জানা যায়। যেমন,—রামগোপাল দাস বা গোপাল দাস[২], পরাণ দাস[৩], ও সপ্তদশ শতাব্দীর কবি অকিঞ্চন দাস[৪]। অকিঞ্চন দাস ভণিতায় বলিয়াছেন,—

রামানন্দ পদরজ মনে করি আশ।
নাটকের ভাষা কহে অকিঞ্চন দাস[৫] ॥

কবি অকিঞ্চন দাস ধারাবাহিকভাবে সমগ্র নাটকটিরই অনুবাদ করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী কৃত সংস্কৃত হংসদূত কাব্যের বঙ্গানুবাদ করেন নরোত্তম দাস ঠাকুর[৬]। হংসদূতের অনুবাদকরূপে নরসিংহ দাস নামে এক কবির সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি ধারাবাহিকভাবে সমুদয় গ্রন্থেরই অনুবাদ করিয়াছেন। নরসিংহ দাস গোস্বামীজীর চরণ বন্দনা করিয়া বলেন—

দাস গোস্বামীজিয়ের চরণ বন্দিয়া।
ভাষাছন্দে কহি কিছু তবে না বুঝিয়া ॥
শ্লোক ছন্দ শুনি মোর হৈল প্রতি আশ।
হংসদূত কথা কহে নরসিংহ দাস[৭] ॥

আমাদের আলোচ্য যদুনন্দন দাসও হংসদূত কাব্যের ভাবানুবাদ করিয়াছেন।

১। জগন্নাথ বল্লভ লোচন অনূদিত
২। ক: ২৮৮২ রামগোপাল দাস অনূদিত, লিপিকাল ১২৩২ সাল
৩। ক: ৩৮২০
৪। ব: ন: প্র: ম: ২২৩৫/১৭
৫। জগন্নাথ বল্লভ—ব: ন: প্র: ম: ২২৩৫/১৭, পৃ: ৪৬।
৬। সা: প: ১২৭২, পৃ: ১, শকাব্দ ১৭১২, পত্র সংখ্যা ১-৩৩ সম্পূর্ণ।
৭। হংসদূত, সা: প: পুঁথি সং ১২৭২, পৃ: ১, শকাব্দ ১৭১২।

এই অনুবাদ গ্রন্থের অপর নাম 'ভক্তিরসতরঙ্গিণী'। কবি রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব প্রেমগাথা বর্ণনার প্রাক্কালে বৈষ্ণব কৃপালাভের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন,—

সভা মোরে কৃপা কর মনে সাধ লাগে বড়
কৃষ্ণলীলা পাঙ নিরবধি।
তোমরা করুণা কৈলে কৃষ্ণপ্রেম ধন মিলে
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলবান বিধি॥
হংসদূত গ্রন্থসার শ্রীরূপের পরচার
শ্লোক বন্ধে আছে সেই কথা।
প্রাকৃতে লেখিমু করি বাঞ্ছা হৈল হিয়া ভরি
অত্যন্ত দুর্গম প্রেমগাথা[১]॥

এইরূপে আমরা দেখি সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর আরও কয়েকজন কবি অনুবাদ সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মৌলিক কাব্য স্রষ্টারূপে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির উদ্ভব হয় নাই এবং মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিও সম্ভব হয় নাই। এই যুগে কয়েকজন কবি অনুবাদের কার্য্য করিয়া বৈষ্ণব যুগের সাহিত্যকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে, অষ্টাদশ শতকে সংস্কৃত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন গিরিধর দাস। কবি ভণিতায় বলিয়াছেন—

জয়দেব কৃত মঙ্গল গীত।
ভাষাতে রচিল গিরিধরে॥

অষ্টাদশ শতকেই যুগলকিশোরের পুত্র দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ সংস্কৃত গীতগোবিন্দের একটি পদ্যানুবাদ করেন। সেই অনুবাদগ্রন্থের নাম 'জয়দেব প্রসাদাবলী'[২] এই শতাব্দীতেই নিত্যানন্দ বংশীয় স্বরূপচরণ গোস্বামী নামে এক কবি শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রণীত চম্পূ কাব্য 'ললিতমাধব' নাটকের বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনুবাদ গ্রন্থের অপর নাম 'প্রেমকদম্ব'[৩]। বৈষ্ণবগণের আদেশেই তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রেরণা প্রদান করে—

ললিত মাধব নাটক বিলক্ষণ।
শ্রীরূপ গোস্বামী হৈতে হৈলা প্রকটন॥

১। হংসদূত, ক: বি: পুঁথি সং ৩৯৮৮, পৃ: ২ক।
২। পৃ: ৫৪২০। ৩। বটতলায় মুদ্রিত গ্রন্থ।

সংস্কৃত গদ্যপদ্য নাট্যভাষা তায়।
অনায়াসে সর্ব অর্থ বুঝা নাহি যায়॥
অতএব গৌরভাষা করিবার তরে।
বৈষ্ণব সকল যত্নে আদেশিলা মোরে[১]॥

গঙ্গাদাসের পুত্র পুরুষোত্তম দাস বা প্রেমদাস নামে এক কবি কর্ণপূর রচিত মৌলিক গ্রন্থ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ গ্রন্থটির নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী'[২]। রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত সংস্কৃত মৌলিক গ্রন্থ মুক্তাচরিতের অনুবাদকরূপে নারায়ণ দাস ও স্বরূপ ভূপতির নাম পাওয়া যায়। হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দন দাসও মুক্তাচরিত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। নারায়ণ দাস ধারাবাহিকভাবে উনষষ্টি পৃষ্ঠা মধ্যে মুক্তাচরিত[৩] রচনা সম্পন্ন করেন। স্বরূপ ভূপতির মুক্তাচরিত ছিষট্টি পৃষ্ঠা সম্বলিত। ভণিতায় কবি বলিয়াছেন,—

স্বরূপ ভূপতি কয় মুকুতা চরিত।
শুনহ বৈষ্ণবগণ মজাইয়া চিত[৪]॥

যদুনন্দন দাস অনূদিত মুক্তাচরিত গ্রন্থের পত্র সংখ্যা ছিয়ানব্বই। কবি সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ দীর্ঘবিস্তার পূর্বক কারুকলামণ্ডিত বাণী ভঙ্গিসহ সুসম্পন্ন করেন। ভণিতায় কবি বলিয়াছেন,—

মুক্তা চরিত কথা অমৃত হইতে পরামৃতা
গায় দীন এ যদুনন্দন[৫]।

কবি যদুনন্দন মুক্তাচরিত গ্রন্থে হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

শ্রীচৈতন্য কৃপান্বিত শ্রীগোপাল ভট্ট খ্যাত
তার কৃপাপাত্র শ্রীআচার্য্য।
ঠাকুর মোর দয়াময় তার কন্যা মহাশয়
হেমলতা আমার আচার্য্য[৬]॥

১। পঃ ৫৪৪৪। ২। সাঃ পঃ ২৬৮১।
৩। সাঃ পঃ ১২৬৮। ৪। ঐ ১২৬৮ পৃঃ ৫ক।
৫। বঃ সঃ প্রঃ মঃ, পুঁথি সং ২২৭৫।২৬, পৃঃ ১৫ক।
৬। মুক্তাচরিত, বঃ সঃ প্রঃ মঃ. পুঁথি সং ২২৭৫/২৬, পৃঃ ৯৪ক।

ঐতিহাসিক সূত্রানুসন্ধানের ফলে যদুনন্দন প্রণীত আরও কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ হইতেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত হইল—

শ্রীযুক্ত প্রভু মোর আচার্য ঠাকুর।
গৌড়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের অঙ্কুর॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেম দিল তাহার নন্দিনী।
শ্রীল শ্রীহেমলতা নাম ঠাকুরাণী[১]॥

ঠাকুর আচার্য্য প্রভু আমার প্রভুর প্রভু
এই মোর ভরসা অন্তরে[২]।

শ্রীনিবাস আচার্যকে 'আমার প্রভুর প্রভু' বলায় বুঝিতে পারা যায় শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা যদুনন্দনের প্রভু অর্থাৎ গুরু ছিলেন। এইরূপ আর একটি উক্তি—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম কল্পবল্লী কিবা বর্ণিয়াছে ধাতা॥
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস[৩]॥

এই সব উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে যদুনন্দন দাসের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন পরম বৈষ্ণব শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের সুযোগ্যা কন্যা শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী।

যদুনন্দন দাস বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু জন্মগত অধিকারে কাহারও বৈষ্ণবত্ব সর্বত্র মানিয়া লওয়া যায় না। কেননা একই বৈষ্ণববংশে জন্মলাভ করিয়া কেহ বৈষ্ণব কেহ শাক্ত ধর্ম অবলম্বন করিতে পারেন। যেমন, চৈতন্যদেবের অনুরক্ত ভক্ত বৈষ্ণব চিরঞ্জীব দাসের পুত্র বিখ্যাত কবি গোবিন্দ দাস প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে,—

এবে লিখি গোবিন্দের অস্বাস্থ্য করণ।
গ্রহণী ব্যাধিতে শেষে ছাড়য়ে জীবন॥

১। বিদগ্ধ মাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ১৬খ।
২। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৫৮ক।
৩। কর্ণানন্দ বঃ নঃ গ্রঃ মঃ, ২২৮৯/৫, পৃঃ ২৮খ।

তাঁর দেবী-উপাসনা শাক্ত মহামায়া।
সেই সেবা সেই স্মরণ বাঞ্ছে তার দয়া॥
মন্ত্রসিদ্ধি করিলেন ইষ্ট হইল সাক্ষাৎ।
মরণ সময়ে পদে করে প্রণিপাত[১]॥

পরে এই গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণে রোগমুক্ত হন এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করেন—

যে কালে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ।
কিবা আছিল তার হইতে মরণ॥
কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন।
এইরূপে ছত্রিশ বৎসর করিল যাপন[২]॥

যদুনন্দন দাসের বৈষ্ণবত্বও সেইরূপ বৈষ্ণব সমীপে দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্তই স্বীকৃত। বৈষ্ণব সমাজে পূজনীয়া হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য হওয়ায় তিনি বৈষ্ণব আখ্যা লাভ করেন।

কর্ণানন্দ গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে যদুনন্দন দাস বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর দীক্ষাগুরু হেমলতা ঠাকুরাণীর শ্রীপাট বুঁধই পাড়ায় 'শ্রীমতী নিকটে' অবস্থান করিয়া ধর্মজীবনে আনন্দ আস্বাদন করিতেন—

বুঁধই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে[৩]॥

বুঁধই পাড়ায় অবস্থান করিলেও তাঁহার নিবাস ছিল কাটোয়ার অন্তর্গত মালিহাটি গ্রামে। আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া কবি কর্ণানন্দ গ্রন্থে নিজ নিবাসস্থলের উল্লেখ করিয়াছেন—'মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার'[৪]। যদুনন্দন দাস যে বর্ধমান জিলার অন্তর্গত মালিহাটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং জাতিতে বৈদ্য ছিলেন তাহা সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত পদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে[৫], যদুনন্দন তাঁহার মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থের কোনটিতেই এমন কোন আত্মপরিচয়

১। প্রেমবিলাস, পৃঃ ১০৭।
২। ঐ পৃঃ ১১০।
৩। কর্ণানন্দ, ব: ন: গ্র: স: ২২৮৯/৫, পৃঃ ৫৭ক, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ১১৯।
৪। ঐ " " পৃঃ ১৫ক।
৫। পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫।

দেন নাই যাহাতে তাঁহার পিতামাতার নাম ও বিবরণ জানা যাইতে পারে। তবে তিনি যে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থের শেষদিকে কবি বলিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যদাসের দাস ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস
আচার্য্য আর শ্রীল হেমলতা।
তার পাদ পদ্ম আশ এ যত্নন্দন দাস
অম্বষ্ঠ প্রাকৃতে কহে কথা[১] ॥

শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা যে কবির ইষ্ট দেবতা তাহা তিনি এই স্থলেও উল্লেখ করিয়াছেন। শেষ ছত্রের 'অম্বষ্ঠ' উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। কর্ণানন্দ গ্রন্থেও তিনি নিজেকে বৈদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

দীন যত্নন্দন দাস বৈদ্য নাম যার[২]।

কৃষ্ণপদ দাসবাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত রস' গ্রন্থের ভূমিকায় যত্নন্দনের নিবাসস্থল ও বংশ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে যত্নন্দন "কণ্টক নগরের উত্তরাংশে ভাগিরথীর পশ্চিমতটে মালিহাটি গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন"[৩]। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও নবদ্বীপ ব্রজবাসী সঙ্কলিত 'পদামৃত মাধুরী'-তেও উল্লেখ আছে—"যত্নন্দন মালিহাটি গ্রামনিবাসী বৈদ্যবংশীয়"[৪]। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ও যত্নন্দনের বাসস্থান "নিবাস মালিহাটি গ্রাম"[৫] বলিয়াছেন। কিন্তু যত্নন্দন মৌলিক গ্রন্থ কর্ণানন্দ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে নিজ নিবাস স্থলের কথা উল্লেখ করেন নাই। মনে হয়, যত্নন্দনের মালিহাটি গ্রামে বাসস্থানের সিদ্ধান্তের একমাত্র সূত্র কর্ণানন্দ গ্রন্থ। কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে বাসস্থানের উল্লেখ না থাকায় এবং কর্ণানন্দে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করায় বাসস্থানের এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না।

যত্নন্দন দাসের জীবনকাল সম্বন্ধেও সঠিক কোন তথ্য জানা যায় না। তবে তিনি যখন ষোড়শ শতকের শেষপাদের বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাসের কন্যা

১। গোবিন্দ লীলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ১৫৪খ।
২। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ, ২২৮৯/৫ পৃঃ ১৫ক।
৩। গোবিন্দলীলামৃত রস-ভূমিকা।
৪। পদামৃত মাধুরী।
৫। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, পৃঃ ১৬, ডাঃ সুকুমার সেন রচিত গ্রন্থ।

হেমলতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই যুক্তি অনুসারে তাঁহার জীবনকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্গত ধরা যায়। কর্ণানন্দ গ্রন্থেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। যথা,—

পঞ্চদশ আর বৎসর উনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া[১] ॥

১৫২৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কবি যদুনন্দন কর্ণানন্দ গ্রন্থ-রচনা কার্য্য সমাপন করেন। সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত কল্পতরুতে উল্লিখিত আছে—"পদকর্ত্তা ও কবি যদুনন্দন দাস ১৫২৯ শকে ৭০ বৎসর বয়সের কালে তাঁহার কর্ণানন্দ নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন[২]।" ১৫২৯ শক অর্থাৎ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ কর্ণানন্দ রচনার কাল হইলে আর রচনাকালে কবির বয়স ৭০ বৎসর গণ্য করিলে রচয়িতার জীবনকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত গণ্য করা যায়। কিন্তু কর্ণানন্দ রচনাকালে যে কবির বয়স সত্তর বৎসর হইয়াছিল তাহা কবি নিজ কর্ণানন্দ গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। অন্য অনুবাদ গ্রন্থগুলিতেও জীবনকাল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। তবে তিনি যেখানে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণানন্দ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেখানে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁহার জীবন-কাল স্বীকার করিতে হয়। ইহা ব্যতীত, যদুনন্দন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পূর্ববর্তী কবি না হওয়ায় ইহার পক্ষে একটি যুক্তিসঙ্গত সমর্থনও পাওয়া যায়। যদুনন্দনের জীবনকালের সূত্রানুসন্ধানে শ্রীনিবাস ও তাঁহার কন্যা হেমলতার জীবনকাল অনুসরণ করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। চৈতন্যদেব বিদ্যমান থাকিতেই যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিদ্যমানতা স্বীকৃত হইয়াছে তাহা কয়েকটি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উক্তি হইতে জানা যায়। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ লিখিয়াছেন—

গচ্ছন পুরুষোত্তমং পথি শ্রুতশ্চৈতন্য সঙ্গোপনং
মূর্চ্ছীভূয়কচান্ লুনন্ স্বশিরসো ঘাতংদ্ধদ্বিকৃকৃতঃ।

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মন্দির ২২৮৯/৫ পৃঃ ৫৭ক
২। পদকল্পতরু, পৃঃ ১৯৫।

তৎপাদ হৃদি সন্নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুঃ[১] ॥

—পুরুষোত্তম যাইবার কালে পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান বার্তা শ্রবণ করিয়া যিনি কেশ উৎপাটন করিতে করিতে ও নিজ শিরে আঘাত করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়াও তাঁহার চরণ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন সেই করুণানিধি আমার প্রভু শ্রীনিবাস জয়যুক্ত হউন।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের অপর শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজও লিখিয়াছেন পুরুষোত্তম গমনকালে শ্রীনিবাস চৈতন্যদেবের তিরোধান বার্তা শ্রবণ করেন—

গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতি শ্রীশ্রীনিবাস প্রভু
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জন মুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাম্।
দুঃখৌঘে স মুহুর্মূর্চ্ছ ভগবান দৃষ্টাঽয়ং ভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদম্ স্বপ্নে সমাদিষ্ট বান[২] ॥

—শ্রীশ্রীনিবাস প্রভু পুরুষোত্তম গমনে মনস্থির করিলে লোক মুখ হইতে কৃপাসাগর চৈতন্যের তিরোধানতা শ্রবণ করিয়া দুঃখ স্রোতে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর ভগবান ভক্তের ব্যথা দেখিয়া সদয় হইয়া তাহাকে অতিশয় আশ্বাস প্রদান পূর্বক স্বপ্নে আদেশ করিলেন।

এইরূপ নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত ভক্তি রত্নাকর ও নরোত্তম বিলাস, মনোহর দাস রচিত অনুরাগবল্লী, নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য্যের চৈতন্য-দর্শন নিমিত্ত নীলাচল যাত্রার উল্লেখ আছে। যথা—

মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন।
কতদূরে শুনিল চৈতন্য সঙ্গোপন ॥
মহাপ্রভু অদর্শন এ বাক্য শুনিতে।
যে দশা হইল তাহা কে পারে বর্ণিতে[৩] ॥

অনুরাগবল্লীতেও উক্ত হইয়াছে—

বিনয় প্রবন্ধরূপে আজ্ঞা লইয়া।
মহাপ্রভু পাশে চলে হরষিত হৈয়া ॥

১। নরোত্তম বিলাস, পৃঃ ৮৩-বসুমতীর বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী সংস্করণ।
২। নৃসিংহ কবিরাজ কৃত 'নবপদ্য', পৃঃ ১০১, ভক্তি রত্নাকর, পৃঃ ৬৫।
৩। ভঃ রঃ, পৃঃ ৬৪, শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক প্রকাশিত।

পথে যাইতে শুনি মহাপ্রভু অন্তর্ধান।
মূর্ছিতে পড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি যান[১] ॥

অতএব চৈতন্য দেব বিদ্যমান থাকিতেই যে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাতে সংশয় থাকে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দর্শন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তিনি যখন নীলাচলে যাত্রা করেন সেই সময়ে তাঁহার বয়স কত ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। ভক্তি রত্নাকরে উল্লিখিত হইয়াছে শ্রীনিবাস যখন চৈতন্যদেবের দর্শন নিমিত্ত পুরুষোত্তম ধামে যাত্রা করেন সেই সময় শ্রীনিবাস কিশোর বয়স্ক ছিলেন—

মাঘ শুক্লা পঞ্চমী দিবস শুভক্ষণ।
মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন ॥
কিশোর বয়স অতি সুন্দর শরীর[২] ।

কিশোর বলিতে সাধারণভাবে একাদশ বৎসর হইতে পঞ্চদশ বয়স পর্যান্ত পুরুষ মানুষকে বুঝায়। অতএব শ্রীনিবাস তখন বাল্যের সীমা অতিক্রম করিয়া একাদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর বয়সের সীমাবদ্ধ কৈশোর-জীবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলা চলে। কিন্তু বাল্যের সীমা অতিক্রম করিলেও একাদশ হইতে ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সকল কিশোরই প্রায় বালক-স্বভাব অতিক্রম করিতে পারে না। এই বয়সের একটি কিশোরের পক্ষে সুদূর নীলাচলের বিঘ্নবহুল পথে, পিতামাতার সঙ্গ রহিত হইয়া বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্যদর্শনের নিমিত্ত যাত্রা করা সম্ভব নয় বলিয়া, ধরিয়া লওয়া যায় চৈতন্যদেবের অপ্রকটকালে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাসের বয়স কমপক্ষে ১৪।১৫ বৎসর মধ্যে ছিল। সেই অনুসারে শ্রীনিবাসের জন্মকাল আনুমানিক ভাবে ১৫১৯।১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ গণ্য করা যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণ শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন[৩]। তবে আমরা সেই

১। অনুরাগবল্লী, পৃঃ ১৮, তড়িৎকান্তি বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত।

২। ভঃ রাঃ পৃঃ ৬৪।

৩। 'গৌরপদ তরঙ্গিণী' সঙ্কলন গ্রন্থের ভূমিকায় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মকাল ১৫৬৫-৬৬ শক=১৬৪৩-৪৪ খ্রীঃ অনুমান করেন। রাধামাধব তর্কতীর্থ মহাশয়ের Our Heritage পত্রিকার প্রবন্ধ হইতে জানা যায় শ্রীনিবাসের জন্মকাল ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কাল। রাধাগোবিন্দ নাথের চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় শ্রীনিবাসের জন্মকাল ১৫৭২-৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কাল বলা হইয়াছে। পুলিনবিহারী দাস তাঁহার 'বৃন্দাবন কথা' গ্রন্থে শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'প্রাচীন

সব তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ অনুসারে চৈতন্য অপ্রকটকালে শ্রীনিবাসকে কিশোর বয়স্ক গণ্য করিয়া জন্মকাল ১৫১৯।১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ গণ্য করিলাম। ইহার পর শ্রীনিবাসের ধর্ম-জীবনে প্রবেশ, বিবাহ, সন্তান লাভ প্রভৃতি দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অতিক্রান্ত হইলে যদুনন্দন শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতার অনুগ্রহ লাভ করেন। কিশোর বয়স্ক শ্রীনিবাস চৈতন্যদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করিয়া গদাধর পণ্ডিতের নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষে শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া কিছুদিন শ্রীখণ্ড, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, খানাকুল প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন। বৃন্দাবনে গমন করেন ইহার অনেক পরে। অনুরাগবল্লী হইতে জানা যায় যে তিনি তিনবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন—

তিনবার বৃন্দাবন গমনাগমন[১]।

তিনি প্রথমবার যখন বৃন্দাবনে গমন করেন তাহার পূর্বেই শ্রীসনাতন-রূপ দেহত্যাগ করেন। কর্ণপুর কবিরাজ তাঁহার 'শ্রীনিবাস গুণলেশ সূচক' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শ্রীনিবাস প্রথমবার বৃন্দাবনে পদার্পণ করার প্রাক্কালে মথুরানগরে প্রবেশ করিয়াই রূপ-সনাতনের অপ্রকট বার্তা শুনিতে পান, তখন শোকাভিভূত হইয়া বলেন—

হা হা রূপ কুতোগতঃ
ক্ব গতবান্ হা হা তদীয়াগ্রজঃ[২]।

—হা হা রূপ কোথায় গেলেন, হা হা তদীয় অগ্রজ কোথায় গিয়াছেন! সম্ভবত শ্রীরূপ-সনাতন অল্প সময়ের ব্যবধানে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। একজনের তিরোধান পূর্বে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘটিলে শ্রীনিবাস তাহা পূর্বেই অবগত থাকিতেন এবং উভয়ের বিচ্ছেদে একসঙ্গে বিলাপ করিতেন না। বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন গোস্বামীর তিরোধান তিথি অল্পদিনের ব্যবধানে পালিত হইয়া থাকে। সনাতন গোস্বামীর তিরোধান তিথি পালিত হয় গুরু পূর্ণিমা দিবসে। ইহার সাতাইশ দিন পর শ্রাবণ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রূপ গোস্বামীর তিরোধান দিবস পালিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে ১৫১৯-২০ খ্রীঃ শ্রীনিবাসের জন্ম বলেন। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে' ১৫১৬-১৭ খ্রীঃ শ্রীনিবাসের জন্ম বলিয়াছেন।

১। অনুরাগবল্লী, ৬ মঞ্জরী, পৃঃ ৯৭, তড়িৎকান্তি বিশ্বাস সম্পাদিত গ্রন্থ।

২। 'শ্রীনিবাসগুণলেশ সূচক', ২০ সংখ্যক শ্লোক।

সনাতন গোস্বামীর তিরোধান কাল নির্ণয় করিতে পারিলে শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের কাল নির্ণয় করা যায়। সনাতন গোস্বামী ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে জীবিত ছিলেন তাহা প্রমাণিত হয় তৎ-প্রণীত 'বৈষ্ণব তোষণী' গ্রন্থ হইতে। কারণ এই গ্রন্থের রচনা কাল ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থের পরে তাঁহার আর কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া ইহা শেষ রচনা রূপে গণ্য হয়। সেই অনুসারে সনাতন-রূপের অপ্রকট কাল ১৫৫৪-১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া আনুমানিকভাবে ধরা যায়। অতএব শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবনে গমন ১৫৫৪-১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিয়াছিল বলিতে পারা যায়। চৈতন্যদেবের তিরোধান কালে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যদি শ্রীনিবাসের বয়স অন্ততপক্ষে ১৪-১৫ বৎসর হইয়া থাকে, ১৫৫৪-১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স ৩৪-৩৫ বৎসর হইবে। প্রথমবার বৃন্দাবনে গমন করিয়া দীর্ঘ কয়েক বৎসর তিনি সেখানে অবস্থান করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যদি তথায় চারি বৎসরও অবস্থান করিয়া থাকেন তবে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন কালে তাঁহার বয়স ৩৮-৩৯ বৎসর গণ্য করা যায়। তিনি প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে মহাপ্রভু-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধান ঘটে। ইহার পর সকলের অনুরোধে তিনি প্রথমবার বিবাহ করেন। অনুরাগবল্লী হইতে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়—

বিষ্ণুপ্রিয়া জীউ অপ্রকট শুনি।
বিস্তর কান্দিল নিজ শিরে ঘাত হানি॥
বিবাহ করিতে যত্ন অনেক প্রকার।
করিল প্রভৃতি আদি ঠাকুর সরকার॥
সবার উপরোধে বিবাহ করিল[১]।

শ্রীনিবাস প্রথমবার বিবাহ করেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অপ্রকটের অল্পকাল মধ্যে। তাঁহার দুইটি পুত্র অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইলে ভক্তগণের অনুরোধে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং বীরভদ্র গোস্বামীর কৃপায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গীতগোবিন্দের জন্ম হয়। অনুরাগবল্লীতে উল্লিখিত হইয়াছে—

তবে ঠাকুর পুত্র সব অপ্রকট হৈলা।
পুন বংশ রক্ষা লাগি উপরোধ কৈলা॥

১। অনুরাগবল্লী, ৬ মঞ্জরী, পৃঃ ৮৯, তড়িৎকান্তি বিশ্বাস সম্পাদিত।

সকল মহান্ত মিলি পুন বিবাহ দিল।
তবে পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিল [১] ॥

গীতগোবিন্দ বা গোবিন্দগতি স্বরচিত পুস্তিকা 'জাহ্নবাতত্ত্ব মর্মার্থে' নিজের জন্ম বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন—

বসুসুত বীর অতি অপরূপ
গুণের নাহিক ওর।
তাঁহার শ্রীমুখ তাম্বুল চর্বিতে
জনম হইল মোর ॥
দয়া করি মন্ত্র দিল জনম সফল কৈল
মোর প্রভু বীর চন্দ্র রায়।
তাঁহার চরণ আশে শ্রীনিবাস সুত ভাষে
এ গীতগোবিন্দ গুণ গায় [২] ॥

পরবর্তী গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকর ও নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসেও শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বিতীয়বার বিবাহের উল্লেখ আছে। দুই পত্নীর গর্ভে তাঁহার সাতজন সন্তান জন্মিয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্যের পরিবারভুক্ত মনোহর দাস কর্তৃক ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত অনুরাগবল্লী গ্রন্থে শ্রীনিবাসের পুত্র কন্যার এইরূপ উল্লেখ আছে—

বৃন্দাবন বল্লভ ঠাকুর বড় পুত্র।
তার ছোট শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুর পুত্র ॥
শ্রীহেমলতা ঠাকুরঝি ভগিনী তাঁহার।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরঝি ভগিনী যাহার ॥
শ্রীকাঞ্চন লতা ঠাকুরঝি যমুনা অভিধান।
সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি নাম [৩] ॥

হেমলতা ঠাকুরাণী শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্রকন্যামধ্যে তৃতীয় সন্তান এবং কন্যাগণের মধ্যে প্রথম। রূপ-সনাতন তিরোধান কাল ১৫৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ, এবং শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে অবস্থান কাল এই সঙ্গে ৪ বৎসর গণ্য করিয়া প্রত্যাবর্তন কাল দাঁড়ায় ১৫৫৮-১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার পর শ্রীনিবাসের বিবাহ এবং তৃতীয় সন্তান

১। অনুরাগবল্লী, ৬ মঞ্জরী, পৃঃ ৯৯ তড়িৎকান্তি বিশ্বাস সম্পাদিত
২। বঃ নঃ গ্রঃ মঃ, বাংলা বিবিধ, ৬২ক পুঁথি।
৩। অনুরাগবল্লী, ৭ মঞ্জরী, পৃঃ ৪৪।

হেমলতার জন্ম গ্রহণ করিতে কমপক্ষে আরও ৫ বৎসর যোগ করিতে হয়। অতএব ১৫৫৮-১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে চারি বৎসর যোগ করিয়া হেমলতার জন্মকাল ১৫৬৩-১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ ধরা যায়। হেমলতা শৈশব বাল্য কৈশোর বয়স অতিক্রম করিয়া দীক্ষাদানের মত গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজের বয়স প্রাপ্ত হইলে যদুনন্দন তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। সেইজন্য মনে করা যায় দীক্ষাদানের সময় হেমলতার বয়স অন্ততঃপক্ষে ১৯-২০ বৎসর হইয়াছিল। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে ১৯-২০ বৎসর যোগ করিলে মোটামুটিভাবে হেমলতার নিকট যদুনন্দনের দীক্ষাগ্রহণের কাল ১৫৮৩-১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দ গণা করা যায়। তবে এইখানে আরও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে পিতা শ্রীনিবাস আচার্য জীবিত থাকিতেই কন্যা হেমলতা দীক্ষাদানের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন কিনা? অনুসন্ধানে জানা যায় যে শ্রীনিবাসের দুই পুত্রের অকাল মৃত্যু ঘটিলে কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতাকে শ্রীনিবাস নিজ গৃহের দেব বিগ্রহ বংশীবদন নামক শালগ্রাম শিলা সেবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। যথা,—

কতকালে শ্রীহেমলতা ঠাকুরঝি মহাশয়।
সেবার প্রকাশ লাগি প্রযত্ন করয়॥
অনেক প্রয়াসে তাঁর উৎকণ্ঠা জানিয়া।
আজ্ঞা দিল সেবা কর সাবধান হয়া॥
আজ্ঞা পায়া শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিল।
অঙ্গ সেবা করাইয়া মন্দিরে বসাইল[১]॥

অতএব পিতা বর্তমানেই বিগ্রহসেবার অধিকার লাভ করায় দীক্ষাদানের অধিকার পাওয়াও হেমলতার পক্ষে অসঙ্গত নয়। ধরিয়া লওয়া যায় হেমলতার দীক্ষাদানের আরম্ভকাল ষোড়শ শতকের শেষপাদ। যদুনন্দন এই সময়ে হেমলতার শিষ্যত্ব লাভ করিতে পারেন, কিন্তু এই সময়ে যদুনন্দনের বয়স যে কত ছিল তাহা জানা যায় না, তিনি হেমলতার বয়োজ্যেষ্ঠও হইতে পারেন, কারণ গুরু হইতে শিষ্যের বয়স অধিক হইতে বাধা নাই। আবার হেমলতা অপেক্ষা যদুনন্দন কম বয়স্ক হওয়াও অসঙ্গত নয়। ষোড়শ শতকের শেষপাদ যদুনন্দনের দীক্ষাগ্রহণ

১। অনুরাগবল্লী ৬ মঞ্জরী পৃঃ ৯৮, তড়িৎকান্তি বিশ্বাস সম্পাদিত।

২

কাল ধরিলে এবং ১৬০৭ শতাব্দী কর্ণানন্দ রচনার কাল ধরিলে যদুনন্দনকে আমরা ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালের কবিরূপে গণ্য করিতে পারি।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা যায় যদুনন্দন পদাবলী ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্য নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন। যদুনন্দনের ন্যায় এইরূপ বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব কম কবিই বিচরণ করিয়াছেন। এই পর্যন্ত যে সব বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে থাকিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন,—নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য বৃন্দাবন দাস মৌলিক গ্রন্থ 'চৈতন্য ভাগবত' প্রণয়ন করিয়া মৌলিক সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু পদাবলী বা অনুবাদ সাহিত্যে তাঁহার দান নাই বলিলেই চলে। তবে পদাবলী সাহিত্যে বৃন্দাবন দাস ভণিতায় যে সব পদ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একটি পদের কয়েকটি চরণ—

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু প্রসার॥
*　　*　　*　　*
বৃন্দাবন দাস এই মনে বিচারিল।
ধরণী উপরে কিবা বিজুরী পড়িল[১]॥

বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় নিত্যানন্দ শিষ্য বৃন্দাবন দাস পদটি লিখিয়াছেন। আরম্ভে গুরু নিত্যানন্দের বন্দনা এবং ভণিতায় বৃন্দাবন দাসের নাম উল্লেখ থাকায় পদটি যে নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য বৃন্দাবন দাসের রচনা তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। এইরূপ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও মৌলিক-সাহিত্য স্রষ্টা। তিনি প্রধানত সংস্কৃত ভাষায়ই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বাংলাভাষায় তিনি চৈতন্যচরিতামৃত নামে একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার কিছু পদাবলী ও শ্লোক অনুবাদ কার্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে ধারাবাহিক ভাবে তিনি যে কোন সমগ্র সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন নাই তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রণেতা লোচনদাস মৌলিক গ্রন্থ ও পদ রচনায় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, অনুবাদের কার্য্যেও তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন 'জগন্নাথ বল্লভ নাটকে'র সঙ্গীতগুলির সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সঙ্গীতগুলির

১। গৌড়চন্দ্রোদয়, পৃঃ ২৭।

সামান্য সূত্রপাত ধরিয়া কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যে যে দুইজন 'নরহরি' প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন লোচনদাসের গুরু নরহরি সরকার ঠাকুর। পদকর্তা ও মৌলিকগ্রন্থ প্রণেতারূপে ইনি পরিচিত। অপরজন নরহরি চক্রবর্তী, ইনি অষ্টাদশ শতকের কবি। পদকর্তা ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতারূপে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভক্তি রত্নাকর[১], নরোত্তমবিলাস[২] ও শ্রীনিবাসচরিত[৩] ইহার মৌলিক রচনা। ভক্তি রত্নাকরে কবির স্বরচিত অনেকপদ ধৃত হইয়াছে।

ষোড়শ সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী কবিগণের মধ্যে রাধা বল্লভ দাস, গোবিন্দ দাস, নরোত্তম দাস পদকর্তারূপেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'গৌরপদ তরঙ্গিণী' পদ সঙ্কলন গ্রন্থে রাধাবল্লভ ভণিতা যুক্ত ১৮টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি তিরোভূত মহাজনদের সম্বন্ধে 'শোচক পদাবলী'[৪] লিখিয়াছেন। তবে ইনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি'র[৫] অনুবাদ করেন বলিয়া জানা যায়। রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা এবং শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য গোবিন্দ দাস পদকর্তারূপেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দ লীলামৃত অনুসারে রাধাকৃষ্ণের যে অষ্টকালীয় লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, মূলতঃ ইহা পদ সমষ্টি। লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম দাসও পদকর্তারূপেই প্রসিদ্ধ। জগদ্বন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত গৌরপদ তরঙ্গিণীতে নরোত্তম দাস ভণিতায় ৪৭টি পদ ধৃত হইয়াছে।

এই সব সাহিত্যিকগণের তুলনায়, পদাবলী, মৌলিক সাহিত্য ও অনুবাদ কার্য ধরিলে যদুনন্দনের সাহিত্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত বলা যায়। যদুনন্দন যত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন উপরি উক্ত কবিগণে তত দৃষ্ট হয় না। যদুনন্দন বিল্বমঙ্গল রচিত সংস্কৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের একটি সুমধুর ভাবানুবাদ রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা 'সারঙ্গরঙ্গদা' এই দুইটি গ্রন্থ অবলম্বনে এই অনুবাদ রচনা করিয়াছেন। যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর।

১। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত।

২। বটতলা হইতে মুদ্রিত।

৩। ভক্তিরত্নাকরের উল্লিখিত।

৪। সঃ ২২৫।

৫। পঃ ৩৪৭, লিপিকাল ১৫৯৯ শকাব্দ।

*　　*　　*　　*

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেইভাবে মগ্ন হইয়া।
টীকা লিখিয়াছেন অতি সুন্দর করিয়া[১] ॥

*　　*　　*　　*

এই সব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিয়া।
সারঙ্গরঙ্গদা নাম টীকা যে হইলা ॥
তার অনুসারে লিখো প্রাকৃত কথনে।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিয়া চরণে[২] ॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী কৃত সংস্কৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের একটি অনুবাদ রচনা করেন যদুনন্দন। সেই অনুবাদগ্রন্থের অপর নাম 'লীলারসকদম্ব'। কবি ভণিতায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্ব আখ্যান।
গায় দীনহীন যদুনন্দনাভিধান[৩] ॥

যদুনন্দন রূপগোস্বামী কৃত অপর কাব্য হংসদূতের যে পদ্যানুবাদ করেন সেই অনুবাদ পুঁথির অপর নাম 'ভক্তিরস তরঙ্গিণী'। তরঙ্গ বা লহরীর শেষে কবি 'ইতি ভক্তিরস তরঙ্গিন্যাং' উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

শীঘ্র যাই হংসরাজ　　　　বিলম্বে নাহিক কাজ
কহি যদুনন্দন একান্ত।
ইতি ভক্তিরস তরঙ্গিন্যা ষোড়শ লহরী[৪]।

শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রণীত রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বিষয়ক সংস্কৃত গোবিন্দলীলামৃত কাব্য গ্রন্থের যদুনন্দন সুন্দর ভাবানুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদগ্রন্থের আর একটি নাম 'গোবিন্দচরিত'। যথা—

রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত।
এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ চরিত[৫] ॥

১। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত, ৩৭০৬, পৃঃ ১।
২। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ৩৭০৬ পৃঃ ৩খ।
৩। বিদগ্ধমাধব, সঃ পঃ ১২১২ পৃঃ ১৩খ।
৪। হংসদূত, কঃ বিঃ ৩৯৮৮, পৃঃ ১২ক।
৫। গোবিন্দ লীলামৃত, প্রকাশক নির্ম্মলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ১১৫।

গোবিন্দলীলামৃতের অপর অনুবাদকরূপে রামগোপালদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মদন রায়ের নাম পাওয়া যায়। 'রসকল্পবল্লী' প্রণেতা রামগোপালদাস তাঁহার এই সঙ্কলন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মদন রায় গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। যথা—

গোবিন্দলীলামৃত ভাষা কৈল পদাবলী[১]।

রায় রামানন্দকৃত সংস্কৃত ভাষায় রচিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের একটি সুললিত ভাবানুবাদ[২] যদুনন্দন প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত। অনুবাদের আরম্ভের প্রথমদিকেই যদুনন্দন কবি রায় রামানন্দের পদ বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

রায় রামানন্দ পায় বহুত মিনতি তায়
অদ্ভুত ভাবোদ্দেশ পাই।
তাঁহার করুণা বলে তার গ্রন্থ হিয়া স্ফুরে
যাতে কৃষ্ণলীলা রস গাই॥
জগন্নাথ বল্লভ নাম গ্রন্থ অতি অনুপাম
তার মুখোদিত প্রেমকথা।
মোরে কৃপা কর তেন সে লীলা স্ফুরয়ে যেন
এ যদুনন্দন গুণ গাথা[৩]॥

এই অনুবাদ গ্রন্থের রচয়িতা যে আমাদের আলোচ্য যদুনন্দন তাহা ধরিয়া লওয়া যায়। কেননা, ইহাতে যদুনন্দন দাস তাঁহার মন্ত্রগুরু হেমলতা ঠাকুরাণীর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন—

আচার্য ঠাকুর পায় দণ্ডবৎ করি তায়
চিত্ত শুদ্ধি পাই প্রেমলোভে।
তাঁহার করুণা পাত্রী কেবল প্রেমের গাত্রী
কৈলা তাহা যাতে সর্বভাবে॥

১। রামগোপাল দাস কৃত 'রাধাকৃষ্ণ রস কল্পবল্লী'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

২। জগন্নাথ বল্লভ নাটক, ক: বি: ৩৭৪৩, পত্র সং ৩৭, লিপিকাল ১২৬২ সাল।

৩। জগন্নাথ ,, ,, ,, ,, ৩৭৪৩, পত্র সং ২ক

শ্রীহেমলতা খ্যাতা আমার অভিষ্ট দাতা
তার পায় মুঞি পাপ ছার।
কভু না সেবিনু তারে এ কথা কহিব কারে
তবু কহো মুঞি দাস যার[১] ॥

ইহা ব্যতীত যদুনন্দন দাসের আরও কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সংস্কৃত পুস্তিকা 'মনঃশিক্ষা', শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত সংস্কৃতে রচিত হাস্যরসপ্রধান একাঙ্ক নাটিকা 'দানকেলিকৌমুদী',[২] পরিব্রাজক শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সংস্কৃত গ্রন্থ মুক্তাচারিতের ভাবানুবাদ। মনঃশিক্ষা পুস্তিকার পদ্যানুবাদ করিতে যাইয়া যদুনন্দন ভণিতায় বলিয়াছেন—

মনঃশিক্ষা কথা এতে দাসগোস্বামীর মুখশ্রুতে
সংস্কৃত শ্লোকবন্ধে হয়।
প্রাকৃতে কহিয়ে এথা মন বুঝাইতে কথা
এ যদুনন্দন দাস কয়[৩] ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত অনুবাদের শেষে গ্রন্থ সমাপন কালে যদুনন্দন ভণিতায় বলিয়াছেন—

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃতং গৌরগুণ চরিত
ভাষারূপ করিল বর্ণন।
বৈষ্ণবের কৃপা হইতে সাধ্য সহ হইল চিত্তে
গাইল গুণ এ যদুনন্দন ॥
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ পূর্ণ হইল মনোরথ
যত অভিলাস ছিল মনে।
গৌরচন্দ্র গুণগান সর্বভক্ত আকর্ষণ
নিবেদন এ যদুনন্দনে[৪] ॥

১। জগন্নাথ বল্লভ নাটক, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৩৬খ
২। যদুনন্দনকৃত অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'দানলীলা চন্দ্রামৃত' কেশবচন্দ্র দে প্রকাশিত গ্রন্থ।
৩। মনঃশিক্ষা, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৭২।২৪খ, পৃঃ চিহ্ন লুপ্ত।
৪। চৈতন্য চন্দ্রামৃত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪, পৃঃ ৪৬খ।

এই গ্রন্থে কবি নিজের নাম ব্যতীত আত্মপরিচয়ের অপর কোন নিদর্শন দেন নাই, এইজন্য প্রশ্ন হইতে পারে যে এই গ্রন্থের অনুবাদক আমাদের আলোচ্য যদুনন্দন দাস কিনা! তিনি যে হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য তাহা এই অনুবাদে উল্লিখিত না হওয়ায় যুক্তি হিসাবে ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে হয়ত যদুনন্দন হেমলতা ঠাকুরাণীর কৃপালাভের পূর্বেই এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তবে এই অনুবাদে যদুনন্দনের অপর রচনার ন্যায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব লক্ষিত হয়। যথা,—

সদারঙ্গ নীলাচল শিখর উপরে।
বিহরয়ে গৌরচন্দ্র নানা কুতূহলে॥
শ্রীমুখ কমল তাথে নয়ন ভ্রমর।
হাস্য মধুরিমা প্রেম তরঙ্গ প্রবল॥
যুবতীগণের মনে মদন মানয়।
মোর মনে সে বদন সদা যেন রয়[১]॥

কিন্তু যদুনন্দনের এই অনুবাদ অপর ভাবানুবাদের ন্যায় বিস্তার মূলক না হওয়ায় আর একটি সংশয় উপস্থিত হয়। তবে ইহার সপক্ষে আর একটি যুক্তি উপস্থিত করা যায় যে 'মনঃশিক্ষা' পুস্তিকার অনুবাদও প্রধানত মূলানুসারী। সেইখানে ব্যাখ্যা বা বিস্তারমূলক অনুবাদ করা হয় নাই। মনঃশিক্ষাকে যদি আমরা যদুনন্দন দাসের অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে গণ্য করি সেই স্থলে চৈতন্যচন্দ্রামৃতকেও যদুনন্দনের অনুবাদ বলিলে অযৌক্তিক হয় না।

যদুনন্দন সংস্কৃত মুক্তাচরিত গ্রন্থের যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত থাকায় এই অনুবাদ গ্রন্থের কথা সাধারণে অবগত নহেন। যদুনন্দন রাধাগোবিন্দের অমৃতময়ী লীলা কাহিনী ভক্তগণের শ্রবণমনের তৃপ্তি সাধনের জন্যই ভাবান্তরিত করেন। যথা,—

শুনহ ভক্ত গোবিন্দ লীলা যাতে পানি হয় কঠিন শিলা
মুকুতা চরিত অমৃত গাথা[২]॥

যদুনন্দন যে সব মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে কর্ণানন্দ গ্রন্থের

১। চৈতন্য চন্দ্রামৃত, ক: বি: ৬৩৬৪, পৃ: ২খ।
২। মুকুতাচরিত, ব: স: প্র: স: ২২৭৫।২৬, পৃ: ২৭ক।

নাম সাধারণেও অবগত আছেন। গ্রন্থটি বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে ১২২০ সালে মুদ্রিত হয়। রচয়িতা কর্ণানন্দ গ্রন্থকে সুধার নির্য্যাস বলিয়াছেন,—

কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস।
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস[১] ॥

হরিভক্তিচন্দ্রামৃত যদুনন্দন দাসের এইরূপ একটি মৌলিক রচনা। বিষয়বস্তু আখ্যান হীন। এই সংসারের অনিত্যতা প্রতিপাদন করাই গ্রন্থের মূল বক্তব্য। কবি বলিয়াছেন কৃষ্ণভক্তে সঙ্গ লাভ হইলে মানবের মুক্তি—

আশ্রয় জানিয়া কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করে।
অনাশ্রিত সঙ্গ হইলে রৌরবে পড়ি মরে ॥
ইহা বুঝি যদি কেহ সাধু সঙ্গ করে।
এ যদুনন্দন কহে ভবসিন্ধু তরে[২] ॥

‘শুকদেব চরিত’ নামে একটি মৌলিক পুস্তিকা যদুনন্দন দাসের নামে প্রচলিত। ভণিতায় কবি বলিয়াছেন—

কহিল তোমারে আমি শুকের কথন।
কেমনে পাইল জ্ঞান সেই মহাজন ॥
বিদায় লইয়া মুনি ব্রহ্মার চরণে।
বীণা গাই কৃষ্ণ জপি করেন গমনে ॥
যদুনন্দন দাস কহে...চরণে।
হরিপদ ভজি যেন জনমে জনমে[৩] ॥

যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত আরও কয়েকটি পুঁথির অনুলিপির সন্ধান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পুঁথি বিভাগে পাওয়া গিয়াছে। যথা,—

শ্রীচৈতন্য লীলামৃত সিন্ধু	—পুঁথি সংখ্যা—২৪৮২
লক্ষ্মীর ব্রতকথা	— ,, ,, —২৮৪৭
পদ	— ,, ,, —২৫৬০

১। কর্ণানন্দ, ব: ন: গ্র: ম: ২২৮৯।৫ পৃ: ১৪ক।
২। হরিভক্তি চন্দ্রামৃত, ক: বি: ৩৪৭৯, পত্র সং ১-৫, লিপিকাল ১০৮৬ সাল পৃ: ৫খ।
৩। শুকদেব চরিত, সা: প: ২৬৯০, পৃ: ০৫, পত্র সং ১-১৫, লিপিকাল ১২০৯ সাল।

একাদশ নিয়ম	—পুঁথি সংখ্যা—৩৮৯০
ষড়ঋতু তত্ত্ব	— " " —৩৯১১
প্রেমতরঙ্গিণী	— " " —৩৯৪৬
পদাবলী	— " " —৪১০৫
রাধাকৃষ্ণ বন্দনা শত প্রবন্ধ	— " " —৫৮৯৮
শ্রীকৃষ্ণলীলা	— " " —৫৭৫২
বৈষ্ণব পদাবলী	— " " —৬৯০২

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের বাংলা পুঁথি বিভাগে যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়,—

রাধিকাতত্ত্ব	—পুঁথি সংখ্যা—২১১০
বৈষ্ণব বন্দনা	— " " —২৫৪৮
পদাবলী	— " " —২৯৬৬
কৃষ্ণলীলামৃত	— " " —৫০০২
পাত্রা (পদাবলী)	— " " —৫৬৬০

যদুনন্দন দাসের প্রতিভার আর একটি নিদর্শন পদাবলী সাহিত্য। তিনি স্বতন্ত্রভাবে অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অনুবাদ সাহিত্য মধ্যে এমন অনেক মৌলিক পদ রচনা করিয়াছেন যাহার উল্লেখ মূল গ্রন্থে নাই। ইহার দৃষ্টান্ত অনেকস্থলেই পাওয়া যায়। বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রথমে গৌরাঙ্গ বন্দনার পদ গীতি—'বন্দ গুরুপদ অমূল্য সম্পদ'[১]। গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের একবিংশতি সর্গের ২৫ সংখ্যক শ্লোকের পরে যদুনন্দনের স্বরচিত পদগীতি—'সখি হে দেখ রাই অভিসার'[২], প্রভৃতি সুমধুর পদগীতি মৌলিক রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদুনন্দন রচিত পদ পরবর্তীকালে অনেক সঙ্কলন গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর গীতগোবিন্দের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর অষ্টাদশ শতকে পদামৃত সমুদ্র নামে যে পদ সঙ্কলন গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে যদুনন্দনের ভণিতায় ১৯টি পদ ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের বংশ্য শ্রীরতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য রামগোপাল

১। বিদগ্ধ মাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৮।

২। গোবিন্দ লীলামৃত, নির্মলেন্দু ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮০।

রায়চৌধুরী বা গোপাল দাস যে 'রসকল্পবল্লী' নামে দ্বাদশকোরক যুক্ত পদ সঙ্কলন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহাতে অন্যান্য পদকর্তার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, যদুনন্দনের ভণিতাযুক্ত কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই, যদুনাথ ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যবর্তী কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে ও যদুনন্দন দাসের কোন পদ ধৃত হয় নাই, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের কবি নরহরি চক্রবর্তী সঙ্কলিত গ্রন্থ গীতচন্দ্রোদয়ে যদুনন্দন ভণিতায় ২০টি পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কাটোয়ার নিকটবর্তী টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রাম নিবাসী বৈষ্ণবদাস প্রণীত 'পদকল্পতরু' নামে সঙ্কলন গ্রন্থে যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত ৭১টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। দুর্গাদাস লাহিড়ী ১৩১২ সালে 'বৈষ্ণব পদলহরী' নামে যে পদসঙ্কলন রচনা করেন সেই গ্রন্থে যদুনন্দনের ৩০টি পদ ধৃত হইয়াছে। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও নবদ্বীপ ব্রজবাসী সঙ্কলিত 'পদামৃত মাধুরী'র ১ম খণ্ডে যদুনন্দন ভণিতায় ১৮টি, ২য় খণ্ডে ৬টি, ৩য় খণ্ডে ১৪টি এবং চতুর্থ খণ্ডে ১৫টি পদ ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত 'গৌরপদ তরঙ্গিণী'তে যদুনন্দন ভণিতায় ৮টি পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলী'তে ১৯টি পদ যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে যদুনন্দন ভণিতায় ৭৭টি পদ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত এই গ্রন্থে যদু বা যদুনাথ ভণিতাযুক্ত যে সব পদ আছে সেইখানেও যদুনন্দনের পদ থাকিতে পারে। কেননা, যদুনন্দনের অনুবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যেও দেখা যায় কোনক্ষেত্রে যদু কোন ক্ষেত্রে যদুনাথ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—'এ যদু এড়াল দীন দোষে'[১], 'গোবিন্দ চরিত কহে যদুনাথ দাস'[২]। কিন্তু এইস্থলে সেই বিশ্লেষণের মধ্যে না যাইয়া পদনির্বাচনের ক্ষেত্রে যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত পদগুলিই মাত্র উল্লেখ করা হইল।

কিন্তু এই বৈষ্ণব পদাবলীতে যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত সকল পদই যে এক যদুনন্দনের রচনা তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কারণ যদুনন্দন নামে একাধিক পদকর্তা ছিলেন। অতএব এক যদুনন্দনের পদ অপর যদুনন্দনের নামেও চলিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে যদুনন্দন ভণিতায় যে এগারটি পদ গৃহীত হইয়াছে সেই পদগুলিকে গ্রন্থকার নরহরি

১। বিদগ্ধমাধব, ক: বি: ৩৭১৭, পৃ: ৬১।

২। গোবিন্দ লীলামৃত, পৃ: ২৩, শ্রীনির্মলেন্দু ঘোষ প্রকাশিত গ্রন্থ।

চক্রবর্তী যদুনন্দন চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—'শ্রীদাস গদাধর ঠাকুরস্য শিষ্য শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্তী কৃত গীত'। ভক্তি রত্নাকরের এই এগারটি পদের মধ্যে "দেখ দেখ গোরা চান্দে",[১] "সই লো নদীয়া জাহ্নবী কুলে"[২], 'গৌরাঙ্গচরিত আজি কি পেখলু মাই',[৩] "গৌরবরণ সোণা ছটক চাঁদের কণা,"[৪] "সজনী সই শুন গোরা অপরূপ গাথা।"[৫] পদকয়টি পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলীতে বৈদ্য যদুনন্দন দাস কৃত বিদগ্ধমাধব, গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি অনুবাদ-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত—'কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে',[৬] 'কৃষ্ণ দু আখর অতি মনোহর',[৭] মোরে তেয়াগিল শ্যামল সুন্দর',[৮] 'যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে',[৯] 'শুনিয়া নিঠুর বচন আমার,'[১০] 'নয়ন পুতলী রাধা মোর,'[১১] 'ছিদ্র জালে পূর্ণা তুমি,'[১২] 'শুন তোরে কি বলিব বাঁশী.'[১৩] 'কহে হেন হবে কি আমারে,'[১৪] 'রতন মন্দিরে রসালস ভরে,'[১৫] সৌন্দর্য অমৃতসিন্ধু তাহার তরঙ্গ

১। ভক্তিরত্নাকর, পৃ: ৫৬৭, গৌড়ীয়মঠ বাগবাজার হইতে প্রকাশিত, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ: ২১১, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২। ভক্তিরত্নাকর, পৃ: ৫৬৬, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৩। ভক্তিরত্নাকর, পৃ: ৫৬৪, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ: ২১২।

৪। ভক্তিরত্নাকর, পৃ: ৫৬৪, বৈষ্ণব পদাবলী পৃ: ২১৩।

৫। ভক্তিরত্নাকর, পৃ: ৫৬৫, বৈষ্ণব পদাবলী পৃ: ২১২।

৬। বিদগ্ধমাধব, ক: বি: ৩৭১৭, পৃ: ১২ক, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী পৃ: ২১৩।

৭। বিদগ্ধমাধব, ক: বি: ৩৭১৭, পৃ: ১৬খ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী পৃ: ২১৩।

৮। বিদগ্ধমাধব, ক: বি: ২৫খ,

৯। বিদগ্ধমাধব, ক: বি: ২৭খ

১০। বিদগ্ধমাধব, ক: বি: ২৪খ

১১। বিদগ্ধমাধব, ক: বি: ৬৩খ

১২। বিদগ্ধমাধব, ক: বি: ৪৭খ

১৩। বিদগ্ধমাধব, ক: বি: ৬৩ক

১৪। বিদগ্ধমাধব, ক: বি: ৬৪ক

১৫। গোবিন্দলীলামৃত, ক: বি: [illegible] পৃ: [illegible] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, ২২৫।

'বিন্দু' [১] 'বৃন্দা কহে পড়শারি,' [২] 'তবে রাই সখী মেলা বিমনা গৃহেতে গেল', [৩] যেখানে স্থান পাইয়াছে, যদুনন্দন নামে বিভাজিত এই সব পদের সঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত ভক্তিরত্নাকরের ৫টি পদ যুক্ত হওয়ায় ইহা বৈদ্য যদুনন্দনের রচনা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু নরহরি চক্রবর্তীর উল্লেখ অনুসারে পদ কয়টিকে গদাধর ঠাকুরের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া গণ্য করা যায়। পদের আভ্যন্তরীণ উক্তিগুলি লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারা যায় গদাধর শিষ্য যদুনন্দনই এই পদ রচনা করিয়াছেন। যেমন—

গদাধর করে ধরি।
কাঁদন মাখন কহিতে বচন
বোলে হরি হরি হরি॥

যদুনন্দন বিভাজনের প্রথম পদটির এই ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পর্যন্ত উক্তিগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে গৌরাঙ্গদেব গদাধরের হস্ত অবলম্বন করিয়া হরি হরি বলিয়া রোদন করিতেছেন। গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক এই গদাধরের নিকট কবি যদুনন্দন চক্রবর্তী শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কবি তাঁহার পদ রচনাকালে গৌরাঙ্গ বন্দনার সঙ্গে নিজ প্রভু গদাধরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায়। এইরূপ, 'সইলো নদীয়া জাহ্নবীকূলে' পদটির বিংশতি এবং একবিংশতি ছত্রে—

না জানি কি লাগি কাঁদয়ে গৌরাঙ্গ
দাস গদাধর কোলে।

এইখানে গৌরাঙ্গ দেবের সঙ্গে দাস গদাধরের উল্লেখ, 'গৌরাঙ্গ চরিত আজি কি পেখলু মাই' পদটির শেষ দুই চরণে গদাধরের উল্লেখ—

দেখি দাস গদাধর লহু লহু হাসে।
এ যদুনন্দন কহে ঐ রসে ভাসে॥

'গৌরবরণ সোনা' পদটিতে ত্রয়োদশ চতুর্দশ চরণের—

গদাধর ধরিয়া কোলে।
মধুর মধুর বোলে॥

১। গোবিন্দলীলামৃত, ক: বি: ৪১১৬, পৃ: ৫৩ক, বৈষ্ণব পদাবলী পৃ: ২২৬।

২। গোবিন্দলীলামৃত, ক: বি: ৪১১৬, পৃ: ৫৩খ, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ: ২২৭।

৩। গোবিন্দলীলামৃত, ক: বি: ৪১১৬, পৃ: ১৪১খ, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ: ২২৯।

গদাধর নামের উল্লেখ হইতে পদগুলি গদাধর শিষ্য যদুনন্দনের রচনা রূপেই গণ্য হয়। আরও দেখা যায়, পণ্ডিতবর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে যদু কবিচন্দ্রের বিভাজনে যদু ভণিতাযুক্ত যে দুইটি পদ—'দেখ গোরা রঙ্গ সই দেখ গোরা রঙ্গ'[১], এবং 'জলের জীব কান্দয়ে দেখিয়া প্রতিবিম্ব,'[২] স্থান দিয়াছেন, ইহার প্রথমটির ভণিতায়—

যদু কহে শুন সেই গোকুল সুন্দর।
জানিয়া না জান তুমি তেই লাগে ডর॥

দ্বিতীয়টির ভণিতায়—

পণ্ডিত মূঢ় জড়   অজর উদ্ধারিল
কেবল বঞ্চিত ভেল যদু।

'যদু' নামের উল্লেখ থাকায় যদু কবিচন্দ্রের বিভাজনে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে নরহরি চক্রবর্তী এই পদ দুইটি যদুনন্দন চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদু যদুনাথ বা যদুনন্দন নাম রচয়িতা নির্ণয়ে এইরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন স্থান হইতে যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছে, সেই সকল পদের সমুদয় চরণ উদ্ধৃত করিতে বৃহৎ একটি অধ্যায় সৃষ্টি হইবে আশঙ্কায় পদগুলির প্রথম চরণের উল্লেখ এইখানে করা হইল। যথা,—

অধরে অধর দুঁহু ধরি	—	তরু: ৫৫৪, বৈ: প: ২২৩
অপরূপ কুসুম হিন্দোলা	—	মা: ৩।৬৭৫
অনুখন গৌর প্রেমরসে গরগর	—	গৌ: ত: ৩১৫, বৈ: প: ২১৩
অলসে হইল দুঁহু ভোর	—	মা: ৩
আঁখি বহু অনুখন সুরধুনী ধার	—	গী: ২৫
ইন্দিবরোদর উদর সহোদর	—	প: স: ৩৮, অ: ২৬২, বৈ: প: ২১৪
উঠত বৈঠত ছুটত খেনে খেনে	—	গী: ২১
উঠিয়া বিনোদিনী হেরি শেষ রজনী	—	মা: ৩

১। ভ: র: পৃ: ৫৫৬, গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ, বৈ: প:, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত পৃ: ১৯৬।

২। ভ: র:, পৃ: ৫৯২ গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ, বৈ: প:, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত গ্রন্থ পৃ: ১৯৬।

একে সে কনয়া কবিল তনু	—	গী: ২
এ চিত্র পটেতে নবীন মুরতি ঘন	—	মা: ১।৯১
একুল ওকুল দু কুল খোয়াইলাম	—	বি: ভা: ৫৬৬০ পুঁথিপত্র
এত শুনি দূতি বচন ধনি পাশ	—	মা: ১।৩২০, বৈ: প: ২১৮
এতহু বচন কহ	—	তরু ৩৭৭
কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ	—	তরু ১৪২, বৈ: প: ২১৩
কত ঘর বাহির	—	অ: ২৬৭, তরু ১৮৪২, বৈ: প: ২১৮
কহ কহ সুবদনী রাধে	—	বৈ: প: ২১৩
কহনা উপায় সখী কহনা উপায়	—	ক: বি: ৬২০৪।২৫০
কবে হেন হবে	—	তরু ১৫০৫
কানু অনুরাগ কথা কি কহব আর	—	প: স: ২৪৪
কানুক মধুর বচন শুনইতে	—	প: স: ২৫৭
কানুক গোষ্ঠ গমনে	—	তরু ১৩৫২, বৈ: প: ২২২
কানুক বিরহে সুধামুখী	—	প: স: ২৫১, তরু ১৩৩৭
কানুক সঙ্কেত বচনে সুধামুখী	—	প: স: ৬৬
কান্দে পহু হরি হরি বলিয়া	—	গী: ২১
কি জানি বিয়াধি মোর উপজল	—	গী ১০২
কি য়ে সখি চম্পক	—	তরু ১৬১২, বৈ: প: ২৩১
কি হেরিলাম কদম্ব তলেতে	—	ক: বি ৬২০৪।৪১
কি হেরিলাম নব জলধরে	—	অ: ২৬৪, বৈ: প: ২১৪
কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে	—	বি: ভা: ৯৫০।২৬
কৃষ্ণ কহে রাই দেখি	—	মা: ৩।২৬৫
কৃষ্ণ দু আখর অতি মনোহর	—	অ: ২৬৫, বৈ: প: ২১৪
খেনে হাসয়ে খেনে রোয়	—	গী: ১২১, তরু ১৭৫, বৈ: প: ২১৫
গাও গাও গৌরাঙ্গ ঠাকুরের গুণাগুণ	—	ক: বি: ৬২০৪।২৪৯
গৌরবরণ সোনা ছটক চাঁদের কণা	—	ভ: র: ৫৬৭, বৈ: প: ২১৩
গৌরাঙ্গ সুন্দর নটগীত	—	গী: ৩, তরু ২০৯৯
ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরম্ভন	—	প: স: ২৬৭, তরু, ১৩১৩, বৈ: প: ২২৩
চন্দ্রাবলী সঙ্গে বিলসই	—	তরু, ২০৩৩, বৈ: প: ২২০

রাধাকৃষ্ণ তনুমন — তরু ২৮৫৪, বৈ পঃ ২২৬
রাধাস্নান বিভূষণ — তরু ২৮৪৮
রাধে রাধে শ্যাম কোরে — অঃ ২৭০
শুক শারী মুখে রাধাকৃষ্ণ — মাঃ ৩
শুন শুন এ ধনি কর অবধান — বিঃ ভাঃ ৯৫০।১৩
শুন তোরে কি বলিব বাঁশী — তরু ৮২২, বৈঃ পঃ ২১৯
শুন শুন নাগর রসিক — তরু ২৮৫
শুন শুন নাগর যার — তরু ২৮৩
শুন শুন বিনোদিনী রাধে — মাঃ ২।৫৩৫
শুন শুন গোবিন্দাই — অঃ ২৬৯, বৈঃ পঃ ২২৩
শুনিয়া নিঠুর বচন — তরু ১৮৭, বৈঃ পঃ ২১৬
শুনিয়া বিশাখা বাক্য — তরু ২৭৫৯, বৈঃ পঃ ২২৬
শ্রীমতী করল অভিসারে — কঃ বিঃ ৬২০৪।৭০
সইলো নদীয়া জাহ্নবীকূলে — ভঃ রঃ ৫৬৬, বৈঃ পঃ ২১২
সজনী সই শুন গোরা অপরূপ — বৈঃ পঃ ২১২
সই কাহে কহ বিপরীত — তরু ১৮২
সখীমুখ শুনইতে পুন — পঃ সঃ ১৫৮
সখীর বদন হেরিতে নাগর — মাঃ ৪।৪৩২, বৈঃ পঃ ২২১
সখীর বচনে ধনি থির করি চিত — কঃ বিঃ ৬২০৪।৬৫, বৈঃ পঃ ২১৭
সখি রাধা নাম কি কহিলে — পঃ সঃ ১০৪, বৈঃ পঃ ২১৭
সমর সাধিয়া যুগল কিশোর — তরু ১৫২৯, বৈঃ পঃ ২৩০
সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু — মাঃ ৩।৩২৬, বৈঃ পঃ ২২২
সুন্দরী শুনহ আজুক কথা — পঃ সঃ ২৪৮, তরু ১৩৩২, বৈঃ পঃ ২২২
সখীগণ সঙ্গে দুহু লেই — তরু ২৬০৮
সুবলে নাগরে কহিছে কথা — কীঃ গীঃ ২৮
সোবর নাগর রাজ — অঃ ২৬৩, বৈঃ পঃ ২১৪
সৌন্দর্য অমৃত সিন্ধু — মাঃ ৩।২৫৬, বৈঃ পঃ ২২৬
সই রাধা নাম কে কহিলে — কঃ বিঃ ৬২০৪।২০

হামারি বচন শুন রাই — তরু ৬৫, অঃ ২৭১, বৈঃ পঃ ২১৮

হাসি কহে ললিতা সুন্দরী — কীঃ গীঃ ১৭০

হাসিতে হাসয়ে কত চাঁদকলা — গীঃ ২৮৭

হেন দিন হবে আমারে — কঃ বিঃ ৬২০৪।৮

হেনই সময়ে এক সখী — তরু ২৫০৬, বৈঃ পঃ ২৩০

হেরইতে ডহুজন ডুহুমুখ — তরু ৩৪০

উল্লিখিত পদ মধ্যে 'কদম্বের বন হৈতে', 'কৃষ্ণ ভূ আখর অতি মনোহর', 'নয়ন পুতলী রাধা মোর', 'মরকত রত্ন মুকুর বর লাবণি', 'মুখে লইতে কৃষ্ণ নাম', 'মোরে উপেখিল শ্যাম সুনাগর', 'সুনিয়া নিঠুর বচন আমার', 'ছিদ্রজালে পূর্ণা তুমি', পদগুলি যদুনন্দন রচিত বিদগ্ধ মাধবের পদগীতি। বিদগ্ধ মাধবে যদুনন্দন রচিত আরও কয়েকটি অতিরিক্ত পদের প্রথম চরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

অধিক আনন্দ জলে নয়ন অঞ্চল গলে—কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৮৯খ শরচ্চন্দ্র শীল সম্পাদিত গ্রন্থ—পৃঃ ১৯২

অমৃত বদন মধুর বচন—কঃ বিঃ ৩৭১৭ পৃঃ ৩০ক—ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ৫৯ শ্রীশরচ্চন্দ্র শীল কর্তৃক ১৩২৭ সালে প্রকাশিত।

আত্মসঙ্গ দূর হৈতে তুয়া নাম—কঃবিঃ৩৭১৭, পৃঃ৩৭ক, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল, পৃঃ ৭৩

এ ভূমি আকাশ ভরল হুতাশ— „ „ „ ৩৫ক, ঐ পৃঃ ৬৮

কহে সখা হেন হবে মোরে — „ „ „ ৬৪ক

কুসুম সেজ দেখ সজনী মনোহর „ „ „ ৯০ক

কৃষ্ণ প্রিয় বাণী অমৃতদমনী — „ „ „ ৬০খ, ঐ পৃঃ ১১৬

গৃহের ভিতরে হরিষ অন্তরে— „ „ „ ২৭ক, ঐ „ ৫৩

গৌরাঙ্গ চান্দের গুণ — „ „ „ ৭১ক, ঐ „ ১৪২

জিনি পদ্মগণ এ তুয়া নয়ন — „ „ „ ১২খ, ঐ „ ২৫

তোমার অধীন আমি সর্বক্ষণ—„ „ „ ৫৭ক, ঐ „ ১১০

দীঘল নয়ন ভঙ্গি — „ „ „ ২৮ক

দেখ সখি রসাল মুকুল — „ „ „ ৭০ক

দেখ সখি নয়ন আনন্দ — „ „ „ ৮৯খ, ঐ „ ১৯২

নিতি মুনিগণ আপনার মন — কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ১৯ক, শরচ্চন্দ্র শীল প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৮

নীল উৎপল অল্প বিকশিল	— ক: বি: ৩৭১৭,	পৃ: ১৫খ,	শরচ্চন্দ্র শীল প্রকাশিত গ্রন্থ	পৃ:	৩১
পরিজন সুধাধর বাণী	— ,, ,,	,, ৬৭	ঐ	,,	১৩৩
বকুল কুসুম তুলিয়া সম্ভ্রম	— ,, ,,	,, ৫২খ			
বন্দগুরু পদতল আমূল সম্পদ	— ,, ,,	,, ৩খ	ঐ	,,	৮
বাসন্তী কুসুম নাহি দিলা	— ,, ,,	,, ৬৯খ			
বিরহে বিস্ফুতি মানি	— ,, ,,	,, ৬১ক		,,	১১৭
ভাঙ্গর ভঙ্গিমা করি	— ,, ,,	,, ৮৯ক			
মরকতবর জিনিয়া মুকুর	— ,, ,,	,, ৯১ক			
মলয় পবতবাসী শুনহ	— ,, ,,	,, ১৬ক		,,	৩২
যার পরিসর বুক	— ,, ,,	,, ২৬খ		,,	৫২
যার সঙ্গ সুখ আশে	— ,, ,,	,, ২৫ক,		,,	৪৯
যুবতী ধরম ধৈর্য্য ভুজঙ্গিম	— ,, ,,	,, ১৩ক		,,	২৬
রাই ভ্রু ভঙ্গিমা ঠাম	— ,, ,,	,, ২১ক			
রাধার বদন চান্দে	— ,, ,,	,, ৬৪ক		,,	১২৫
লবঙ্গের তলে রাধা বসি	— ,, ,,	,, ৮৮খ		,,	১৮৯
শুন ওরে হরি বেশ মোর	— ,, ,,	,, ৯০খ			
শুনিয়া কোকিলা গান কুণ্ঠিত	— ,, ,,	,, ৪২ক		,,	৮১
শুন ধনি সুবদনী রাই	— ,, ,,	,, ৯১			
শুনহ তিমির সখা মোর	— ,, ,,	,, ৮০ক		,,	৭১
সতীকুল কাজ দুকুলের লাজ	— ,, ,,	,, ৩৬ক	ঐ	,,	৭১
সদা গদাধর প্রাণ মোরা	— ,, ,,	,, ৩১			
হরি সঙ্গে যে করে পিরিতি	— ,, ,,	,, ৬৭খ		,,	৩৪
হেন লগ্ন মনে সখীর গমনে	— ,, ,,	,, ৩৭খ		,,	৭৪
উপজিল চিন্তা অতি	—সাহিত্য পরিষদ, ১২১২,	পৃ: ২৬খ	ঐ	,,	২৯
চিকুর রঞ্জন ভ্রমর গুঞ্জন	— ঐ ,,	,, ৫১খ			
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায়	— ,,	,, ২১খ			

পূর্বে উল্লিখিত 'কৃষ্ণ কহে রাই দেখি', 'তবে রাই সখী মেলা', 'রত্ন মন্দিরে রসালসভরে', 'রাই কহে শুন সখী', 'রাধাস্নান বিভূষণ', সৌন্দর্য্য অমৃতসিন্ধু',

'বৃন্দা কহে পড় শারী' পদগুলি গোবিন্দলীলামৃতে যদুনন্দন রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দলীলামৃতে যদুনন্দন রচিত আরও কয়েকটি অতিরিক্ত পদের প্রথম ছত্র—

আনন্দে মুরলী ধ্বনি কৈল—সাহিত্য পরিষদ ২৬৭, পৃঃ ৭৯, নির্ম্মলেন্দু ঘোষ প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৩

কুঙ্কুম সৌরভ জিনি রাধা প্রতি অঙ্গ—কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ৮৮ক, নির্ম্মলেন্দু ঘোষ প্রঃ গ্রঃ পৃঃ ৯৭

কেলিযুক্ত মঞ্জুকেশ লোটনি— ,, ১১৪খ ঐ ,, ১২৮

কৃষ্ণ পদতলে কথা শ্রবণ—সাহিত্য পরিষদ,—২৯৬, ৫ক ঐ ,, ১৩৭

কৃষ্ণ কহে শুন শারি স্তবকর— ঐ — ,, ১১৮ক ঐ ,, ১৫৪

গোধূলি ধূসর গায়—কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ১৪৭ক ঐ ,, ১৬৭

গোবিন্দ ব্রজানন্দ আনন্দ—কঃ বিঃ ,, পৃঃ ১

গোবিন্দের বাম অংশে—সাহিত্য পরিষদ ২৯৬, পৃঃ ৯১খ ,, ১১৯

তবে কৃষ্ণ উঠি বৈসে—কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ৮ক, — ৯

দেখিয়া উজোর রাতি— ,, ,, পৃঃ ১৫৬ক

দেখিয়া রাধিকা বুক— ,, ,, পৃঃ ২২ক — ২৬

নবাম্বুদ জিনি দ্যুতি দলিত—সাহিত্য পরিষদ ২৯৬, পৃঃ ১৬ক ১৫০

পড কীর ধীরাধীর — ,, ,, ,, ১১৭খ ১৫৩

পরম আনন্দভরে বনপথ—কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ১৪১খ,

প্রণমু যশোদা সুত যার— ,, ,, ,, ১৪৪ক ১৬৪

প্রদোষ সময়ে রাই সখীগণ—,, ,, ,, ১৫৪খ

বন্দগুরু পদতল চিন্তামণি—সাহিত্য পরিষদ ২৯৬, পৃঃ ২খ

বৃন্দাবনে রাধা সঙ্গে গোবিন্দ—কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ১৭১ক

রাই কানু পাশা খেলে—সাহিত্য পরিষদ, ২৯৬, পৃঃ ১১৯ক

স্বর্ণপদ্ম কুঙ্কুমাক্ত— ,, ২৯৬, ,, ১১৬খ ১৫১

স্বায়ংকালে সুধামুখী— কঃ বিঃ ৪১১৬ পৃঃ ১৫০খ ১৭১

জগন্নাথ বল্লভ নাটকে যদুনন্দন রচিত আজ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত পদরত্নগুলির 'যথা রাগ' চিহ্নিত কয়েকটি পদের প্রথম ছত্র। যথা,—

অনঙ্গ সমুদ্র মাঝে যে জন — কঃ বিঃ ৬৭৪৩, পৃঃ ২৩খ

অতনু বিরসি গণে — ,, ,, ,, ৩৬ক

আশ্চর্য্য রাইর দেহ	—	কঃ বিঃ	৩৭৪৩	পৃঃ	৩৩ক
উৎপল নয়নী ধনি	—	,,	,,	,,	২১ক
এই ত বিকল্পগণ	—	,,	,,	,,	২৬ক
কমল উপরে মধুপূর্ণ ভরে	—	,,	,,	,,	২৯খ
কৃষ্ণ কহে পীড়া পায়া	—	,,	,,	,,	২৫ক
কৃষ্ণমুখে বিধু অতি	—	,,	,,	,,	২০খ
কৃষ্ণ পরপতি সনে	—	,,	,,	,,	৩২খ
গুরুদীক্ষা করাইয়া	—	,,	,,	,,	৩১ক
গুরুজন দুরুজন কত কুবচন	—	,,	,,	,,	২৩খ
গোবিন্দ লাগিয়া পদ্মবনে	—	,,	,,	,,	২১খ
গোবিন্দের কিবা রূপ	—	,,	,,	,,	৩৪খ
চক্রবাকী দেখি কহে	—	,,	,,	,,	২৯ক
তুমি যে কহিলে রাধা	—	,,	,,	,,	২২ক
ত্রাসে দুই তিন পদ	—	,,	,,	,,	৩২ক
দানবের দর্প হৈতে	—	,,	,,	,,	৩৩খ
দেবী মদনিকা অতি	—	,,	,,	,,	৩৫খ
নবীন সঙ্গমে রাধা	—	,,	,,	,,	৩৫খ
পড়িয়াছে কুলবতী সদাকুলে	—	,,	,,	,,	১৪ক
প্রথম মিলনে রাই মনে অতি	—	,,	,,	,,	৩০খ
বিশেষ আকার ধরি	—	,,	,,	,,	৩৩ক
মদনিকা কহে কথা মনে	—	,,	,,	,,	৩৪ক
মদনিকা কহে কথা দেখি প্রাতে	—	,,	,,	,,	২৯ক
মুকুল অরুণ যুগল নয়ন	—	,,	,,	,,	২৮ক
রসময় বৃন্দাবনে ঋতুপতি	—	,,	,,	,,	২৮খ
রাই মন্দগতি চলে	—	,,	,,	,,	৩০খ
রাধিকার মুখ শশী	—	,,	,,	,,	৩০ক
শুন দূতি বাক্য রাই	—	,,	,,	,,	২৫ক
শুন ধণি কৃষ্ণচন্দ্র তোমার	—	,,	,,	,,	২৪খ
শুন শুন শ্যাম রায়	—	,,	,,	,,	১১খ

শুনহ সুমুখী না হবে বিমুখী — কঃ বিঃ ৩৭৪৩ পৃঃ ১৯ক
শ্রীগুরু চরণারবিন্দ — ,, ,, ,, ১
হত হব আমা সভাগণে — ,, ,, ,, ৩৪ক
হেম শিলা পট্টে ঘষি — ,, ,, ,, ২৩ক

যদুনন্দন অনূদিত অপ্রকাশিত মুক্তাচরিত গ্রন্থের কয়েকটি পদের প্রথম চরণ—

এই ত সময়ে তথা— বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৭৫/২৬, পৃঃ ২১ক
কাল দেশ পাত্র মুক্তা— ,, ,, ,, ২খ
*কোটি কাম জিনি তনু— ,, ,, ,, ১
জয় জয় শ্রীচৈতন্য— ,, ,, ,, ১০ক
দুর্লভ মনুষ্য দেহ— ,, ,, ,, ৬ক
প্রণম শ্রীগুরু পায়— ,, ,, ,, ১
**মো অতি অধমাধম— ,, ,, ,, ২৩ক
রাধা প্রেম মনে করি— ,, ,, ,, ৯২খ
শুনহ ভক্ত গোবিন্দলীলা— ,, ,, ,, ২৭ক
সাধ্বী বৃন্দাধর পানে— ,, ,, ,, ২৮ক
সুবর্ণ বরণী সুচন্দ্র বয়নি— ,, ,, ,, ৩৬ক
গৌরাঙ্গচান্দের গুণে পাষাণ মিলায়— ,, ,, ,, ২৭ক
ভজ ভজ আরে ভাই গৌরাঙ্গ চরণ— ,, ,, ,, ৩১ক

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত

বৈষ্ণব-প্রেমধর্মে প্লাবিত সারা বাংলা তথা বাংলার বহির্দেশে ষোড়শ শতকে যে সাহিত্যের জোয়ার আসিয়াছিল তাহাতে অনেক সংস্কৃত কাব্য নাটক রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তদশ শতকে সেই প্লাবনে ভাটা পড়িল, সেই স্থলে দেখা দিল অনুবাদ সাহিত্য। সংস্কৃত কাব্য নাটক রূপান্তরিত হইতে থাকিল বাংলাভাষার মাধ্যমে। যদুনন্দন দাস এই যুগের কবি হওয়ায় যুগ প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া অনেক সংস্কৃত কাব্য নাটকের অনুবাদ করেন। তবে যদুনন্দনের অনুবাদ ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নয়। ইহাকে ভাবানুবাদ বলা যায়, কেননা যদুনন্দন মূল গ্রন্থের বিষয় বস্তুর সঙ্গে নিজের কল্পনা পটে রসের তুলি বুলাইয়া অনুবাদে স্থানে স্থানে আরও রস সংযোজনা করিয়াছেন। মূলতঃ যদুনন্দন ভাবানুবাদী কবি।

যদুনন্দন লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত এবং এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা 'সারঙ্গরঙ্গদা' অবলম্বন করিয়া একটি অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেন। অনুবাদ সাধারণত একটি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই রচিত হয়, কিন্তু যদুনন্দনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে দুইটি গ্রন্থের সমস্ত তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের একাধিক টীকা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন দাক্ষিণাত্যের পাপয়ল্লয় সূরি। এই টীকার নাম 'সুবর্ণ চষক'[১]। বৃন্দাবনবাসী গোপাল ভট্ট যে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের একটি টীকা[২] করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ মনোহর দাসের অনুরাগবল্লীতে আছে—

> শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল।
> অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিত॥
> যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার।
> রস পরিপাটি যাতে সিদ্ধান্তের সার॥[৩]

১। মাদ্রাজ সরকারের প্রাচ্য গ্রন্থের পুঁথি বিভাগে এই টীকার প্রতিলিপি আছে।

২। গোপাল ভট্টের টীকার প্রতিলিপি কাশীধাম সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে আছে, পুঁথি সংখ্যা ৫২, লিপিকাল ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। অনুরাগবল্লী, পৃঃ ৫।

বৃন্দাবনবাসী চৈতন্যদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের টীকা প্রণয়ন করেন। চৈতন্যদাস প্রণীত টীকার নাম 'সুবোধণী'[১]। যদুনন্দন দাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত 'সারঙ্গরঙ্গদা'[২] টীকাই অবলম্বন করেন। কিন্তু যদুনন্দন মূলগ্রন্থ ও টীকাগ্রন্থ অবলম্বন করিয়াও ইহাতে নিজের মৌলিক সংযোজনারও স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের প্রথম শ্লোকে লীলাশুক তাঁহার গুরু 'চিন্তামণি'-র বন্দনা করিয়াছেন,—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরি গুরুর্মে
শিক্ষা গুরুশ্চ ভগবান শিক্ষিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদ কল্পতরু পল্লব শেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রী॥[৩]

—আমার গুরু চিন্তামণি, সোমগিরি এবং স্বয়ং জয় লক্ষ্মী বা শ্রীরাধা যাঁহার শ্রীচরণের নখচন্দ্রের নিকট উপযাচিকাভাবে উপস্থিত হইয়া আনন্দলাভ করেন, আমার শিক্ষাগুরু সেই ভগবান শিখিপিচ্ছ মৌলির জয় হউক।

যদুনন্দন এই শ্লোকের আরম্ভেই নিজস্ব মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। যথা,—

বন্দ গুরু পাদপদ্ম নখাগ্র অঞ্চলে।
যাতে হৈতে বিঘ্ননাশ সর্বাভিষ্ট মিলে॥
কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর।
যাহা আস্বাদিল প্রভু শচীর কোঙর॥
রায় রামানন্দ সঙ্গে বিদ্যানগরে।
আস্বাদিল কর্ণামৃত অর্থ সুদুষকরে॥
শ্রীলীলাশুকের বাণী সমুদ্র গম্ভীর।
সমস্ত জানিতে নারে ভাব আর ধীর॥
আদ্য অন্তে কৃষ্ণকেলি মাধুর্য্যেরময়।
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ঠাম অতি রসময়॥[৪]

১। 'সুবোধনী' ১৮৯৮ খ্রীঃ কেদারনাথ ভক্তি-বিনোদ কতৃক সম্পাদিত এবং 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকায় প্রকাশিত।

২। 'সারঙ্গরঙ্গদা', বহরমপুর সংস্করণ, ১৩৩৫ সালে মুদ্রিত।

৩। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত ১ম শ্লোক, পৃঃ ১

৪। ঐ কঃ বিঃ ৩৭৬০, পৃঃ ১

কবি এই স্থলে আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া মৌলিক চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া গুরু বন্দনা করিয়াছেন। লীলাশুকের শিক্ষাগুরু শিখিপিচ্ছ মৌলির জয়ধ্বনি প্রত্যক্ষভাবে বলিলেন না। গুরু বন্দনার দুইটি চরণ রচনা করিয়াই কর্ণামৃত গ্রন্থের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন ৮টি ছত্রে। ৮ম শ্লোকের ৩য়, ৪র্থ এবং শেষের চারিটি চরণে এই মৌলিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ১০ম শ্লোকের শেষের চারিটি চরণও কবির মৌলিক সৃষ্টি। ১১২ সংখ্যক শ্লোকের শেষের চারিটি ছত্র—

এবমস্তু বলি কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা।
লীলাশুক কতদিন তথাই রহিলা॥
তারপর কৃষ্ণ তারে নিকটে আনিলা।
ভাবরূপ দেহ পাঞা সেবাতে রহিলা॥[১]

ইহা যদুনন্দনের মৌলিক রচনা। ইহা মূল শ্লোকের বর্ণনার অতিরিক্ত বর্ণনা। এইরূপ ২১, ২৩, ২৬, ২৭, ৩২, ৪০, ৪৭, ৯৫ প্রভৃতি শ্লোকের অনুবাদে দীর্ঘ ব্যাখ্যা মূলক রচনা-রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের শ্লোক ও ইহার অনুবাদসহ একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইল—

অধীরমালোকিত মাদ্রজল্পিতং
গত চ গম্ভীর বিলাস মন্থরম।
আনন্দমালিঙ্গিত মাকুলোন্মদ—
স্মিতং চ তে নাথ বিদন্তি গোপিকাঃ॥[২]

—হে নাথ, গোপীগণ তোমার চঞ্চল দৃষ্টি, স্নিগ্ধ বাক্য, গম্ভীর বিলাস-মন্থর গমন, অতি গাঢ় আলিঙ্গন ও আকুল উন্মাদ মৃদুহাস্যের কথাই সতত আলোচনা করিয়া থাকেন।

চারিচরণ বিশিষ্ট এই শ্লোকটির ভাবানুবাদ করিতে যাইয়া যদুনন্দন ৭১টি চরণ রচনা করিয়াছেন এবং নিজ রচনা রীতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করিয়াছেন। মূল শ্লোকে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল দৃষ্টি, স্নিগ্ধ বাক্য, গম্ভীর বিলাস প্রভৃতি গোপীগণের আনন্দময় আলোচনার একমাত্র বস্তু বলিয়া শ্লোক সমাপ্ত করিয়াছেন, যদুনন্দন সেইরূপ আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া অনুবাদের আরম্ভে

১। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪১
২। ঐ ঐ পৃঃ ৪৩

অতিরিক্ত কল্পনাদ্বারা শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের একটি চিত্র উপস্থিত করিলেন। যথা—

দিব্যোন্মাদ উপজিল রাই সর্ব পাসরিল
কৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষাৎ মানিয়া।
ঈর্ষা করি কহে বাণী নাথ প্রতি উদাসিনী
নিত্যনেত্র[১] প্রকট করিয়া ॥

* * * *

বচন কোমল তেন আহিরের গণ হেন
মুখে মাত্র কোমল বচন।
বধিয়া পুতনা নারী বধিতে বাসনা ভারি
নারী বধ ইচ্ছা প্রপূরণ ॥
আজও গোপাঙ্গনা কহে তোমার বচন ওহে
স্নিগ্ধ সুগম্ভীর রসময়।
শব্দ অর্থ দুইরূপ বিলাস রসের কূপ
প্রত্যক্ষরে মাধুরী স্রবয় ॥[২]

কবি শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের মাধ্যমে শ্রীরাধার ঈর্ষাপূর্ণ মনোভাবের কথাও কল্পনা করিয়া বলিলেন যে কোমল বচন মুখেই মাত্র, মনে অন্য অভিসন্ধি অর্থাৎ নারীবধের বাসনা। কিন্তু অজ্ঞ রমণীগণ তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়াই কেবলমাত্র বচনের শব্দ ও অর্থের মধ্য দিয়া যে রস ধ্বনিত হয় তাহাতেই মুগ্ধ হয়। এইখানে কবি অনবদ্য ছন্দে সহজাত কবিত্ব দ্বারা শ্রীরাধার মনোভাবটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত, শ্রীরাধার ঈর্ষাপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় উপহাসযুক্ত বক্রোক্তি অলঙ্কার প্রয়োগে ব্যক্ত করিয়া কবি অলঙ্কার প্রয়োগ রীতির দক্ষতাও দেখাইয়াছেন। কিন্তু যদুনন্দন এই গ্রন্থের অনুবাদে সকল স্থলেই যে বিশেষ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন তাহা বলা চলে না। কোন কোন শ্লোকের অনুবাদে ভাবপ্রকাশের দৈন্যতা বা শব্দ প্রয়োগ-রীতির ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ একটি শ্লোকও অনুবাদ উল্লিখিত হইল—

১। পাঠান্তর—'নিন্দাঅর্থ',—ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩
২। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭৫৬, পৃঃ ২৩ক

কমনীয় কিশোর মুগ্ধ মূর্ত্তেঃ
কলবেণু ক্বণিতাদৃতাননেন্দো।
মম বাচি বিজৃম্ভতাং মুরারে—
মধুরিম্নঃ কণিকাপি কাপি কাপি[১]।

—কমনীয় কিশোর মূর্তি, যে মূর্তি দর্শনে সকলে মুগ্ধ হন, যাঁহার মুখচন্দ্র বেণুর অস্ফুট সুমধুর ধ্বনিতে প্লাবিত, সেই মুরারীর মাধুর্যের কণামাত্রের কিছু কিছু কণিকা আমার বাক্যে প্রকাশ পাউক।

যদুনন্দন এই শ্লোকের ভাবার্থ মূলের অনুসারে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

সুন্দর মুরারী মধুরিমা।
আমার বচনে আসি বিলাস করএ হাসি
অত্যল্প কণার এক কণা॥
কৈশর সৌষ্ঠব যাতে বেণু মুখ বিলাসিতে
কোন কোন লীলার সময়।
তার তার কণাগণ স্ফুরু মোর এ বচন
প্রকাশ করিয়া অতিশয়॥[২]

কবির এই অনুবাদ ব্যাখ্যাধর্মী নয়। ইহা ব্যতীত, বিল্বমঙ্গল এই শ্লোকে যেখানে 'কমনীয় কিশোর মুগ্ধ মূর্তেঃ' বলিয়াছেন যদুনন্দন সেই স্থলে কেবলমাত্র 'কিশোর সৌষ্ঠব' বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় কিশোর মূর্তি দেখিয়া যে সকলে মুগ্ধ হন ইহার উল্লেখ কবি করেন নাই। এইখানে কবির ভাব প্রকাশের দৈন্যতাই প্রকাশ পায়। আবার দেখা যায়, মূলে যেখানে উল্লিখিত হইয়াছে 'মধুরিম্ন কণিকাপি কাপি কাপি' উক্তি দ্বারা বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যসিন্দুর বিন্দুর আকাঙ্ক্ষার কথা অধিক হৃদয়াবেগপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যদুনন্দন তেমন হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বলিতে পারেন নাই। তিনি সেই স্থলে বলিলেন, 'অতি অল্পকণার যে কণা', 'যে কণা' শব্দ মূলশ্লোকের 'কাপি কাপি' উক্তির ন্যায় মাধুর্য্যমণ্ডিত হয় নাই।

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ৭ম শ্লোক, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত।
২। ঐ —কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ১২খ

৪১ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদেও স্থানে স্থানে যথোচিত গভীরভাব প্রকাশের ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। শ্লোকটি এইরূপ,—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈক সিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

—হে অনাথের বন্ধু, হে করুণার একমাত্র সাগর, হে হরি, তোমার অদর্শনে এই বৃথা বা অধন্য দিনগুলি হায় হায় কেমন করিয়া কাটাইব।

শ্রীচৈতন্যদেব এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে ভালবাসিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানল প্রবল হইলে মহাপ্রভু যখন 'নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে'[২] এই শ্লোকটি 'সেই নানা' শ্লোকের অন্তর্গত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার অনবদ্য সৃষ্টি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকের একটি সুন্দর অনুবাদও রচনা করিয়াছেন। যথা,—

তোমার দর্শন-বিনে অধন্য এই রাত্রিদিনে
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণা সিন্ধু
কৃপা করি দেহ দরশন॥
উঠিল ভাব চপল মন হৈল চঞ্চল
ভাবের গতি বুঝন ন যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন কেমনে পাব দরশন
কৃষ্ণ ঠাঁই পুছেন উপায়॥[৩]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই ৮ চরণ বিশিষ্ট পদটিতে ভাবানুবাদের কিছু অনুসরণ থাকিলেও প্রধানত আক্ষরিক অনুবাদের লক্ষণযুক্ত। শেষের দুইটি চরণ কবির মৌলিক সৃষ্টির লক্ষণযুক্ত মাত্র। কিন্তু শ্লোকের মূলভাব যথাযথ সংক্ষেপে বর্ণিত হইলেও কবির স্বভাবসিদ্ধ প্রাণস্পর্শী ভাষার গুণে বর্ণনা সুন্দর পরিণতি লাভ করিয়াছে। যদুনন্দন এই শ্লোকটির যে অনুবাদ করিয়াছেন সেই অনুবাদের সঙ্গে

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—৪১ শ্লোক, পৃঃ ৬২, ডঃ বি, বি, মজুমদার সম্পাদিত।
২। চৈতন্যচরিতামৃত, ২/২, পৃঃ ৫৩, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।
৩। ঐ ,, ,, সম্পাদিত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের অনুবাদের ভাবগত পার্থক্য না থাকিলেও আকৃতিগত পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কবিরাজ গোস্বামীর অনুবাদ যেখানে ৮ চরণবিশিষ্ট যদুনন্দনের অনুবাদ সেখানে ৩৫ চরণবিশিষ্ট। যথা—

ওহে [illegible] তোমা না দেখিয়া
এই রাত্রি দিবা মাঝে যতক্ষণ সন্ধি আছে
কৈছে আমি রহিব কাটিয়া॥

কোটিকল্পতুল্য মনে হৈল মাত্র এইক্ষণে
তোমা বিনু নারি গোঙাইতে।
হা হা তোমা দরশন বিনা আমি ঘনে ঘন
তুমি বল গোঙ্গাই সে রীতে॥

অধন্য সকল ক্ষণ বিনা তোমা দরশন
এই কাল কাটা নাহি যায়।
কাল কাটি কি প্রকারে কহ তুমি কি বিচারে
বিবরিয়া কহ উপায়॥

যদি বল কাম তাপে তাপিত হইল যবে
তবে যাই নিজ পতি ঠাঞি।
তার[1] অন্বেষয়ে তোমা আমা প্রতি দিয়ে ক্ষেমা
পতি সঙ্গে বিলসয়ে যাই॥

তবে শুন তার বাণী পতি ছাড়াইলাম আমি[2]
সে লাগি অনাথগণ মোরা।
তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণা সিন্ধু
দরশন দেহ আসি ত্বরা॥

যদি বল পতিসেবা ধর্ম কেনে উপেক্ষিবা
যোগ্য নহে সে সেবা ছাড়িতে।

১। পাঠান্তর—'সেহ' ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক ছাপা গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, পৃঃ ৬৩।

২। পাঠান্তর—'তুমি' ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক ছাপা গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত পৃঃ ৬৩।

তাথে দোষ নাহি মোর সে দোষ হইল তোর
মনেন্দ্রিয় হরিলে যাহাতে ॥
তবে যদি বল হেন আমি বা হরিব কেন
ধর্ম্ম ছাড়াইব মন হরি।
চপলা কামিনী তোরা আপনি হইঞা ভোরা
ধর্ম্ম ছাড়ি ফির মোরে হেরী ॥
তবে শুন তার বাণী ধর্ম্মত্যাগী যদি আমি
তবে উদ্ধারিব কেবা আর।
করুণা সমুদ্র তুমি দেখ ধর্ম্ম ধ্বজি আমি
কৃপা করিলাম সার ॥
উদ্বেগ হৈল প্রাবল্য হইল ভাব সাবল্য
তাতে ধনী বাঢ়এ প্রলাপ।
সেই ভাবে বিভাবিত লীলাশুক কহে হিত
এ যদুনন্দন হিয়া তাপ ॥[১]

কবিরাজ গোস্বামী অল্প কথার মধ্য দিয়াও কৃষ্ণদর্শন বাসনায় যে গভীর আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন যদুনন্দনের প্রকাশ ভঙ্গিতে সেইরূপ গভীর আকুলতা প্রকাশ পায় নাই। কারণ স্থানে স্থানে বিতর্কমূলক উক্তি, যেমন,—'যদি বল কামতাপে' বা 'যদি বল পতি সেবা' প্রভৃতি বাদানুবাদ-ভঙ্গি মূলক উক্তিগুলি কোন কোন স্থানে মূল ভাবরসে গভীরতা দানের পরিবর্তে লঘুতা আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু সেইজন্য যদুনন্দনের এই অনুবাদকে নিকৃষ্ট স্তরের বলা যায় না। এই অনুবাদে স্বচ্ছ সাবলীল প্রকাশভঙ্গি, পাণ্ডিত্য, রচনাচাতুর্য্য অনুবাদে সৌন্দর্য্য ও রস প্রদান করিয়াছে। আলঙ্কারিক প্রথামতে, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী প্রভৃতি আলঙ্কারীক ভাবের আশ্রয়ে কাব্যে যে রসপরিণতি ঘটে যদুনন্দনের এই পদেও সেইরূপ ঘটিয়াছে, এই পদের স্থায়ীভাব প্রেম বা কাম। ইহাকে অবলম্বন করিয়া যে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের উক্তি—'কৈছে আমি রহিব কাটিয়া', বা 'তোমা বিনা নারি গোঙ্গাইতে' প্রভৃতি উক্তি স্থায়ীভাবকে রসপুষ্ট করিয়া

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ক: বি: ৩৭০৬, পৃ: ৩১খ, ডা: বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃ: ৬২।

তুলিয়াছে এবং পদ-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই পদ রচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত অনুবাদের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় ভাষা প্রয়োগের মধ্যে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্রজবুলি—লক্ষণযুক্ত 'পুছেন' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যদুনন্দনেও এইরূপ 'কৈছে' ব্রজবুলি শব্দ প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের অপর একটি শ্লোকের অনুবাদে কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রভাব বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে—

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈক বন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুনৈক সিন্ধো
হে নাথ হে রমন হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে[১]।

—হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনের একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ হে চপল, হে করুণার একমাত্র সিন্ধু। হে নাথ হে রমন হে নয়নাভিরাম কবে তোমাকে আমি দেখিতে পাইব!

অনুবাদ কার্যে সিদ্ধহস্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্লোকের মূলভাব অবলম্বন করিয়া ৩২ টি চরণে বিস্তারপূর্বক এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন। যথা—

উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুণ্ঠ বচন রীতি মান গর্ব ব্যাজস্তুতি
কভু নিন্দা কভু তো সম্মান॥
তুমি দেব ক্রীড়া রত ভুবনের নারী যত
তাহে কর অভিষ্ট ক্রীড়ন
তুমি মোর দয়িত মোতে বৈসে তোমার চিত্ত
মোর ভাগ্যে কর আগমন॥
ভুবনের নারীগণ সভা কর আকর্ষণ
তাহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্ত হর ঐছে কোন পামর
তোমারে বা কোন করে মান॥

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৪০ সংখ্যা শ্লোক পৃঃ ৩০, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ

তোমার চপল মতি   না হয় একত্রে স্থিতি
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি তো করুণাসিন্ধু   আমার প্রাণের বন্ধু
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ॥
তুমি নাথ ব্রজ প্রাণ   ব্রজের কর পরিত্রাণ
বহু কায্য নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ   সুখদিতে আগমন
এ তোমার বৈদগ্ধ বিলাস॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি   কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি
শুন মোর এ স্তুতি বচন।
নয়নের অভিরাম   তুমি মোর ধনপ্রাণ
হা হা পুন দেহ দরশন॥
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ   বৈবর্ণ অশ্রু স্বরভেদ
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়   উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মুর্চ্ছিত॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার   উঠি করে হুহুঙ্কার
কহে এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরীগুণে   নানা ভ্রম হয় মনে
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়॥[১]

অনুবাদের প্রারম্ভেই কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরাধিকার ভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থার চিত্র আঁকিয়াছেন—'উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ' উক্তি দ্বারা। এবং এই অবস্থায় যে কত 'প্রণয় মান' উপস্থিত হয় চৈতন্য দেহে তাহারও চিত্র আঁকিয়াছেন শেষের ৮ টি চরণে।

যদুনন্দন দাস শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ অপেক্ষাও দীর্ঘ বিস্তার পূর্বক ৯৫ টি ছত্রে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেন এই শ্লোকের। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনুবাদে সার্থক রসসৃষ্টি করিয়াছেন। যদুনন্দনের পদটিও সেইরূপ রসোত্তীর্ণ হইয়াছে

১। চৈতন্যচরিতামৃত, পৃঃ ১৫৪, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ।

বলা চলে। কবিরাজ গোস্বামী 'দয়িত', 'চপল', 'করুণাসিন্ধু' প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করিয়াছেন। যদুনন্দনও এই রীতিতে অনুবাদ করেন। যদুনন্দনের এই অনুবাদে অনেক স্থলেই কবিরাজ গোস্বামীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবিরাজ গোস্বামী যেমন বলিয়াছেন—

তুমি মোর দয়িত মোতে বৈসে তোমার চিত্ত
মোর ভাগ্যে করো আগমন।

যদুনন্দনের উক্তিও ইহার অনুরূপ। যথা—

প্রাণের দয়িত তুমি অদর্শনে মরি আমি
পুনর্বার দেহ দরশন।[১]

আবার কৃষ্ণদাস যেখানে বলিয়াছেন—

তুমি তো করুণা সিন্ধু আমার প্রাণের বন্ধু

যদুনন্দন সেইখানে বলিলেন—

ওহে করুণাসিন্ধু দুঃখিত জনার বন্ধু[২]

এই সব স্থলে কৃষ্ণদাসের আনুগত্যই লক্ষ্য করা যায় যদুনন্দনের অনুবাদে। কৃষ্ণদাস যেখানে 'তুমি মোর দয়িত' বলিয়াছেন, যদুনন্দন সেখানে 'প্রাণের দয়িত' বলিলেন, কৃষ্ণদাসের উক্তিতে করুণাসিন্ধুকে—'প্রাণের বন্ধু' বলা হইয়াছে, যদুনন্দনের সেখানে উক্তি—'দুঃখিত জনার বন্ধু', কৃষ্ণদাস যেখানে বলিলেন—

ভুবনের নারীগণ সভাকর আকর্ষণ
তাহা কর সব সমাধান।

যদুনন্দন সেই স্থলে প্রায় একই প্রকার করিয়া বলিলেন—

ভুবনের নারীগণ আর যত নারীগণ
বেণুগানে কর আকর্ষণ[৩]।

আবার, কৃষ্ণদাসের উক্তি যেখানে—'নয়নের অভিরাম তুমি মোর ধনপ্রাণ'। যদুনন্দনের উক্তি সেইখানে—'ওহে নয়নাভিরাম নয়ন আনন্দধাম'[৪]। এই সব স্থলে একই প্রকার উক্তির সামান্য রকমফের মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণদাসের উক্তিই

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৩০ক।
২। ঐ পৃঃ ৩০খ।
৩। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৩০ক।
৪। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৩০খ।

যেন প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই জন্য কৃষ্ণদাসের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তথাপি যদুনন্দন যে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আলঙ্কারিক প্রয়োগরীতিতে যদুনন্দনের স্বাতন্ত্র দেখা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'সোল্লুণ্ঠ বচন' অর্থাৎ পরিহাসযুক্ত বাক্যের কথা, 'মানগর্ব-ব্যাজস্তুতি' অর্থাৎ প্রেমের মাধুর্য অনুভব করা সত্ত্বেও সেখানে বাহিরে কুটিলভাব ধারণ করিয়া মান করিয়া গর্বসহকারে নিন্দাছলে স্তুতি বা স্তুতিছলে নিন্দা করার কথা অল্প কথায় বলিয়াছেন। যদুনন্দনের এই সব আলঙ্কারিক প্রয়োগ ব্যাখ্যামূলক, যদুনন্দনের পদে নিন্দাছলে স্তুতির কথাগুলি ব্যাজস্তুতির সুন্দর নিদর্শন যথা—

ধীরামধ্যা সমাশ্রয় তারমত কথা কয়
ওহে ভুবনের বন্ধু তুমি ॥
কেবল আমার দুঃখে[১] সর্ব সমানি হয়ে
যাজ্ঞা কর সর্বসমাধান।
ভুবনের নারীগণ আর যত নারীগণ
বেণুগানে কর আকর্ষণ[২] ॥

'ধীরা মধ্যাসমাশ্রয়' বলিয়া যদুনন্দন অমর্ষ ও তদনুগ অসূয়া ভাবটি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আবার ধীরামধ্যা নায়িকারগুণ আশ্রয়ের মধ্যদিয়া বক্রোক্তি অলঙ্কার পূর্বক ভুবনের নারীগণকে আকর্ষণ করার শক্তির প্রশংসা নিন্দাছলে করা হইয়াছে। যদুনন্দনের অনুবাদে অবহিত্থা অলঙ্কারেরও সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। উক্তিটিতে যদুনন্দন নায়িকার ভাব আরোপ করিয়া সেই সঙ্গে নায়িকার মনোভাব গোপন করাইয়া পরিহাসছলে উদাসীনভাবে যে ভাবপ্রকাশ করাইলেন তাহাতেই অবহিত্থা নায়িকার চিত্রটি প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

এই অনুনয় শুনি অমর্ষা অসূয়াভঙ্গি
অবহিত্থা উপজিল আসি।
ধীরমধ্যাগুণাশ্রয়ী তাতে উদাসীনময়ী
মৌন করি ঠারে কহে হাসি ॥[৩]

১। পাঠান্তর—নও, পৃঃ ৬০, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত।
২। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৩০ক।
৩। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৩০খ।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ৯২ সংখ্যক এই যে শ্লোক—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো—
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদু স্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥[১]

—বিভুর দেহ অতি মধুর, মধুর হইতেও মধুর তাঁহার আনন। মধুগন্ধযুক্ত মৃদুমধুর হাসিটুকু কি মধুর, সুমধুর, অতি মধুর, সর্বাপেক্ষা সুমধুর।

এই শ্লোকের অনুবাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও যদুনন্দন দাস উভয়েই করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে ৩৫ চরণে বিস্তার পূর্বক অনুবাদ করিয়াছেন কিন্তু যদুনন্দনের অনুবাদ এইখানে আশ্চর্য্যজনকভাবে সংক্ষিপ্ত ও অনলঙ্কৃত। কবিরাজ গোস্বামী ভাবানুবাদ করিতে যাইয়া প্রথম তিনটি চরণ ভূমিকা স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, পরবর্তী চরণগুলি ব্যাখ্যামূলক ভাবানুবাদের উজ্জ্বল নিদর্শন। যথা—

সনাতন কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর মধুর হইতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হইতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর ॥
মধুর হইতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এককণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশদিকে বহে যার পূর ॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে পৈশে অধর মধুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—৯২ সংখ্যক শ্লোক, পৃঃ ১১৬, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ।

বংশী ছিদ্র আকাশে তারগুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনি রূপে পায়া পরিণামে ॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অন্ত ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
জগতের বলে পৈশে কানে।
সবা মাতোয়াল করি বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত
পতি কোল হৈতে কাড়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকর্ষণে
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥
নীবী খসায় পতি আগে গৃহ কর্ম্ম করায় ত্যাগে
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে।
লোক ধর্ম লজ্জা ভয় সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥
কানের ভিতর বাসা করে আপনে তাহা সদা স্ফুরে
অন্যশব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আনকথা না শুনে কান আন বুলিতে বোলায় আন
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥
পুনঃ কহে বাহ্য জ্ঞানে আন কহিতে কহি আনে
কৃষ্ণ কৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্ত ভ্রম করি নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥[১]

যদুনন্দনের অনুবাদ ১৫ ছত্র বিশিষ্ট। অনুবাদ কৃষ্ণদাসের অনুবাদের তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। যথা—

সখি হে কৃষ্ণ অঙ্গ অতি মনোহর।
মধুর হইতে সুমধুর বহে চন্দ্র জ্যোৎস্নাপুর
ত্রিভুবন যাহাতে উজোর ॥

১। চৈতন্যচরিতামৃত, পৃঃ ৩৯৩, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ।

কহিতেই মুখচন্দ্র দেখি পুন হাসমন্দ
শির ধুলায় কহে বাণী।
মুখ অতি সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে সুমধুর মানি॥
কহিতেই দেখে স্মিত অলৌকিক তার রীত
স্মিত কথা কহন না যায়।
মুখাম্বুজে বহয়ে গন্ধ যাতে গোপনারী অন্ধ
কৃষ্ণমুখ সুমাধুর্য্যময়॥
কহিতেই কৃষ্ণবেশ দেখয়ে মোহন দেশ
তাহা দেখি কহে পুনর্বার।
কৃষ্ণ কথামৃত কথা শুন ছাড় অন্য বার্ত্তা
যাতে সর্ব মাধুর্য্যের সার॥[১]

যে বিষয়টি বলা হইবে তাহার প্রস্তুতি পর্বের ন্যায় কৃষ্ণদাস যে ভূমিকা রচনা করিয়াছেন যদুনন্দনের অনুবাদে সেইরূপ কোন ভূমিকা নাই। আবার কৃষ্ণদাসের পদে শ্রীকৃষ্ণের দেহ লাবণ্য দর্শনে ভক্তহৃদয়ে যে গভীর আনন্দানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কৃষ্ণদাসে নানাভাবে—'কৃষ্ণমাধুর্য অমৃতের সিন্ধু', 'কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর' এবং এই লাবণ্যের এককণা—'ব্যাপে সব ত্রিভুবনে' প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগে বিশদভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু যদুনন্দনের পদে লাবণ্য এরূপভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। যদুনন্দন কেবলমাত্র 'কৃষ্ণঅঙ্গ অতি মনোহর' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য বর্ণনা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, কৃষ্ণদাসের ন্যায় ত্রিভুবনে লাবণ্য ব্যাপ্তির কথা বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের দেহের বর্ণনায়—'মুখে অতি সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর' উক্তিতে কৃষ্ণদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই অনুবাদে যদুনন্দনের বিশেষ মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে, 'সুমধুর মানী' শব্দটি যদুনন্দনের নিজের সংযোজনা। ইহা মূল শ্লোকেও নাই, কৃষ্ণদাসের অনুবাদেও নাই। কৃষ্ণদাসের পদে যে সুন্দর আলঙ্কারিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়—

মোর মন সান্নিপাতি স্থপিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু।

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, পৃঃ ১১৭, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ।

উপমেয় 'মন' এর সঙ্গে 'সান্নিপাতিক' উপমান শব্দ ব্যবহার করিয়া যেখানে—দুর্দৈবরূপ বৈদ্যকে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে দুর্দৈব বৈদ্য তৃষ্ণার্ত আমাকে একবিন্দুও পান করিতে দেয় না, বায়ু পিত্ত ও কফের প্রাবল্য ঘটিলে রোগী যেমন অনিবার্য পিপাসায় কাতর হইয়া সব জল পান করিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু বৈদ্য তাহা পান করিতে দেয় না, সেইরূপ কবির মন কৃষ্ণ-প্রেমে পিপাসায় তৃষ্ণার্ত কিন্তু দুর্দৈবই এইখানে বৈদ্যের ন্যায় তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অলঙ্কারপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় ভাষার এই উক্তি পদটিতে বিশেষ সৌন্দর্য আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু যদুনন্দনের পদে এইরূপ আলঙ্কারিক ব্যঞ্জনাময় উক্তি না থাকায় এবং অনেকটা আক্ষরিক হওয়ায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করে নাই।

যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত অনুবাদকালে সারঙ্গরঙ্গদা টীকাও যে অবলম্বন করিয়াছেন তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানে উদ্ধৃতিসহ তাহার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল। সারঙ্গরঙ্গদায় আছে—

অথ দাক্ষিণাত্যঃ কৃষ্ণবেণ্বা-পশ্চিমতীর নিবাসী পণ্ডিতঃ
কবীন্দ্র শ্রীবিল্বমঙ্গল নামা কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ কিলাসিৎ।[১]

—দাক্ষিণাত্য দেশে কৃষ্ণবেণ্বা নামক নদীর পশ্চিমতীর নিবাসী পণ্ডিত ও কবিরূপে শ্রীবিল্বমঙ্গল নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন।

যদুনন্দন এই উক্তির আনুগত্য রক্ষা করিয়াই বলিতেছেন—

দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেণ্বা নদী।
তাহার পশ্চিম তীরে তাঁহার বসতি॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
কবীন্দ্র অবধি সব লোকের বিদিত॥[২]

'সব লোকের বিদিত' উক্তিটি ব্যতীত অপর সকল উক্তিই টীকার বিশ্বস্ত অনুকরণে গঠিত। এইরূপ ২, ৩, ১৮, ২৩, ৩২ প্রভৃতি শ্লোকের টীকার অনুসরণ যদুনন্দনের অনুবাদে লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সারঙ্গরঙ্গদার টীকা সহ যদুনন্দনের আর একটি অনুবাদ উদ্ধৃত হইল—

১। সারঙ্গরঙ্গদা, পৃঃ ভূমিকা ১, বহরমপুর সংস্করণ, ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ।
২। কৃষ্ণকর্ণামৃত, কঃ বি ৩৭০৬, পৃঃ ১।

অথো পথি পথ্যাগচ্ছতোঽস্য বাহ্য দশায়াং সাধকরীত্যোৎ-
কণ্ঠয়া ভক্তি সিদ্ধান্তোদ্‌গারিণী তৎকালমেবান্তরাবেশাৎ
সিদ্ধাবল্লালসয়া কেবল রসোদ্‌গারিণ্যুক্তি।[১]

—পথে পথে চলাকালে বাহ্যদশায় দৃষ্ট তাহাতে সাধকোচিত উৎকণ্ঠার নিমিত্ত, সিদ্ধগণের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা জন্য এবং অন্তরাবেশ হেতু ভক্তি সিদ্ধান্তের উক্তিগুলি রসোদ্‌গারিণী লক্ষণযুক্ত হইয়াছিল।

এই টীকার অনুবাদ করিতে যাইয়া বিশেষভাবেই আনুগত্য রক্ষা করিয়াছেন। যদুনন্দন। টীকার ভাবানুসারে তিনি বলিয়াছেন—

পথে পথে চলি যায় বাহ্যদশায় স্থিতি।
সাধকে[২] ব্যাকুল[৩] অতি উৎকণ্ঠিত মতি॥
ভক্তি সিদ্ধান্ত কথা কহিতে কহিতে।
অতিশয় অন্তর আবেশ হইলা তাথে॥
সিদ্ধ প্রায় লালসায় ভরি গেল মন।
রসোদ্‌গারি উক্তি হেন কেবল লক্ষণ॥[৪]

কিন্তু কোন কোন স্থানে দেখা যায় কবি অনুবাদকালে মূলগ্রন্থ বা টীকার বক্তব্যের সঙ্গে নিজের মৌলিক কল্পনার মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। অষ্টাদশ শ্লোকের তৃতীয় চরণে বিল্বমঙ্গল কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—

'মুরলীরব তরলীকৃত মুনিমানস নলিনং'

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে বংশী ধ্বনির রবে মুনিদের মন কমলের ন্যায় দোলায়মান হয়। সারঙ্গরঙ্গদা গ্রন্থে কবি কৃষ্ণদাস ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—

বাহ্যে তু মুনিনাং জ্ঞানিনাং মেরুবৎস্থির কঠিণ্যাপি
মানসানি নলিনবৎ কোমলানি চঞ্চলানি কৃতানি।[৫]

—বাহ্য দৃশ্যে মুনি ও জ্ঞানীগণের যে হৃদয় পর্বতের ন্যায় স্থির ও কঠিন মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব শুনিলে তাহাও কমলের ন্যায় কোমল ও চঞ্চল হইয়া উঠে।

১। সারঙ্গরঙ্গদা, পৃঃ ৭, বহরমপুর সংস্করণ, ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ।
২। পাঠান্তর—'সাধকের', ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৭।
৩। পাঠান্তর—'হেন', ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৭।
৪। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৫খ।
৫। সারঙ্গরঙ্গদা, পৃঃ ৫৩, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত গ্রন্থ।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী রবে মুনীগণের যে চিত্ত চাঞ্চল্যের কথা বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন, বাহ্য অর্থ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যেখানে সেই একই প্রকার উক্তি করিয়াছেন, যদুনন্দন সেইখানে মূলের বা টীকার অনুসরণ না করিয়া অথচ মূলভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও মৌলিক কল্পনা পরিবেষন করিয়াছেন। ৫১ চরণযুক্ত এই পদের ৩১ হইতে ৩৬ চরণের মধ্যে তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা—

করেন মুরলী গান অতি সুমাধুর্য দান
তাহা দেখি কহে পুন আর।
সেই মানে বসি নারী কৃষ্ণ তারে পায়ে ধরি
নারে মান দূর করিবারে।
সে সব মানিনী মান তরলী করিল গান
কি তায় রাধিকা রসময়॥[১]

যদুনন্দন এইখানে মুনীদিগের কথা বর্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদনে মানিনীগণের মান তরল হওয়ার কথা বলিয়াছেন। মুনীগণের কথা বর্জিত হওয়ায় মূলভাবের সৌন্দর্যে হানি ঘটে নাই। বরং ভাবানুবাদের দিক হইতে মানিনীগণের প্রেমানুভূতির একটি নূতন সৌন্দর্য চেতনা প্রকাশ পাইয়াছে। ২০ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদেও বিল্বমঙ্গল বা কৃষ্ণদাসের টীকা অতিক্রম করিয়া মৌলিক রচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন তিনি। বিংশতি সংখ্যক শ্লোকের ৩য়, ৪র্থ চরণে বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—

পুন প্রকৃতি চাপলং প্রণয়িনীভুজা যন্ত্রিতং
মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলি শয্যোৎথিতং।[২]

—প্রণয়িনীর দুই বাহুর বন্ধনে যিনি আবদ্ধ এবং পুনরায় চঞ্চলতাপ্রাপ্ত তিনি আমার চিত্তে স্ফুরিত হউন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

অথ তস্যাঃ কেলি লালসাং বীক্ষ্য রসিক শেখরস্তাং
পুনস্তামত্যুদ্দ পয়িতুং তদুৎকণ্ঠাচেষ্টিতং দ্রষ্টুং চ বাসস্থান-
গমনচ্ছদ্মনা তদুৎথানং তথা তন্নিরোধানাং চ দৃষ্টাহ।[৩]

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, কঃ।বঃ ৩৭০৬, পৃঃ ১৭ক।

২। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ২০ সংখ্যক শ্লোক, পৃঃ ৩২, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ।

৩। সারঙ্গরঙ্গদা, পৃঃ ৫৩, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত গ্রন্থ।

কৃষ্ণদাস প্রণয়িনীর ভুজবন্ধনের আবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় চঞ্চলতা প্রাপ্তির কথা না বলিয়া শ্রীরাধার কেলি লালসার কথাই প্রধানত উল্লেখ করিয়াছেন। যদুনন্দন বিল্বমঙ্গল কিম্বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার মধ্যে কোন একজনের বিলাস বাসনার কথা বলেন নাই। তিনি রাধা-কৃষ্ণ উভয়ের বাসনার কথা উল্লেখ করিয়া ভাবানুবাদ করিয়াছেন—

কিশোর কিশোরী রসে নিমগন নিশি দিশে
করে ধরি করে আকর্ষণ।
ধণি তাহা নাহি ছাড়ে পীতবাস দুহু করে
আকর্ষিতে ঝঙ্কারে কঙ্কণ॥

কেলি ক্রমে গলিয়াছে দুহার কুন্তল পাছে
গোবিন্দের বেণী রাই চূড়া।
চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ বেণীতে রত্নের গুচ্ছ
খসিয়াছে নেত্র মন জুড়ে॥

প্রকৃতি চঞ্চল দুহু মুখে হাস্য লহু লহু
ঘন ঘন রাধিকার ভুজ লইয়া
নিজ কণ্ঠে জাতে শ্যাম শোভা হৈল অনুপাম
তেহোঁ কণ্ঠ ধরে বস্ত্র থুয়া॥

বসিলেন পুষ্প শেযে শোভাতে ভুবন মজে
কান্ত্যের প্রবাহ বহি যায়।
এই কেলি শয্যা স্থান শোভা স্ফূর্ত্ত মনোস্থান
এ যদুনন্দন গান গায়॥[১]

'কিশোর কিশোরী রসে নিমগন' এবং 'প্রকৃতি চঞ্চল দুহু' বলায় দুইজনের অভিলাসই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এইখানেই যদুনন্দনের স্বতন্ত্রতা।

৬৬ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদেও বিল্বমঙ্গল ও কবিরাজ গোস্বামীর প্রভাব অতিক্রম করিয়া যদুনন্দন মৌলিক সৃষ্টি করিয়াছেন। মূল শ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে—

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ক: বি: ৩৭০৬, পৃ: ১৮ক।

বক্ষস্থলে চ বিপুলং নয়নোৎপলে চ
মন্দস্মিতে চ মৃদুলং মদজল্পিতে চ।
বিম্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ
বালং বিলাস নিধিমাকলয়ে ॥[১]

—যে বাল বা কিশোরের বক্ষস্থল ও বিশাল নয়ন কমল, মৃদু মন্দ হাস্য ও মনোহর আলাপ, বিম্বাধর এবং মুরলীর মধুর রবযুক্ত, সেই বিলাসনিধিকে কবে দেখিতে পাইব।

কৃষ্ণদাস গোস্বামীর টীকা—

নম্বধুনৈব তং দ্রক্ষসি, ক্ষণং ধৈর্য্যং কুর্ব্বিতি পুনস্তাভি
প্রবোধিতায়াঃ, সলালসং বচোহনুবদন্নাহ-সুভোঃ সখ্যঃ
তং বিলাস নিধিং তৎ সমুদ্রং বালং নবকিশোরং কদাকলয়ে।
দ্রক্ষামীতর্থঃ, কীদৃশম্-বক্ষস্থলে চ নয়নোৎপলেচ
বিপুলং বিস্তীর্ণম। মন্দাস্মিতে চ মদজল্পিতে চ মৃদুলম্।
বিম্বাধরে চ মুরলী রবে চ মধুরম্।[২]

যদুনন্দন এই শ্লোকটির অনুবাদ বিস্তার পূর্বক ৩১ চরণে সম্পূর্ণ করেন—

সখি হে, কৃষ্ণ নবশেখর কিশোর।
তাথে সুবিশাল মহানিধি রসের মিলন বিধি
কবে দেখি জুড়াব অন্তর ॥

বক্ষস্থল পরিসর দর্শন সু-ছটাধর
তরুণীরে আনন্দ যাতে।
সুশীতল সুকোমল অনঙ্গের তাপ হর
কবে আমি মিলিব তাহাতে ॥

নীলোৎপল দুই হয় পরম বিস্তীর্ণময়
অতি দীর্ঘ অতি সু-চাপল।
কমল উপরে যেন নাচে খঞ্জ রীট হেন
তবে শোভা দেখিব তরল ॥

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ৬৬ সংখ্যক শ্লোক, পৃঃ ৮৯, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সঙ্কলিত গ্রন্থ।
২। সারঙ্গরঙ্গদা, পৃঃ ১৫৫ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত গ্রন্থ।

তৈছে মৃদু মন্দহাস পুষ্পগুচ্ছ পরকাশ
সদাই প্রণয় মুখচান্দ।
কবে নিরখিব আমি জুড়াইব দু নয়ানি
কবে আঁখির ভাঙ্গিবেক দ্বন্দ্ব॥

বচনে মৃদুতা তেন অমৃত উগরে যেন
অর্ধ বাণী শ্রবণে পশিলে।
কুলছাড়ে কুলবতী সদা হয় উন্মতি
কবে তা শুনিব শ্রুতিমূলে॥

বিম্বাধর সুমধুর উগারে অমৃতপূর
রসের অরুণে সুধামাখা।
কবে নিরখিব আমি কহ দেখি সখি তুমি
এই ওষ্ঠাধরে হবে দেখা॥

মুরলীর রবে তেন মাধুরী বরিখে যেন
অমৃত বরিষে দশ দিশা।
শ্রবণে শুনিব কবে হেন কি সুদিন হবে
পূর্ণ হবে এই মন আশা॥

কহিতে কহিতে অতি দৈন্য বাড়ি গেল মতি
সেই কৃষ্ণ দেখে যেই জন।
তার ভাগ যে বাখানে তাহে যেই যেই কহে
লীলাশুক করয়ে বর্ণন[১]॥

যদুনন্দনের এই অনুবাদ মূল শ্লোক ও কৃষ্ণদাসের ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিক বিস্তার-মূলক। কৃষ্ণদাসের ব্যাখ্যা প্রধানত মূলানুসারী। কিন্তু যদুনন্দন শ্লোকের ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল, নয়নোৎপল, মন্দহাস্য মধুর আলাপ, বিম্বাধর ও মুরলীর রব—প্রত্যেকটি বিষয়ই বিস্তারপূর্বক সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলকে 'দর্শন সুচ্ছটাধর' তরুণীচিত্তে আনন্দদানে তৎপর এবং শীতলতায় 'অনঙ্গের তাপ হর' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের 'নয়নোৎপলকে' 'নীলোৎপলদ্বয়' বলিয়া 'নীল' বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন, তাহা যে 'সুচাপল'

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৪০ ক-খ।

তাহার উল্লেখ শ্লোকে বা টীকায় না থাকিলেও সেই অনুক্ত উক্তিটি যদুনন্দন স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অক্ষি পল্লবের বর্ণনাও ব্যঞ্জনাময় ভাষায় করিয়াছেন—'কমল উপরে যেন নাচে খঞ্জ রীট' উক্তি দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণের মৃদুমন্দ হাসি যদুনন্দনের দৃষ্টিতে 'পুষ্পগুচ্ছ পরকাশ' বলিয়া মনে হয়, বচন 'অমৃত উগরে' বলিয়া মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের এই অমৃতময় বচন শুনিলে 'কুল ছাড়ে কুলবতী', তাঁহার বিম্ব অধর 'উদ্গারে অমৃতপুর' তাঁহার মুরলীর রব—'অমৃত বরিষে দশ দিশা' প্রভৃতি রসময় উক্তিতে যদুনন্দনের কবিকল্পনার প্রসার লক্ষিত হয়। এই সব উক্তি মূল শ্লোকে নাই, কৃষ্ণদাসের টীকাতেও দৃষ্ট হয় না। যদুনন্দন এই সব স্থলে তাঁহার মৌলিক কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ ৮৮ সংখ্যক শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'প্রণয় পীত বংশী মুখং' এবং চতুর্থ চরণে 'জগত্রয় মনোহরং' উক্তির ব্যাখ্যার কথাও উল্লেখ করা যায়। প্রথম শব্দটির অর্থ হয় 'প্রেমে বংশীবাদনরত মুখ'। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ টীকায় ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'প্রণয়েন পীতং চুম্বিতং বংশ্যাঃ সুভগয়া মুখং যেন' কৃষ্ণদাসের ব্যাখ্যায় 'সুভগয়া' শব্দটি নূতন সংযোজনা। দ্বিতীয় উক্তি 'জগত্রয় মনোহরং' শব্দের কৃষ্ণদাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ—'ন কেবল মরুন্ধত্যা অপি তু জগত্রয় মনোহরং' অর্থাৎ কেবল অরুন্ধতীই নয় ত্রিজগতের লোকই মুগ্ধ হয়। যদুনন্দন এইখানেই মূল বা টীকার অনুসরণ করেন নাই। তিনি স্বতন্ত্র ভাবে বলিলেন—

শুকনা বংশীর মুখ চুম্বি যেহো পায় সুখ
প্রণয়ে পিবয়ে এই কাজ[১]

দ্বিতীয় উক্তি অরুন্ধতী শব্দের উল্লেখে যদুনন্দন বলিলেন—

ন কেবল অরুন্ধতী সতি মন হরে নিতি
জগতের মনোহর বেশ।

* * *

কৈশোর বয়স সার প্রতি অঙ্গে অলঙ্কার
এক অঙ্গ প্রতি শোভা হেরি।
জগতের নারী যত কে রাখিবা ধৈর্য্য পথ
শ্রুত মাত্র হইল বাউলী[২]॥

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৪৭খ
২। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৪৭খ

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের অনুবাদে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিলেও 'রাগ' সম্বন্ধে যদুনন্দন নিজস্ব কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। পদগুলি রচনা করিতে যাইয়া তিনি কোন রাগের উল্লেখও করেন নাই। অন্য অনুবাদ গ্রন্থে পদ রচনা-কালে 'যথা রাগ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থলে সেরূপ কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু ছন্দ প্রয়োগে তাঁহার নিপুণতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা, মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত বসন্ততিলক, উপেন্দ্রবজ্রা, তোটক, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী, ইন্দ্রবজ্রা, অনুষ্টুপ, শালিনী প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃত ছন্দ দেখা যায় বাংলা ভাষায় রচনাকালে সেই সব ছন্দ রূপান্তরিত করা সহজ নয়। সংস্কৃত ছন্দ মূলত বাংলা ছন্দ হইতে স্বতন্ত্র। সংস্কৃতে পর্বাঙ্গ, মাত্রা, চরণ ইত্যাদির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই কিন্তু বাংলা ছন্দে পর্বাঙ্গ, মাত্রা ইত্যাদির মোটামুটি একটি সামঞ্জস্য আনিতে হয়। সংস্কৃতে ছন্দ রচনায় সেই স্থলে গতি, লয়, ধ্বনি প্রভৃতি অনুসারেই তাহা উৎকর্ষতা লাভ করে। যদুনন্দন প্রতিভাসম্পন্ন কবি হওয়ায় উল্লিখিত সংস্কৃত ছন্দগুলির অনুসরণে পর্বাঙ্গ, মাত্রা প্রভৃতি রচনায় মূলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া পদ রচনা করিয়াছেন এবং দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সুললিত পদ রচনা করিয়া দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

গোবিন্দ লীলামৃত

শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য বৈদ্য যদুনন্দন দাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিশিষ্ট একজন অনুবাদক তাহা যদুনন্দনের বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থ এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের সংস্কৃত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের যদুনন্দন কৃত অনুবাদ গ্রন্থের রচনারীতির সৌন্দর্য ও মাধুর্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। মূল গোবিন্দ-লীলামৃতে শৃঙ্গার রসের অবতার ও সর্বগুণ সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ নায়করূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ২৩ সর্গে বিভক্ত ও ২৫৮৮টি শ্লোক সমন্বিত মহাকাব্য জাতীয় এই গ্রন্থে কবিরাজ মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের দিবারাত্র অষ্টযামের লীলাকাহিনীর একটি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন।

অনুবাদকালে যদুনন্দন সেই ভাব-ময় লীলা-কাহিনীকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়া রচনায় মূল সৌন্দর্য অব্যাহত রাখিয়াও মৌলিকতাদ্বারা কবি—প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রন্থারম্ভের প্রথমেই কবিরাজ গোস্বামী মঙ্গলাচরণ অংশে যেখানে বলিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দং সন্দোহানন্দমন্দিরং।
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধা সঙ্গনন্দিতম্[১] ॥

—যিনি ব্রজবাসীদিগের আনন্দসমূহের মহামন্দির স্বরূপ, যিনি বৃন্দাবনধামের অধীশ্বর, শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখে যিনি আনন্দোৎফুল্ল তাহাকে বন্দনা করি।

ইহার পরবর্তী অংশে শ্রীকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেম মহিমার যে উল্লেখ—

যোঽজ্ঞান মত্তং ভুবনং কৃপালুরুল্লাঘয়ন্নপকারোৎপ্রমত্তং।
সপ্রেম-সম্পৎ সুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে[২] ॥

—যিনি অজ্ঞান মত্ত জীবগণকে ভবরোগমুক্ত করিবার নিমিত্ত স্বীয় প্রেম-সম্পত্তিরূপ সুধাপান করাইয়া প্রমত্ত করিলেন সেই অদ্ভুত চেষ্টাশালী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি প্রণাম করি।

এই সুমধুর উক্তিগুলির অনুবাদকার্যে যদুনন্দনের রচনার সার্থকতাই লক্ষ্য করা যায়। যথা—

১ গোবিন্দলীলামৃত, পৃঃ ১, ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক শ্রীনির্মলেন্দু ঘোষ।
২। গোবিন্দলীলামৃত, পৃঃ ১, ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক শ্রীনির্মলেন্দু ঘোষ।

গোবিন্দ ব্রজানন্দ, আনন্দ মন্দির কন্দ
শ্রীরাধিকা সঙ্গানন্দময়।
বন্দে বৃন্দাবনধীশ বাঞ্ছা কল্পতরু ঈশ
সর্ব্বানন্দ যাহার আশ্রয়॥
অজ্ঞান মত্ততা ক্ষিতি দেখি কৃপা কৈল অতি
নিজ প্রেম সুধা অদ্ভুত।
দিয়া মাতাইল যেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই
তার পদে প্রণতি বহুত[১]॥

অনুবাদে যদুনন্দন মূল শ্লোকের উক্তি অপেক্ষা একটি অতিরিক্ত উক্তি—'বাঞ্ছা কল্পতরু ঈশ' বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে মূল রচনার সৌন্দর্য অনুবাদে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরং শ্রীকৃষ্ণকে 'বাঞ্ছা কল্পতরু' বলায় পদে একটি নূতন সৌন্দর্য আরোপিত হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোবিন্দলীলামৃতে অষ্ট কালীয় নিত্যলীলার বর্ণনায় যে, নিশা-অবসান কাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভাত পদ্মের পত্রদলের ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করার ন্যায় করিয়া ২৩ সর্গে তাহা পূর্ণ বিকশিত হইবার রূপ দান করিয়াছেন, যদুনন্দন সেই শুভক্ষণটি অবলম্বন করিয়াই রাধাকৃষ্ণের লীলা কাহিনী বর্ণনা করেন। নিশান্ত লীলায় পক্ষীগণের কলরবে যদুনন্দন শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাইতেছেন—

নিশা অবসানে পক্ষ জাগিল সকলে।
নিঃশব্দেই আছে সভে নিজ নিজস্থলে॥
রাধাকৃষ্ণ জাগাইতে উৎকণ্ঠা অন্তরে।
বৃন্দা আজ্ঞা বিনে শব্দ করিতে না পারে॥
তবে বৃন্দাদেবী যবে আজ্ঞা দিল তারে।
ক্রীড়ার নিকুঞ্জ বেড়ি সভে শব্দ করে॥
* * * *
এইমত পক্ষগণের কোলাহল হইতে।
জাগিলেন রাধাকৃষ্ণ দুহু অবিদিতে[২]॥

১। গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ, পৃঃ ১ ছাপা গ্রন্থ, প্রকাশক শ্রীনির্মলেন্দু ঘোষ।
২। গোবিন্দ লীলামৃত, সাহিত্য পরিষদ্ ২৯৬,পৃঃ ৪খ, ছাপা পুঁথি প্রকাশক শ্রীনির্মলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ১৮।

শারিকা প্রভৃতি পক্ষীগণের কলকণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, রজনী প্রভাত হইয়াছে জানিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ আশঙ্কাযুক্ত কাতর হৃদয়ের চিত্রটি যদুনন্দন কবিত্ব পূর্ণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

শারিকা বচন শুনি রাধা বিনোদিনী।
সঙ্কোচ হইল মনে প্রাতঃকাল জানি ॥
মন্দর পর্বত ক্ষীর সমুদ্র পতনে।
ক্ষুব্ধ হয় তাতে ইচ্ছেমহা মীনগণে ॥
ঐছন রাধিকা মন নয়ন ঘুরয়।
বিচ্ছেদ দুঃখিত শয্যা হইতে উঠয়[1] ॥

প্রথম সর্গে একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত বর্ণনায় যেখানে নিজের দৈন্যতা প্রকাশ করিয়াছেন—

অপটুরপি তটস্থস্বচ্ছ বুদ্ধ্যামপাত্রঃ
পৃথু রস কলনেচ্ছুঃ কৃষ্ণ লীলামৃতাবেজ।
নিরবধি তদন্তঃ ক্রীড়তাং বৈষ্ণবানাং
কিমু ন [illegible] গরীয়ান[2] ॥

-আমি অল্পবুদ্ধি চপল, অপটু এবং অপাত্র হইয়া কৃষ্ণলীলামৃত সিন্ধু রস বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বোধহয় ইহাতে এ সাগরের অভ্যন্তরচারী বৈষ্ণব সকল আমাকে উপহাস করিবেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন কৃষ্ণলীলা রস বর্ণনায় নিজেকে অযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এই শ্লোকের অনুবাদ করিতে যাইয়া যদুনন্দনও যেন এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিলেন—

আমি যে অপাড়ু[3] অতি তটস্থ বুদ্ধের গতি
অতি অপাত্র আড়াহাড়ি যেন।
কৃষ্ণলীলা রস সার তাহে চাহি রাখিবার
বৈষ্ণবের হাস্যের বন্ধান[4] ॥

১। গোবিন্দ লীলামৃত, সাহিত্য পরিষদ্ ২২৬, পৃঃ ৫খ প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ১১।

২। গোবিন্দ লীলামৃত,১/২ শ্লোক।

৩। পাঠান্তর—অপটু, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ২, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

৪। গোবিন্দ লীলামৃত, সাহিত্য পরিষদ্ ২২৬, পৃঃ ২ক, ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ২।

এইখানে যদুনন্দন কৃষ্ণদাসের উক্তির ন্যায় 'অপটু' 'অপাত্র' শব্দ এবং বৈষ্ণবের হাস্যাস্পদ হওয়ার কথা অপরিবর্তিত রাখিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদে শব্দ এবং ভাব লইয়া যে নিজস্ব কবি কল্পনা-ও বিস্তারের রীতি দেখা যায় এইখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবে 'অপাত্র' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া 'আণ্ডাহাড়ি' শব্দ প্রয়োগ করিয়া সামান্য বৈচিত্র আনয়নের চেষ্টাও দেখা যায়। কুমারের চাকে দিবার পূর্বে মাটির পাত্র বা হাঁড়ি যেমন কাঁচা থাকে বলিয়া তাঁহা অপাত্র রূপে গণ্য হয় যদুনন্দন সেইরূপ অপক্ক অর্থাৎ কাঁচা পাত্রকে 'আণ্ডাহাড়ি' বলিয়া নিজেকে অযোগ্য পাত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ অনেক শ্লোকই মূলানুসারে অনুদিত হইয়াছে। তবে সামান্য পার্থক্য সেখানেও না দেখা যায় এমন নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপর একটি শ্লোক সহ অনুবাদ উপস্থিত করা যাইতেছে—

মদাস্য মরুসঞ্চার খিন্না গাং গোকুলোন্মুখীম্
সন্তঃ পুষ্ণন্তিমাং স্নিগ্ধাকর্ণকাসার সন্নিধৌ[১] ॥

—সরোবর যেমন মরুভূমিতে সঞ্চরণে ক্ষীণা গাভীকে স্থান দান করেন, সেইরূপ আমার মুখরূপ মরুভূমি সঞ্চারিণীও গোকুলোন্মুখী বাণীকে পণ্ডিতগণ নিজ নিজ কর্ণ সরসীতটে স্থান দান করুন।

মূল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের এই অংশের অনুবাদ কার্যেও যদুনন্দন অনেকটা আক্ষরিকতা বজায় রাখিয়াছেন। যেমন—

মোর মুখ মরুস্থল বাণী খিন্নরূপ চয়
গোকুল উন্মুখী বাক্যগণ।
বৈষ্ণবের কর্ণনদী প্রবেশ করয়ে যদি
পুষ্ট স্নিগ্ধ হইবে তখন[২] ॥

যদুনন্দন এইখানে অতি সংক্ষেপে এবং মূলভাবার্থ অনুসরণেই অনুবাদ করিয়াছেন তবে দেখা যায় মূলের 'সন্তঃ' স্থলে যদুনন্দন 'বৈষ্ণব' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথম সর্গের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদই এইরূপ সংক্ষেপে এবং মূলানুযায়ী। এইরূপ আর একটি শ্লোকেরও অনুবাদের উল্লেখ করা হইল—

১। গোবিন্দলীলামৃত, ১/৯ শ্লোক।
২। গোবিন্দলীলামৃত, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ২, প্রঃ নির্মলেন্দু ঘোষ।

মাহেন্দ্রকান্তচ্ছদনং সকাঞ্চনং
দান্তং সসিন্দুরং সমুদ্গকং পরা
আপন্নসত্ত্বা কুচকুট্টনলোপমং
কুঞ্জাৎ গৃহিত্বা নিরগান্মৃতস্মিতা[১] ।

—ইন্দ্রনীলমণি খচিত, কাঞ্চন জড়িত, গর্ভিনী রমণীর কুচকলিকা তুল্য হস্তিদন্ত নির্মিত যে সম্পুট, সিন্দুর পূর্ণ সেই সম্পুট কোন সখী গ্রহণ করিয়া মৃদু হাস্য সহ কুঞ্জ হইতে বাহির হইলেন।

এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া যদুনন্দন প্রাতঃকালে কুঞ্জ হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সখীগণ সহ গৃহ গমনের চিত্রটি উপস্থিত করিয়াছেন। যথা—

সিন্দুরের পাত্র তবে লয় অন্যজন।
অদ্ভুত গঠন তার শুন বিবরণ ॥
কাঞ্চনের তলা আর ঢাকণি নীলমণি ॥
কুচযুগ শোভে যেন প্রথম গুর্বিণী[২] ॥

যদুনন্দন এইখানেও নিজের মৌলিক সৃষ্টির কোন প্রয়াস করেন নাই, মূল ভাবই যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মূল শ্লোকে যে সিন্দুর কৌটা 'দান্তং' অর্থাৎ হস্তিদন্তে নির্মিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যদুনন্দনের অনুবাদে তাহার উল্লেখ নাই। তবে মূলে যেখানে গর্ভিণী নারীর 'কুচকুটনে'র সঙ্গে সিন্দুর পাত্রের উপমা দেওয়া হইয়াছে, অনুবাদে সেই অংশ পরিত্যক্ত হয় নাই। দুইটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যজনিত সুন্দর উপমা মূলের ন্যায় দক্ষতার সঙ্গেই পরিবেষণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি স্থলে অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেও অনেকস্থলেই বিস্তারমূলক অনুবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

স্ফুরণমকর কুণ্ডলং মধুরমন্দ হাস্যোদয়ং
মদালসবিলোচনং কমলগন্ধি লোলালকম্ ।
মুখং মদনশঙ্কিতাঞ্জন মলায়সৌহিং হরেঃ
সমীক্ষ্য কমলেক্ষণা পুনরভূদ্বিলাসোৎসুকা[৩] ॥

—মদালসলোচন, পদ্মের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত চঞ্চল অলকাবলি শোভিত রদশন ক্ষত ও

১। গোবিন্দলীলামৃত, ১/৮৩ শ্লোক।

২। গোবিন্দলীলামৃত, ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১২, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

৩। গোবিন্দ লীলামৃত, ১/৫৬ শ্লোক।

কজ্জল চিহ্নে চিহ্নিত, মনোহর মকর কুণ্ডলে পরিশোভিত এবং মৃদু মধুর হাস্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের বদন অবলোকন করিয়া কমলনয়না পুনরায় বিলাসের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন।

যদুনন্দন এই শ্লোকটির ভাবানুবাদ করিতে নিজস্ব কবি-কল্পনার সংযোজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

মকর কুণ্ডল দোলে কৃষ্ণের শ্রবণ মূলে
চর চর গণ্ডের লাবণি।
মুখে মৃদু মন্দহাসি উগরে অমিয়ারাশি
মদালসে নয়ন মোহিনী॥
ললাটে অলকা লোল যেন ভৃঙ্গপতি ভোল
মুখপদ্ম শোভা মধু পানে।
মুখ দশনেতে[১] ক্ষত অঞ্জনে মলিন যত
ওষ্ঠাধর ভৈগেল অঞ্জনে॥
এইরূপে কৃষ্ণমুখ ধনি দেখি পাইল সুখ
পুন উন্মনা বিলাসতে।
নয়নে নয়নে দুহু অবলোকে লহু লহু
লজ্জা পায়া বলিল কৃষ্ণেতে[২]॥

মূল শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মুখ পদ্মকে, মদালসা নয়ন, কমলগন্ধি অলকাবলি শোভা, দশনের ক্ষত, কজ্জল লেপন এবং মকর কুণ্ডল দ্বারা পরিশোভিত বলা হইয়াছে। কবি যদুনন্দন যথারীতি ইহার অনুবাদ করিয়াও কবি-কল্পনা দ্বারা আরও সৌন্দর্য আরোপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ শোভার কথা বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মকর কুণ্ডল 'কৃষ্ণের শ্রবণমূলে' দোলে। মূল শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের 'শ্রবণ মূলে' কুণ্ডল শোভা পাওয়ার উক্তি উহ্য রহিয়াছে যদুনন্দন সেই কথাটি অনুক্ত রাখেন নাই। আবার, শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ শোভায় সুশোভিত যে বদন মণ্ডল দেখিয়া শ্রীরাধারাণী পুনরায় বিলাসের নিমিত্ত 'উন্মনা' হইয়াছেন সেই মুখমণ্ডল যে অত্যন্ত লাবণ্যযুক্ত হইবে তাহা যদুনন্দন কল্পনা করিয়া

১। পাঠান্তর—'স্বদশন' ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১০, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

২। গোবিন্দলীলামৃত, কঃবিঃ ৪।১৬, পৃঃ ৮৪, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১০, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

লইয়া বলিলেন—'ঢর ঢর গণ্ডের লাবণি', এইখানে কবি মৌলিক রচনার পরিচয় দিয়াছেন। মূল শ্লোকের আর একটি উক্তি 'কমলগন্ধি লোলালকম্' যদুনন্দন এইখানেও নিজস্ব রচনা রীতি প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—'ললাটে অলকালোল'। 'কমলগন্ধি' বিশেষণটি বর্জন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ললাটদেশে এই অলকরাশি যে বিশেষ শোভা বর্ধন করিয়াছে তাহা উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা-মূলকভাবে বলিলেন—'যেন ভৃঙ্গ পাতিভোল'। স্বতঃস্ফূর্ত এইরূপ মৌলিক সংযোজনা কবির কবি-প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করে। এইরূপ, প্রথম সর্গেই পক্ষীগণের কলরবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের বর্ণনার অপর একটি চিত্রে-ও কবির রচনা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

ময়ূর ময়ূরী কথা কহে রসময়।
রাধা ধৈর্য ধরাধর কে আছে চালয়॥
কৃষ্ণ বিনু আর কেহ চালিবারে নারে।
কৃষ্ণ মত্ত হস্তী বশ কাহার শৃঙ্খলে[১]॥
রাধা বিনু কৃষ্ণ আর কারো বশ নয়।
কেকা কেকা শব্দে তারা এই কথা কয়[২]॥

নিশা অবসান হইয়াছে জানিয়াও শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসের আবেশে শয়নে রহিয়াছেন। প্রেমাবেশের পক্ষে আশঙ্কা, উদ্বেগ ইত্যাদি অস্তিত্বের বিস্মৃতি একটি গুণ। কিন্তু সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে এই গুণই দোষ হইয়া উঠে। কারণ, কুলবধূ শ্রীরাধাকে প্রভাতে গৃহে অনুপস্থিত থাকিতে দেখিলে তাহা শ্রীরাধার পক্ষে লজ্জা ও কলঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় বৃন্দাদেবী ময়ূর ময়ূরীকে রাধাকৃষ্ণের নিদ্রা-ভঙ্গ করাইবার নিমিত্ত আদেশ করিলে পক্ষীগণ—'ক্রীড়ার নিকুঞ্জে বেড়ি সবে শব্দ করে'[৩]। পক্ষীগণের কণ্ঠে কেকা কেকা ধ্বনি আরোপ করাইয়া কবি একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন। কেননা, কেকার 'কে' শব্দে একটি অর্থে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, বল দেখি শ্রীরাধার ধৈর্য পর্বতকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ বিনা কে চালনা করিতে পারে? দ্বিতীয় কেকার 'কে' শব্দে এই অর্থ করা যায় যে শ্রীকৃষ্ণকে

১। পাঠান্তর—'কাব প্রেমডোরে' ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ৭, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

২। গোবিন্দ লীলামৃত, সাহিত্য পরিষদ, ২৯৬ পৃঃ ৫খ, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ৭, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

৩। গোবিন্দলীলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ৫খ, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ৬, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

শ্রীরাধা ব্যতীত কেহ বশে আনিতে পারে না। বলা বাহুল্য, উভয় উক্তিতেই 'না' শব্দটি উহ্য রহিয়াছে।

দ্বিতীয় সর্গের আরম্ভে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রাতঃকালীন গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করেন—

রাধাস্নানবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ।
প্রগেতগদে বিহিতান্ন পাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষানাং॥
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্যধেনুসদনং নির্ব্যূঢ় গোদোহনং সুস্নাতঃ—
কৃত ভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথতঞ্চাশ্রয়ে[১]॥

—যিনি প্রাতঃকালে স্নান ও বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা ভূষিতা এবং যশোদা কর্তৃক আমন্ত্রিতা হইয়া যশোদাগৃহে সখীগণের সহিত যথাবিহিত অন্ন প্রভৃতি পাক রচনা এবং শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি প্রণাম করি। আর যিনি প্রত্যূষে জাগরিত, গোগৃহে গমন, যথানিয়মে গোদোহন কার্য সম্পাদন, স্নান এবং সখাগণের সঙ্গে ভোজন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।

যদুনন্দন এই শ্লোকটির অনুবাদ সম্পন্ন করেন ১৬ চরণে। মূল শ্লোকের উক্তি অনুসারে পদটি আরম্ভ করেন। যথা—

রাধা স্নান বিভূষণ নানাচিত্র বিলেপন
ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা পালন।
সঙ্গে করি সখীগণ গেলা তাঁহার ভবন
প্রাতে কৈল কৃষ্ণের বন্দন॥
কৃষ্ণচন্দ্র জাগি তথা গেল ধেনুশালা যথা
কৈলা তাহা গোদোহন কাজে।
সব সখীগণ মেলা নানান্ কৌতুক কলা
পুন আইলা মানদেবী মাঝে॥
তাহা কৈল স্নান কাম সঙ্গে ধর্মসখা যান
ভোজন করয়ে রসময়।
শয়ন হইল তবে দাসগণ পদ সেবে
নানান্ কৌতুক ভাব হয়॥

১। গোবিন্দলীলামৃত, ২/১ শ্লোক।

রাই নিজ সখী সনে কৃষ্ণের শেষান্ন সনে
ভোজন করিলা বহু রঙ্গে।
তাহাতে বিশেষ যত বিস্তারি কহিব কত
শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ছন্দে[১] ॥

যদুনন্দন পদটি মূলানুসারী ভাবে আরম্ভ করিয়াও মূলাতিরিক্ত অনেক কথা বলিয়াছেন। প্রাতঃকালে শ্রীরাধা যশোদাভবনে গমন করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করিয়াছেন এমন কথা মূল শ্লোকে নাই। অথচ যদুনন্দন বলিয়াছেন, 'প্রাতে কৈল কৃষ্ণে বন্দন'। ভোজন শেষে শ্রীকৃষ্ণের শয়ন ও দাসগণ কর্তৃক পদ-সেবার কথাও মূলে নাই। এই সব উক্তি যদুনন্দনের মৌলিক সৃষ্টি। এই শ্লোকের অনুবাদে আর একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত যদুনন্দন রাধাকৃষ্ণের চরণ বন্দনার কথা বলেন নাই। কৃষ্ণদাসের প্রধান লক্ষ্য ছিল চরণ বন্দনার প্রতি যদুনন্দনের লক্ষ্য বিবরণ জ্ঞাপনের প্রতি। কিন্তু এই সর্গেরই অপর একটি শ্লোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণের যে গো-দোহন লীলার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যদুনন্দনের অনুবাদে সেই চিত্র বিশেষ উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে। মূল শ্লোক ও ভাবানুবাদ উদ্ধৃত হইল—

ন্যস্তাঙ্গ প্রপদোপরি প্রকটয়ন্ জানুদ্বয়ে দোহনীং
কাশ্চিদ্দোগ্ধি পয়ঃ স্বয়ন্ত্বথ পরাঃ স্বৈর্দোহয়ত্যুন্মুখী।
অন্যাঃ পায়তি স্বতর্ণকগনান্ কণ্ডুয়নৈঃ প্রীণয়-
ন্নিত্থং নন্দসুতঃ প্রগে স্বসুরভীরানন্দয়ন্নন্দতি[২] ॥

—অনন্তর সেই প্রভাতকালে নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ চরণভাগে দেহভার ন্যস্ত করিয়া জানুদ্বয়ে দোহন ভাণ্ডারমণ করিয়া কতিপয় গাভীকে দোহন করিলেন। নিজ নিজ গোপগণ দ্বারা অপর উন্মুখী কতগুলি গাভীকে দোহন করাইয়া কোন কোন গাভীকে কণ্ডুয়ন দ্বারা প্রীতি সম্পাদন করিতে করিতে ধেনু বৎসগণকে দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। এইরূপে গাভী সকলের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া আপনি আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

যদুনন্দন এই শ্লোকের অনুবাদ মূলের আনুগত্য অনুসারে করিয়াছেন—

১। **গোবিন্দলীলামৃত**, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১৫, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
২। **গোবিন্দলীলামৃত**, ২।৪১ শ্লোক।

দুই জানু মধ্যে কৃষ্ণ ধরিয়া দোহনি।
পাদপদ্ম অগ্রে ভর করিয়া আপনি॥
দোহয়ে গাভীর দুগ্ধ দোহায় সখারে।
বাছুরে পিয়ায় স্তন অতি হর্ষভরে॥
লালন করয়ে যত ধেনুবৎসগণে।
অঙ্গ মুছে করে কৃষ্ণ অঙ্গ কুণ্ডয়নে॥
এইরূপে করে কৃষ্ণ গোদোহন লীলা।
বৎসচারণ আর সখা সনে খেলা[১]॥

এইখানে মূলের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। কবি যথাযথভাবেই সকল অংশের সুন্দর বর্ননা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত এই একটি চরণে—'দোহয়ে গাভীর দুগ্ধ দোহায় সখারে' এইখানে কবির মৌলিক সংযোজনাও লক্ষ্য করা যায়। মূলে এইরূপ উক্তি নাই।

তৃতীয় সর্গের আরম্ভেই শ্রীরাধা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভোজন দ্রব্য পাক করণের চিত্র দেখা যায়। যদুনন্দনের মতে এই পাক করণের বর্ননা—'রসময় গাথা'।

অতঃপর কহি কিছু রন্ধনের কথা।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য এই রসময় গাথা[২]॥

চতুর্থ সর্গে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন লীলা—

সেই পিটে কৃষ্ণচন্দ্র বসিলেন রঙ্গে।
ভোজন করয়ে তথা সখাগণ সঙ্গে[৩]॥

সখাগণের সঙ্গে নানারঙ্গ—রসের মধ্য দিয়া বিবিধ ভোজন সামগ্রী দ্বারা ভোজন সমাপনান্তে বিশ্রাম গ্রহণের পর পঞ্চম সর্গে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে বনবিহারে গমন করিতেছেন—

শুনহ অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণের বিহার।
বনের গমন রঙ্গ করিয়া বিস্তার॥

১। গোবিন্দলীলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ১৪খ, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১৮
প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ।
২। গোবিন্দলীলামৃত—ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ২৪, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
৩। গোবিন্দলীলামৃত—সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ২৪খ।

বেণু[১] ধ্বনিগণে[১] ঘোষ সন্তোষ করিয়া।
ব্রজসুন্দরীর প্রেম অন্তরে ভাবিয়া॥
বাহিরে আইলা কৃষ্ণ সঙ্গে সব সখা।
যতেক হইল তার কে করিবে লেখা[২]॥

এই অধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার চিত্রটি ষষ্ঠ সর্গে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কবি সেখানে বলিয়াছেন—

এক্ষণে কহি যে কৃষ্ণের বনের বিহার।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা লাগে চমৎকার[৩]॥

এই 'অপূর্ব কথা'র চিত্রটি সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ এই বনবিহারে সখাদের সঙ্গে 'কত বচন চাতুরি' নৃত্য, এবং কোন সখার 'অঙ্গনার প্রায়' হওয়া, কোন সখার 'গোধন আকারে' অবস্থানের কথা সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আবার, এই বনবিহারে শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার দর্শন লাভের আশাজনক লক্ষণ দেখিয়া শ্রীরাধার আগমন পথে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন এই চিত্রটিও উল্লেখযোগ্য। যথা—

স্বপ্নেঽপি তৎসন্নিধিমত্যজন্তীং
তাং রাধয়া তে জহৃষুঃ সমেতাম
নিশ্চিত্য সর্ব্বেঽপাথ মাধবোঽভূ—
ত্তদর্শনোৎকোঽ ধ্বনি দত্ত দৃষ্টি[৪]॥

—তুলসী যখন স্বপ্নেও কখন শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করেন না তখন অবশ্যই তিনি শ্রীরাধার সহিত আগমন করিয়াছেন এইরূপ স্থির করিয়া সকলে প্রফুল্লিত হইল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার দর্শন লাভের জন্য তদীয় পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

যদুনন্দনের এই শ্লোকের অনুবাদ অতিশয় সংক্ষেপ। তিনি ছয়টি চরণে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

তুলসী তথা সেনই সময়।
স্বপ্নে যে না ছাড়ে, রাই সঙ্গ সুখময়॥

১—১। পাঠান্তর—'শৃঙ্গধ্বনিগণ' সাঃ পঃ ২২৬, পৃঃ ২৮ক
২। গোবিন্দলীলামৃত, ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ৩৭, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
৩। গোবিন্দলীলামৃত, সাঃ পঃ ২২৬, পৃঃ ৩০ক
৪। গোবিন্দলীলামৃত, ৬/৫১ শ্লোক

তাঁরে দেখি কৃষ্ণ হৈলা অতি হরষিত।
রাধিকা আইলা হেন করে অনুমিত॥
রাই লাগি কৃষ্ণ রহে পথে নেত্র দিয়া।
দরশন লাগি অতি উৎকণ্ঠিত হৈয়া[১]॥

সপ্তম সর্গে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মনোরম চিত্রধর্মী বর্ণনা পাওয়া যায়। দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ সখাগণও ধেনু বৎস সহ গোষ্ঠ বিহারে বনদেশে আসিয়াছেন। কিন্তু গোচারণ কার্য করিতে করিতে তাঁহার অতি প্রিয়স্থান রাধাকুণ্ডের কথা মনে পড়িয়া যায়। অতএব তিনি গোচারণ কার্যের মধ্যেও অবকাশ করিয়া একসময়ে রাধাকুণ্ডের দিকে চলিলেন কুণ্ড দর্শনের নিমিত্ত। যথা—

কিয়দ্দূরং ততো গত্বানিবর্ত্তো বর্ত্মনো হরিঃ।
রাধাকুণ্ড সমায়াতঃ প্রিয়াসঙ্গোত্সুকঃপ্রিয়ঃ[২]॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কিয়দ্দূর গমন করিয়া গমনপথ পরিবর্তন করিয়া প্রিয় সঙ্গসুখ প্রদানকারী রাধাকুণ্ড তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যদুনন্দন এই শ্লোকটির অনুবাদ করিতে যাইয়া বিশেষ কোন রচনা সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস করেন নাই, বরং বলা যায় মূল শ্লোকটির প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়াই যেন অনুবাদ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনুবাদটি উদ্ধৃত হইল। যথা—

এইমতে কৃষ্ণচন্দ্র কতদূর গিয়া।
নিবৃত্ত হইয়া শীঘ্র আইলা ফিরিয়া॥
রাধিকার সঙ্গলাগি উৎকণ্ঠিত মন।
তার কুণ্ড তটে কৃষ্ণ কৈলা আগমন[৩]॥

মূল শ্লোকের ভাব এইখানে অতি সংক্ষেপে মাত্র চারিটি চরণে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং আক্ষরিক অনুবাদের লক্ষণটিও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে বলা চলে।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকুণ্ডতীরে আসিয়া কুণ্ড শোভাদর্শনে যে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া যদুনন্দন বলিয়াছেন—

১। গোবিন্দলীলামৃত, ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ৪৬, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
২। গোবিন্দলীলামৃত, ৭/১ ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ৫০, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
৩। গোবিন্দলীলামৃত, পৃঃ ৫০, ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

আসি দেখে কুণ্ড শোভা অতি বিলক্ষণ।
দেখিয়া হইল তাঁর আনন্দিত মন[১] ॥

কুণ্ডের চতুর্দিকে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্ভার এবং হাতে গড়া শিল্প সৌন্দর্য তাহা প্রকৃতই মনমুগ্ধকর। কবি এই রাধাকুণ্ডের বর্ণনার প্রারম্ভে বলিতেছেন—

এবে কহি শ্রীরাধার কুণ্ডের বর্ণন।
যাহা শুনি সুখী হয় প্রেম ভক্তগণ[২,৩] ॥

কবির বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাধাকুণ্ডের চারিদিকের 'চারিঘাটে মণিরত্ন নানা', 'প্রতি ঘাটে দিব্য রত্ন মণ্ডপ', 'ঘাটের দুইপাশে আছে মণির কুটিমা', মণ্ডপের পাশে তরুশাখা সকল নানা পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত। মণ্ডপের দক্ষিণে চম্পক বৃক্ষে রত্ন হিন্দোলিকা। রাধাকুণ্ডের ঘাটে রত্ন সোপান। রাধাকৃষ্ণের উপবেশনের নিমিত্ত রত্নবেদী। কুণ্ডের পূর্বকোণে শ্যাম কুণ্ডের সঙ্গে রত্নস্তম্ভ অবলম্বনে বড় সেতুর সংযোগ হইয়াছে। রাধাকুণ্ডের চারিকোণে মাধবীকুঞ্জ। কুণ্ডমধ্যে জলের উপরে শোভা পায় রত্নমন্দির। এই কুণ্ডতীরে রাধাকৃষ্ণের লীলাকুঞ্জ, এই লীলাকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের নিমিত্ত পুষ্পশয্যা রচিত আছে। শত শত কুঞ্জদাসী এইখানে অবস্থান করে পুষ্প চয়ন ও অপর সেবাযোগ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য। রাধাকুণ্ড জলে কলহংস হংসী, চক্রবাক চক্রবাকী, সারস সারসী প্রভৃতি মনের আনন্দে জলক্রীড়া করে। কুণ্ডতটের অঙ্গনে বিচরণ করে পারাবত, হরিতাল চাতক প্রভৃতি পক্ষীগণ।

এই রাধাকুণ্ডের মহিমা বর্ণনা করিতে যাইয়া গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং যে উক্তি করিয়াছেন—

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী
প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ—
যস্যাং শ্রীযুত মাধবেন্দুরনিশং
প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।

১। গোবিন্দলীলামৃত, পৃঃ ৫০, ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
২। গোবিন্দলীলামৃত, সাঃ পঃ ১২৬ [?], পৃঃ ৩৮৭ [?]
৩। গোবিন্দলীলামৃত, পাঠান্তর—'ব্রজবাসীগণ' ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ পৃঃ ৫০।

প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে
যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা
কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ[১] ॥

—আপন অপূর্বগুণে রাধা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, রাধাকুণ্ড-ও সেইরকম কৃষ্ণের নিকট অতি প্রিয়। সরোবরে চন্দ্র যেমন ক্রীড়া করে, সেইরকম এই রাধাকুণ্ডে চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মাধবও রাধার সহিত দিনরাত্রি বিহার করেন। এই কুণ্ডজলে কেহ যদি একবারও স্নান করে তবে সে রাধার মতন শ্রীকৃষ্ণে পরম প্রেম লাভ করে। কে পৃথিবীতে এই রাধাকুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা বর্ণনা করিতে পারে ?

যদুনন্দন এই শ্লোকের যে মর্মানুবাদ করিয়াছেন তাহাকে ভাবানুবাদ বলা চলে না, কারণ এইখানেও তিনি একান্ত আনুগত্য অনুসারেই মূলভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

যৈছে হয় রাধাকৃষ্ণের পরম প্রেয়সী।
তৈছেন মানেন কৃষ্ণ তাহার সরসী ॥
রাত্রিদিনে প্রেমে কৃষ্ণ তাতে ক্রীড়া করে।
এ কুণ্ড মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে ॥
সে কুণ্ডে সকৃত স্নান করে যেই জন।
তার কৃষ্ণ প্রেম হয় রাধিকার সম ॥
অতএব কহিবারে কে পারে মহিমা।
সহস্র যুগেতে যার দিতে নারে সীমা ॥
কবে সুপ্রভাত হবে পোহাইবে রাতি।
নয়নে দেখিবে কুণ্ড শোভা এই ভাতি[২] ॥

যদুনন্দন মূল শ্লোকের ভাব এইখানে দশটি চরণে প্রকাশ করিয়াছেন। তবে অনুবাদ প্রধানত মূলানুসারী হইলেও দেখা যায় কোন কোন স্থলে মূল শ্লোকের ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় নাই। এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে, যদুনন্দন যেখানে বলিয়াছেন—শ্রীরাধা যেমন কৃষ্ণের প্রেয়সী রাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেইরূপ প্রিয়। কিন্তু শ্রীরাধা ও তাঁহার কুণ্ড যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট—'প্রেষ্ঠাদভুতৈঃ

১। গোবিন্দলীলামৃত, ৭/১০২
২। গোবিন্দ লীলামৃত, ছাপা গ্রন্থ, প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ৫৬

বৈশগুণৈঃ' অর্থাৎ শ্রীরাধা ও তাঁহার কুণ্ড যে আপন অসাধারণ গুণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অতি প্রিয় হইয়াছে মূল শ্লোকের এই কথাটি যদুনন্দন স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। পদের শেষ চরণ দুইটি মূলাতিরিক্ত। ইহা যদুনন্দনের নিজের রচনা।

যদুনন্দনের বর্ণনায় শ্যামকুণ্ডের চিত্রটিও রাধাকুণ্ডের বর্ণনার ন্যায় মনোরম। কবি নিজেই বলিতেছেন—

যেমন কহিল এই রাধিকার কুণ্ড।
শ্যামকুণ্ড এইমত গুণে অতি চণ্ড [১]॥

কবির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে শ্যামকুণ্ডের 'কুণ্ডতীরে অষ্ট দিগে অষ্ট কুণ্ড আর' সেই সেই অষ্ট কুণ্ডের সীমান্তে যত উপবন আছে, 'তাঁহার নিকটে আছে শিল্পশালাগণ'। 'পথের দুই পাশে মণিস্ফটিকের ভিত', কোথাও 'শ্বেত বৃক্ষ শ্বেত পুষ্পলতা', শ্বেত পিক, ভ্রমর গুঞ্জন, কোথাও 'হরিদ্বর্ণ পক্ষী আর ভ্রমরাদি কত', এই সকল ভ্রমরের গুঞ্জন ও কোকিলের ধ্বনি শ্রবণে রাধাকৃষ্ণ তৃপ্ত হন। এই সকল বর্ণনা কবির লেখনীমুখে মনোরম চিত্রধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্যামকুণ্ডের অন্তর্গত রাসকুঞ্জ বিলাস স্থলের বর্ণনা দিতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন—

রাসকুঞ্জ বিলাসাদি বিচিত্র প্রকার॥
পূতনাদি বৈরীগণ বধ আদি যত।
এইমত ভিতরে বিচিত্র নানা মত॥
নানা রত্নে বাহ্য তার কেশর সমান।
মধ্যে যে মন্দির সেই কর্ণিকার ভান॥
ষোল রত্নকোঠা তাতে শোভে ষোলপত্র।
এমত অপূর্ব শোভা নাহি শুনি অন্যত্র॥
দুই দুই কোঠার সেই উপর বিভাগে।
ষোল রত্ন কোঠা আছে দৃষ্টাশ্চর্য্য লাগে॥
রত্ন অট্টালিকা আছে অতি উচ্চতর।
রত্ন স্তম্ভপাতি তাতে ভিত হীন ঘর॥
স্ফটিক মণির স্তম্ভ প্রবালাদি করি।
চিত্র রত্ন চান শোভে তাহার উপরি॥

১। গোবিন্দ লীলামৃত, ৮ম সংস্করণ, প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ৫২

রত্ন কুম্ভ শোভে তার শিখর উপরে।
তাতে থাকি রাধাকৃষ্ণ দূর বন হেরে ॥ [১]

অষ্টম সর্গে মধ্যাহ্ন বিলাসে কুঞ্জবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারলীলা কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কবি যদুনন্দন বলেন—

মধ্যাহ্ন লীলার কথা বাহুল্য বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়া বুঝি আপন অন্তর[২] ॥

সংক্ষেপ করিয়া বলিলেও দেখা যায় এই বিলাস লীলার বর্ণনা ৫৩৭ চরণে[৩] বিস্তারলাভ করিয়াছে। গোষ্ঠ বিহার কালে পূর্বাহ্ন লীলার পরে অষ্টম সর্গে যে মধ্যাহ্ন লীলার বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গলাভের জন্য অতিশয় ব্যাকুল। কিন্তু শ্রীরাধা কুলবধূ, কোন উপলক্ষ বিনা তিনি গোষ্ঠক্ষেত্রে আসিতে পারেন না। অতএব সূর্য পূজার উপলক্ষ করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ সমীপে আসিতে হয়। যদুনন্দনের উক্তিতে দেখা যায় কুন্দলতা ও অন্যান্য সখীগণ শ্রীরাধাকে সূর্যপূজার ছলে গোষ্ঠক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে লইয়া চলিয়াছে—

কুন্দলতা আসি তারে কহে মধুবাণী ॥
সূর্যপূজা ছলে বহু ত্বরা প্রকাশিয়া।
উঠাইলা রাই করে যতনে ধরিয়া ॥
কুন্দলতা হস্ত রাই বাম হস্তে ধরে।
দক্ষিণ হস্তেতে নিলা কমল যে করে ॥
তুলসী ধনিষ্ঠা আগে বিশাখিকা পাশে।
ললিতান্য পাশে আর সখী চারিপাশে।
চলিলা সুন্দরী কৃষ্ণ দরশন আশে।
নিজ সঙ্গ সখী সঙ্গে গমন হরিষে ॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন কারণে।
দাসীগণ লয়ে বহু সেবোপকরণে ॥

১। গোবিন্দ লীলামৃত, ছাপা গ্রন্থ, প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ৫৩
২। গোবিন্দ লীলামৃত, ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ৫৯
৩। গোবিন্দ লীলামৃত, ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ৫৯-৬৮

শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে বহু দাসীগণ।
তা সবার হাতে সূর্য্য পূজোপকরণ [১] ॥

নবম সর্গেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোষ্ঠক্ষেত্রে মধ্যাহ্ন লীলা কাহিনী পরিবেষিত হইয়াছে। সখীসহ শ্রীরাধা গোষ্ঠক্ষেত্রে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তিনি দেহে মনে যে অপূর্ব ভাবানুভূতি লাভ করিলেন তাহা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যথা—

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ
স্থগিত কুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণা—
ম্বরদরবৃতঃ শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং
নয়নযুগ্মা ভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বাল—
ঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে [২] ॥

—সম্মুখে কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া রাধার চলার গতি স্থগিত হইল কুটিল ভঙ্গিতে। তিনি শ্রীমুখখানি নীলাম্বরী দ্বারা আড়াল করিয়া ঢাকিয়া নিলেন। বিশাল ও চঞ্চল চোখ দুইটিতে কটাক্ষভঙ্গি করিয়া তিনি বিলাস নামে অলঙ্কারে সৌন্দর্যময়ী হইয়া দয়িতকে পরম আনন্দ দান করিলেন।

এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া যদুনন্দন যে অনুবাদ রচনা করিয়াছেন তাহা যে একান্তভাবেই মূল শ্লোকের আনুগত্য অনুসারে রচিত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যথা—

আগে কৃষ্ণ দেখি রাই অতি সুখী হয়ে।
হইল মগন [৩] হীন কুটিল হইয়ে ॥
বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন বক্রতা করিয়া।
আধেক ঝাঁপিয়া মুখ ঈষৎ হাসিয়া ॥

১। গোবিন্দ লীলামৃত, ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ৬২
২। গোবিন্দ লীলামৃত, ৯।১১
৩। সম্ভাব্য শব্দ—'গমন'

চঞ্চল নয়ন তারা কিছু বক্র গতি।
বিলাসখ্য অলঙ্কার পরিলা এমতি[১] ॥

দ্বিপদী পয়ার ছন্দে রচিত ৬ চরণ বিশিষ্ট এই অনুবাদটিতে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ রীতির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, বরং বলা যায় স্থানে স্থানে মূল শ্লোক হইতেও সংক্ষেপে অনুবাদ করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে শ্রীরাধার গমনভঙ্গির মধ্যদিয়া গতি, মুখ, নেত্র প্রভৃতির প্রিয়সঙ্গ লাভ জন্য যে তৎকালিক বৈশিষ্ট্যরূপ বিলাস অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়া যে সুন্দর চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যদুনন্দনের অনুবাদ সেইরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই বলা চলে। কৃষ্ণদাস যেখানে শ্রীরাধার শ্রীমুখ "তিরশ্চীনিং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং" উক্তি দ্বারা কৃষ্ণাম্বর দ্বারা মুখ আড়াল করিয়া ঈষৎ আবৃত করার কথা বলিয়াছেন, যদুনন্দন সেইস্থলে 'বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন বক্রতা করিয়া' বলায় 'কৃষ্ণাম্বর' উক্তিটি অনুক্ত রহিয়াছে। শ্রীরাধার শ্রীমুখ কৃষ্ণাম্বরে আবৃত হইলে যতটা কাব্য সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, শুধু 'বস্ত্র' বলায় সেই সৌন্দর্য ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণদাস শ্রীরাধার নয়নযুগলের বর্ণনা দিয়াছেন—'চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগম' অর্থাৎ চঞ্চল তারকাযুক্ত বিশাল নেত্রদ্বয়। যদুনন্দন এইস্থলে শ্রীরাধার চঞ্চল নয়ন তারার কথা বলিলেও 'স্ফারং' উক্তিটির অনুবাদ করেন নাই। যদুনন্দনের অনুবাদে কয়েকটি ক্ষেত্রেই এইরূপ সংক্ষেপ করণ দেখা যায়। নবম সর্গের অপর একটি শ্লোক ও যদুনন্দন কৃত তাহার অনুবাদ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচল—
নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাস চলাধরং কুটিলিত—
ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ
বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা—
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং
যোহভূন্ন গীর্গোচরঃ[২]।

—গর্বে উল্লসিত রাধার মুখে মৃদু হাসি, অসূয়ায় বাঁকা দুইটি ভুরু, হেলায় চঞ্চল

১। গোবিন্দলীলামৃত, ছাপা পুস্তক, পৃঃ ৬৯, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
২। গোবিন্দলীলামৃত; ৯/১৮ শ্লোক।

অধর, চক্ষু ক্রন্দনে সজল, ভয়ে ব্যাকুল এবং ক্রোধে রক্তিম। কিলকিঞ্চিত ভাব বিশিষ্ট সুন্দর রাধার মুখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমের অপেক্ষাও কোটিগুণ অধিক যে আনন্দ লাভ করেন তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে বিভাব কথনে ৭১ শ্লোকে নায়িকার যে 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্[১]॥

অর্থাৎ গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, এই সাতটি ভাব যখন আনন্দ হেতু এক সঙ্গে দেখা দেয়, তখন তাহাকে কিলকিঞ্চিত বলে।

এই কিলকিঞ্চিত ভাবের লক্ষণগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার রাধাচরিত্রের মধ্যে যেরূপ স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যদুনন্দন অনুবাদকালে তাহা সেইরূপ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কারণ শ্লোকের প্রথম উক্তি— 'বাষ্পব্যাকুলিতা-রুণাঞ্চলচলন্নেত্রং' অর্থাৎ অশ্রুবাষ্পপূর্ণ, প্রান্তভাগ অরুণবর্ণ এবং চঞ্চল নেত্রের কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। তিনি অনুবাদ করিতে যাইয়া বলিলেন যে যখন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া শ্রীরাধার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন তখন শ্রীরাধার মনে ঈর্ষা ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হইল। যথা—

দেখ কৃষ্ণ শীঘ্র আসি পথ রুদ্ধ কৈলা।
ঈর্ষা ক্রোধ আসি রাই মনে উপজিলা॥
অধরে চাপল্য শ্মের ভ্রূভঙ্গি করয়।
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব করিলা উদয়॥
এইরূপ রাই নেত্র বদন দেখিলা।
সঙ্গ হইতে কোটি সুখ কৃষ্ণ যে পাইলা[২]॥

৬ চরণ বিশিষ্ট এই অনুবাদে কিলকিঞ্চিতভাবের অন্তর্গত—গর্ব, অভিলাস, রোদন, ঈষৎ হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, এই সাতটি ভাবের মধ্যে ঈর্ষা, ক্রোধ, চাপল্য প্রভৃতি ভাবের উল্লেখ থাকিলেও শ্রীরাধার বাষ্পাকুল অরুণবর্ণ নেত্রের উল্লেখ না থাকায় অনুবাদ অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

১। উজ্জ্বল নীলমণি, বিবভাব কথনে ৭১ শ্লোক।
২। গোবিন্দলীলামৃত, ছাপা পুস্তক, পৃঃ ৭০, প্রকাশক—নির্মলেন্দু দাস।

এই সর্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সখীগণসহ নানা প্রকার বিলাস ও প্রেমপরিপূর্ণ 'গুহ্যাতি গুহ্য কথা'-র উল্লেখ করিয়া যদুনন্দন অবশেষে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই প্রেমলীলা শ্রবণে প্রেম, ভক্তির উদয় হয়—

এইরূপে রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
নানান বিলাপ করে নানারস রঙ্গে॥
গুহ্যাতি গুহ্য কথা প্রেম সুধাময়।
ইহা যেই শুনে তার প্রেমভক্তি হয়॥
মধ্যাহ্ন কালের লীলা রসময় কথা।
কর্ণ মন তৃপ্ত হয় শুনি এই গাথা[1]॥

দশম সর্গে মধ্যাহ্ন বিলাসে দেখা যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে নিকুঞ্জলীলা করেন সেই লীলায় সখীগণও যেন সমান আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনালিঙ্গনে তাঁহাদেরও আলিঙ্গন সুখ অনুভব হয়—

কৃষ্ণ তবে রাধিকাকে আলিঙ্গন কৈল।
সখীগণ অঙ্গে তবে কম্পাদি হইল॥
তাহা দেখি বৃন্দা পুছে নান্দীমুখী স্থানে।
বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণ রাধা আলিঙ্গনে॥
অপরশে সখী অঙ্গে স্পর্শ ভাব কেনে।
বিনা স্পর্শে মহাসুখ পাইল সখীগণে[2]॥

সখীগণ যেন শ্রীরাধারই অঙ্গবিশেষ। এই সর্গের [illegible] ৬ সংখ্যক শ্লোকেও উল্লিখিত হইয়াছে—

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজ[illegible]—
বিধোর্হ্লাদিনী [illegible]
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশল[illegible]
দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ [illegible]
সিক্তায়াং কৃষ্ণ-[illegible]—
[illegible]-রুল্লসন্ত্য [illegible]

১। গোবিন্দলীলামৃত, ছাপা পুস্তক, পৃঃ [illegible]
২। ঐ ছাপা পুস্তক, পৃঃ [illegible] ঘোষ।

জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাত্ শতগুণ—
মধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্ ॥[১]

—ব্রজকুমুদচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এক পরমাশক্তি হ্লাদিনী, হ্লাদিনীর সারাংশ রাধিকা। রাধিকা প্রেমের লতা। রাধিকার সখীগণ রাধিকারই তুল্য। তাহারা রাধা-প্রেম-লতার যেন ফুল ও পল্লব। চন্দ্রের অমৃত রসে সিক্ত হইয়া লতা যেমন উল্লসিত হইয়া উঠে কৃষ্ণলীলার অমৃতরসে শ্রীরাধাও সেইরূপ উল্লসিত হন। তাঁহার সেই উল্লাসে সখীরা আরও উল্লসিত হয়। ইহা আর আশ্চর্য কি যে—জল সেচন পাতার না করিয়া মূলকাণ্ডে করিলে পাতাগুলি শতগুণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ করিয়া এবং শ্রীরাধাও সখীগণকে লতা ও পল্লবের অভিন্নতার সঙ্গে তুলনা করিয়া যে চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন, যদুনন্দনের অনুবাদেও সেই চিত্রটি প্রকাশ পাইয়াছে—

কৃষ্ণ আহ্লাদিনী শক্তি রাধা ঠাকুরাণী।
সার অংশ প্রেমলতা তাহাতে বাখানি॥
সখীগণ হয় তার পুষ্প পত্র সম।
কি কহিব এই কথা অতি অনুপম॥
কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজলোক পল্লবাদ্যে কোটি সুখ হয়॥
এই ত কারণে সখী বহু সুখ পায়।
ইহাতে অধিক কিছু বিচিত্র না হয়[২]॥

এই দশম সর্গে শ্রীকৃষ্ণের বংশী অপহরণের চিত্রটি যে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছে, যদুনন্দন তাহার রঙ্গরসময় একটি চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন। যথা—

তবে কৃষ্ণে স্মৃতি হৈল বংশীকা করিয়া।
কোথা গেল কহি রহে বিস্মৃত হইয়া॥
বহুক্ষণ বংশী নিজ হস্ত চ্যুত হৈলা।
কুন্দলতা মুখে দৃষ্টি দিয়া ত রহিলা॥

১। গোবিন্দলীলামৃত, ১০।১৬ শ্লোক
২। ঐ —চাপা পুস্তক, পৃঃ ৭৮, প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ।

কুন্দলতা চক্ষুঠারে কহে রাই স্থানে।
তবে শ্রীরাধিকা তাহা কৈল অবধানে ॥
সঙ্গোপনে থুয়ে বংশী তুলসীর স্থানে।
তুলসী লইয়া তাহা রাখয়ে গোপনে ॥
ললিতা বিশাখা পাছে সে বংশী লইয়া।
রহিলা তুলসী মনে শঙ্কিতা হইয়া ॥[১]

একাদশ সর্গ প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সখীগণ কর্তৃক রাধাঙ্গ বর্ণনা প্রসঙ্গ। কিন্তু তখনও বৃন্দা সখীর বক্ষদেশে শ্রীকৃষ্ণের বংশীটি লুক্কায়িত রহিয়াছে—

নান্দীমুখী মনুসৃত্যাথ সভাং সখীনা
মাগত্য তাং মুরলিকাং হৃদিনিহ্নুবানা।
বৃন্দাব্রবীত্ ক্বনুগতৌ ব্রজকাননেশৌ সখ্যো,
নিবেদ্যমিহ নাবিনয়োঃ পদেহস্তি ॥[২, ৩]

ভাবার্থ এই যে, নান্দীমুখীকে অনুসরণ করিয়া বংশীটি এখনও বক্ষদেশে লুকাইয়া রাখিয়া সখীগণের সভামধ্যে বৃন্দাদেবী আসিয়া বলিলেন যে ব্রজকাননে রাধাকৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন। তাঁহাদের পদে কিছু নিবেদন করিবার আছে।

যদুনন্দন এই ভাবটি অতি সহজ প্রণালীতে ও স্বল্পকথায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

নান্দীমুখী সঙ্গে করি বৃন্দা হর্ষমণি।
আসিয়া সখীর মধ্যে পুরেন কাহিনী ॥
বংশী রাখে নিজ হৃদে বসন চাপিয়া।
রাধাকৃষ্ণ কোথা গেল পুছেন আসিয়া ॥
নিবেদন আছে কিছু দোঁহার চরণে।[৪]

অতঃপর সখীগণ কুঞ্জ প্রাঙ্গণে আসিয়া রাধাকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইল। রাই ও

১। গোবিন্দ লীলামৃত, ছাপা পুস্তক, পৃঃ ৮০, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
২। গোবিন্দ লীলামৃত, ছাপা পুস্তক, পৃঃ ৮৮, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
৩। 'পদেহস্তি' স্থলে সম্ভাব্য শব্দ—'পদেসন্তি'।
৪। গোবিন্দ লীলামৃত, ছাপা গ্রন্থ. পৃঃ ৮৮, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

শ্যামকে দেখিতে পাইয়া সখীগণ আনন্দে শীঘ্রগতি আসিয়া উভয়কে ঘিরিয়া রহিল। অনেক চাতুরীপূর্ণ বাক্যালাপ ও রসিকতার মধ্যে সময় অতিবাহিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া সখীগণ শ্রীরাধার অঙ্গমাধুর্যের যে বর্ণনা করিল, যদুনন্দনের অনুবাদে তাহারও উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

রাধিকার প্রতি অঙ্গ বর্ণন শুনিতে।
অতি বাঞ্ছা কৃষ্ণচিত্তে হইল উপস্থিতে॥
তাঁহার উৎকণ্ঠা দেখি সব সখীগণ।
কহিতে আরম্ভ কৈল রাধাঙ্গ বর্ণন॥[১]

শ্রীরাধার সকল অঙ্গের বর্ণনা বিবিধ উপমার সাহায্যে প্রদান করিয়াও সখীদের মনে হইয়াছে রাইএর সৌন্দর্য বুঝি তুলনা রহিত। তাই বলিয়াছে—

অতএব রাধিকার পদ অরবিন্দে।
উপমা নাহিক এই কহিল নিবন্ধে॥[২]

রাই মুখচন্দ্রের উপমা দিতে যাইয়া বলিয়াছে—

রাই মুখচন্দ্র পদ্মে উপমা কি দিয়ে।
সকলঙ্ক চন্দ্র দিনে ম্লান হয়ে॥
চন্দ্র পদাঘাতে পদ্ম ম্লান অতিশয়।
অতএব রাই মুখ উপমার নয়॥[৩]

এইরূপ ভাবে রাইকে তাহারা তুলনা রহিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

দ্বাদশ সর্গে বৃন্দাবনের ঋতু বর্ণনা। যদুনন্দন এইস্থলে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বসন্তকালে ঋতুরাজ বসন্ত তাহার সকল বৈভব লইয়া বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছে। রসাল মুকুল, কোকিল কোকিলার মধুর কণ্ঠধ্বনি, মাধবী, মল্লিকা, বকুল প্রভৃতি পুষ্প শাখে পুষ্পভার, ভ্রমরা ভ্রমরীর গুঞ্জরণ, গ্রীষ্মকালে টিঠিপক্ষী, ঝিল্লিপক্ষী প্রভৃতির ধ্বনি, 'শারিকার বচনে ঋতুর

১। গোবিন্দ লীলামৃত, স: প: ২৯৬ পৃ: ৬৮খ।
২। গোবিন্দ লীলামৃত, ছাপা গ্রন্থ, পৃ: ৯২, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
৩। গোবিন্দ লীলামৃত ছাপা গ্রন্থ, পৃ: ৯৩, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

স্তবন', পক্ব পনস, বেল প্রভৃতি, 'পল্লব অনিল' এর 'বীজন' বর্ষায় ভেকগণের আনন্দে উচ্চ শব্দ, কদম্ব কেতকী প্রভৃতি কুসুমের মনোরম শোভা, ময়ূর ময়ূরীর পুচ্ছ প্রসারণ করিয়া আনন্দ-নৃত্য প্রভৃতি বিষয়ের চিত্র পরিবেশণ করিয়া কবি বলিলেন—

এই তো কহিনু তিন ঋতুর বর্ণন।
বসন্ত ঋতু নিদাঘ আর বর্ষা মনোরম ॥[১]

ত্রয়োদশ সর্গে শুকশারী মুখে রাধাকৃষ্ণের গুণ বর্ণনের সঙ্গে ঋতু বর্ণনের চিত্রও মিশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ঋতু বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

কৃষ্ণ কহে রাধে দেখ ঋতুকান্তা সম।
যাহার দর্শনে হয় আনন্দিত মন[২] ॥

মূল গ্রন্থে এইস্থলে, হিম ঋতুর ভয়ে গ্রীষ্ম ঋতু যে অন্যত্র আত্মগোপন করে তাহা শ্রীরাধার উষ্ম বক্ষস্থলের সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়া বলা হইয়াছে। যথা—

উষ্ণং হিমর্তুর্মন্যতে হৃদয়াখ্য দুর্গং
ভানোঃ সমাশ্রয়তি সাধ্বিঃ তুষার ভীত্যা।
তৎসঙ্গমাদনুপলব্ধ বিয়োগদুঃখং
রাত্রিন্দিবং বিলসতি স্তন কোকযুগ্মম্ ॥[৩]

—হে সাধ্বি! হিম ঋতুর ভয়ে ভীত হইয়া সূর্যদেবের উষ্ণতা তোমার হৃদয়রূপ দুর্গকে আশ্রয় করিতেছে। এই নিমিত্তই উষ্ণতার সম্মিলনে স্তনরূপ চক্রবাক যুগল বিয়োগ দুঃখ দূর করিয়া ঐ হৃদয় দুর্গে দিবানিশি অবস্থিতি করিতেছে।

যদুনন্দন এই শ্লোকের অনুবাদে কোন বৈশিষ্ট্য আনয়ন করেন নাই। অতি সংক্ষেপে চারি চরণে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

হিম ঋতু আইল দেখ হিম ভয় পায়ে।
সূর্যের উষ্ণতা তুয়া হৃদি দুর্গে যায়ে ॥

১। গোবিন্দ লীলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ৮২খ, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১০৭।
২। গোবিন্দ লীলামৃত, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১১১, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
৩। ঐ ১৩।৫০ শ্লোক

'আশ্রয় করিল এই অনুমান করি।
স্তন কোকযুগ অহর্নিশি যে বিহরি ॥[১]

মূল শ্লোক এবং অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে মূলতঃ যেখানে চক্রবাক রজনীতে নিজ প্রিয়া চক্রবাকীর সহিত বিযুক্ত হইয়া পৃথক স্থানে অবস্থান করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে সেইখানে শ্রীরাধার স্তনযুগলকে চক্রবাক-যুগল কল্পনা করিয়া কবি-প্রসিদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটাইয়া দিবারাত্র এই স্তনরূপ পক্ষী যুগলকে একত্র অবস্থানে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে।

চতুর্দশ সর্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোললীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই লীলায় কত কত সমৃদ্ধ আয়োজন—

বসন্ত লীলায় দেখ সামগ্রী বিস্তার।
আলেপন আদি করি অতি মনোরম ॥[২]
কুঙ্কুম কস্তুরী আর অগুরু কর্পূর।
চন্দনের পঙ্ক জল লইল প্রচুর ॥
পৃথক ধরিল কাহা কাহাও মিশাল।
সাত কুম্ভ কম্ভে সব ধরিল বিশাল ॥
*　　*　　*　　*
সিন্দুর কর্পূর পুষ্প কন্দুকাদিগণ।
পুষ্প ধনুর্বাণ কত করিল সাজন ॥[৩]

পরবর্তী পঞ্চদশ সর্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলি লীলা—

রাই কর পদ্ম ধরি　　　কৃষ্ণ[৪] জলে নামে হরি
সঙ্গে নামে সব সখীগণ।[৫]

ষোড়শ সর্গে দেখা যায় শ্রীরাধিকার ইচ্ছা অনুসারে শুক-শারী কৃষ্ণ অঙ্গের মধুর বর্ণনা করিতেছে—

১। গোবিন্দ লীলামৃত, ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১১১, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
২। ঐ　পাঠান্তর—'মনোহর' ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ১১৮, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
৩। ঐ　সাঃ পঃ ২৯৮, পৃঃ ৯১ক।
৪। ঐ　পাঠান্তর—'কুঞ্জ' ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ১২৮, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।
৫। ঐ　সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ৯৮ক

তবে শ্রীরাধিকা পুনঃ নয়ন ইঙ্গিতে।
শুক শারিকাকে কহে কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণিতে॥
কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণন সুধামধুর চরিতে।
সখীগণ কর্ণপুর করয়ে তাহাতে॥
তবে কৃষ্ণ অঙ্গবর্ণে হর্ষে শুক-শারী।
রাধিকা শ্রবণ হই সুধা রসে ভরি॥[১]

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ বর্ণনার পর শুকশারী শ্রীকৃষ্ণের 'সমুদ্র গম্ভীর' গুণরাশির বর্ণনা সপ্তদশ সর্গে করিয়াছে—

রাধিকা প্রেরণে বৃন্দা শুকশারী লঞা।
সুস্থির করিল তারে লালন করিঞা॥
কৃষ্ণগুণ বর্ণিবারে আজ্ঞা তারে দিলা।
আজ্ঞা পাঞা গুণ বর্ণি সভাসুখী কৈলা॥
শুক কহে কৃষ্ণগুন সমুদ্র গম্ভীর।
অবগাহ নহে সেই কবি মহাধীর॥[২]

অষ্টাদশ সর্গে রাই কানুর পাশা খেলা—

রাই কানু পাশা খেলে নিজ মন কুতূহলে
পণ কৈল সুরঙ্গরঙ্গিণী।[৩]

ঊনবিংশ সর্গে শ্রীকৃষ্ণের গোচারনান্তে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের নানা-কুঞ্জলীলার শেষে গৃহ প্রত্যাবর্তন। শ্রীরাধাকৃষ্ণকে এইখানে কৃষ্ণদাস বন্দনা করিয়াছেন—

শ্রীরাধা প্রাপ্তগেহৈ নিজরমণকৃতে ক্লিপ্ত নানোপহারা,
সুস্নাতাং রম্যাকোং প্রিসমুপকমলালোকপূর্ণ প্রমদাং।
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্নে ব্রজমমুচরিতং ধেনুবৃন্দবয়সৈঃ,
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃগমিলিতং মাতৃমিষ্টং সমরামি[৪]।

১। গোবিন্দ লীলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ১০৬ক
২। ঐ সাঃ পঃ ২৯৬ পৃঃ ১১২খ
৩। ঐ সাঃ পঃ ২৯৬ পৃঃ ১১৯ক
৪। ঐ ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১৬১, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

কবি কৃষ্ণদাস সেই শ্রীরাধাকে স্মরণ বা বন্দনা করিলেন যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত নানা উপহার প্রস্তুত করেন, সুস্নাতা হইয়া রম্যবেশধারণ করেন এবং প্রিয়মুখকমল আলোকে যিনি প্রমোদিতা। শ্রীকৃষ্ণ বন্দনাও এইরূপ নানা বিশেষণে মণ্ডিত— সেই কৃষ্ণকে তিনি স্মরণ করিতেছেন, যিনি অপরাহ্নে ধেনুবৃন্দ ও বয়স্যগণ সহ ব্রজধামে আগত, যিনি শ্রীরাধার মুখদর্শনে তৃপ্ত এবং পিতৃমাতৃ সন্নিধানে মিলিত। যত্নুনন্দন এই শ্লোকের ২০ চরণে যে ভাবানুবাদ করিয়াছেন—

তবে রাই সখীমেলা বিমনা গৃহেতে গেলা
উপহার কৈল হরি লাগি।
অপরাহ্নে স্নান কৈলা অঙ্গবেশ বানাইলা
হরিমুখ দেখি গেল আসি॥
পরম আনন্দ ভরে বনপথ নাহি হেরে
আগুবাড়ি দেখিল গোবিন্দে।
নয়নে নিমেষ পড়ে তাতে বিধি নিন্দা করে
এইরূপে বাড়িল আনন্দে॥
হরি অপরাহ্নকালে ধেনু মিত্র লৈয়া চলে
ব্রজবাসী করিবারে সুখী।
সখাসঙ্গে নানারঙ্গ নানাবিধ কথাছন্দ
শৃঙ্গ বেণু সাজে পাখা শিখি॥
রাধিকার মুখ দেখি হরষে ভরিল আঁখি
অতি তৃপ্ত হৈয়া গেল মনে।
পিতা আদি গুরু জনে করিলা বহু লালনে
অনেক লালিলা মাতাগণে॥
এই অপরাহ্ন লীলা . সূত্র অতি সুমঙ্গলা
সমরণ করিয়া হিয়া মাঝে।
ইহার বিস্তার কহি সংক্ষেপার্থ রসময়ী
কহিতে না উঠে শঙ্কা লাজে[১]॥

১। গোবিন্দলীলামৃত, ক: বি: ৪১১৬, পৃ: ১৪১খ, ছাপাগ্রন্থ পৃ: ১৬১ প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

ইহাতে যথা রাগ উল্লেখে ও ত্রিপদী ছন্দে রচনার মধ্য দিয়া একটি সঙ্গীত ময়স্বর ধ্বনিত হয়। কিন্তু মূলের সকলভাব অনুবাদে যথাযথ বজায় থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বন্দনার উল্লেখ আছে, যদুনন্দন এই পদে তাহার উল্লেখ করেন নাই। পরিবর্তে শ্লোকানুবাদের পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে চৈতন্যদেবের বন্দন করিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্ট কালীয় নিত্যলীলা বর্ণনায় চৈতন্যদেবের বন্দনার কথা নাই, কিন্তু যদুনন্দন মৌলিকভাবে প্রতি সর্গের আরম্ভেই একটি গৌরাঙ্গ পদ রচনা করিয়াছেন। প্রথম সর্গে মূলানুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদ বন্দনা করিলেও তৎপরেই আবার নিজগুরু বন্দনার পদ রচনা করিয়া ও নিজ মৌলিক রচনার পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

বন্দ গুরু পদতল চিন্তামণি ময় স্থল
সর্ব্বগুণখনি দয়ানিধি।
শ্রীআচার্য প্রভুর সুতা নাম শ্রীশ্রীহেমলতা
তাঁহার চরণে সর্বসিদ্ধি॥
অগেয়ানের অন্ধকারে পতন দেখিয়া মোরে
জ্ঞানাঞ্জন দিলা দয়া করি।
তাঁহার করুণা হৈতে চক্ষু[১] হৈল প্রকাশিতে
দূরে গেল অন্ধকারাবলি॥
বন্দ শ্রীআচার্য প্রভু আমার প্রভুর প্রভু
তাঁর পদে কোটি পরণাম।
বন্দো গোপালভট্ট নাম রাধাকৃষ্ণ প্রেমধাম
পরাপর গুরু কৃপাধাম।
বন্দ প্রভু গৌরচন্দ্র সকল আনন্দ কন্দ
পরমেষ্টি গুরুতেহ হয়।
যিহো কৃষ্ণ প্রেম বন্যা দিয়া কৈলা ক্ষিতি ধন্যা
অনন্ত প্রণতি তাঁর পায়[২]॥

কবি এই স্বতন্ত্র পদটিতে শাস্ত্রানুসারে প্রথমে নিজ গুরু হেমলতা ঠাকুরাণীর পদ বন্দনা করিয়াছেন। ইহার পর আচার্য প্রভু এবং গোপাল ভট্টের বন্দনা করিয়া

১। গোবিন্দলীলামৃত, পাঠান্তর—'নেত্র' ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ৩।
২। গোবিন্দলীলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ২খ—ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ৩।

সকল প্রেম প্রবাহের মূল উৎস শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পদ বন্দনা করেন। কিন্তু মৌলিক সৃষ্টি 'বন্দনা' ব্যতীত কাব্যাংশেও যদুনন্দনের মৌলিক সংযোজনা দেখা যায়। বিংশ সর্গের রচনা হইতে তাহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল—

এইরূপে রহে ধনি আনন্দ হিয়ায়ে।
গুণীবৃন্দ নাটরঙ্গ দেখিবারে চাহে॥
তৎকালে যাইয়া সবে উঠে অট্টালয়ে।
সেইখানে রহি সব কৌতুক দেখএ॥
গোবিন্দ দেখিয়া রাই আনন্দে ভাসয়ে।
অভিসার লাগি চিত্তে উৎকণ্ঠিত হএ॥
গুরুজন জাগে কিবা শয়ন করিল।
তাহা জানিবারে তুলসীরে পাঠাইল॥
তোহো আসি কহে সবে নিদ্রায় পড়িলা।
শুনিয়া রাধিকা চিত্তে আনন্দ বাঢ়িলা॥
দুগ্ধ লাড়ু আদি নানা প্রকার পক্কান্ন।
রসালাদি করে রাত্রে ভোজন বিশ্রাম॥
সঙ্কেত নিকুঞ্জে ধনি গমন করিতে।
নানান উদ্যোগ করে সখীর সহিতে॥[১]

মূল সংস্কৃত গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ নাই। যদুনন্দনের কবিকল্পনা এইখানে একটি নূতন চিত্র সংযোজনা করিয়াছে। তবে বিংশ সর্গের সায়াহ্নের লীলা কাহিনী অংশে যদুনন্দনের এই মৌলিক রচনা সংযোজিত হওয়ায় যদুনন্দনের বক্তব্যের সঙ্গে একটি কালগত অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। কেননা নন্দ মহারাজের রাজভবনে গুণীবৃন্দদের নাটলীলার সময় সন্ধ্যা অবসানের পর হওয়াই সঙ্গত, এবং জটিলাদি গুরুজনদের নিদ্রা যাইবার কালও সন্ধ্যাবেলায় হইতে পারে না। অতএব এই ঘটনার কাল সন্ধ্যাবসানের পর রাত্রির প্রথম চারিদণ্ড কাল মধ্যে তৃতীয় চতুর্থ দণ্ড বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু যদুনন্দন এই বিবরণকে সায়াহ্নের লীলা বলিয়াছেন—"এই তো কৃষ্ণের কহি সায়াহ্নের লীলা"[২]।

১। গোবিন্দ লীলামৃত. সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ১৩৪ক, ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ১৭৬
প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ।
২। গোবিন্দ লীলামৃত—সাঃ পঃ ২৯৬, পঃ ১৩৪খ, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১৭৭।

একবিংশতি সর্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্কেতকুঞ্জে অভিসার—

রাধাং সালিগণান্তামসিতসিতনিশা যোগ্য বেশাং প্রদোষে,
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃত যমুনাতীরকল্পাগ কুঞ্জাং।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলা লোকসংস্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথনিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি[১] ॥

অনন্তর শ্রীরাধা কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্ল পক্ষীয় রজনীর উপযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও শুক্লবর্ণ বস্ত্ররচিত বেশ ধারণ করিয়া সখীবৃন্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া সায়ংকালে বৃন্দাদেবীর উপদেশ অনুসারে দূতীর সহিত যমুনাতীরবর্তী কল্পবৃক্ষে পরিশোভিত কুঞ্জ মধ্যে অভিসার করিলেন। অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সহিত সভা মধ্যে গুণীগণের কলা-কৌশল সন্দর্শন করিলে স্নেহময়ী যশোদা কর্তৃক তিনি সভা হইতে আনিত হইয়া শয্যায় শায়িত হইলেন। অতঃপর তিনি গোপনভাবে সঙ্কেত কুঞ্জে গমন করিলেন। সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। যদুনন্দন এই শ্লোকের যে ভাবানুবাদ করিয়াছেন—

সন্ধ্যার[২] সময় রাই সখীগণ এক ঠাঁই
বেশ করে অভিসার কাজে।
সিত ও অসিত নিশা যোগ্য বেশ রচে বিশা
সাজে ধনি মনোহর নিজে ॥
বৃন্দাদেবী উপদেশে চলিল মোহন বেশে
যমুনার তীরে সখা সঙ্গে।
কল্পবৃক্ষ কুঞ্জবন স্থান অতি মনোরম
পাইল ধনি কৃষ্ণ সঙ্গ রঙ্গে ॥
গোবিন্দ প্রদোষ বেলে গোপসুতা আসি মিলে
গুণীকলা কৌতুক দেখিল।
নানান কৌতুক দেখি কৃষ্ণ হৈল মহাসুখী
তা সবারে বহু দান দিল ॥

১। 'গোবিন্দ লীলামৃত' ২১।১ শ্লোক, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১৭৮, প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ।
২। পাঠান্তর—'প্রদোষ' সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ১৩৪ব।

মাতা অতি যত্ন করি সভা হইতে আনে হরি
দুগ্ধ ভুঞ্জাইয়া শোয়াইল।
ক্ষণেক শুইয়া কৃষ্ণ অন্তরে বাড়িল তৃষ্ণ
অলক্ষিতে সেই কুঞ্জে গেল॥
রাধাকৃষ্ণ দরশন আনন্দে ভরিল মন
নানা ভাব ভাবে দুঁহু গায়।
সখী সঙ্গে পরিহাস রসময় সুবিলাস
স্মরে রাই আপন হিয়ায়॥[১]

চারি চরণ বিশিষ্ট শ্লোকটির ভাবানুবাদ ২০ চরণে এইখানে বিস্তারলাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ষোলটি চরণ মূলভাবের অনুযায়ী, কিন্তু শেষের চারিটি চরণ শ্লোকের অতিরিক্ত রচনা। স্বকীয় কল্পনা সংযোগ করিয়া যদুনন্দন এইখানে স্বাতন্ত্র আনয়ন করিয়াছেন। এই সর্গের আর একটি পদেও যদুনন্দনের মৌলিক রচনার নিদর্শন দেখা যায়। যথা—

দেখিয়া উজোর রাতি চিত্তে মন্মথ মাতি
সঙ্গে লঞা সব সখীগণে।
কৃষ্ণ অনুসার কাজে চলিলা সঙ্কেত কুঞ্জে
রাধা সুধামুখী বৃন্দাবনে॥
সখি দেখ দেখ রাই অভিসার।
চান্দের কিরণে তনু ডুবিয়া চলিলা যনু
যাতে কোই লখই না পার॥
বয়স কিশোর ধনি তপ্ত হেমবর্ণ জিনি
সুক্ষবাস শোহে সিতরাজ।
কৃষ্ণপ্রেম ভরে ধনি মন্থর গমন বনি
যা হেরি গজেন্দ্র পায় লাজ॥

১। গোবিন্দ লীলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ১৩৪ক, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১৭৮, প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ।

প্রতি অঙ্গে প্রতিক্ষণ প্রতিবিম্ব অনুপম
ঝলকয়ে যেন সৌদামিনী।
যেখানে চরণ ধরে কত সরোরুহ ভরে
হাসিতে খসয়ে মণি জানি॥
কঙ্কণ ঝঙ্কার কাজে মন্মথ পায় লাজে
ধুলায়ে লোচন মনোহরে।
যে যেখানে নয়নপরে নীলোৎপল বনভরে
কটাক্ষে বরষে কামশরে॥[১]

পদটিতে অভিসারোচিত পরিবেশ, অলঙ্কার প্রয়োগ, ছন্দের হিল্লোল কাব্যরসকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু কবি যেখানে বলিয়াছেন—'কঙ্কণ ঝঙ্কৃত কাজে মন্মথ পায় লাজে' এই উক্তিটি পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না। কঙ্কণ ঝঙ্কারের নিপুণতায় বরং মদনাচিত পরিবেশ বৃদ্ধি পায়। ইহাতে মন্মথের পক্ষে লজ্জিত না হইয়া উৎফুল্ল হইবার কথা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাখেলা মধ্যে রাসলীলা একটি বিশেষ আনন্দজনক খেলা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা এবং তাঁহার সখীগণ সহ লীলা করেন—

তবে কৃষ্ণপ্রিয়াগণ সঙ্কেত করিয়া।
রাসচক্র পুলিনেতে আইলা হৃষ্ট হঞা॥
সে চক্র উপরে কৃষ্ণ রমণ লাগিয়া।
আরোহণ কৈলা হরি প্রিয়াগণ লৈয়া[২]॥

ত্রয়োবিংশ সর্গে এই রাসস্থলেই শ্রীরাধা ও সখীগণ মিলিয়া যে নৃত্যলীলা হইয়াছিল। তাহার একটি মনোরম চিত্র যদুনন্দন প্রকাশ করিয়াছেন—

সকল অঙ্গনাগণ গান নৃত্যরসে।
আবিষ্ট হইলা নীবি কঞ্চুকাদি খসে॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ সেই নৃত্যমধ্যে জেঞা।
নীবি বেণী কঞ্চুকাদি বান্ধে সুখ পাঞা॥

১। গোবিন্দ লীলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ১৩৬খ, ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১৮০।
২। গোবিন্দলীলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ১৪৬ক, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১৯৩
প্রকাশক—নির্মলেন্দু ঘোষ।

নানা শব্দ বন্ধে গান পূজন করএ।
সারিগম প ধ নাদি স্বর আলাপত্র ॥[১]

নৃত্য করিতে করিতে অঙ্গনাগণের নীবিবন্ধ খসিয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া নৃত্যস্থলে প্রবেশ করিয়া অঙ্গনাগণের স্খলিত নীবি পুনরায় বাঁধিয়া দেন। এইরূপ নৃত্যে, সঙ্গীতে এবং পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে রাসচক্র পুলিনে আনন্দ পরিবেশ গড়িয়া ওঠে।

যদুনন্দন কৃষ্ণদাস গোস্বামীর গ্রন্থ অনুসারে গ্রন্থের প্রথম সর্গ হইতে ত্রয়োবিংশ সর্গ পর্যন্ত বিবৃত বিষয়ের বর্ণনায় দক্ষ অনুবাদকের পরিচয় দিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণদাস গোস্বামী ব্যতীত আর যাঁহারা পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে ৫২ অধ্যায়ে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের এই অষ্ট কালীয় নিত্যলীলা অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহারা ত্রয়োবিংশ সর্গ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। পদ্ম পুরাণের এই লীলাসূত্র অবলম্বন করিয়া সর্ব প্রথম কবি কর্ণপুর গোস্বামী কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া জানা যায়, সেই গ্রন্থে ছয়টি প্রকাশ বা অধ্যায়ে এই অষ্ট কালীন সমুদয় লীলা বিবৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্ণধার অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে এই অষ্ট কালীয় লীলাকাহিনী ১৩২৬ শ্লোকে ২০ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। চিরঞ্জীব সেনের পুত্র গোবিন্দ দাস কবিরাজ শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই অষ্টযামের লীলাকাহিনী অবলম্বনে অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়া তুলিলে তাহা এই লীলাকাহিনীর একটি সু-সম্পূর্ণ গ্রন্থ হয়। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় গোবিন্দদাস রচিত সেই সব পদের ৬৪টি পদ অষ্ট প্রহরের ৬৪ দণ্ড অনুযায়ী সাজাইয়া 'গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ'[২] গ্রন্থে বিধৃত করিয়াছেন। যদুনন্দনের অনুবাদে প্রথম সর্গে যেমন পক্ষীগণের কলরবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গে অষ্টযামের লীলাকাহিনীর আরম্ভ দেখা যায়, গোবিন্দ দাসের পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত পদের প্রথম পদেও পক্ষীগণের কলরবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইতে দেখা যায়—

১। গোবিন্দ লীলামৃত সাঃ পঃ ২৯৬; পৃঃ ১৪৯।

২। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার কৃত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ' পদ সংখ্যা ৫৯-১১৩ পর্যন্ত ৬৪ পদ ধৃত হইয়াছে।

নিশি অবশেষে জাগি সব সখীগণ
বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতি রস আলসে সুতি রহল দুহু
তুরিতহি দেহি জাগাই॥

* * * *

শারীশুক পিক সকল পক্ষীগণ
সু-স্বরে দেহ জাগাই[১]॥

গোবিন্দলীলামৃত বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুপানের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহার একটি উদাহরণ—

গত শ্রমেহস্মিনসগণে সখীভিঃ
পদাব্জ সম্বাহন বীজনাদ্যৈঃ
মাধ্বীক পূর্ণ চষকং পুরস্তা-
ত্তয়োঃ সমানীয় দধার বৃন্দা[২]।

—সখীরা পাদ সম্বাহন ও চামর ব্যজন দ্বারা গণসহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রম বিদূরিত করিলে বৃন্দাদেবী মধুপূর্ণ পান পাত্র আনিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। কর্ণপুর কবিরাজ কৃত কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদীতেও দেখা যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুপানের নিমিত্ত বৃন্দাদেবী সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিতেছেন—

তস্মিন্নানামধুরিমধুরা বৈদূর্য্যবেদ্যা বেদ্যাং
কৃত্বা চীনাম্বর বিচরণাং চন্দ্রিকা বৃন্দহৃদ্যান্।
তস্যাং ন্যস্য স্ফটিক চষকস্তোমমস্তোক মূলাম্
কর্ত্তুং বৃন্দারভত রভসাং পানলীলানুকূল্যম[৩]॥

—বৃন্দা সেইখানে নানা প্রকার মহামাধুর্য্য মণ্ডিত বৈদূর্য্যখচিত বেদীর উপর জ্যোৎস্না রাশির ন্যায় মনোজ্ঞ চীন বস্ত্র সংস্থাপন করিলেন এবং ইহার উপর বহুমূল্য স্ফটিকময় পানপাত্র সকল রাখিয়া আনন্দের সঙ্গে পান লীলার যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন।

১। গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ, পৃঃ
২। গোবিন্দলীলামৃত ১৪/৮০ শ্লোক
৩। কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী ৬।৩৮

গোবিন্দদাসের পদেও পর্য্যায়ক্রমে এই মধুপানের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে—

কো কঁহু প্রেম তরঙ্গ।
সহজই প্রেম মধুর মধুরাধিক
তাহে পুন মধুপান রঙ্গ॥
ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ
ঘু-ঘুমে ব-বাধনা পারি[১]॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমতরঙ্গের সঙ্গে মধুপান জনিত রঙ্গ মিশ্রিত হওয়ায় মত্ততায় তাঁহারা ঢুলিয়া পড়িতেছেন, নেশার দরুণ তাঁহাদের বাক্য জড়াইয়া আসিতেছে।

এইরূপ মধুপানের চিত্র এবং মধুপানের ফলে বিশেষ মত্ততার চিত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেও দৃষ্ট হয়—

পিব পিব পিবেত্যোষ্ঠ স্যাধো দধার সসারঘং
চষকমসংকৃং কৃষ্ণোরাধ্যোচ্ছলদ ভ্রুবলয়ংস্মিতং
নহি নহি লহীত্যাস্যাম্ভোজং তিরোশ্চয়তিস্মসা
তদপি স চলাপাঙ্গেরঙ্গী বলাৎ সমপায়য়ৎ[২]।

—ইহার পর রসিক শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সেই মধুপূর্ণ পানপাত্র লইয়া "ধর ধর প্রিয়ে! পান কর" এই বলিয়া শ্রীরাধার ওষ্ঠের নীচে পানপাত্র ধরিলেন। শ্রীরাধা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'না-না-না' এবং নিজ বদনমণ্ডল ফিরাইয়া লইলেন! কিন্তু সেই চপলাঙ্গ রঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক মধুপান করাইলেন।

ইহার পরে দেখা যায় এই সুরাপানের ফলে বিশেষ মত্ততা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের মনে হইতেছে যেন সূর্য্য পড়িতেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, তরুগণ নাচিতেছে—

প-পততি সূ-সূর্য্য ভূ-ভূ-র্ঘু ঘুর্ণেতিদ্রু-দ্রুমো
ন-নট-তি অস্মান র-রক্ষ পা-প-প্রিয়॥[৩]

১। গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ-৪৪, পদসংখ্যা ৭৮

২। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, ১৩।২৬ শ্লোক।

৩। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত, ১৩/৪৮ শ্লোক।

যদুনন্দনের অনুবাদেও এই মধুপানের চিত্র বিরল নয়। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল-

মধুপাত্র পূর্ণ বৃন্দা করিয়া সাজনি
এইকালে ধরে তেহো দোঁহা আগে আনি[১] ॥

অতঃপর সকল লীলার অবসানের কালে নৈশ লীলার মধ্যদিয়া গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। নিশাকালের আনন্দময় নৃত্যগীতের সমাপ্তি ঘটিলে সখীগণ ভোজন পর্ব্বের পরে শ্রীরাধা কৃষ্ণের শয়ন লীলার সূচনা করেন—

পর্য্যাঙ্ক পার্শ্বস্থিত খট্টিকা যুগে
সুখং নিবিষ্টে ললিতা বিশাখিকে।
কৃষ্ণাস্য তাম্বুল চর্ব্বিতাননে
তাম্বুলমাস্বাদয়তাং নিজেশ্বরৌ[২] ॥

—তখন পর্য্যাঙ্কের পার্শ্বস্থিত দুইখানি ক্ষুদ্র খট্টায় ললিতা ও বিশাখা উপবেশন করিয়া নিজেশ্বর শ্রীরাধা কৃষ্ণকে তাম্বুল সেবা করাইতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণও চর্ব্বিত তাম্বুল ললিতা বিশাখার মুখে দিয়া দুইজনকে আস্বাদন করাইতে লাগিলেন।

যদুনন্দনে এই অংশের অনুবাদও পরিত্যক্ত হয় নাই। যদুনন্দন বলিলেন—

তার দুই পাশে রত্ন খট্টা দুই হয়।
ললিতা বিশাখা আসি তাহাতে বৈসয় ॥
কৃষ্ণ নিজ মুখ পদ্মতাম্বুল চর্ব্বিত।
রাধিকা বদনে দেন শ্রীমুখমিলিত ॥
ললিতা বিশাখা দুহু তাম্বুল পূরিতা।
দুহু মুখ দরশনে অতি প্রফুল্লিতা ॥[৩]

ইহার পর সখীগণ শ্রীরাধা কৃষ্ণকে শয়ন লীলার অবকাশ দান করিয়া বিলাস মন্দির হইতে প্রস্থান করেন—

১। গোবিন্দ লীলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ৯৪
২। ঐ ২৩।৮৮ শ্লোক।
৩। ঐ ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ২০৪, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

ক্ষণং তৌ পরিচর্য্যৈবং নির্গতাঃ কেলিমন্দিরাৎ
সখ্যস্তাঃ সুষুপুঃ স্বে স্বে কল্পবৃক্ষ লতালয়ে।[১]

—এইরূপে সখীগণ ক্ষণকাল শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যাপূর্বক বিলাস মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় স্বীয় কল্পতরুর লতাকুঞ্জে গিয়া শয়ন করিলেন।

এই শ্লোকের অনুবাদ-ও যতুনন্দনে পরিত্যক্ত হয় নাই। যতুনন্দন আনুগত্য অনুসারে বলিয়াছেন—

তবে তাহা হৈতে তারা বাহিরে আইলা।
নিজ নিজ পুষ্প শয্যায় শয়ন করিলা॥
কল্পবৃক্ষ লতাকুঞ্জে আর যতজন।
সবেই যাইয়া তাহা করেন শয়ন॥[২]

এইভাবে যুব দ্বন্দ্বকে অনঙ্গবিলাস রসের পরম আলয়ে শয়ন করাইয়া সখীগণের স্ব স্ব কুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তনের দ্বারা যতুনন্দন মূলানুযায়ীভাবে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

১। গোবিন্দ লীলামৃত—২৩।৯০ শ্লোক।
২। ঐ —ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ২০০

বিদগ্ধমাধব নাটক

যদুনন্দন দাসের বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে শ্রীলরূপ গোস্বামীপাদ প্রণীত সংস্কৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদুনন্দন বাংলা পয়ার ছন্দে এই মূল নাটকের সাতটি অঙ্কেরই ধারাবাহিক অনুবাদ করিয়াছেন। মূল নাটকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ লীলা কাহিনীতে যে রসধারা প্রবাহিত হইয়াছে এবং যে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে যদুনন্দন অনুবাদে তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। কাব্যের অনুবাদ করা অপেক্ষা নাটকের অনুবাদ করা কঠিন কাজ। কেন না, কাব্যের অনুবাদকালে বাঁধাধরা রীতি অনুসারে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু নাটকে যে সব নাটকীয় কলার মাধ্যমে অর্থাৎ সংলাপ, সংঘাত, গতি, চমৎকারিত্ব প্রভৃতির মাধ্যমে বিষয় বর্ণিত হয় অনুবাদে সেই সব কলার সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে অনুবাদকের বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। যদুনন্দন এই অনুবাদ কার্যে নাটকীয় পরিবেশ অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। অনুবাদকালে যদুনন্দন এই গ্রন্থে যে ৬৪টি পদরত্ন রচনা করিয়াছেন তাহাও পদাবলীর রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই অনুবাদ গ্রন্থের অপর নাম যে রাধাকৃষ্ণ-লীলারসকদম্ব তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সাত অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকের প্রতি অঙ্কের শেষেই কবি 'রাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্ব আখ্যান' উক্তি করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বিদগ্ধমাধবের অনুবাদকরূপে যদুনন্দন দাসের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, ধারাবাহিকভাবে সমগ্র গ্রন্থের সুষ্ঠু অনুবাদ যদুনন্দন ভিন্ন আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহার অমর চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বিদগ্ধমাধব নাটক হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার অনুবাদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র নাটকের অনুবাদ তিনি করেন নাই। এই নাটকের একটি টীকা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই টীকা নাম 'বিদগ্ধমাধব বিবৃতি' টীকার রচয়িতারূপে বহরমপুর ও বসুমতী সংস্করণে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নাম আরোপিত হইয়াছে।[১] এই বিংশ শতাব্দীতে অবলাবালা বসু নামে একজন লেখিকা ১৩৬২ বঙ্গাব্দে বিদগ্ধমাধব নাটকের বাংলাভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের বিষয়ে মহাপণ্ডিত পরম বৈষ্ণব শ্রীহরিদাস দাস

১। বিদগ্ধমাধব নাটক, অবলাবালা বসু অনূদিত গ্রন্থের অবতরণিকা অংশে পৃঃ ।৵৹

এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"আলোচ্য গ্রন্থখানির অনুবাদিকা—শ্রীগুরু কৃপার বলে শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামিপাদের সুগম্ভীর নাটকের পদ্যানুবাদে সাহস করিয়াছেন একথা বলাই অত্যুক্তি মাত্র। তাহার রচনায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নাই, কেবল শ্রীগ্রন্থকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবারই আকুলতা, স্থলবিশেষে গদ্যবৎ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্লিষ্ট বাক্য কদম্বের অর্থান্তর বিন্যাসে এবং টীকাকারেরও আশয় নিষ্কাসনে এই বিদুষী যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।"[১]

বিদগ্ধমাধবের এই অনুবাদিকা অনুবাদ রচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া উল্লেখ করেন—

গাঁথিলেন শ্রীরূপ যেই প্রেম হার।
শ্রীগুরু কৃপায় পাইনু সন্ধান তাহার॥
গঙ্গাতীর হতে তাহা সযতনে আনি।
ভাষাছন্দে গাঁথিয়াছি এই মালাখানি॥[২]

অনুবাদক যদুনন্দন ৭ অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকের বিবিধ বৈচিত্র্য ও রস প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ধীরোদাত্ত ও ললিতগুণ সম্পন্ন নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকা মহাভাবময়ী শ্রীরাধার অমর প্রেমের চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ সূচনা, রাধানাম শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব ভাব বিকার, শ্রীকৃষ্ণ ঔদাসীন্য ভান করিলে শ্রীরাধার মূর্চ্ছা প্রাপ্তি, পূর্বরাগ, সম্ভোগ, অভিসার ইত্যাদি রসপুষ্টির সকল অঙ্গই যদুনন্দন দক্ষতার সঙ্গে পরিবেষণ করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্য নাটকের একটি অপরিহার্য অঙ্গ—'মঙ্গলাচরণ'। মূল নাটকে মঙ্গলাচরণ হইতে ফলসিদ্ধি পর্যন্ত যে সকল প্রণালী ও প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে পরিবেষিত হইয়াছে, অনুবাদের ক্ষেত্রেও সেই সকল প্রক্রিয়া যথাযথ পালিত হইয়াছে। মূল নাটকের প্রারম্ভে বিঘ্ন নাশের জন্য মঙ্গলাচরণ বা নান্দী বচনে বলা হইয়াছে—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদি-প্রণয়ঘন সারৈঃ সুরভিতান্।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম বিষম সংসারসরণি—
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা শিখরিণী॥[৩]

১। বিদগ্ধমাধব, অবলাবালা বসু অনুদিত গ্রন্থের অবতরণিকা অংশের পৃঃ ৮০
২। ঐ ,, ,, উৎসর্গপত্র
৩। ঐ ১ম অঙ্ক ১ম শ্লোক।

—শ্রীকৃষ্ণলীলার মাধুরী চন্দ্রের সুধার মাধুরীর গর্বকেও খর্ব করিয়াছে। মধুর শিখরিণী পানীয় যেমন কর্পূরযোগে আরও সুরভিযুক্ত হইয়া উঠে, মধুর কৃষ্ণলীলা তেমনই রাধা ও ব্রজদেবীগণের প্রেমে আরও মধুময় হইয়াছে। পথিকের পথশ্রম-জনিত তৃষ্ণাকে যেমন শিখরিণী পানীয় নিবারণ করে, তেমনই কৃষ্ণলীলা সংসারের বিষমতাপে তাপিত জনের তাপ হরণ করেন। যদুনন্দনের অনুবাদে এই নান্দী অংশ পরিত্যক্ত হয় নাই। যদুনন্দন মূলের অনুরূপভাবে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণলীলা শিখরিণী চন্দ্রসুধা উন্মাদিনী
তাহাকে দমন করে যেবা।
রাধাদি প্রণয় যাতে ঘন সার সুরভিতে
সে মাধুরী অন্ত করে কেবা॥
বিষম সংসার পথে তাপোদ্গম সদা তাথে
তিষ্টাএ পীড়িত জগজনে।
তাতে চেষ্টা হয় যত এই কৃষ্ণ লীলামৃত
শিখরিণী করুউ হরণে[১]॥

যদুনন্দনের এই অংশের অনুবাদে কোন মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। এইখানে যদুনন্দন একান্ত আনুগত্য রক্ষা করিয়াই আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন বলা চলে। তবে গোস্বামীপাদ রচিত ৪ চরণে রচিত শ্লোকের ভাব ৮ চরণের মধ্যে সুন্দর ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। অনুবাদে মূল ভাবের কোন কথাই অনুক্ত থাকে নাই।

আনন্দ বিধায়ক নান্দী বা মঙ্গলাচরণের পর যে অংশে গৌরাঙ্গ বন্দনা, সেই বন্দনা রচনায়ও যদুনন্দন প্রায় আক্ষরিক ভাব প্রয়োগ করিয়াছেন। মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াতবীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিপুরট সুন্দরদ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ[২]॥

১। বিদগ্ধমাধব, সাহিত্য পরিষদ ১২১২, পৃঃ ১, ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল, পৃঃ ১, ১৩২৭ সালে প্রকাশিত।

২। বিদগ্ধমাধব, ১ম অঙ্ক ২য় শ্লোক।

---যে প্রেম সম্পদ দীর্ঘকাল অনর্পিত অবস্থায় আছে, সেই উজ্জ্বল মধুর প্রেম-রসপূর্ণ নিজস্ব প্রেমসম্পদ জগতে বিতরণ করিবার জন্য যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি স্বর্ণপুঞ্জের মত উজ্জ্বল, সেই শচীনন্দন হরি সর্বদা তোমাদের হৃদয় কন্দরে বিরাজ করুন।

যদুনন্দনের অনুবাদ—

হেমবর্ণ ধরি হরি জগতে করুণা করি
অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে।
উন্নত উজ্জ্বল রস এই প্রেম ভক্তিরস
সে ভক্তি বিলায় কুতূহলে॥
বহুকাল অনর্পিত যেই নিজ ভক্তি গীত
প্রকাশিলা করুণা করিয়া।
শচীসুত গৌরচন্দ্র সকল আনন্দ সান্দ্র
সদা স্ফূর্তি হউ মোর হিয়া॥[১]

এইখানেও যদুনন্দনের অনুবাদ একান্তই আনুগত্যের অনুসরণে গঠিত। তবে মূলের 'চিরাৎ' শব্দটির স্থলে 'বহুকাল' শব্দ প্রয়োগ করায় শাব্দিকরূপের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইহাতে মূলভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

প্রথম অঙ্কে নান্দীঅন্তে সূত্রধার নটবিশেষের সহিত যে কথোপকথন দ্বারা প্রস্তাবনা অংশ উপস্থাপিত করেন, যদুনন্দনের অনুবাদে সেই অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই। সেই অনুবাদের কয়েকটি ছত্র—

নান্দী অন্তে সূত্রধার কহয়ে বিস্তার।
কি কহিব শুন এবে যে কহিয়ে আর॥
অদ্য আমি স্বপ্নান্তরে পাইয়া আদেশ।
ভগবান শঙ্কর ভক্ত অবতার নির্দেশ[২]॥

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম শ্লোকেই মূল গ্রন্থে নান্দীমুখীর রঙ্গস্থলে প্রবেশ এবং

১। বিদগ্ধমাধব, সাহিত্য পরিষদ ১২১২, পৃঃ ১, ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ৩ প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল। প্রকাশকাল ১৩২৭ সাল।

২। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭ পৃঃ ১, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ৪ প্রকাশক—ঐ

কথোপকথন। কিন্তু যদুনন্দন এইখানে মূলের অনুসরণ না করিয়া প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে একটি গৌরাঙ্গ বন্দনার বা প্রার্থনার পদ রচনা করিয়াছেন। যথা—

গাও গাও গৌরাঙ্গ ঠাকুরের গুণাগুণ।
যার গুণ শুনি কান্দে স্থাবর জঙ্গম ॥ ধ্রু ॥
গৌরাঙ্গচান্দের গুণে পাষাণ মিলায়।
মুঞ্জরে শুকনা কাষ্ঠ রসে ভরে কায় ॥
হেন অবতার নাহি পুন হবে আর।
পুন কি হইবে প্রেম রসের পাথার ॥
করুণ নয়নে প্রভু যেদিকে নেহালে।
ঝরে আঁখি ভরে তনু পুলকের জলে ॥
দয়া কর পহু এ দীন পামরে।
এ যদুনন্দন তুয়া কৃপা সাধ করে[১] ॥

মূল নাটকের সঙ্গে যদুনন্দনের অনুবাদে এইখানে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মূলে প্রথম অঙ্কেই কেবল প্রার্থনার পদ আছে। কিন্তু যদুনন্দনের অনুবাদে দেখা যায় প্রত্যেক অঙ্কেই একটি করিয়া প্রার্থনার পদ আছে। অনুবাদে এই মৌলিক রচনার ফলে একটি নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ মৌলিক সৌন্দর্য্যের আগমনে মূলের ভাব রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

যদুনন্দনের অনুবাদে মৌলিক সংযোজন অনেকস্থলেই লক্ষ্য করা যায়। মূল নাটকে শ্রীরাধার পূর্বরাগের একটি অবস্থার বর্ণনার সঙ্গে যদুনন্দন এই পূর্বরাগজনিত যে বর্ণনা দিয়াছেন সেখানে আমরা যদুনন্দনের রচনা বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। প্রথম অঙ্কের মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে—

নাদ কদম্ববিটপান্তরতোবিসর্পণ্
কো নাম কর্ণপট বীমবিশন্ন জানে।
হা হা কুলীন গৃহিণীগণগর্হণীয়াং
যে নান্ত কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি ॥[২]

১। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭ পৃঃ ১৩খ ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ২৮ প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল। প্রকাশকাল ১৩২৭ সাল।

২। বিদগ্ধ মাধব, ১/৬৯ শ্লোক।

—সখি, কদম্ববিটপের অন্তর হইতে কি যে এক আশ্চর্য নাদ বাহির হইয়া আমার কর্ণদেশে প্রবেশ করিল জানিতে পারি নাই। হা কষ্ট! সেই নাদ আজ আমাকে কুলীনগৃহিণী নিন্দনীয়া এক অবস্থা অথচ অনির্বচনীয় দশা ঘটাইল।

মূলের এই ভাব অবলম্বন করিয়া যদুনন্দন শ্রীরাধার পূর্বানুরাগের যে মনোরম চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা মূল শ্লোক হইতেও অধিকতর বিস্তৃত ও সৌন্দর্যপূর্ণ। যথা—

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া পেলি সুমাধুর্য ও পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোহে।
হা হা কুল রমণীর গ্রহণ করিতে ধীর
যাতে কোন দশা হৈল মোহে॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী ধ্বনি এই।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে
রহ তুমি চিত্তে বান্ধি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে মিশাল করিঞা।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়া ওর॥
এতেক কহিয়া ধনি উদ্বেগ বাড়িল জানি
নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে।
কহে শুন আরে সখি তুমি মিথ্যা কহিলে দেখি
মুরলীর হেন নহে রীতে॥

কোন সুনাগর এই মোহ মাত্র পড়ে যেই
হরিতে তোমার ধৈর্য্যমত।
দেখিয়া ঐ সব রীত চমক লাগিল চিত
দাস যদুনন্দনের মত[১] ॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনিতে শ্রীরাধার হৃদয়ে পূর্বরাগের উদয় জনিত যে বিবশদশার কথা যদুনন্দন অনুবাদ করিতে যাইয়া বংশী ধ্বনি যে কিরূপ তাহা বিস্তার করিয়া বলিলেন—'অমৃত নিছিয়া পেলি' কিন্তু মূল শ্লোকে এই ধ্বনিকে প্রত্যক্ষভাবে অমৃতের সঙ্গে উল্লেখ করা হয় নাই। 'সুমাধুর্য্য পদাবলী' উক্তিও যদুনন্দনের মৌলিক সংযোজনা। কিন্তু ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণে মূলে যেখানে শ্রীরাধা নিজেকে কুলীন গৃহিণীগণের নিন্দনীয় অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া খেদযুক্ত অথচ—একটি অনির্বচনীয় দশার কথা বলিয়াছেন, সেই উক্তি যদুনন্দনের অনুবাদে তেমন স্পষ্ট হয় নাই। এইখানে অনুবাদে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। তবে, পদের পরবর্তী অংশগুলি যদুনন্দনের মৌলিক কল্পনার সার্থক সৃষ্টি। শ্রীরাধার প্রেমানুভূতির তীব্রতা বুঝাইতে শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি প্রেমিকা শ্রীরাধার হৃদয়ে একসঙ্গে আনন্দ ও দুঃখের সংমিশ্রণে যে অপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রকাশ 'বিষামৃতে মিশাল' উক্তিতে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির আরও বিশদ ব্যাখ্যা যদুনন্দন করিয়াছেন। যদুনন্দনের উক্তিতে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এমন শক্তি ধরে যে তাহা শুধু শ্রীরাধার মনের উপর ক্রিয়া করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই শ্রীরাধার দেহও শীতলতা ও উষ্ণতায় পুড়াইয়া মারিতেছে। জল নাই তবু শীতলতা আছে—'জল নাই হিমে জনু', অস্ত্র না হইয়াও অস্ত্রের ন্যায় 'মনে ফুটে' এবং 'কাটারিতে যেন কাটে' বলিয়া শ্রীরাধার মনে হয়। এই সব উক্তিতে যেমন যদুনন্দনের ব্যাখ্যাধর্মী মৌলিক রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়, সেইরূপ 'জনু', 'যেন' প্রভৃতি সংশয় বাচক শব্দের প্রয়োগে উৎপ্রেক্ষা বা ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের সৃষ্টি হওয়ায় রচনায় কাব্যোচিত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অঙ্কে মূল গ্রন্থের একটি শ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে—

বিক্রীড়ন্তু পটীর পর্ব্বততটীসংসর্গিণো মারুতাঃ
খেলন্তু কলয়ন্তু কোমলতরং পুংস্কোকিলাঃ কাকলীং।

১। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ১২ক, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ২৪, প্রকাশক শরৎচন্দ্র শীল।

সংরম্ভেন শিলীমুখা ধ্বনিভৃত্যো বিধাস্তু মন্মানসং
হাস্তস্তা সখি মে ব্যথাং পরমমী কুর্ব্বন্তি সহায়কম্[১] ॥

—হে সখি, এখন মলয়াচল তট সংসর্গী বায়ু বিশেষভাবে ক্রীড়া করিতে থাকুক, কোকিলকুল খেলায় মত্ত হইয়া পঞ্চমস্বরে গান করিতে থাকুক, আর গুন্‌গুন্ গুঞ্জনে অলিকুল আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করিতে থাকুক—ব্যথা পরিত্যাগের ব্যাপারে ইহারা আমার বিশেষ সাহায্য করিলে তাহার ফলে আমি চেতনা হারাইতে পারিলে আমার সকল দুঃখেরই অবসান হইবে।

এই শ্লোকের অনুবাদ যদুনন্দন মূলানুযায়ীভাবে সম্পাদন করিলেও শ্রীরাধার অনুরাগময় চিত্তের বর্ণনায় স্বকীয় রচনাকৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

মলয় পর্ব্বতবাসী শুনহ অনিল রাশি
মন্দ মন্দ করহ গমনে।
পুরুষ কোকিলবর সুমাধুরী গান কর
আনন্দে খেলহ এইখানে ॥
শুনহে বিরহি বধূগণ।
সবে আসি এক ঠাঁই প্রকাশ করহ তাই
দুঃখের সহায় কর ॥
শুনহ ভ্রমরগণ গান কর অনুক্ষণ
ঝঙ্কার করিয়া অতিশয়।
বিদগ্ধ কর মোর মন হরে যাতে সুচেতন
চেতনে পাইয়া দুঃখচয় ॥
বিশাখা ললিতা দোহে শুনিয়া রাইরে কহে
ঘোর চিন্তা কেনে কর তুমি।
কেনে দুঃখী কর মন যাতে তুয়া চেষ্টাগণ
সে তত্ত্ব জানিল সব আমি ॥

১। বিদগ্ধমাধব ২।১৫ শ্লোক

তুয়া যে হৃদয় হয় অত্যন্ত দুর্লভময়
সুলভ জনেই সেই জানে।
এই যে বচনগণে প্রতীত করহ মনে
কহে দাস এ যদুনন্দনে[১] ॥

যদুনন্দনের অনুবাদে এই শ্লোকের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই, উপরন্তু কয়েকটি মৌলিক উক্তির সংযোজন দেখা যায়। মূল শ্লোকে ব্রজের বিরহী বধূগণের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু যদুনন্দন ব্রজবাসী শ্রীরাধাকে দিয়া বলাইলেন—'শুনহ বিরহী বধূগণ', 'দুঃখের সহায় কর'। এই উক্তিগুলি যদুনন্দনের স্বকীয় চিন্তা প্রসূত।

চতুর্থ অঙ্কের নাটকের রস পুষ্টির নিমিত্ত চন্দ্রাবলীর সঙ্গে মিলন ইত্যাদি বিপক্ষ ভেদ বর্ণনার পর মুখরার রাধাকৃষ্ণ সমীপে আগমন ও তৎকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে রসোল্লাসে বাধা প্রদানের যে বর্ণনা আছে—

নবীনাগ্রে নপ্ত্রী চটুল নহি ধর্ম্মাত্তব ভয়ং
ন মে দৃষ্টি মধ্যে দিনমপি জড়ত্যাঃ পটুরিয়ং।
অলিন্দাত্ত্বং নন্দাতমজ ন যদিরে যাসি তরসা
তদাহং নির্দ্দোষা পথি কিয়তি হংহো মধুপুরী[২] ॥

—অরে চঞ্চল! অগ্রে নপ্ত্রী অতি নবীনা, তোর ধর্ম্মভয় নাই, এবং আমিও জরতী, দ্বিতীয় প্রহর বেলাতেও আমার দৃষ্টি হয় না, তুই যদি আমার প্রাঙ্গণ হইতে না যাইতেছিস তবে আমার কোন দোষ নাই। মধুপুরী অতি অদূরে, মহারাজ কংসের নিকট হৈতে অশ্বারোহী আনয়ন করিয়া তোর সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।

এই শ্লোকটির অনুবাদে যদুনন্দনের কোন মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা একান্তই আক্ষরিক অনুবাদ। যথা—

নবীনা নাতিনী আগে আছয়ে আমার।
সকল মাধুরী ধারা বহয়ে যাহার ॥

১। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ১৬ক, ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ৩৩, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল।
২। ঐ ৪/৬৬ শ্লোক।

দিনমধ্যে দেখিতে না পাই দুনয়নে।
অতিশয় জরা আমি না শুনি শ্রবণে॥
শুন ওহে নন্দপুত্র এ আঙ্গিনা হৈতে।
গমন করহ তুমি কহিল ত্বরিতে॥
যদি বা না যাও তুমি এই স্থান ছাড়ি।
তবে দোষ নাহি কিছু কহিল ফুকারি॥
মধুপুরী যাব আমি কংস বরাবরে।
যাইয়া সকল তারে কহিব গোচরে[১]॥

'নবীনাগ্রে নপত্রী' মূলের এই উক্তির অনুবাদ 'নবীনা নাতিনী আগে' পুরাপুরি ভাবেই আক্ষরিক। আবার যেখানে উল্লিখিত হইয়াছে 'তদাহং নির্দোষা।' যদুনন্দন এইখানেও মূলের যথাযথ ভাবে বলিলেন—'তবে মোর দোষ নাই' তবে যেখানে মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে—'ন মে দৃষ্টিমধ্যে দিনমপি জরত্যাঃ যদুনন্দনের অনুবাদে সেইস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে—'দিন মধ্যে দেখিতে না পাই দুনয়নে' 'জরতা' শব্দটি অনুক্ত রহিয়াছে। পরবর্তী চরণে জরতা হেতু শ্রবণ শক্তির খর্বতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—'অতিশয় জরা আমি না শুনি শ্রবণে'। কিন্তু শ্রবণে না শুনিতে পাওয়ার কথা মূলে নাই। এই উক্তি যদুনন্দনের স্বকীয় কল্পনার প্রকাশ।

পঞ্চম অঙ্কের শ্রীরাধা অভিমন্যু হস্তে নিগৃহীত হইবেন আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বলিয়াছেন—

ব্যক্তিং গতে মম রহস্য বিনোদন বৃত্তে
রুষ্টো লঘিষ্ঠ হৃদয়স্তরসাভিমন্যুঃ
রাধাং নিরুধ্য সদনে বিনিগূহতে বা
হা হন্ত লম্ভয়তি বা যদুরাজধানীং[২]।

—যদি আমার রহস্য বিনোদ বৃত্তান্ত লোকে জানে বা প্রকাশ পায় তাহা হইলে হয়ত লঘু হৃদয় অভিমন্যু বিলম্ব না করিয়া শ্রীরাধাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, অথবা নির্জনে লুকাইয়া রাখিবেন, কিম্বা রাজধানী মথুরাতেও লইয়া যাইতে পারেন। হায় ইহার উপায় কি!

১। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭।৭, পৃঃ ৫৮৪।
২। ঐ ৫ম অঙ্ক, ৩৭ শ্লোক।

এই শ্লোকের অনুবাদও একান্ত মূলানুযায়ী। যথা—

আমার বিনোদ বৃত্তি যত।
রহস্য কৌতুক লীলা কত॥
বিদিত হইলে সেইক্ষণে।
অভিমন্যু ক্রোধ করি মনে॥
রাই গৃহ রুদ্ধ করি পাছে।
সঙ্গোপনে সদা রাখে কাছে॥
কিম্বা রাজধানী মধুপুরে।
হায় লৈয়া যায় পাছে দূরে॥
এ যদুনন্দন দাস কয়।
না ভাবিহ মঙ্গল আছয়[১]॥

অপরের ক্রূরতা আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের মনে শঙ্কারূপ ব্যভিচারী ভাবের প্রকাশে মূল শ্লোকে যে রসসৃষ্টি হইয়াছে, যদুনন্দনের অনুবাদেও তাহা যথাযথভাবে পালিত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকাশভঙ্গির ভাষা একান্তই গদ্যময়। শেষের দুই চরণ মূলাতিরিক্ত। এইখানে যদুনন্দন নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—ভাবনা করিবেনা, পরিণামে মঙ্গলই হইবে।

ষষ্ঠ অঙ্কের ১৬ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ধেনুগণ অতিশয় বিমোহিত হইয়াছে ফলে তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ পর্য্যন্ত ক্ষরিত হইতেছে—

পিবন্তীনাং বংশীরবমিহ গবাং কর্ণচুলুকৈঃ
পয়পূরা দূরাদ্দিশি তথা শুশ্রুবুরমী।
অকালে পুষ্প্যদ্ভিস্তরু ভিরভিতঃ শোভিতমিদং
যথা বৃন্দারণ্যং দধিময় নদীমাতৃকমভূৎ[২]।

—দুগ্ধবতী গাভীগণ কর্ণচুলুকের দ্বারা এই বংশীরব পান করায় তাহাদিগের চতুর্দিকে এমন করিয়া দুগ্ধ শ্রাব হইয়াছে যে তাহাতে অকালে পুষ্পিত তরুগণের অভিমুখে ঐ দুগ্ধ প্রবাহিত হইয়া বৃন্দাবন দধিময় হইয়া নদীমাতৃক ভূখণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছে।

১। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৬৫ক।
২। ঐ ৬/১৬ শ্লোক।

ব্রজের ধেনুগণের উপর শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এই প্রভাবের কথা যদুনন্দনও বলিয়াছেন। যথা—

ধেনুগণ বংশীধ্বনী কর্ণে পান করি।
দুগ্ধ সব স্রবি যায় দশদিক ভরি॥
অকালে সকল তরু পুষ্পিত হইল।
মধুরজ পড়ে সেই দুগ্ধের উপর॥
দধিময়ী নদী হইল দেখ বৃন্দাবনে।
যমুনার স্রোতে সব চলয়ে উজানে[১]॥

বংশীরবে বিমোহিত গাভীগণের স্বতঃপ্রবাহিত দুগ্ধধারার কথা এবং অকালে তরুশাখে পুষ্পোদ্গম এবং পুষ্পিত তরুর পুষ্প-পরাগ সকল ঝরিয়া দুগ্ধে পড়ায় দুগ্ধ দধিময় হইয়া বৃন্দাবনের ভূমিকে যে নদীমাতৃক স্থানে পরিণত করিয়াছে যদুনন্দন ইহা সংক্ষেপেই বলিয়াছেন। এই অনুবাদেও কবির রচনা সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করা যায় না। মূলতঃ যদুনন্দনকৃত এই অনুবাদকে মূলের বিশ্বস্ত অনুসরণ বলা যায়। তবে মূলে যেখানে বলা হইয়াছে—'বৃন্দারণ্যং দধিময় নদীমাতৃকমভূত্' এই উক্তিতে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হওয়ার মূলে যে অকাল পুষ্পিত পুষ্পের অম্লরস যুক্ত রেণু কাজ করিয়াছে গোস্বামীপাদ তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া কেবল লক্ষণার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যদুনন্দন তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন— 'মধুরজপড়ে সেই দুগ্ধের উপর'। ষষ্ঠ চরণ—'যমুনার স্রোত সব চলয়ে উজান'। উক্তিটি যদুনন্দনের মৌলিক কল্পনার নিদর্শন।

সপ্তম অঙ্কে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নানাবিধ বিঘ্ন, আশঙ্কা উদ্বেগ অতিক্রম করিয়া অখণ্ড বিলাস লীলায় রস পরিণতি লাভ করে। শ্রীরাধার অভিসার ও কৃষ্ণ সঙ্গে মিলন হইলে গোপীসমাজে আনন্দ উৎসব দেখা দেয়। গোপীগণ শ্রীরাধার অতুলনীয় প্রেমানুভূতির প্রকাশ দেখিয়া অতিশয় পুলকিত। এক সখী আর এক সখীকে সম্বোধন করিয়া সেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছে—

ভ্রূভেদঃ স্মিত সংবৃতো নহি নহীত্যুক্তির্মদেনাকুলা
বিশ্রান্তোদ্ধতি পাণিরোধরচনং শুষ্কং তথা ক্রন্দনং।

১। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৭৩খ, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ৪৯, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল।

স্পষ্টো যঃ সখি ! রাধয়া মুহুরয়ং সঙ্গোপনোপক্রমো
ভাবস্তেন হৃদিস্থিতো মুরভিদি ব্যক্তঃ সমস্তাভূৎ[১] ॥

—সখি, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে কুটিল ভ্রূভঙ্গি ও মৃদুহাস্যের দ্বারা নানা উক্তি করিতেছেন, ইহা সাত্ত্বিক ভাবরূপমদে আকুলা, হস্তের দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত সঞ্চারে বাধা প্রদান তাহাতে করের প্রখরতার নিবৃত্তি হইয়াছে। আর ক্রন্দন দুঃখসূচক হইলেও অন্তরের আনন্দহেতু শুষ্কতা অবলম্বন করিয়াছে। শ্রীরাধা ভাবগোপনের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে তাঁহার শ্রীহরির প্রতি হৃদয়ের অতুল আশক্তির ভাবই চারিদিকে ব্যক্ত হইতেছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত শ্রীরাধার এই দিব্য সাত্ত্বিক ভাবযুক্ত প্রেমানুভূতির যে অমর চিত্র ৪ চরণে ব্যক্ত হইয়াছে, যদুনন্দন এই অমর চিত্রটি ১৯ চরণে ব্যক্ত করেন। যথা—

ভাঙর ভঙ্গিমা করি হিয়া ভাব করে চুরি
বিথারয়ে বাহিরে সরোষ।
মুখে উপজিল হাস সে ভাব হইল নাশ
দেখি হরি পাইল সন্তোষ ॥
সখি দেখ রাধা মাধব বিলাপ।
রাই হৃদয়ে লাজ জানিয়া চতুর রাজ
হিয়া ভাব করে পরকাশ ॥
রাই মুখ সুমাধুরী দরশনেতে শ্রীহরি
আরতি অতিশয়।
মুখবাস করি দূরে চুম্বন করেন বলে
নহি নহি কহে ধনী তায় ॥
করে কর রাখে ধনী কঙ্কণের রণরণি
শব্দ করয়ে অদ্ভুত।
আল্যাইল ধনী কর অতিশয় সুখভর
দেখি বাড়ে মদন আকুত ॥

১। বিদগ্ধমাধব, ৭/৬০ শ্লোক।

মিছাই কান্দয়ে রাই মাধবে বোধয়ে তাই
ধনীমুখে দিয়া নিজ পাণি।
যত ভাব সঙ্গপয় কৃষ্ণ তত বিলপয়
এ যদুনন্দন ভালে মানি[১] ॥

মূল শ্লোকের ভাবানুসারে প্রেমময়ী রাধারাণীর প্রেম প্রকাশের লজ্জাহেতু নিজের মনোভাব গোপনের যে চেষ্টা, নিষেধ জ্ঞাপন করিতে 'নহি নহি' শব্দের প্রয়োগ, শ্রীকৃষ্ণের হস্ত প্রসারে শ্রীরাধা কর্তৃক কর দ্বারা অতি কোমল ভাবে বাধা প্রদানের চেষ্টা, দুঃখসূচক ক্রন্দনের প্রকাশেও শ্রীরাধার অন্তরের আনন্দের অভিব্যক্তি, এই সব সৌন্দর্য্যময় ভাব যদুনন্দন যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মূলে যেখানে বলা হইয়াছে 'ভ্রূভেদঃ স্মিত' শ্রীরাধার এই কুটিল ভ্রূভঙ্গির সঙ্গে স্মিত হাস্যের কথা যদুনন্দন আরও সুন্দর করিয়া ব্যাখ্যামূলক ভাবে বলিয়াছেন। যদুনন্দন শ্রীরাধার ভ্রূভঙ্গিকে 'ভাঙ্গর ভঙ্গিমা' বলিয়া মদালসা আঁখির সঙ্গে তুলনা করিয়া বিশেষ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার, শ্রীরাধা মৃদুহাসি সংবৃত করিয়া যে ভাবে মূল শ্লোকে বলিয়াছেন—'সংবৃতো নহি নহীত্যুক্তি', এই কথাটিকে যদুনন্দন ব্যাখ্যামূলকভাবে বলিলেন যে শ্রীরাধা 'হিয়া ভাব করে চুরি' এবং 'বিথারয়ে বাহিরে সরোষ'। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার মৃদু হাসি দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন এই কথা মূল শ্লোকে নাই। যদুনন্দন তাহা বলিয়াছেন—

মুখে উপজিল হাস সে ভাব হইল নাশ
দেখি হরি পাইল সন্তোষ ॥
সখি হে, দেখ রাধা মাধব বিলাস।
রাইর হৃদয়ে লাজ জানিয়া চতুর রাজ
হিয়া ভাব করে পরকাশ ॥

চতুর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার হাসি দেখিয়া বুঝিলেন নিরাশ হইবার কারণ নাই। অতএব ভরসা পাইয়া নিজের মনোভাব প্রকাশ করিলেন। যদুনন্দনের কবি-কল্পনা এইখানে মূল রচনা অতিক্রম করিয়া পদে নূতন সৌন্দর্য্য আনয়ন করিয়াছে। মূল শ্লোকে অলঙ্কার শাস্ত্রমতে যে কুট্টমিত অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়, নায়ক যখন নায়িকার অঙ্গ স্পর্শ চেষ্টা করেন সেই সময়ে অন্তরের প্রীতি সত্ত্বেও নায়িকার

১। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৮৯খ।

বাহ্য ব্যবহারে ব্যথিতবৎ দৃষ্টান্ত হইতে, যদুনন্দন সেই কুট্টমিত অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন, 'হিয়া ভাব করে চুরি' 'মিছাই কান্দয়ে রাই' উক্তি দ্বারা।

কিন্তু অপর একটি শ্লোকের অনুবাদে যদুনন্দনের ব্যাখ্যাময় ও কবিত্বময় প্রয়োগ রীতির অভাব লক্ষ্য করা যায়। মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে—

সোঽয়ং বসন্ত সময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণতমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগম্।
গূঢ় গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী[১] ॥

—ঋতুরাজ বসন্তকাল সমাগত হইয়াছে। এই বসন্ত সময়ে ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী নিজের আগ্রহ লুকাইয়া নব অনুরাগযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ পরিপূর্ণ ঈশ্বর কৃষ্ণের রুচিরা রাধার সাথে নিশাভাগে অতি হর্ষভরে মিলাইবে।

যদুনন্দন এই শ্লোকটির অনুবাদকালে পৌর্ণমাসী দেবী যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পাদন করাইয়া লীলা আস্বাদন করিবেন সেই কালোচিত পরিবেশের কথা অল্পকথায় বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

সেই যে বসন্তকাল উদয় হইল ভাল
যাহা পূর্ণতমীশ্বর ধীর।
নব অনুরাগ চয় পরম উল্লাসময়
ওড়নি করিয়া রহে থীর ॥
যাথে গূঢ় গ্রহ হৈয়া নিশি পূর্ণমাসী গিয়া
রুচিরা রাধিকা রঙ্গ সঙ্গ।
করাইল হর্ষমতি সাক্ষাতে হইল ইতি
ইবে হবে সেইত প্রবন্ধ[২] ॥

বসন্তকালে পূর্ণিমা রজনীর নবচন্দ্রোদয়ের রক্তিমচ্ছটা শ্রীকৃষ্ণের মনে যে অনুরাগের লাল রং মাখাইয়াছে, পূর্ণিমা রাত্রে নয়টি গ্রহ যে চন্দ্রের আলোকে ডুবিয়া গিয়াছে এই সব ইঙ্গিতময় বিষয়ের কোন ব্যাখ্যা যদুনন্দনের অনুবাদে পাওয়া যায় না। এই অনুবাদটিকে প্রধানত আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায়।

১। বিদগ্ধমাধব, ১/১৭ শ্লোক।
২। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৩ক, ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ৮, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল।

কিন্তু অপর একটি শ্লোকের অনুবাদে যদুনন্দনের কবিত্ব শক্তির সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। মূল শ্লোক—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী[১]॥

—কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি কত সুধা দ্বারা রচিত হইয়াছে। একমুখে কৃষ্ণ নাম লইলে বলার তৃপ্তি হয় না। বহুমুখে কীর্ত্তন করিতে প্রবল ইচ্ছা হয়। একবার কানে শুনিলে অনেকবার শুনিতে ইচ্ছা হয়, মনের প্রাঙ্গনে সেই নাম একবার প্রবেশ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

যদুনন্দনের অনুবাদ—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥

কি কহব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গড়িল ইহা
কৃষ্ণ এই দু আখর করি॥

আপন মাধুরী গুণে আনন্দ বাড়ায় কানে
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কান যবে হয় তার নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥

কৃষ্ণ দু আখর দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥

১। বিদগ্ধমাধব, ১।৩৩ শ্লোক।

চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে প্রবেশ কররে তবে
বিস্তারিত হইতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নামে করে প্রেম উন্মাদ ॥
যে কানে পরশে নাম সে তেজয়ে আনকাম
সব ভাব কররে উদয়।
সকল মাধুর্য্য স্থান সব রস কৃষ্ণ নাম
এ যদুনন্দন দাসে কয়[১] ॥

৪ চরণ বিশিষ্ট মূল শ্লোকের ভাব অবলম্বনে ত্রিপদী পয়ার ছন্দে ২৩ চরণে কবি বিস্তারমূলক ভাবে যে ভাবানুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নামের মহিমার প্রবাহ ভাদ্রের ভরাগঙ্গার প্রবাহের ন্যায় বেগযুক্ত হইয়া শ্রীরাধার জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শ্রীরাধাকে 'প্রেম উন্মাদ' করিয়া তোলে। রূপগোস্বামী মূল শ্লোকে যেখানে বলিয়াছেন "কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্" এই উক্তিতে শ্রীরাধার মধুর কৃষ্ণ নাম শ্রবণের নিমিত্ত 'অর্বুদ' কর্ণলাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। যদুনন্দন এই ভাবটি অব্যাহত রাখিয়া আরও বিস্তার পূর্বক বলিলেন—'যে কানে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম' অর্থাৎ কৃষ্ণনাম গভীর প্রেমানন্দরসে কর্ণকে এমন মগ্ন করিয়া রাখে যে কর্ণের অন্য সব কাজ পরিত্যক্ত হইয়া যায়। মূলে জিহ্বা, কান ও মনের ক্রিয়ার কথাই বলা হইয়াছে কিন্তু যদুনন্দনের শ্রীরাধার আঁখিও কৃষ্ণ নামের আখর দুইটি ও কৃষ্ণ-অঙ্গ দেখিয়া আঁখি জুড়াইতে উৎসুক—

কৃষ্ণ দু আখর দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।

ইহা ব্যতীত, অতিরিক্তভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—'সকল মাধুর্য্য স্থান সব রস কৃষ্ণ নাম' এই প্রকারের উক্তি যদুনন্দনের অনুবাদে স্থানে স্থানে মূল হইতেও কাব্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

অবলাবালা বসু এই শ্লোকটির যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তুলনামূলক আলোচনার অনুরোধে তাহা উদ্ধৃত হইল—

১। বিদগ্ধমাধব, ক: বি: ৩৭১৭, পৃ: ৫খ, ছাপা গ্রন্থ পৃ: ১২, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল।

বিধাতা কত অমৃতের খনি ॥
করিয়া একত্র এই কৃষ্ণ দু-আঁখর।
করিল নির্মাণ তার নাহি পাই ওর ॥
যে হেতু অক্ষর দুটি নটিনীর মত।
হইলে বদন মাঝে নটনেতে রত ॥
অসংখ্য বদন পেতে জাগায় বাসনা।
তদুপরি নাচাইতে মনের কামনা ॥
পুনঃ যদি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করয়।
অর্বুদ কর্ণের লাগি লোভ উপজয় ॥
হইলে সঙ্গিণী আর চিত্ত প্রাঙ্গণে।
সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তি স্তব্ধ হয় সেইক্ষণে ॥
সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করি পরাজিত।
আপন মাধুর্য্য ভোগ করে নিযোজিত ॥[১]

এই অনুবাদে যে মৌলিক সৃষ্টির কোন প্রয়াস নাই তাহা স্পষ্টতই দেখা যায়। যেখানে এই অনুবাদিকা বলিয়াছেন—'অর্বুদ কর্ণের লাগি লোভ উপজয়' এই উক্তিকে মূল শ্লোকের—'ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্' উক্তির আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে। তবে তাঁহার রচনা রীতিতে সারল্য ও সজীবতা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই বিদগ্ধ মাধব নাটকের দ্বিতীয় সর্গের ৩০ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও যদুনন্দন দাস উভয়েই করিয়াছেন। শ্লোক এবং উভয়ের অনুবাদ পর্যালোচনা করিলে উভয়ের রচনা বৈশিষ্টের স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। মূল শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

পীড়াভির্নবকালকূটতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ
প্রেমা সুন্দরি ! নন্দ নন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥[২]

—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ হইতে উৎপন্ন প্রেমের যে বিরহ ব্যথা তাহা

১। বিদগ্ধমাধব, অবলাবালা বসু কর্তৃক অনুদিত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩।
২। বিদগ্ধমাধব ২/৩০ শ্লোক।

নবকালকূটের গর্বকেও খর্ব করে। আবার মিলনে আনন্দের যে ধারা তাহা অমৃতের মাধুর্য অপেক্ষাও অধিক। সুন্দরি! নন্দ নন্দনের প্রেম যাহার অন্তরে উদয় হইয়াছে, সেই প্রেমের কুটিল এবং মধুর ভঙ্গি সেই শুধু জানিতে পারে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্লোকের মূল ভাবটি লইয়া সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়াছেন। যথা—

বাহ্যে বিষ জ্বালা হয় অন্তরে আনন্দময়
কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
সেই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বালা না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥[১]

কবি এইখানে কৃষ্ণপ্রেমের প্রগাঢ় অনুভূতির অন্তর্গত যে আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রণের উল্লেখ করিয়াছেন সেইখানে আনন্দানুভূতিকে অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করিয়া বেদনাকে বাহ্য বস্তু হিসাবে গণ্য করিয়া বলিলেন—"বাহ্যে বিষজ্বালা অন্তরে আনন্দময়" কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক পীড়া অনুভব করিলেও প্রেমানুভূতি হইতে যে মধুর রস উৎপন্ন হয় তাহা প্রেমিকের মনকে আনন্দময় করে। এই প্রেম আস্বাদনের উপমা তপ্ত ইক্ষু আস্বাদনের সঙ্গে করিয়া বলিলেন—'সেই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ' 'মুখ জ্বালা' এড়ান যায় না। তপ্ত ইক্ষু চর্বণ করিলে মুখ জ্বালা করে কিন্তু তাহার মধুর রস যখন রসনাকে তৃপ্ত করে তখন অন্তর আর পীড়িত হয় না বাহ্য জ্বালা হিসাবেই তাহা গণ্য হয়।

যদুনন্দন দাস কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় সংক্ষেপে এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন। যথা—

নন্দ নন্দনের প্রেম যার মনে জাগে।
সে জন জানয়ে কটু মাধুর্য্য বিভাগে॥
নবকাল কূট কটু গর্ব্ব নির্ব্বাসনা।
করে হেন পীড়া হয় সে প্রেম ঘটনা॥

১। চৈতন্যচরিতামৃত, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫২।

যবে কৃষ্ণ সঙ্গ হয় নব সুধা গর্ব্ব।
নিঃস্তনন্দ সুমাধুরী করে সর্ব্ব খর্ব্ব॥
অতএব বিষামৃতে একত্র মিশাল।
যাতে জন্মে সেই জানে বিক্রম বিশাল॥[১]

যদুনন্দনের এই অনুবাদকে ভাবানুবাদ বলা যায় না। ইহা আক্ষরিক অনুবাদের লক্ষণযুক্ত। শ্রীলরূপ গোস্বামী চারি চরণের সম্পুটে যে গভীর ভাবার্থ ভরিয়া দিয়াছেন, যদুনন্দন তাহার ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের দিকে না যাইয়া শিষ্টার্থকভাবে অনুবাদ করিয়াছেন। মূলে যেখানে বলা হইয়াছে "নব কালকূট কটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনঃ" যদুনন্দনও সেইরূপভাবে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া বলিলেন—'নব-কালকূট কটু গর্ব্ব নির্ব্বাসনা'। সপ্তম চরণের উক্তি—'অতএব বিষামৃতে একত্র মিশাল' কথাটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির যেন প্রতিরূপ। কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,—বিষামৃতে একত্র মিলন। 'মিলন' স্থলে 'মিশাল' কথায় শাব্দিক রূপের ব্যবধান মাত্র। এইরূপ আর একটি উক্তিতেও কৃষ্ণদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। কৃষ্ণদাস যেখানে বলিয়াছেন,—'তার বিক্রম সেই জানে'। যদুনন্দন সেইস্থলে বলিলেন—'সেই জানে বিক্রম বিশাল' এই উক্তিটিও প্রতিধ্বনির মত, তবে ইহাতে 'বিশাল' বিশেষণযুক্ত হওয়ায় সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। যদুনন্দনের এই অনুবাদে স্বকীয়তা বা দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

অবলাবালা বসু এই শ্লোকের অনুবাদে আরও অধিক আনুগত্য রক্ষা করিয়া একান্তই আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। মূল শ্লোকের ন্যায় ইহা ৪ চরণ বিশিষ্ট এবং রচনারীতি বৈশিষ্ট্যহীন। যথা—

শুন তবে এই প্রেমজ্বালা দিয়ে নবকালকূট গর্ব্বনাশে।
আনন্দ সিঞ্চনে পুনঃ তিরস্কার করে সদা দেবের পীযূষে॥
শ্রীনন্দ নন্দননিষ্ঠ এই প্রেমা হে সুন্দরী হৃদে জাগে যার।
সেই সে জানিতে পারে বক্র ও মধুর সব বিক্রম ইহার॥[২]

মূলের কোন উক্তিই ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই, কিন্তু কোন কবিত্বপূর্ণ উক্তি না থাকায় অনুবাদে কোন সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় নাই। ভাষার দিক হইতে বলিতে

১। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ১৯ক, ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ৩৯, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল।
২। বিদগ্ধমাধব, অবলাবালা অনূদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৭০।

গেলে বলিতে হয় ইহার ভাষা স্থানে স্থানে গদ্যের ন্যায় রূপ নিয়াছে। যেমন, 'শুন তবে এই প্রেম জ্বালা দিয়ে' এই উক্তিটি গদ্যময় ভাষার কথাই স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও যদুনন্দন দাসের অনুবাদে যে জোরের ভাষা, গতির যে সচ্ছলতা লক্ষ্য করা যায়, এই অনুবাদিকার ভাষায় সেইসব সৌন্দর্য লক্ষিত হয় না। তবে অনুবাদকালে শ্লোকের পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রাখিয়া বক্তব্য বিষয়টি সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অনুবাদকে একেবারে অসার্থক বলা যায় না। যদুনন্দন ও অবলাবালা বসু বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রায় সমুদয় শ্লোকেরই ভাবানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমুদয় শ্লোকের ভাবানুবাদ করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে বিদগ্ধমাধব হইতে এত সংখ্যক শ্লোক—১ম, ১।২, ১।৬, ১।১০, ১।১৫, ১।৩৩, ১।৩৬, ১।৪১, ৪২, ৪৮, ১।৪৪, ১।৬০, ২।১৬, ২।১৯, ২।২৬, ২।৩০, ২।৫৩, ২।৫৯, ২।৬০, ২।৬৯, ২।৭০, ২।৭৮, ৩।২, ৩।৮, ৪।৯, ৫।৪, ৫।১১, ৫।৩১, ৭।৮, উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ২।৩০ সংখ্যক শ্লোকের ভাব অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমের বেদনা-মধুর অনুভূতির সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু অপর উদ্ধৃত শ্লোকগুলি লইয়া পদ রচনা করেন নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দ লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে সকল শ্লোক চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সব গ্রন্থের একাধিক শ্লোকের ভাবানুবাদ করিয়াছেন। বিদগ্ধমাধব নাটকের ২।৩০ সংখ্যক শ্লোকটির কৃষ্ণদাস কৃত সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদটিতে কবির দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্যের যতটা পরিচয় পাওয়া যায় কবিত্বের ততটা পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত বলা যায়, চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কৃত অপর সকল ভাবানুবাদের পদেও কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু যদুনন্দন অনুদিত বিদগ্ধমাধবের সমগ্র পদগুলি বিচার করিলে দেখা যায়, সেইখানে পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার পরিবর্তে কবিত্বের প্রকাশ বেশী।

জগন্নাথ বল্লভ নাটক

সংস্কৃত ভাষায় রচিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের রচয়িতা উড়িষ্যার ভক্ত কবি রায় রামানন্দ রায়। এই গ্রন্থের অপর এক নাম 'রামানন্দ সঙ্গীত নাটকম্'। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রন্থকারের উক্তিটি উদ্ধৃত করা যায়—"শ্রীরামানন্দ রায়েন কবিনা তত্ত্বৎগুণালঙ্কৃতং শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাম গজপতি প্রতাপরুদ্র প্রিয়ং রামানন্দ সঙ্গীত নাটকং নির্মায়[১]।" অর্থাৎ কবি রামানন্দ রায় রামানন্দ সঙ্গীত নামে গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রিয় ভগবৎগুণালঙ্কৃত জগন্নাথ বল্লভ নাটক নির্মাণ করিয়া··· ।

রচনাটির সঙ্গীত নাটক নাম করণের সার্থকতা প্রায় সমগ্র গ্রন্থেই প্রকাশিত। দেখা যায় পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকের প্রথম অঙ্কে ১২টি সঙ্গীতময় শ্লোকের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে কোন কোন শ্লোকে রাগের উল্লেখ, নটরাগ, কেদার রাগ, বসন্ত রাগ ও গেণ্ডারি বা গেণ্ডাকিরী রাগ নামে চিহ্নিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে গান্ধার, তোড়া, বরাড়ী, সামগুজ্জরী এবং মল্লার রাগের উল্লেখ যুক্ত সঙ্গীত দেখা যায়। তৃতীয় অঙ্কের চারিটি সঙ্গীতেও সামগুজ্জরী, সুহই দেশাগ ও কর্ণাট রাগের উল্লেখ আছে। চতুর্থ অঙ্কে পাঁচটি সঙ্গীত দেখা যায়—মালব, দুঃখী বরাড়ী, সামতোড়ী, রামকেল এবং মালবশ্রী। পঞ্চম অঙ্কেও চারিটি সঙ্গীত। এই সকল সঙ্গীতের রাগ-সুখ সিন্দুরা, ভাহির, ললিত ও মঙ্গল গুজ্জরী। জগন্নাথ ব. নাটকের এই সঙ্গীতগুলি লক্ষ্য করিয়া শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও তাঁহার অনবদ্য রচনা চৈতন্যচরিতামৃতে এই নাটককে নাটক গীত[২] নামেই অভিহিত করিয়াছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যেমন গীতগোবিন্দ গ্রন্থে গীতিরস আস্বাদন করিতেন তেমনই জগন্নাথ বল্লভ নাটকের সঙ্গীতও আস্বাদন করিতেন। রামানন্দ রায় যে নাট্যশাস্ত্রের ন্যায় সঙ্গীত শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন এই একটি গ্রন্থেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

কয়েকজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি এই জগন্নাথ বল্লভ নাটকের শ্লোক অবলম্বন করিয়া পদাবলী সঙ্গীত রচনা করেন। সেই সব পদাবলীর কিছু পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কোন কোন সঙ্গীত অদ্যাপিও কীর্ত্তনের আসরে

১। জগন্নাথ বল্লভ নাটক, ১.১৭ শ্লোক

২। চৈতন্যচরিতামৃত, পৃঃ ৫২০, পণ্ডিত তারকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

গীত হইতে শুনা যায়। কয়েকজন বৈষ্ণব পণ্ডিত যে সমগ্র জগন্নাথ বল্লভ নাটকেরই অনুবাদ করিয়াছেন, সেই সব কবিদের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। লোচনের অনুবাদে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় তাঁহার লক্ষ্য ছিল সঙ্গীতাশ্রয়ী শ্লোকগুলির প্রতি। সেই অনুসারে তিনি সঙ্গীতগুলিরই টানা অনুবাদ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কয়েকটি শ্লোকের গীতিধর্মী পদ রচনা করিয়াছেন। যদুনন্দন দাসও অকিঞ্চন দাস সমগ্র নাটকটি প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধারাবাহিকভাবে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অকিঞ্চন দাসের অনুবাদে লোচনদাস বা যদুনন্দন দাসের অনুবাদের মত কবিত্বপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি দেখা যায় না। ভণিতা রচনাতেও তাঁহাদের মত বৈচিত্র্য তিনি আনয়ন করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক অঙ্কে প্রত্যেক পদের শেষে প্রায় একই প্রকার ভণিতা দেখা যায়। যথা—

প্রথমে বেণু ধ্বনি করিল প্রকাশ।
নাটকের ভাষা কহে অকিঞ্চন দাস[১] ॥

বা

রামানন্দ পদরজ মনে করি আশ
নাটকের ভাষা কহে অকিঞ্চন দাস[২] ॥

কিন্তু লোচন বা যদুনন্দন কেহই এই ধরণের ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। লোচনের কয়েকটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ভণিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইল—

সে রূপ তরঙ্গে মগন হইয়া
লোচন প্রেমেতে ভাসে[৩] ॥

স্পর্শ সুখ দর্শ লাগি
লোচনক আশরে[৪] ॥

১। জগন্নাথ বল্লভ

২। জগন্নাথ বল্লভ বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৩৫/১৭, পৃঃ ৪৬

৩। জগন্নাথ বল্লভ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ লোচন রচিত। ৪৬ সংখ্যক পদ।

৪। জগন্নাথ বল্লভ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ লোচন রচিত। ৩০ সংখ্যক পদ।

নূপুরের গানে ভ্রমরের তানে
লোচন মন উল্লাস[১] ॥

যদুনন্দন দাসের ভণিতাতেও এই প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

পরম আনন্দ হয় কৃষ্ণ অতি রসময়
এ যদুনন্দন সুখে গায়[২] ॥
ভাব নাহি জানি কথা কাহাতে কেমন মতা
এ যদুনন্দন বলিহারি[৩] ॥
গমন মাতঙ্গ জিতি প্রেমময়ী সুমূরতি
এ যদুনন্দন সহ চলে ॥[৪]

তবে অনুবাদের দিক দিয়া যদুনন্দন যে অধিক অগ্রসর হইয়াছেন তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। লোচন যেখানে নাটকের সামান্য সূত্রমাত্র অবলম্বন করিয়া কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, যদুনন্দন সেইখানে সমগ্র নাটকের বিষয়বস্তু সহ মঙ্গলাচরণ, প্রস্তাবনা প্রভৃতিরও অনুবাদ করিয়াছেন। মূল নাটকে নাট্য বিষয়ে যে সকল অপরিহার্য অঙ্গ আছে, যেমন, মঙ্গলাচরণ হইতে আশীর্বাদ, প্রার্থনা, ফলসিদ্ধি পর্যন্ত সকল সাধুসম্মত প্রণালীগুলির যথাযথ প্রয়োগ করিয়া বিস্তারমূলক-ভাবে তিনি নাটকটির ভাবানুবাদ করেন। জগন্নাথ বল্লভ নাটকে নান্দী শ্লোক তিনটি। প্রথম শ্লোকে আশীর্বাদ। যদুনন্দন এই প্রথম শ্লোকটির অনুবাদ করেন নাই। পরিবর্তে নিজে একটি মৌলিক বন্দনা রচনা করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের অন্তর্গত এই বন্দনার উল্লেখ করা যাইতেছে—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পাদরজ করুণাপুঞ্জ
সিদ্ধ কোমল সৌরভ্য বিমলৈর্মধুপূর্ণিতো ইতি।[৫]

কবি বলিতেছেন যে করুণাপুঞ্জ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের স্নিগ্ধ কোমল ও বিমল মধুর সৌরভে পূর্ণ পদপঙ্কজে বন্দনা করি। কিন্তু রায় রামানন্দ প্রণীত মূলগ্রন্থে এই শ্লোক নাই,

১। জগন্নাথ বল্লভ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ লোচন রচিত। ৫১ সংখ্যক পদ।

২। জগন্নাথ বল্লভ কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৫খ।

৩। জগন্নাথ বল্লভ কঃ বিঃ ৩৭২৩, পৃঃ ৬খ।

৪। জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৭ক।

৫। জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১।

না থাকিবার কারণ এই যে রায় রামানন্দ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গলাভের পূর্বেই এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থের রসানুভূতি যে সর্বাংশেই মহাপ্রভুর ভাবানুভূতির অনুকূল তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটিই দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতেছে—

স্বরাঞ্চিত-বিপঞ্চিকা-মুরজ বেণু-সঙ্গীতকং
ত্রিভঙ্গ তনুবল্লরী-বলিত বল্গু-হাসোল্লনম্।
বয়স্য করতালিকা-রণিত-নূপুরৈরুজ্জ্বলং
মুরারি নটনং সদা দিশতু শর্ম্ম লোকত্রয়ে।[১]

—মুরারির নৃত্য ত্রিজগতে বিস্তার লাভ করুক। এই নৃত্য কেবল নৃত্য নহে ইহ নানাবিধ সুস্বরযুক্ত বেণু বীণা মুরজ বাদ্য সম্বলিত। ইহার উপরে নর্তনকারীর ত্রিভঙ্গ অঙ্গ লতিকার সৌন্দর্য নিজের হাস্যদ্বারা অথবা গোপীগণের হাস্যে আরও শোভাযুক্ত। ইহার উপরে, বয়স্যগণের কর-তালিকায় এবং নূপুরের মধুর ধ্বনিতে সেই নৃত্য আরও সমুজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত।

আনন্দময় এই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই চৈতন্যদেবের উপাস্য। শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী রাধিকার বৃন্দাবন লীলার অলৌকিক কাহিনী এই নাটকে সঙ্গীতের ভিতর দিয়া রূপ ও রসের মাধ্যমে পরিবেষিত হইয়াছে।

যদুনন্দন কৃত অনুদিত গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় বন্দনাও মূল গ্রন্থের অতিরিক্ত যদুনন্দনের মৌলিক সৃষ্টি। কবি নিজ গুরু, চৈতন্যদেব এবং অপর বৈষ্ণব গুরুদের এইস্থলে বন্দনা করিয়াছেন। যথা—

শ্রীগুরু চরণার বিন্দ কল্পতরু মহাকন্দ
বন্দ যাতে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
যে পদ আশ্রয় মাত্র হয় কৃষ্ণ কৃপা পাত্র
অনায়াসে ভব বন্ধ ক্ষয়॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বন্দ বন্দ আর নিত্যানন্দ
বন্দ আর আচার্য্য অদ্বৈত।
বন্দ রূপ সনাতন করুণা পূর্ণিত মন
জগতের গতি কৃপান্বিত॥[২]

১। জগন্নাথ বল্লভ, ক: বি: ৩৭৪৩, পৃ: ১।
২। জগন্নাথ বল্লভ, ক: বি: ৩৭৪৩, পৃ: ১।

নান্দী অন্তে সূত্রধারের উক্তিও যদুনন্দনের অনুবাদে স্থান পাইয়াছে। যথা—

নান্দী অন্তে সূত্রধার কহে কি কহিব আর
কহিব তাহাতে নাহি কাজ।
নাটকের কহি কথা আইস আইস এথা
কহিব সে গোপন অব্যাজ ॥[১]

লোচনদাসের অনুবাদে কিছু কিছু শ্লোক গৃহীত না হইলেও মঙ্গলাচরণের শ্লোক গৃহীত হইয়াছে। এই অনুবাদ বিশেষ সৌন্দর্যপূর্ণ। যথা—

সুমধুর কণ্ঠ স্বর তাতে যুক্ত বীণারব
মৃদঙ্গ বেণুর গীত যাতে।
তারমধ্যে নাচে হরি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি
গোপীগণ চিত্ত আহ্লাদিতে ॥
অধরে ঈষৎ হাস দশদিক পরকাশ
অরুণ কমল দুটি আঁখি।
অলকা আবৃত ভাল যেমত নক্ষত্র জাল
তার সব মুখশশী দেখি ॥
চূড়ায় ময়ূরের পাখা তাহে শোভে ইন্দুরেখা
চূড়া বেড়া নানা ফুলদাম।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে মুকুতার মালে
বল্লভ জিত তনু অনুপাম ॥
নব নব সখি মেলি দেই সবে করতালি
নূপুরে পঞ্চম স্বরগায়।
এমত মাধুরী নৃত্য ত্রিজগৎ আহ্লাদিত
লোচন দেখিবে কবে তায়[২] ॥

পূর্ব্বে উল্লিখিত নাটকের প্রথম শ্লোকটির এই অনুবাদ। লোচন অনুবাদে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। অনুবাদের ভাষা যেমন সুমধুর, তেমনই প্রকাশ

১। জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৩ক।

২। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকে উদ্ধৃত লোচনের পদ, :৩।

ভঙ্গীর মধ্য দিয়া চিত্র এবং সঙ্গীতের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য ও বেশভূষার একটি সুন্দর চিত্র কবি এইখানে চিত্রিত করিয়াছেন। মূলাতিরিক্ত উক্তি দ্বারা পদে নূতন সৌন্দর্য্যও সৃষ্টি করিয়াছেন। মূল শ্লোকে 'সুমধুর কণ্ঠস্বর', 'অরুণ কমল দুটি আঁখি', 'শ্রবণে কুণ্ডল' ও গলে মুকুতার মালার কথা নাই, কিন্তু লোচন নিজ কবি-কল্পনা দ্বারা সখাগণের করতালির সহিত মুরারির ত্রিভঙ্গ অঙ্গলতিকাবিশিষ্ট নৃত্যের বর্ণনায়, মুরারিকে অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট লোচন, কর্ণে কুণ্ডল, গলে মুকুতার মালা দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন।

অকিঞ্চন দাসও এই প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত ত্রিজগতে মঙ্গলবিস্তার জনক মুরারির এই নৃত্যের ভাবানুবাদ করিয়াছেন। যথা—

মৃদঙ্গ বেণুর ধ্বনি সুস্বাদু অমৃত জিনি
বেণুর ধ্বনি অতি মনোহর।
করয়ে সঙ্গীত গান শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ
সগ মিব তরুলতাবর॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর বেণু নটবর বেশ কানু
মধুমাখা হাসি উগরায়।
বয়স্যের গণ মেলি সবে দেই করতালি
তার মাঝে নাচে রঙ্গময়॥
উজ্জ্বল নূপুর পায় মধুর পঞ্চম গায়
কর্ণ মন করে রসায়ন।
কোকিলাদি পক্ষীগণ নিজ শব্দ বিস্মরণ
চিত্ত সম করে দরশন॥
মুরারি নটন হেন সুখী কর ত্রিভুবন
এই আমি করিয়ে প্রার্থনা[১]॥

লক্ষ্য করা যায় অকিঞ্চন দাসের এই ভাবানুবাদ লোচনের ভাবানুবাদের তুলনায় ততটা উৎকর্ষ লাভ করে নাই। ভাবপ্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগেও তাঁহার দক্ষতা কম। শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকালে মৃদঙ্গ বেণুর ধ্বনিকে অমৃত হইতেও সুস্বাদু বলিয়া উক্ত হওয়ার পরক্ষণেই—'বেণুর ধ্বনি অতি মনোহর' উক্তিতে পূর্ববর্ত্তী উক্তি—'অমৃত জিনি' উৎকট লঘু হইয়াছে। তবে একস্থলে অকিঞ্চন

১। জগন্নাথ বল্লভ, গঃ নঃ ৫ঃ মঃ ২২৩৫/১।

লোচনের স্থায় স্বকীয়তা আনয়ন করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের নূপুরের মধুর নিনাদে 'কোকিলাদি পক্ষীগণ নিজ শব্দ বিস্মরণ' করিয়াছে। কোকিলাদি পক্ষীগণের উল্লেখ মূল শ্লোকে নাই।

রামানন্দ রচিত মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকের ভাবানুবাদে যদুনন্দনের কবিকৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার আলোচনার নিমিত্ত মূল শ্লোক সহ যদুনন্দনের অনুবাদটি উল্লিখিত হইল—

স্মিতঃ নু ন সিতদ্যুতিস্তরলমক্ষি নাম্ভোরুহং
শ্রুতি র্ন চ জগজ্জয়ে মনসিজস্য মৌর্ব্বীলতা।
মুকুন্দ মুখ মণ্ডলে রভস-মুগ্ধ গোপাঙ্গনা-
দৃগঞ্চলভবো ভ্রমঃ শুভ শতায় তে কল্পতাম[১] ॥

—মুকুন্দের মুখমণ্ডলে যে হাসি দেখা যাইতেছে, উহা তো হাসি নয়, যেন স্বয়ং চন্দ্র। এই যে চঞ্চল নয়ন দেখা যাইতেছে, উহা ঠিক তরঙ্গায়িত পদ্ম পলাশের মত। ঐ যে কর্ণ দেখা যাইতেছে মনে হয় এই কর্ণদ্বয় জগৎজয়ের জন্য মনসিজের ধনুর্গুণ—প্রেমরস মুগ্ধা গোপরমণীগণের নয়ন প্রান্তে জাত এইরূপ যে ভ্রম পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা আপনাদের শত শত কল্যাণ বিস্তার করুক।

যদুনন্দনের অনুবাদ—

কৃষ্ণ মুখ মনোহর যাতে সর্ব্ব চিত্ত হর
অপূর্ব্ব বর্ণন যাতে হয়।
সে মুখ দর্শন হৈতে গোপাঙ্গনা যুথে যুথে
নানা রীতে বিতর্ক করয় ॥
কেহ কহে ছায়া নহে এই কৃষ্ণ জ্যোৎস্না হয়ে
দেখিল ভুবন জ্যোৎস্না যাতে।
প্রেমরস বরষিছে সুধাসিন্ধু উগারিছে
শীতল করিছে ত্রিজগতে ॥
কোন ব্রজ নিতাম্বিনী চঞ্চল লোচন ধনী
কহে এই কৃষ্ণ আঁখি নয়।
চপল অম্বুজ দুই খঞ্জন ভ্রমর যেই
কটাক্ষে অনঙ্গবাণচয় ॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, ১।২ শ্লোক।

গোবিন্দের কর্ণদ্বয়ে দেখি কার ভ্রম হয়ে
কহে এই কাম ধনুগুণ।
ভ্রূ কামান ধনু যনু কর্ণ দুই গুণগণ
নাশা কাম তিল ফুল বাণ॥
এই মত নানা ভ্রম করে সব গোপীগণ
কৃষ্ণমুখ মণ্ডলি দেখিয়া।
দেখি সেই মুখশশী রাখ্ সদা অহর্নিশি
স্ফুরে যদুনন্দনের হিয়া[১]॥

মূল শ্লোকে রামানন্দ রায় কৃষ্ণ মুখ মণ্ডল দর্শনে গোপীগণের চিত্ত বিভ্রমের কথা তেমন বিশদ করিয়া বলেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের হাস্য, নয়ন ও কর্ণের বর্ণনায় হাস্যকে চন্দ্রের সঙ্গে, নয়নকে তরঙ্গান্বিত পদ্ম পলাশের সঙ্গে, কর্ণদ্বয়কে মনসিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া বর্ণনা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু যদুনন্দন এই সীমা অতিক্রম করিয়া গোপীচিত্তে কৃষ্ণ সৌন্দর্য্যানুভূতির আরও অধিক প্লাবন বহাইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ আঁখিকে 'চপল অম্বুজ দুই' বলিয়াও গুণসাদৃশ্যে খঞ্জন ও ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আবার পদের আরম্ভেই দেখা যায় যদুনন্দন এইরূপ উক্তি করিয়াছেন—'কৃষ্ণ মুখ মনোহর যাতে সর্ব্বচিত্ত হর' কৃষ্ণ মুখ যে সকলের চিত্ত হরণ করে এই কথা রামানন্দ বলেন নাই, তিনি গোপীগণের মন হরণের কথাই কেবল বলিয়াছেন। যদুনন্দন এই অতি সম্ভাব্য কথাটি বলিয়া পদে আরও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, চন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হাস্যের যেখানে তুলনা দেখা যায় মূল শ্লোকে যদুনন্দন সেইখানে শ্রীকৃষ্ণের হাস্যরূপ জ্যোৎস্নার মধ্যে আরও বিশেষ সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন এই হাস্য—

প্রেমরস বরষিছে সুধাসিন্ধু উগারিছে
শীতল করিছে ত্রিজগতে।

ব্রজরমণীগণকে রামানন্দ কোন বিশেষণে বিভূষিত করেন নাই। যদুনন্দন সেইখানেও বৈচিত্র আনয়ন করিয়া ব্রজরমণীগণকে 'চঞ্চল লোচন ধনী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মূল শ্লোকটি যে অপহ্নুতি অলঙ্কারের লক্ষণযুক্ত, যদুনন্দন বিস্তারপূর্বক ভাবানুবাদ করিতে যাইয়াও সেই অলঙ্কারের সুষ্ঠু প্রয়োগ করিয়াছেন।

১। জগন্নাথ বল্লভ, ক: বি: ৩৭৬৭, পৃ: ২ক

অপহ্নুতি অলঙ্কারের যে ছয়টি রূপ—শুদ্ধ, হেতু, পর্যস্ত, ভ্রান্ত, চেছক ও কেতব, ইহার মধ্যে ভ্রান্ত অপহ্নুতি অলঙ্কার এই পদে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'কৃষ্ণমুখমণ্ডলি দেখিয়া' গোপীচিত্তে যে 'নানা ভ্রম' উপস্থিত হইয়াছে তাহা ভ্রান্ত অপহ্নুতি অলঙ্কারের সুন্দর উদাহরণ।

লোচনদাস রামানন্দ রচিত এই শ্লোকটির যে ভাবানুবাদ করিয়াছেন তাহাও বিশেষ সৌন্দর্য মণ্ডিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ পদটি উদ্ধৃত হইল—

একদিন গোপীগণ হেরি কৃষ্ণ-সুবদন
প্রেমাবেশে কহে হাসি হাসি।
কি দেখিনু ওমা রূপ অমিয়া রসের কূপ
মুখ নহে শরদের শশী॥
কে বলে চঞ্চল আঁখি আঁখি নহে পদ্মসখী
ভাসি গেল লাবণ্য সলিলে।
হেন মোর মনে লয় জগৎ করিয়া জয়
অনঙ্গের গুণ শ্রুতি মূলে॥
হেরিয়া নয়ন কোনে নানা ভয় হয় মনে
প্রেমেতে প্রলাপময় বাদ।
গোপীকার ভ্রম যত ভক্তে দিতে শুভ শত
লোচনের পরম আহ্লাদ॥[১]

একই শ্লোকের অনুবাদে লোচন ও যদুনন্দনের মধ্যে একটি পার্থক্য এই যে যদুনন্দন যেখানে ২০ চরণে অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছেন লোচন সেইস্থলে ১২ চরণে ভাবানুবাদ করিয়াছেন। ভাবানুসারে কোন কোনস্থলে আক্ষরিক অনুবাদও লক্ষ্য করা যায়। মূল শ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে 'তরলমক্ষি নাম্ভোরুহং' লোচন এই অনুবাদ মূলানুসারে করিয়া বলিলেন—'কে বলে চঞ্চল আঁখি আঁখি নহে পদ্ম সখী'। লোচন মূলানুসারে আঁখিকে কেবল পদ্মের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন যদুনন্দন সেইখানে শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল আঁখির সঙ্গে নৃত্যকুশল খঞ্জন পাখীর উপমা, শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ আঁখি—তাহার সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরের সাদৃশ্য আনয়ন করিয়া লোচন অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

১। দ্রঃ বঃ —রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪

মূলগ্রন্থে মঙ্গলচরণের তৃতীয় শ্লোকে কৃষ্ণমুখ-শশী যে আনন্দ-বিধায়ক সেই কথাই বলা হইয়াছে। যথা—

কামং কামপয়োনিধিং মৃগদৃশামুন্তাবয়ন্নির্ভরং
চেত কৈরব কাননানি যমিনামত্যন্তমুল্লাসয়ন।
রক্ষ কোক কুলানি শোকবিকলানোকান্তমাকল্পয়ন
আনন্দং বিতন্ত বো মধুরিপোবক্তাপদেশঃ শশী।[১]

—শ্রীমধুসূদনের মুখশশী আপনাদের আনন্দ বিস্তার করুক। এই মুখচন্দ্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মৃগনয়না গোপরমণীগণ প্রেমসাগরে উদ্বেলিত হন এবং যোগীগণের চিত্তরূপ কুমুদকানন অতীব উল্লসিত হয়। এই শ্রীমুখ শোকাকুলা রক্ষ চক্রবাক কুলের শোক অপনয়ন করে।

এই শ্লোকটির অনুবাদ যদুনন্দন অনেকাংশে মূলানুসারে করিয়াছেন। তথাপি চারিচরণে ধৃত শ্লোকের মূলভাব দ্বাদশচরণে বিস্তৃত হইয়াছে। যথা—

গোবিন্দ বদন ছলে চন্দ্রিকা উদয় কৈলে
যাতে দেখি এই সব চিহ্ন।
হেরি নিতম্বিনীগণ হৃদি সিন্ধু উছালন
কামভাব যাতে পরধান॥
মৃগ দৃশচিত্ত যত কৈরবের বন মত
তারা আছে মঞ্জরী হইয়া।
সে বন প্রফুল্ল করে পরম উল্লাস ধরে
হেন মুখচন্দ্র মোহনিয়া॥
বক্ষজ সমূহগণ সে যে চক্রবাকগণ
তারা শোক সদা বিস্তারয়।
সেই কৃষ্ণ মুখশশী হর্ষ দেই অহর্নিশি
এ যদুনন্দন দাসে কয়[২]॥

মূল শ্লোকটিতে যে কামরূপ সমুদ্র, চিত্তরূপ কুমুদ এবং রাক্ষসরূপ কোককুলের রূপক অলঙ্কারের সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়, যদুনন্দনের অনুবাদেও এই সব আলঙ্কারিক প্রয়োগ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তবে আলঙ্কারিক প্রয়োগ

১। জগন্নাথ বল্লভ ১/৩ শ্লোক।
২। জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩১৪৩, পৃঃ ২খ

যথাযথ বজায় রাখিয়াও দেখা যায় যদুনন্দন মূল শ্লোকের 'রক্ষ কোকুলানি' স্থলে 'বক্ষজ সমূহগণ' বলিয়া ভিন্ন অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ বক্ষজাত বিষয় বা বস্তু সমূহের কথা বলিয়াছেন, রাক্ষসরূপ চক্রবাক কুলের কথা বলেন নাই। মূলতঃ চক্রবাককে রাক্ষসতুল্য মনে করা যায় না। প্রসিদ্ধি আছে যে চক্রবাক-মিথুন দিবাভাগে মিলিত হইলেও নিশাকালে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়। এই বিচ্ছেদের ফলে যে বিরহ জনিত কোমল করুণ আর্ত্তনাদ তাহাদের কণ্ঠে প্রকাশ পায় তাহা কবিগণের কাব্যে রূপ নেয়। 'রক্ষ' শব্দ এই স্থলে ঠিক প্রযোজ্য নয়। অতএব অনুমান করা যায় শব্দটি 'রক্ষ' না হইয়া 'বক্ষ' হইবে। সম্ভবত ভ্রমহেতু 'ব' এর নিম্নদেশে একটি বিন্দু যোগ হওয়ায় এই বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু যদুনন্দন সম্ভাব্য অর্থ ধরিয়াই—'বক্ষজ সমূহজন সে যে চক্রবাকগণ' বলিয়া চক্রবাক ও চক্রবাকীর নিশাকালের বিরহ-সাদৃশ্য অনুসারে বক্ষজ স্তন দুইটির কৃষ্ণ বিরহ-দশার উপমাজনিত অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন।

রূপক অলঙ্কারে মণ্ডিত এই শ্লোকটির সুন্দর অনুবাদ লোচন দাসও করিয়াছেন। লোচনের ভাবানুবাদও দ্বাদশটি চরণে বিধৃত। তবে প্রথম চারিটি চরণ বক্তব্যের ভূমিকা-স্বরূপ রচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পদটি উদ্ধৃত হইল—

কেহ বলে শুন সখি চাঁদে নানা রূপ দেখি
এ চাঁদে সে সব গুন কোথা।
হাসি কহে আর জন না ভাবিহ অন্যমন
সেই গুণে পূর্ণ চন্দ্র হেথা॥
দেখিয়া ব্রজের ইন্দু উথলয়ে প্রেমসিন্ধু
গোপিকার জানিহ নিশ্চয়।
মুনির কুমুদ চিত যে বা করে প্রফুল্লিত
সেই চন্দ্র ব্রজেতে উদয়॥
অসুরাদি চক্রবাক চাঁদে হেরি পায় শোক
দুঃখ পাইয়া চাঁদে নিন্দা করে।
জগৎ উজ্জ্বল কর মুখচ্ছলে শশধর
মনের তিমির করে দূরে॥[১]

১। জগন্নাথ বল্লভ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, পৃঃ ৫

লোচন মূলের অনুসারেই শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শনে গোপরমণীগণে প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত হওয়ায় কথা প্রায় আক্ষরিক ভাবে বলিয়াছেন—

দেখিয়া ব্রজের ইন্দু উথলয়ে প্রেম সিন্ধু
গোপিকার জানিহ নিশ্চয় ॥

চন্দ্রোদয়ে যেমন সমুদ্রের জল উচ্ছসিত হয় সেইরূপ ব্রজকুল চন্দ্রের দর্শনে গোপীকার প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠে। যোগীগণের চিত্ত ও যে ব্রজের ইন্দু দর্শনে কুমুদের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠে রূপক অলঙ্কারে মণ্ডিত এই সব কথাও প্রায় আক্ষরিক ভাবেই বলিয়াছেন। দেখা যায় মূল শ্লোকের 'রক্ষ কোককুলানি' উক্তির ভাবানুবাদে যদুনন্দন যে স্বাতন্ত্র আনয়ন করিয়া 'বক্ষজ সমূহগণ' বলিয়াছেন, লোচনে সেরূপ কোন স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা যায় না। তিনি সেইখানেও মূলানুসারে 'অসুরাদি চক্রবাক' বলিয়াছেন।

অকিঞ্চন দাসও এই মূল শ্লোকটির অনুবাদ প্রায় আক্ষরিকভাবে করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পদটি উল্লিখিত হইল—

মধুরিপু মুখ ছান্দে উপদেশ করে চান্দে
হৃদয়ে যে আনন্দ বাঢ়ায়।
মুনিগণ তনু মন প্রফুল্ল কমল বন
সে আনন্দ কহনে না যায় ॥
গোপঙ্গনাগণ তথি চিত্তের কাম পয়োনিধি
নির্ভয়ে করয়ে উদ্ভাবনা।
কোকাদি রাক্ষসগণ শোকেতে আকুল মন
তা সবার বাড়ায় কল্পনা ॥
কার সুখ কার দুঃখ বাড়ায় কৃষ্ণ চন্দ্র দুঃখ
চন্দ্র সম করে ব্যবহার।
তো সবার হৃদয় চন্দ্র করুক উদয়
প্রেমানন্দ করুন বিস্তার[১] ॥

লোচন ও যদুনন্দনের অনুবাদের তুলনায় অকিঞ্চনের এই অনুবাদে সেই রকম উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায় না। অকিঞ্চন যেখানে বলিয়াছেন—'মধুরিপু মুখ

১। জগন্নাথ বল্লভ, ব: স: প্র: স: ২২৩৫/১৭, ১/৩

ছান্দে উপদেশ করে চান্দে' এই 'উপদেশ করে চান্দে' কথাটির ঠিক তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় না। লোচন বা যদুনন্দনের ভাব প্রকাশে এরূপ অস্পষ্টতা নাই। ইহা ব্যতীত 'কোকাদি রাক্ষসগণ' এর শোকাকুল মনে 'বাড়ায় কল্পনা' উক্তিটিও অস্পষ্ট।

৮ চরণ বিশিষ্ট মূল গ্রন্থের এই শ্লোকটির—

মৃদুতর মারুত বেল্লিত পল্লব বল্লী-বলিত শিখণ্ডং
তিলক বিড়ম্বিত মরকত মণিতল-বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্।
যুবতি মনোহর বেশম্।
কলয় কলানিধিমিব ধরণীমনু পরিণতরূপ-বিশেষম্॥ ধ্রু॥
খেলা দোলায়িত মণি কুণ্ডল-রুচিরানন-শোভং
হেলাতরলিত মধুর বিলোচন জনিত বধূজন লোভম্।
গজপতি রুদ্র নরধিপ-চেতসি জনয়তু মুদমনুবারম্
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং মধুরিপু রূপমুদারম্॥[১]

ভণিতা ও প্রশস্তিযুক্ত শেষ দুইটি চরণের উল্লেখ ব্যতীতই শ্লোকের মূল ভাবের বিস্তার যদুনন্দন ২০ চরণে সম্পন্ন করিয়াছেন। মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে—যুবতী মনোহর বেশধারী ঐ মদন গোপালকে দেখ, মনে হয় চন্দ্র যেন রূপ বিশেষ ধারণ করিয়া ভুবনে উদিত হইয়াছেন। তরুলতার পল্লব-বিতান বিজড়িত ময়ূরের পুচ্ছসকল মন্দ মন্দ বায়ুতে আন্দোলিত হইতেছে। মরকত মুকুরে প্রতিবিম্বিত শশাঙ্ক খণ্ডও উহার তিলকের উজ্জ্বলতার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতেছে। শ্রীমুখমণ্ডলে দোলায়মান কুণ্ডলে মুখের শোভা আরও উজ্জ্বল। হেলা নামক ভাব জনিত নয়নের তরল চাহনিতে ব্রজবালাগণের চিত্ত লোভে আকৃষ্ট হইতেছে।

যদুনন্দনের অনুবাদ—

গোপাল বালক সঙ্গে নানা লীলা রসরঙ্গে
যমুনা পুলিনে যায় হরি।
বত্তিশ লক্ষণযুক্ত দেব দেবেশ্বর যুক্ত
যায় অতি হর্ষ ভাবে ভরি॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, ১/২২ শ্লোক।

মরকত দরপণ জিনি তনু বিলক্ষণ
মন্দ মন্দ করয়ে গমন।
চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ তাহাতে পল্লব গুচ্ছ
মৃদু বায় দোলায় সঘন ॥

ললাটে তিলক ভাল মরকত মণিস্থল
বিলম্বিত যেন শশধর।
যুবতি মোহন বেশ মাতায় গোলক দেশ
দেখ দেখ অতি মনোহর ॥

কলানিধি চলি যায় মন্দ মন্দ ফিরে তায়
ত্রিভুবন উজোর করিয়া।
দেখহ তেমন হেন রতিপতি মনোরম
পরিণতি রূপ মোহনিয়া ॥

সুন্দর বদন শোভা কোটিচন্দ্র মনলোভা
গণ্ড দরপণ দুই তথা।
শ্রবণে মকর মণি কুণ্ডল সে সুদোলনি
রুচির রুচির শোভে যথা ॥[১]

২০ চরণের মধ্যে প্রথম চারিটি চরণ মূল বক্তব্যের ভূমিকা স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। মূল শ্লোকে এইরূপ ভূমিকা বা পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় না। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ চরণ দুইটিও মূলাতিরিক্ত সংযোজনা। যদুনন্দন এই সব স্থলে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। লোচনদাস এই শ্লোকের যে ভাবানুবাদ করিয়াছেন তাহা প্রধানত মূলানুযায়ী। তবে অনুবাদ অনেকটা আক্ষরিক হইলেও সাজাইবার পারিপাট্যে এবং বর্ণনার গুণে রচনায় বিশেষ সৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

যুবতি মনোহর ও না বেশ গো।
অবনীমণ্ডলে সখি চাঁদের উদয় যেন
সুধাময় রূপের বিশেষ গো ॥ ধ্রু ॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৫ক।

চূড়ার উপরে শোভে নানা ফুলদাম গো
তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা।
যেন চাঁদের উপরে চাঁদ উদয় করিল গো
ললাটে চন্দন বিন্দু রেখা॥
সঘনে দোলায় কানে মকর কুণ্ডল গো
কুলবতীর কুল মজাইতে।
উহার নয়ন কুসুম-শর মরমে পশিল গো
ধৈরজ ধরিতে নারি চিতে॥
এমন সুন্দর রূপ কোথা হতে এল গো
মনোভব ভুলিল দেখিয়া।
লোচন মজিল সই ও রূপ সাগরে গো
কি বা সে নাগর বিনোদিয়া॥[১]

মূল শ্লোকের ৮ চরণের ভাব লোচন ১৫ চরণে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই অনুবাদে যদুনন্দনের অনুবাদের ন্যায় দীর্ঘভাব বিস্তার করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। এই অনুবাদ অনেকটা আক্ষরিক, মূল ভাব ব্যক্ত করিতে কবির মৌলিকতা প্রকাশ পায় নাই। তবে শেষের চারিটি চরণ মূলাতিরিক্ত। 'এমন সুন্দর রূপ কোথা হতে এলো গো' প্রভৃতি উক্তি মূল শ্লোকে নাই। শেষের এই চারিটি চরণ কবির নিজমনের ভাবাভিব্যক্তি রূপে গণ্য হইতে পারে। লোচন ও যদুনন্দনের অনুবাদের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় লোচনের অনুদিত পদটি যেমন স্বচ্ছ সরল ভাষায় রচিত, যদুনন্দনের ভাষায় সেইস্থলে পাণ্ডিত্য প্রকাশের লক্ষণও দেখা যায়। লোচন যেখানে সহজ ভাষায় বলিয়াছেন—

চূড়ার উপরে শোভে নানাফুল দামগো
তাতে উড়ে ময়ূরের পাখা।

যদুনন্দন এই ভাবটিই সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—

চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ তাহাতে পল্লব গুচ্ছ
মৃদুবায় দোলয় সঘন।

লোচন সহজ ভাষায় আন্তরিক পূর্ণভাবে বলিয়াছেন বলিয়া বক্তব্য অধিক মর্মস্পর্শী

১। জগন্নাথ বল্লভ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, পৃঃ ১৬।

বলিয়া মনে হয়। আবার, যেসব স্থলে তিনি 'গো' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন, 'নানা ফুল দামে গো', 'উদয় করিল গো', 'মরমে পশিল গো', ইত্যাদি হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশের শব্দগুলি পদে বিশেষ আন্তরিকতার সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে আকৃষ্টা শ্রীরাধার কেলি বিপিন গমনের যে সুন্দর চিত্র রামানন্দ রায় অঙ্কণ করিয়াছেন—

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং
পঙ্কজমিব মৃদু মারুত চলিতম্।
কেলি বিপিন প্রবিশতি রাধা
প্রতি পদ সমুদিত মনসিজ বাধা ॥ ধ্রু ॥

বিনিদ্ধতী মৃদুমন্থর পাদং
রচয়তি কুঞ্জর গতি মনুবাদম্॥
জনয়তু রুদ্র গজাধিপমুদিতং
রামানন্দ রায় কবি ভণিতম্॥[১]

—শ্রীরাধা কেলিকাননে প্রবেশ করিলেন। তিনি মৃদুমন্দ বায়ুচালিত পঙ্কজের ন্যায় এদিকে সেদিকে আঁখিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতি পদক্ষেপেই কন্দর্পের বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল। সেইজন্য তাঁহার গতিভঙ্গি কুঞ্জর গমনের ন্যায় মন্থর হইল।

গেণ্ডাকিরী রাগে রচিত এই শ্লোকটির অনুবাদে যদুনন্দনের কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। মূলভাবের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। যথা—

পরম আনন্দ মনে যায় ধনি বৃন্দাবনে
মনে দেখে শ্যাম নবঘন ॥
দীঘল নয়নী ধনি চতুর্দ্দিকে নিহারিণী
দেখিতে চাহয়ে ঘনশ্যাম।
তাহাতে পঙ্কজ আঁখি ঘন দোলে হেন দেখি
বাহুচালে পঙ্কজিনী ঠাম ॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, ১।৩৭ শ্লোক।

মনে হেন কাম বাধে তাহাতে অস্থির রাধে
চলি যায় মন্থর গমনে।
মৃদু পদ ধরি যাহা পদ্মবন ভরে তাহা
লাখে লাখে পড়ে অলিগণে॥
তপ্ত কাঞ্চন কান্তি বালার্ক বিজুরি ভাতি
মৃদুতন করে টলবলে।
গমন মাতঙ্গ জিতি প্রেমময়ী সুমুরতি
এ যদুনন্দন সহ চলে॥[১]

শ্রীরাধার বৃন্দাবনে কেলি-কাননে প্রবেশ ভঙ্গি, কুঞ্জর গতির ন্যায় মন্থর পাদন্যাস, পঙ্কজ আঁখির ইতস্তত চঞ্চল দৃষ্টিপাত ইত্যাদি বিষয় মূলানুসারেই যদুনন্দন অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরাধার চরণ কমলের মৃদু পদক্ষেপ বনদেশের যে স্থলে পড়ে বনদেশের সেই সব স্থল যেন 'পদ্মবন ভরে তাহা' বলিয়া মনে হওয়ায় লাখে লাখে অলি আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হয়, এই কথা রামানন্দ না বলিলেও যদুনন্দন স্বতন্ত্রভাবে এই ভাবটি প্রকাশ করিয়া পদে নূতন সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীরাধার অঙ্গ যে 'তপ্ত কাঞ্চন কান্তি' ও 'বালার্ক বিজুরি ভাতি'-র ন্যায় সমুজ্জ্বল এই উক্তিও মূলাতিরিক্ত।

লোচনদাস এই শ্লোকটির যে অনুবাদ রচনা করেন তাহাও আক্ষরিক অনুবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া ভাবানুবাদের সুন্দর নিদর্শনরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

চলিল ব্রজমোহিনী ধনী কুঞ্জর বর গমনী
কেলি বিপিনে সাজলি রঙ্গে সঙ্গে বরজ রমণী।
মদন আতঙ্কে পুলক অঙ্গ নব অনুরাগে প্রেম তরঙ্গ
চঞ্চল মৃগ নয়নী॥
কবরী মণ্ডিত মালতী মাল নব জলধরে তড়িত জাল
স্থকিত চকিত অমনি।
বদন মণ্ডল শারদ চন্দ্র মদনের মনে লাগিল ধন্দ
নিখিল ভুবন মোহিনী॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৭খ

নীল বসন রতন ভূষণ মণিময় হার দোলয়ে সঘন
কটিতলে বাজে কিঙ্কিণী।
চরণ কমলে মাতল ভৃঙ্গ মধুপান করি না ছাড়ে সঙ্গ
সদা করে গুণ গুণ ধ্বনি॥
চকিত যুগল নয়ন স্পন্দ খঞ্জন মনে লাগল ধন্দ
চম্পক কাঞ্চন বরণী।
হেলিয়া দুলিয়া চলিল রঙ্গে নব নব নব নাগরী সঙ্গে
লোচন মন রঞ্জনী[১]॥

লোচনের 'ব্রজমোহিনী ধনী' শ্রীরাধা 'নব অনুরাগে' পুলকিত অঙ্গে কৃষ্ণদর্শনে চলিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে নীলবসন, গলায় মণিময় হার, মালতীমালায় কবরী মণ্ডিত, কটিদেশে কিঙ্কিণীর রুনুঝুনু ঝঙ্কার ইত্যাদির কথা কবির বর্ণনায় কবিত্বময় রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। রামানন্দ এই সব কথা বলেন নাই, কিন্তু রামানন্দের বর্ণনায় যেখানে আছে—'প্রতিপদ সমুদিত মনসিজ বাধা' অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শন অভিলাসী শ্রীরাধার প্রতিপদক্ষেপ মদন পীড়ায় মন্থর হইতেছিল, এইরূপ অনুরাগময় অথচ গাম্ভীর্য পূর্ণ রাধাচিত্তের যে বর্ণনা দিয়াছেন রামানন্দ, লোচনের শ্রীরাধার গমন বর্ণনা সেরূপ নয়। সেখানে শ্রীরাধা হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গভরে গমন করেন—'হেলিয়া দুলিয়া চলিল রঙ্গে নব নব নব নাগরী সঙ্গে', যদুনন্দনের শ্রীরাধাও এরূপ নিঃসঙ্কোচে হেলিয়া দুলিয়া গমন করেন নাই তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। পূর্বরাগের নায়িকার পক্ষে প্রথম অনুরাগের অবস্থায় হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গভরে প্রিয় সন্নিধানে গমন করা সঙ্গত হয় না। অতএব দেখা যায় লোচন এই পদটির অনুবাদে স্থানে স্থানে বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করিলেও শ্রীরাধাকে এইস্থলে চপলা নায়িকা করিয়া যেন কবি-কল্পনায় উৎকর্ষতা আনয়ন করিতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণকে চোখে দেখিয়া কামবাণে বিদ্ধা শ্রীরাধার অভিনব ভাবোদয়ের কথা মূল গ্রন্থের গান্ধার রাগে রচিত শ্লোকে বলা হইয়াছে—

হরি হরি! চন্দন-মারুত-পিককৃতমনুতনুরতনু-বিকারং।
তির ইতুমিব সা কতি কতি সহসা রচয়তি ন শিশুবিহারম্॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩

উপনত মনসিজ বাধা।
অভিনব ভাব ভরানপি দধতী শিব-সীদতি রাধা ॥ ধ্রু ॥
অভিনয়-নিশ্চল-নয়ন যুগল-গলদম্বুকণানম্বুবারং।
রহসি হটাদুপযাতি সখী মনুরচয়তি সৌহৃদ সারম্[১] ॥

—হরি হরি! সেই ক্ষীণাঙ্গিণী চঞ্চল সমীরণ ও কোকিলের রবজনিত মদনবিকার দূর করিবার জন্য শিশুর ন্যায় কত প্রকার বৃথা চেষ্টাই করিতেছেন। মনসিজ বাধাগ্রস্ত শ্রীরাধা অভিনব ভাবসকল ধারণ করিয়া কতই না বিষণ্ণ হইয়া আছেন। তাঁহার অবিরল নিশ্চল নয়ন যুগলের অশ্রুধারা ঝরিতেছে। কখনও বা নির্জনে সখীগণের নিকট গমন করিতেছেন এবং তাহাদের নিকট কত সুহৃদ ভাব প্রকাশ করিয়া দৈন্যময় বিষাদ ব্যক্ত করিতেছেন।

যদুনন্দনের ভাবানুবাদ এইস্থলে সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার একটি কারণ এই যে দ্বিতীয় অঙ্কের এই বিংশতি সংখ্যক শ্লোকের মূলভাব ইহারই পূর্ববর্তী উনবিংশতি শ্লোকে শ্রীরাধার চন্দ্র দর্শনে এবং পিকরবে যে অনঙ্গ বেদনা উপস্থিত হইবার কথা বলা হইয়াছে তাহারই প্রতিক্রিয়া বিংশতি শ্লোকে বিশেষ-ভাবে ব্যক্ত হওয়ায় বিংশতি শ্লোকের অনুবাদ অংশ সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দুইটি শ্লোকের মূলভাব অবলম্বন করিয়া যে ভাবানুবাদ করিয়াছেন তাহাতে সমুদয় অংশই ব্যক্ত হইয়াছে—

দেখিয়া পূর্ণিমা শশী কহে বহ্নি রাশি রাশি
পোড়াইছে মোর তনু মন।
এতেক কহিলে কোপি রহে সভে তনু ঝাপি
তেতেঞি কহে মদন বেদন ॥
সখি হে এতহু বেদনে ধনি রাই।
অভিনব প্রেমদাহ ব্যথা পায় হিয়া মাহ
বেকত করিতে কেহো নাই ॥
কোকিলের ধ্বনি শুনি চমকিত হয়া ধনি
কর্ণঝাপে দুই হস্ত দিয়া।
কহে কিয়ে বজ্রাঘাত জন্মাইছে উৎপাত
প্রাণ রাখি কেমনে করিয়া ॥

১ বল্লভ, ২/২০ শ্লোক।

সখীগণ পুছে যবে উত্তর না করে তবে
অবনত মুখী হয়া রহে।
মলয় পবণ পাই ঘর্ম্ম পড়ে অঙ্গ মই
কহে কি বা বিষে পরাশয়ে॥

কারণ নাহিক জানে জল গলে সুনয়নে
অনুক্ষণ নাহি অবসর।
নিভৃতে সখীর কানে কহে কথা অনুষ্ঠানে
না কহয় কি তার অন্তর॥

এই সব অনুষ্ঠানে জানিলু তো অনুমানে
যাহারে পীড়য়ে অতিশয়।
যার ব্যথা সেই জানে বচন কহয়ে আনে
অতএব কহিল নিশ্চয়॥[১]

উনবিংশতি শ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে—'শশিনি নয়ন পাতো নাদরাত্নুন্মদানাং রুতমনুচ পিকানাং কর্ণরোধশ্চলেন[২]'। অর্থাৎ শ্রীরাধা চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি দানে অনাদর দেখাইতেছেন এবং প্রমত্ত কোকিলের রবে ছলপূর্ব্বক কর্ণরোধ করিতেছেন। এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া পদের প্রথম দিকের ১১টি চরণ রচনা করিয়াছেন। উনবিংশতি শ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে—'প্রতি বচনমপার্থং যৎ সখীনাং কথাসু স্মরবিলসিতমস্যাস্তেন কিঞ্চিত প্রতীতম্।'[৩] অর্থাৎ সখীরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার অর্থহীন উত্তর দিতেছেন, এই সকল লক্ষণ দ্বারাই কন্দর্পের বিলাস প্রভাবের অনুমান করা যায়। পদের দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ চরণে উনবিংশ শ্লোকের এই দ্বিতীয় অংশের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। পদের পরবর্তী ৮টি চরণে বিংশতি শ্লোকের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

লোচনের পদ রচনায় দেখা যায় দ্বিতীয় অঙ্কের বিংশতি শ্লোকের অনুবাদের সঙ্গে উনবিংশতি শ্লোকের মিশ্রণ ঘটে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিংশতি শ্লোকের অনুবাদটি উদ্ধৃত হইল—

১। জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১০খ
২। ঐ ২।১৯ শ্লোক
৩। ঐ ২।১৯ শ্লোক

কি কহব রে সখী মনসিজ বাধা।
নব নব ভাবভরে তনু পুলকিত শিব শিব জপতহি রাধা ॥ ধ্রু ॥
শীতল চন্দন পরশে সমাকুল পিকরুতে শ্রবণহি ঝাঁপ।
মলয় সমীর পরশে হই জর জর থর থর নিশি দিশি কাঁপ ॥
অলি কুল গান শুনই বর নাগরী উথলত মদন বিকার।
গুরু পরিবাদ গোপত লাগি নাগরী রচয়তি বালক-বিহার ॥
নয়ন যুগলে গলে বারি নিরন্তর ঝমরু বদন সরোজে।
তিমির তিরোহিত নিভৃত নিকেতনে চিন্তই ব্রজকুলরাজে ॥
রাইক বদন হেরি সুন্দরী ফাটত হৃদয় হামারি।
পামরী লোচন দাস মরি যায়ব সো দুঃখ সহই না পারি ॥[১]

শ্রীরাধার অনঙ্গ বিকারের ভাব বিংশতি শ্লোকের—'চন্দন মারুত পিকরুত-মনুতনুরতনু বিকারং, তিরয়িতুমিব সা কতি কতি সহসা রচয়িত ন শিশুবিহারম্' প্রভৃতি উক্তি অনুসারে প্রথম ছয়টি চরণ রচনা করিয়াছেন। পদের সপ্তম অষ্টম চরণে শ্লোকের পরবর্তী অংশের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু মূল শ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে—'হটাদুপযাতি সখী মনুরচয়তি সৌহৃদ সারম্' এই অংশের উল্লেখ লোচন করেন নাই। তথাপি বলিতে হয় রাধার অনঙ্গ বিকারের কথায় বিংশতি শ্লোকের ভাবানুবাদে লোচন যেমন বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন যদুনন্দন তাহা দেন নাই। লোচন বলিয়াছেন—'তিমির তিরোহিত নিভৃত নিকেতনে চিন্তই ব্রজকুল রাজে', শ্রীরাধা যে নিভৃত নিকেতনে ব্রজকুল রাজের চিন্তা করিতেছেন এই কথা রামানন্দের শ্লোকে নাই। যদুনন্দনও বলেন নাই। এইখানে নিজস্ব কবিকল্পনায় মৌলিকত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন লোচন।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষাংশের বর্ণনায় দেখা যায় রাধার অনঙ্গবিকার জনিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সখীগণ কৃষ্ণে অনুগতা রাধার মনোবেদনা দূর করিবার অভিপ্রায় লইয়া কৃষ্ণ সমীপে গেলে শ্রীকৃষ্ণ শশীমুখীকে বলিতেছেন—'ভদ্রে তন্নিবর্ত্ত্যতাং অসদৃশাৎ সাহসাদিয়ং বালা'[২]—ভদ্রে এই অযোগ্য অনুচিত সাহস হইতে উহাকে নিবৃত্ত করাই কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে তাহাকে অনুনয় পূর্বক এই কথা বুঝাইয়া বলিবে—

১। জগন্নাথ বল্লভ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৮।
২। ঐ কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১৪ক

শশিনি ন রাগং ভজতে নলিনী।
রবিমনুনৈব বৃষস্যতি রজনী ॥
কুলবণিতানামিদমাচরিতং।
পরপুরুষাধিগমে গুরুদুরিতং ॥
শশিমুখি বারয় বারিজ বদনাং।
অনুচিত বিষয় বিকথর মদনাং ॥
সা যদি গণয়তি ন কুল চরিত্রং।
কি মতি বয়ং কলয়াম ত চিত্রং ॥[১]

—চন্দে নলিনীর অনুরাগ হয় না, রজনীও দিবাকরকে পতি বলিয়া গ্রহণ করে না, পরপুরুষের প্রতি কুলকামিনীগণের এইরূপ আচরণ অতিশয় পাপজনক কাজ। শশিমুখি, তুমি এই পদ্মমুখী শ্রীরাধাকে এইরূপ কাজ করিতে বারণ কর। অনুচিত বিষয়ে প্রমত্ত মদন বিকার গ্রস্ত হওয়া উচিত নহে। যদি তিনি আপনার কুল ও চরিত্র রক্ষা না করেন, আমরা তাহা আশ্চর্য বলিয়া মনে না করিব কেন?

মল্লার রাগে রচিত এই শ্লোকটির ভাবানুবাদ যতুনন্দন ১৬ চরণে সম্পন্ন করিয়াছেন। যথা—

শশি প্রতি রাগ কিয়ে নলিনী অন্তরে রহে
কভু নাকি শুনিয়াছ ইহা।
রজনী কখন নাকি সূর্য্যক বাঞ্ছয়ে রতি
অতিশয় বিনতি হইয়া ॥
কুলের বনিতা যেই পরপতি ইচ্ছে সেই
অতি পাপী বেদ নিরূপণ।
অতএব শশিমুখি বার গিয়া পদ্মমুখী
অনুচিত সেই কর মন ॥
তিঁহো যদি কুলশীল লজ্জাভয় না গণিল
অন্যের তাহাতে কিবা খেতি।
আমরা কি না দেখিব কন্দনাদি না শুনিব
না লইব এই কুরীতি ॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, ২।৪৬ শ্লোক।

এত শুনি শশিমুখী হৃদয়ে হইয়া দুঃখী
আইলেন রাধিকার পাশে।
অপূর্ব্ব অমৃত কথা পরামৃতানন্দলতা
এই গায় যতুনন্দন দাসে[১] ॥

যতুনন্দনের এই ভাবানুবাদ একান্তভাবেই মূলানুসারী। এমন কি রামানন্দ বর্ণিত প্রেমাদর্শের মত সমর্থন করিয়া তিনিও শ্রীরাধার কৃষ্ণ প্রেমানুরাগকে 'কুরীতি' বলিয়াছেন। কিন্তু লোচন এই শ্লোকের ভাবানুবাদ মূলানুসারে করিয়াও শেষাংশে স্বকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লোচনের পদটি উদ্ধৃত হইল—

সখি বিচারিয়া দেখ মনে।
নিজ পতি বিনে সতী অন্যজনে
না হেরে নয়ন কোণে ॥ ধ্রু ॥

দেখ অনুমানি কখন নলিনী
শশধরে নাহি ভজে।
হেরি দিনমণি সেই যে যামিনী
স্বপনে না কভু মজে ॥

যে বা কুলবতী তার এই রীতি
নিশ্চয় বলিল তোরে।
সেই পদ্মমুখী শুন প্রাণ সখি
বিনয়ে বুঝাবে তারে ॥

তেজি কুলধর্ম অনুচিত কর্ম
সে ধনীর উচিত নয়।
একথা শুনিয়া কাঁপে মোর হিয়া
সখি নিবেদিবে তায় ॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১৪খ

কৃষ্ণের বচন শুনিয়া তখন
সজল শশীর আঁখি।
আশ্বাসি লোচন করে নিবেদন
তব কি বা দোষ সখি॥[১]

১৯টি চরণে রচিত এই পদের প্রথম দিকের ১৩টি চরণে মূল শ্লোকের প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শেষের চরণ ছয়টি লোচনের স্বকীয় রচনা। রামানন্দের মতে কুলকামিনীগণ পরপুরুষে প্রেম আচরণ করিলে তাহা দোষণীয়, কিন্তু লোচন এইস্থলে সখীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন—'তব কিবা দোষ সখি' অর্থাৎ শ্রীরাধার অনুরাগ উদয়ে দোষ কাহারও নাই। কারণ অনুচিত হইলেও প্রেম তো বিচার করিয়া উপস্থিত হয় না, লোচনের এই বলিষ্ঠ মতবাদ পদে বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কের নবম শ্লোকে দেখা যায় রাধা শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগহীনতা দেখিয়া খেদ করিয়া মদনিকাকে বলিতেছেন—

দেবি মদনিকে কঃ প্রকারঃ
প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপিমদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ
অন্যে বেদ নচান্য দুঃখ মখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধেঃকা গতিঃ।[২]

—হরি তো প্রেমচ্ছেদের বেদনা জানেন না। প্রেমও স্থানাস্থান জানে না। মদনও আমাদিগকে দুর্বলা জানিয়া দয়া করিতেছে না। এ জগতে কেহ কাহারও দুঃখ বোঝে না। জীবন তো কাহারও বশীভূত নয়। যৌবনও দুই তিন দিনের বেশী স্থায়ী হয় না। হায় বিধাতা এখন কি উপায়? দেবি মদনিকা এ কি হইল?

যদুনন্দন এই শ্লোকটির ৩৫ চরণ বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ ভাবানুবাদ রচনা করিয়াছেন—

১। জগন্নাথবল্লভ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৪।
২। ঐ ৩।৯ শ্লোক

প্রেমাঙ্কুর হইল তাহারে ভাঙ্গিল
তাথে যত দুঃখ হয়।
কৃষ্ণ তাহা জানে শঠতা মরমে
বাহিরে না পরকায়॥

সখি হে না বুঝিয়ে বিধি নাট কাজ।
সুখের আশয়ে দুঃখ প্রকাশয়ে
জগত ভরিল লাজ॥

তবে যদি বল কেনে প্রেম কর
তাহা কহি শুন এবে।
যে পাপ পিরিতি তাহার কুরীতি
স্থানাস্থান নাহি ভাবে॥

যে পাপী মদন সেহ অগেয়ান
না জানি অবলা বলি।
পাচ বাণ দিয়া বিন্ধে খীণ হিয়া
প্রাণ করে কলকলি॥

আনের বেদন আনে নাহি জানে
সে সব জানয়ে সতি।
অন্য কাহা লেখি না জানয়ে সখী
কহে ধৈর্য্য কর মতি॥

ধৈরজ করিতে পারি যদি চিতে
তবে কি এমন করি।
হিয়া ফাটে যবে ডাকি কহে তবে
কহিলে ধৈরজ ধরি॥

জীবনে যে হয়ে বচন শুনয়ে
কহিলে না রহে তেঞি।
শতবর্ষ সবে কখন কি হবে
চপলা অবলা মুঞি॥

এই যে যৌবন দিন দুই তিন
কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যাবে।
সে যৌবন গেলে কি বা সে বাঁচিলে
মরণ ভালই তারে ॥
বিধি সে দারুণ অতি অকরুণ
সকলি উল্টা রীতি।
কি করিব ইথে না পারি বুঝিতে
এ যদুনন্দন রীতি ॥[১]

যদুনন্দন রচিত এই পদটির আলোচনা প্রসঙ্গে, চৈতন্য চরিতামৃতে ধৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত এই শ্লোকটির ভাবানুবাদের কথা বিশেষভাবে মনে হয়. কারণ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর রচনার প্রভাব যদুনন্দনের পদটিতে স্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পদটি উল্লিখিত হইল—

উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুঃখ পূর
কৃষ্ণ তাহা নাহিক রে পান।
বাহিরে নাগর রাজ ভিতরে শঠের কাজ
পর নারী বধে সাবধানে ॥
সখি হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত হৈল দুঃখ বিপরীত
এবে যায় না রহে পরাণ ॥
কুটিল প্রেম অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান
ভালমন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণ ডোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে ॥
যে মদন তনুহীন পরদ্রোহে পরবীন
পাঁচবাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে বিন্ধি করে জরজরে
দুঃখ দেয় না লয় জীবন ॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১৭ক

অন্যের যে দুঃখ মনে অন্য তাহা নাহি জানে
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্য জন কাঁহা লিখি নাহি জানে প্রাণসখী
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবারে ॥
কৃষ্ণ কৃপা পারাবার কভু করিবেন অঙ্গীকার
সখি তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল যেন পদ্ম পত্রে জল
ততদিন জীবে কোনজন ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবের জীবন অন্ত
এই বাক্য কহনা বিচারি।
নারীর যৌবন ধন যারে কৃষ্ণ করে মন
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥
অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে[১] ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন প্রথম চরণে বলিয়াছেন—'উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুঃখ পূর', যদুনন্দন তাঁহার পদে প্রথম চরণেই ঠিক একই ধরণের উক্তি করিয়া বলিলেন—'প্রেমাঙ্কুর হইল তাহারে ভাঙ্গিল' তৃতীয় চরণে কৃষ্ণদাস যেখানে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের কথা বলিতে যাইয়া—'ভিতরে শঠেরকাজ' বলিয়াছেন, যদুনন্দনও যেন অঙ্ক কষিয়া ঠিক তৃতীয় চরণেই কৃষ্ণদাসের কথাটি পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন—'শঠতা মরমে' অথচ রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের শঠতার কথা উল্লেখ করেন নাই, যদুনন্দন এই উক্তি একান্তভাবেই কৃষ্ণদাসের উক্তি অনুসারে করিয়াছেন। এইরূপ উভয়ের রচিত পদের পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, ষোড়শ, ষটবিংশতি, অষ্টবিংশতি চরণেও একই প্রকার উক্তি দেখা যায়। অতএব যদুনন্দন যে এই স্থলে পূর্ববর্তী কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা রীতির অনুকরণ করিয়াছেন তাহা বলিতে পারা যায়।

১। চৈতন্যচরিতামৃত, পণ্ডিতবর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪৮।

কিন্তু লোচনদাস রচিত এই শ্লোকের অনুবাদটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদ প্রভাব-মুক্ত। যথা—

সখি হে কি কহব সে সব দুখ।
আমার অন্তর হয় জর জর
বিদরিয়া যায় বুক ॥ ধ্রু ॥
প্রেমের বেদন না জানে কখন
নিদয় নিঠুর হরি।
কুলিশ সমান তাহার পরাণ
বধিতে অবলা নারী ॥
প্রেম দুরাচার না করে বিচার
স্থানাস্থান নাহি জানে।
সে শঠ লম্পট কুটিল কপট
দিশি দিশি পড়ে মনে ॥
হাম কুলবতী নবীনা যুবতী
কানুর পিরিতি কাল।
তাহাতে মদন হইয়া দারুণ
হৃদয়ে হানয়ে শেল ॥
আনের বেদন আনে নাহি জানে
শুনলো পরাণ সখি।
মোর মন দুঃখ তুমি নাহি দেখ
আন জনে কাহা লখি ॥
কি দোষ তোমার পরাণ আমার
সেহ মোর বশ নয়।
কানু বিরহেতে বলিলে যাইতে
তথাপি প্রাণ না যায় ॥
নবীন যৌবন দিন দুই তিন
যেন পদ্ম পত্রের জল।
বিধিমোরে বাম না হেরিল শ্যাম
আমার করম ফল ॥

সখীর সদন করি বিলপন
সজল নয়ন ধনী।
হেরিয়া লোচন আশ্বাস বচন
করে জুড়ি দুই পাণি[১] ॥

হরি যে প্রেমভঙ্গের বেদনা জানেন না, প্রেম যে স্থানাস্থান বোঝে না যৌবন যে মাত্র 'দিন দুই তিন' থাকে, এই সব কথা রামানন্দ রায়ের শ্লোক অনুসারেই লোচন বলিয়াছেন। কিন্তু নবীন যৌবনকে লোচন যেমন 'পদ্ম পাত্রের জল' বলিয়া উপমা প্রদান করিয়াছেন এরূপ উপমা রামানন্দ, কৃষ্ণদাস ও যদুনন্দন দেন নাই। আবার লোচন যেখানে পদের আরম্ভে ভূমিকাস্বরূপ বলিলেন—'সখি হে কি কহব সে সব দুখ' এইরূপ উক্তিও রামানন্দে নাই।

অকিঞ্চনদাস এই শ্লোকের অনুবাদ রামানন্দের অনুসরণেই রচনা করিয়াছেন। যথা—

বিধির বিধান বুঝা নাহি যায়।
আমার যেমন দশা তোরে না জুয়ায় ॥
শৈশব হইল দূর উপজিল প্রেমাঙ্কুর
আনন্দ বাঢ়ল মোর মনে।
তাহার বিচ্ছেদ দুঃখ স্মঙরিতে ফাটে বুক
কৃষ্ণ তাহা কিছুই না জানে ॥
অগেয়ান প্রেম পাত্র নাহি বুকে পাত্রাপাত্র
স্থানাস্থান না করে বিচার।
সবল দুর্বল জনে নাহি জানে মদনে
হা হা বিধি কি হবে আমার ॥
এই সব সখীগণ সভে মোর প্রাণ সম
সভে কহে ধৈর্য্য কর মন।
যার দুঃখ সেই জানে অন্য তাহা নাহি মানে
সত্য এই শাস্ত্রের বচন ॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৩

মন বাক্য অগোচর যৌবন যে সেহ পর
দিন দুই তিনমাত্র রয় ।
কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধুসম তার কি বা নিয়ম
সখি তোর বাক্য ব্যর্থ হয় ॥[১]

তবে এই অনুবাদকে একান্ত আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায় না, কারণ 'প্রেমাঙ্কুর' উদয়ের কথা রামানন্দ উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু অকিঞ্চন বলিয়াছেন। কৃষ্ণদাস ও যদুনন্দনের পদেও প্রেমাঙ্কুর উদয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের পদে অকিঞ্চনের পদের উক্তির ন্যায় শ্রীরাধার শৈশবান্তে প্রেমাঙ্কুর উদয় হওয়ার কথা নাই। তাঁহারা শ্রীরাধার বয়ঃকালের কোন উল্লেখ করেন নাই, এবং অকিঞ্চনের শ্রীরাধার যে শৈশব অবসানে কৈশোরকালে প্রেমাঙ্কুর উদয়ে মনের যে আনন্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই কথাও তাঁহারা বলেন নাই। অকিঞ্চন এইস্থলে মৌলিক কবি কল্পনায় বলিলেন—

শৈশব হইল দূর উপজিল প্রেমাঙ্কুর
আনন্দ বাঢ়ল মোর মনে।

কৃষ্ণদাস, লোচন, যদুনন্দন ও অকিঞ্চন দাসের পদে চরণ বিন্যাসের পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। রামানন্দ রায় মূল শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন চারটি চরণে। কৃষ্ণদাস ও লোচনের পদ সেইস্থলে ৩১ চরণ বিশিষ্ট। অকিঞ্চন দাসের পদটি ১৮ চরণ বিশিষ্ট। যদুনন্দনের পদে চরণ বা পংক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। ৩৫টি চরণে মূলভাব বিস্তারিত হইয়াছে। ভাষার দিক দিয়া দেখা যায় কৃষ্ণদাসের পদে 'কাঁহা', 'যৈছে', 'ঐছে' প্রভৃতি কয়েকটি ব্রজবুলি শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে। লোচনের ভাষায় 'হাম' 'কাঁহা' প্রভৃতি দুই তিনটি ব্রজবুলির শব্দ ব্যতীত তৎসম শব্দের ব্যবহারই বেশী। যদুনন্দনের ভাষায় কয়েকটি তৎভব শব্দ লক্ষণীয়। যথা— 'ধৈরজ', 'পিরিতি', 'উল্টা'। অকিঞ্চনের ভাষায় কয়েকটি অর্ধ তৎসম শব্দ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—'জুয়ায়', 'সভে', 'অগেয়ান', লোচনের ভাষায় অলঙ্কারের আড়ম্বর নাই, তবে নবীন যৌবনের সঙ্গে পদ্ম পত্রস্থিত জলের উপমার প্রয়োগ করিয়া অলঙ্কার প্রয়োগের সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদেও অগ্নির পতঙ্গ আকর্ষণের শক্তির সঙ্গে কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তির সুন্দর উপমা

১। জগন্নাথ বল্লভ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৩৫।১৭

অলঙ্কারের নিদর্শন পাওয়া যায়। যদুনন্দনে এইরূপ উপমা প্রয়োগ দেখা যায় না। ছন্দের দিক হইতে দেখা যায় কৃষ্ণদাস এবং অকিঞ্চন দাস দীর্ঘ ত্রিপদী পয়ার ছন্দে পদ রচনা করিয়াছেন। লোচন ও যদুনন্দনের পদ লঘু ত্রিপদী পয়ার ছন্দে রচিত।

রায় রামানন্দ মদন বেদনায় পীড়িতা শ্রীরাধার পক্ষে প্রকৃতি জগতের পরিবেশও যে কত ক্লেশকর তাহার চিত্র আঁকিয়াছেন—

মঞ্জুতর গুঞ্জদলি কুঞ্জমতি ভীষণং
মন্দমরুদন্তরগ-গন্ধ-কৃত-দূষণম্।
সকলমেতদীরিতং।
কিঞ্চ গুরু পঞ্চশর চঞ্চলং মম জীবিতম্॥ ধ্রু॥
মত্ত-পিক-দত্ত-রুজ-মুত্তমাধিকরং বনং।
সঙ্গ সুখসঙ্গমপি তুঙ্গ ভয় ভাজনম্[১]॥

—অলি পুঞ্জের মধুময় গুঞ্জনে এই কুঞ্জ অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। গন্ধ বহনকারী মৃদুমন্দ বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সুগন্ধী দানে উহাকে আরও ক্লেশকর করিয়া তুলিতেছে। আর বেশী কি বলিব, পঞ্চশর আমার জীবনকে অধিকতর চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। মত্তপিকগণের কুহু কুহু কূজনে এই কানন আমার পক্ষে আরও বেশী মানসিক দুঃখজনক হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গাভিলাষী আমার এই স্বীয় অঙ্গটিও আমার বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়াছে।

রামানন্দ বর্ণিত শৃঙ্গার রসের উদ্দীপন বিভাব রূপ এই প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুবাদ কালে যদুনন্দনও ইহার সুসামঞ্জস্য পূর্ণ চিত্র আঁকিয়াছেন—

নিকুঞ্জ কুসুমময় বহয়ে সুগন্ধিচয়
প্রতিফুলে ঝরে মধুকণা।
ব্যাকুল ভ্রমরাবৃন্দ গুঞ্জরে মধুর মন্দ
বাড়াইছে মদন বেদনা॥
সকল দেখই দুঃখ দাই।
পঞ্চশর অতিশয় পীড়া দেই হিয়া ময়
জীবন চঞ্চল করে যেই॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, ৩/৩৪ শ্লোক।

অস্তাচলে গেল রবি চন্দ্রোদয় শৈল সেবি
মন্দ মন্দ বহয়ে পবন।
মলিনতা মধুকর করে অতি চঞ্চল
আর কিবা কহিব বচন॥
অলি কুঞ্জে ভয়ঙ্কর মন্দ বায়ু প্রত্যাকর
পুষ্প গন্ধে করে অতি খিনা।
মত্ত পিক পীড়া দেই সুমধুর গান গাই
অঙ্গ হৈল তুঙ্গ ভয়ে হীনা[১]॥

যদুনন্দন এইখানে মূল শ্লোকানুসারে অলিপুঞ্জের মধুময় গুঞ্জরণের কথা, সুগন্ধী বায়ু বনদেশের বায়ুকে গন্ধময় করায় শ্রীরাধার পক্ষে তাহা ক্লেশকর হওয়ার কথা, পঞ্চশরের প্রভাবে শ্রীরাধার জীবন চঞ্চল হইয়া উঠার কথা প্রভৃতি সকল বিষয়ই অনুবাদ করিয়াছেন। তথাপি দেখা যায় মূলের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়াও স্থানে স্থানে স্বকীয় কল্পনা সংযোজনা করিয়াছেন। যেমন—

'প্রতি ফুলে ঝরে মধুকণা', 'অস্তাচলে গেল রবি চন্দ্রোদয় শৈল সেবি', প্রভৃতি উক্তিগুলি মূলাতিরিক্ত।

লোচনদাস উল্লিখিত শ্লোকটির সুন্দর ভাবানুবাদ করিয়াছেন। যথা—

গুঞ্জ অলি পুঞ্জ বহু কুঞ্জে মন মাতিয়া।
মত্ত পিক দত্ত রবে ফাটে মঝু ছাতিয়া॥
বল্লীযুত মল্লিফুল গন্ধ সহ মারুতা।
কুন্দকলি শৃঙ্গ অতি বৃন্দ কাহু নৃত্যতা॥
সখি মন্দ মঝু ভাগিয়া।
কান্তবিনা ভ্রান্ত প্রান কাহে রহু বাঁচিয়া॥ ধ্রু॥
ভস্মতনু পুষ্পধনু সঙ্গে রস পুরিয়া।
অঙ্গ মঝু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু ফাটিয়া॥
পঙ্গু মঝু দুঃখ হেরি রোয়ে পশু পাখিয়ে।
বল্লীনব কুঞ্জ ভেল তুঙ্গ ভয়ে ভাজিয়ে॥

১। জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৬৩, পৃঃ ১২খ।

গচ্ছ সখি পুচ্ছ কিবা আন দেহনা হরে।
স্পর্শ সুখ দর্শ লাগি লোচনক আশরে[১] ॥

ব্রজবুলি শব্দ বহুল ও লঘুধ্বনিময় তৎসম শব্দে রচিত এই পদটিতে যে একটি সঙ্গীতময় সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাতে রামানন্দের মূল গীতটির ভাব যেন আরও সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার, 'মত্ত পিক দত্ত রবে ফাটে মঝু ছাতিয়া' প্রভৃতি উক্তিতে বিদ্যাপতির বাচনভঙ্গির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যতুনন্দনের অনুবাদে এই তৎসমপ্রধান লঘুধ্বনি ও ব্রজবুলি বহুল শব্দ প্রয়োগ নাই।

রায় রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের মদন পীড়ার চিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন—

বদনমিদং বিধুমণ্ডল মধুরং বিধুরং বত সুচিরেণ।
কলয়দনঙ্গ-শরাহত মনিশং মলিনমিবেন্দুকরণে ॥
মাধব বপুরতি খেদং জনয়তি চেতসি শতধা ভেদম্ ॥ ধ্রু ॥
পরিহৃত হারং হৃদয়মুদারং ধূষরিতং বিরহেণ।
মরকত শৈলশিলাতলা হতমহহ কিমিন্দু করেণ ॥[২]

—শ্রীকৃষ্ণের এই চন্দ্রতুল্য সুমধুর মুখখানি আজ মদনের শরাঘাতে চন্দ্রকিরণে দলিত কমলের ন্যায় মলিন হইয়াছে। মাধবের শরীর দেখিয়া খেদ হইতেছে এবং চিত্ত শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। বিরহে উহার বক্ষস্থল যেন ধূসর হইয়াছে। প্রশস্তবক্ষে হারটিও নাই। আহা একি হইল! চন্দ্রকিরণে কি মরকত শৈলশিলাতল আহত হইল!

মদনপীড়ায় কাতর শ্রীকৃষ্ণের দশা দেখিয়া সখী মদনিকা এই যে খেদোক্তি করিয়াছেন যতুনন্দনের অনুবাদেও সেই সকল কথাই ব্যক্ত হইয়াছে—

কৃষ্ণমুখে বিধু অতি সদাই প্রফুল্লস্থিতি
লাবণ্য অমিয়া ঝরে নিতি।
অনঙ্গবাণের ঘায় সদাই মলিন হয়
চন্দ্রকান্ত্যে যেন পদ্মস্থিতি ॥

১। জগন্নাথ বল্লভ—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৩।
২। জগন্নাথ বল্লভ, ৪/২ শ্লোক।

খেদ পায় শ্যাম তনু নীলোৎপল জলবিন্দু
অতেব নিন্দিছে প্রেমবাণী।
রাই বিনু অন্যজন ত্রাণকর্তা নাহি শুন
চিত্ত মোর ভেল দুঃখগণি॥
পরিসর বক্ষোপরি মুক্তামালা মোহকারি
শোভা হেরি কান্দে নারীগণ।
সে মালা রবির তাপে ধূসর হইয়া কাঁপে
ধসধসি হৃদয় কারণ॥
মরকত শৈলশিলা তটস্থিত যেন মিলা
চন্দ্রের কিরণগণ হত।
তেমনি দেখিয়ে হিয়া হারগণ মনধিয়া
প্রাণ পুড়ে দেখি হিয়া তত॥
কৃষ্ণ আছে উৎকণ্ঠাতে রাধা বিনু নাহি চিত্তে
সেইরূপ সদাই ধিয়ায়।
দুহু মনে দুহু খেলা মরমে মরমে মেলা
পুন কৃষ্ণ ভাবেন হিয়ায়॥[১]

যদুনন্দন মূল শ্লোকের—'বদনমিববিধুমণ্ডলং', 'কলয়দনঙ্গশরাহত' 'মলিনমিবেন্দু-করণ', প্রভৃতি উক্তি অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণ বদনকে আশ্রয় করিয়া 'কৃষ্ণমুখে বিধু অতি', 'অনঙ্গ বাণের ঘায় সদাই মলিন হয়' প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগে সমধুর বাক্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বক্ষদেশে—'পরিহৃত হারং হৃদয়মুদারং ধূষরিতং' উক্তির অনুবাদ করিতে যাইয়া যদুনন্দন মূল শ্লোকের উক্তি হইতে অধিকতর সৌন্দর্য আনয়ন করিয়া বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের পরিসর বক্ষদেশে মোহ উৎপাদনকারী যে মুক্তামালার শোভা দেখিয়া নারীগণ বিহ্বল হয় 'সে মালা রবির তাপে ধূসর' হইয়াছে, মুক্তামালার শোভা হেরিয়া 'কান্দে নারীগণ' এইরূপ উক্তি মূলে নাই। এইরূপ মূলাতিরিক্ত—'রাই বিনু অন্য জন ত্রাণকর্তা নাহি শুন' প্রভৃতি কয়েকটি উক্তিও লক্ষ্য করা যায়।

লোচন এই শ্লোকের যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা যদুনন্দনের ন্যায় বিস্তারমূলক নয়। উদাহরণ স্বরূপ পদটি উল্লিখিত হইল—

১। জগন্নাথ বল্লভ, ক: বি: ৩৭৪৩, পৃ: ২০খ।

অয়ে দেখিতে লাগয়ে সাধ।
অনেক দিবসপরে অলখিনু কালাচাঁদ পরমাদ॥ ধ্রু॥
সে চাঁদ অধর অতি-সুমধুর এবে সে বিধুর দেখি।
অনঙ্গ বিশেষে অঙ্গ থর থর ঝুরয়ে কমল আঁখি॥
উডুর নাগর যেন তার কর নলিনী মালিনী করে।
তেমতি মলিন কানুর বদন প্রবল মদন শরে॥
পরিহরি কেলি শতত ব্যাকুলি দেখিয়া বিদরে বুক।
বিরহে ধূসর কানুর শরীর তাহাতে উপজে দুখ॥
এতেক বিচারি মদনসুন্দরী করয়ে ঈষৎ হাস।
করজোর করি আশ্বাসে মুরারি এ দীন লোচন দাস॥[১]

লোচন এই পদটির যথারীতি অনুবাদ করেন নাই। মূলে যেখানে আছে, 'মরকত শৈলশিলাতলাহতং' লোচন সেই সব কথার অনুবাদ করেন নাই, কিন্তু যদুনন্দনে ইহার উল্লেখ আছে। এইদিক দিয়া লোচনের অনুবাদ অসম্পূর্ণ মনে হয়। তবে 'প্রবল মদন শরে' কানুর বদন মলিন হওয়ার কথা, কানুর শরীর 'বিরহে ধূসর' হওয়ার কথা মূলানুসারে বলা হইয়াছে।

এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের আক্ষেপানুরাগের একটি মর্মস্পর্শী চিত্র পাওয়া যায়—

সা চেদুৎপললোচনা সহচরী বক্ত্রেণ মে নির্ভরং
প্রেমানং প্রকটীচকার তদয়ং হাসোময়া কল্পিতঃ।
হা হা শুক্তিধিয়া মহামণিরভূৎত্যক্তো ময়াদৈবতো
যায়াল্লোচন গোচরং পুনরিয়ং পুণ্যৈরগণ্যৈর্মম॥[২]

—যদিও সে উৎপল নয়না সহচরীর দ্বারা আমার প্রতি অতিশয় প্রেমের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। হায় হায় শুক্তি বুদ্ধিতে আমি মহামণিকে অবহেলে পরিত্যাগ করিয়াছি। দৈবক্রমে যদি আবার কখন তাহাকে দেখিতে পাই, তবে আমি তাহা আমার অনেক পুণ্যের ফল বলিয়া মনে করি।

১। জগন্নাথ বল্লভ—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৬।
২। জগন্নাথ বল্লভ—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, ৪/৩ শ্লোক।

যদুনন্দনের অনুবাদে মূল ভাবের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। যথা—

উৎপল নয়নী ধনি সহচরী দ্বার ভণি
কত প্রেম প্রকট করিলা।
আমি তাহা পরিহাস করি কৈল পরকাশ
সেই মোর বিষম করিলা॥
তাহা মানি মহারাজ শুক্তি বুদ্ধি কৈল কাজ
হেলাতেই হারাইলু নিধি।
অগণ্য পুণ্যের কাজে পুন হবে নেত্রমাঝে
আনিয়া মিলাবে মোর বিধি॥
দৈবে হৈতে সেইদিন তেমনি বুদ্ধের গিন
তিয়াগিলু সে চন্দ্র বদন।
হা হা কি করিব এবে রাধিকা দেখিব কবে
কবে মোর যাইবে বেদন॥[১]

চারি চরণ বিশিষ্ট শ্লোকটির ভাবানুবাদ দ্বাদশটি চরণে কবি সমাপন করেন। মূলভাবের বর্ণনায় দীর্ঘ বিস্তার রীতির প্রবণতা এইস্থলে দৃষ্ট হয় না। রামানন্দ যেমন অনবদ্য ছন্দ ও সহজাত কবিত্ব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভাবটি মর্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যদুনন্দনের অনুবাদ সেইরূপ মর্মস্পর্শী মনে হয় না। কারণ রামানন্দ যেরূপ স্পষ্ট করিয়া বিষয়টি বলিয়াছেন, যদুনন্দন তত সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই।

লোচন কৃত অনুবাদও দীর্ঘ নয়। একাদশটি চরণে শ্রীকৃষ্ণের আক্ষেপানুরাগ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

সখা হে দেখ মোর দুর্দৈব-বিলাস।
হেলে হারাইয়া মণি এবে ঝুরে মোর প্রাণী
মন মোর শতত উদাস॥ ধ্রু॥
যবে সেই পদ্ম মুখী অনঙ্গ পত্রিকা লিখি
পাঠাইয়া দিল দূতীহাতে।
তবে কৈল উপহাস এবে হলো সর্বনাশ
সম্বরিতে নারি সখা চিতে॥

করি মুঞি শুক্তি বুদ্ধি তেজিলাম গুণনিধি
না দেখি উপায় আর সখা।
যদি থাকে পূর্ব্ব পুণ্য নয়ন গোচর পুন
তার সহ হবে মোর দেখা[১] ॥

লোচনের এই অনুবাদ যদুনন্দনের অনুবাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রাণস্পর্শী। লোচন প্রথম আরম্ভেই শ্রীকৃষ্ণের মনোবেদনার চিত্রটি হৃদয়স্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'সখা হে দেখ মোর দুর্দ্দৈব বিলাস' ইহা ব্যতীত লোচনের বক্তব্য যদুনন্দনের অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট। লোচন যদুনন্দনের মত সর্ব্বত্র আনুগত্য অনুসারে মূলভাব ব্যক্ত না করিয়া তাহাতে নূতনত্ব সংযোগ করিয়া বলিলেন, 'যবে সেই পদ্মমুখী অনঙ্গ পত্রিকা লিখি' দূতীহাতে পাঠাইয়া দিল তাহা 'উপহাস' করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের এই 'সর্ব্বনাশ' হইয়াছে। এইরূপ উক্তি মূল শ্লোকে উল্লিখিত হয় নাই।

রায় রামানন্দ শ্রীরাধামাধবের বিরহানুভূতির মধ্য দিয়া প্রেমের যে তীব্রতা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, অবশেষে মিলনের দ্বারা তাহার পূর্ণ আনন্দময় পরিণতি ঘটাইয়াছেন। যথা—

মৃদু মঞ্জীর রবানুগতং গতমনয়া শয়ন সমীপং।
মধুরিপুনাপি পদানি কিয়ন্ত্যপি চলিতং কিয়দনুরূপং ॥
শশিমুখি কি তব বত কথয়ামি।
রাধামাধব-কেলি-ভরাদহমদ্ভুতমাকলয়ামি ॥ ধ্রু ॥
মিলিতমিদং কিলতনু-যুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং।
বিষম শরাশুগ কিলিতমিব সখি গলিত-চিরন্তন খেদম্ ॥
নখর-রদাবলি খণ্ডিতমপি গুরু নিশ্বসিতায়ত ভীতং।[২]

—শ্রীরাধা মৃদু মঞ্জীর রবে শয্যা সমীপে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবে কয়েক পা চলিয়া শয্যায় গমন করিলেন। শশিমুখি, দুই তনুর যে মিলন হইল, সে মিলন অতি অদ্ভুত! অতি অদ্ভুত! এই মিলনে আর ভেদ রহিল না। মদন যেন দুই বস্তুকে একেবারে জুড়িয়া দিলেন। নখর ও দন্ত ক্ষতে যদিও দুই

১। জগন্নাথ বল্লভ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, পৃঃ ৭৭।
২। ঐ ৫/২৪ শ্লোক।

তনু ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, প্রবল শ্বাস বহিতেছিল তথাপি মদনের অশিথিল একীকরণে দুইটি তনুর চিরন্তন ছেদ মিলিয়াছিল।

যদুনন্দন এই শ্লোকের মূল ভাবটুকু গ্রহণ করিয়া স্বকীয় কল্পনা সংযোগে অনন্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের উৎস শ্রীরাধামাধবের মিলন লীলার ব্যাখ্যামূলক ভাবানুবাদ করিয়াছেন। যথা—

রাই মন্দ গতি চলে পুষ্প শয্যা কুঞ্জস্থলে
মঞ্জীর বাজায় মৃদুমন্দ।
কৃষ্ণ সে নূপুর রবে আগুয়ান হয়া তবে
চরণে মঞ্জীর বায় মন্দ॥
সখি হে কি কহব কহনে না যায়।
রাধা মাধবের কেলি ভুবনে অদ্ভুত মেলি
আজি দেখিলাম রঙ্গ প্রায়॥
নয়নে নয়নে মেলা মরমে মরমে খেলা
অস্থির হইয়া বাহু মেলি।
দুহু তনু কোলে করি হিয়ায় হিয়ায় ধরি
দুহু দুহা চুম্বে রস কেলি॥
পিয়য়ে অধরামৃত দুহে যেন উনমত
পানে তৃপ্ত না হয় দুহার।
আঁখি আঁখি দরশনে অঙ্গে অঙ্গে পরশনে
তৃপ্ত নহে কি কহব আর॥
শ্যাম গোরী প্রেমভোরী তনুতে তনুতে জোরি
অভেদ দেখহ দুহু অঙ্গ।
যে হেন অনঙ্গবাণে বিন্ধি মারে দুইজনে
ক্ষীণ ভেল সব প্রতি অঙ্গ॥
দশনে অধর দংশী পবিত্র অমিয়রাশি
নখে তনু ক্ষত করে দুহু।
মদন যুদ্ধের কাজে পরিশ্রম হেন রাজে
যাতে অতি শ্বাস বহে মুহু॥

এই মত নানা লীলা কতেক কহিব কলা
রতিরণ কেলি মনোরম।
প্রেমময় সবলীলা কাম অগোচর কলা
কহে দাস এ যদুনন্দন ॥[১]

যদুনন্দন দাস ত্রিপদী পয়ার ছন্দে ২৭ চরণে রামানন্দ রচিত শ্লোকের মূল ভাব বিস্তার করিয়াছেন। লোচনদাস এই শ্লোকের অনুবাদ দ্বাদশটি চরণে সম্পন্ন করেন। যথা—

কি কহব রে সখি রাধা মাধব বিলাস।
নিরুপম কেলি কলাকুল অলখিতে ভৈগেল রজনী উদাস ॥ ধ্রু ॥
মৃদু মৃদু মঞ্জীর রব করি সুন্দরী মিলন কানু সমীপে।
হরি পুন আদরি কতিপদ অনুসারি রাই ভেটল অনুরূপে ॥
মধুর দৃগঞ্চলে নিরখি বর নাগরী অধরে ঈষৎ করু হাস।
চতুর সুনাগর করে ধরি নাগরী যতনে আনল নিজ পাশ ॥
নিধু বনে মাতল তনু তনু মিটল টুটল চিরন্তন খেদ।
মনসিজ বিশিখ-খিল অনু লাগল তনুতনু লখই না ভেদ ॥
নখররদাবলী অলখিত তনু যুগ ঘন ঘন বহই নিশ্বাস।
গুরুতর সমরে ভীরুবর নাগরী নাগর করু আশোআশ ॥
শ্রমজলে ভিজল সকল কলেবর রাই ঘুমাওল শ্যাম কি কোর।
যৈছন নবমেঘে মিলল সুদামনী অলখি লোচন মন ভোর[২] ॥

লোচন অনুদিত এই পদটি দৃষ্টত দ্বাদশ চরণ বিশিষ্ট হইলেও ত্রিপদী পয়ার ছন্দে সাজাইলে এই পদটিকে ত্রয়বিংশতি চরণ বিশিষ্ট পদরূপেও গণ্য করা যায়। তবে এই স্থলে চরণ বিন্যাসের মধ্যে প্রথম চরণের অক্ষর সংখ্যার সহিত দ্বিতীয় চরণের অক্ষর সংখ্যার মিল না থাকায় এবং যেখানে সেখানে যতি পড়ার সম্ভাবনা থাকায় এই দ্বাদশ চরণ বিশিষ্ট পদটিতে ভঙ্গপদী পয়ারের লক্ষণও প্রকাশ পায়। অকিঞ্চন দাস চৌদ্দ অক্ষর বিশিষ্ট প্রচলিত পয়ার ছন্দে 'মৃদু মঞ্জীর রবানুগতং' শ্লোকটির ভাবানুবাদ করিয়াছেন। যথা—

১। জগন্নাথ বল্লভ, ক: বি: ৩৭৪৩ পৃ: ৩০খ।

২। জগন্নাথ বল্লভ—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, পৃ: ১০৮।

দেবী কহে শশিমুখী করি নিবেদন।
শয়ন সমীপে রাধা করিল গমন॥
প্রেমে গরগর অঙ্গ গমন মন্থর।
রাজহংস জিনি গতি অতি মনোহর॥
চরণে যুগলে মৃদু মঞ্জীরের ধ্বনি।
শুনিয়া সারসগণ লজ্জিত আপনি॥
ক্ষুদ্র ঘন্টিকা ধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
লজ্জিত হইল সব ভ্রমরের গণ॥
গলে গজমতি হার হৃদয় তরল।
মুখচন্দ্র বেড়ি তার করে ঝলমল॥
স্বর্ণ প্রায় জিনি কান্তি অরুণ বসন।
কাজর উজর অতি উজল নয়ন॥
অধর সুরঙ্গ সভা বিম্বফল জিনি।
দ্বিজপতি করকের বীজহেন জানি॥
সুমন্দমধুর হাস্য প্রকাশ করিয়া।
শয্যা কুঞ্জে বিনোদিনী প্রবেশিল গিয়া॥
মধুরিপ পদে পদে নিকটে আইল।
অনুব্রজি হাসি হাসি রাধারে লইল॥
রাধার দক্ষিণ কর বাম করে ধরি।
কুঞ্জ গৃহে প্রবেশিল নাগর নাগরী[১]॥

৭টি চরণ বিশিষ্ট মূল শ্লোকের ভাব অকিঞ্চন দাস ২০টি চরণে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু লোচন ও যদুনন্দন যেমন শ্লোকের রাধামাধবের কেলি বর্ণনামূলক পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণের অনুবাদ করিয়াছেন অকিঞ্চন দাসের অনুবাদে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ প্রবেশ পর্যন্তই অনুবাদ করিয়াছেন। পঞ্চম অঙ্কের প্রধান কথাই হইল শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখময় মিলন বর্ণনা এবং রামানন্দ যে শ্রীরাধার শঙ্কা লজ্জা, কুলরমণীর ধর্ম প্রভৃতির পাহাড় প্রমাণ বাধা অতিক্রম করাইয়া অবশেষে এই শ্লোকটিতে যে মিলন মধুর চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন

১। জগন্নাথ বল্লভ, ব: ন: গ্র: ম: ২২৩৫/১৭।

তাহার উল্লেখ অকিঞ্চনের পদে না থাকায় অকিঞ্চনের এই অনুবাদ অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। শ্লোকের মূল বক্তব্যের কিছুটা অংশ, পদের দ্বিতীয় এবং ষোড়শ হইতে বিংশতি চরণের অনুবাদে প্রকাশ করা হইয়াছে। বাকি ১৪টি চরণ শ্রীরাধার গমনভঙ্গি, অঙ্গসৌন্দর্য, মৃদু মধুর হাস্যের মনোরম বর্ণনা দিতেই ব্যয়িত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় অকিঞ্চন যেন শ্রীরাধার সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিতে যাইয়া মূল বিষয় হইতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই ১৪টি চরণে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মূল শ্লোকে নাই। লোচনের অনুবাদে মূল শ্লোকের বিশ্বস্ত আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদের লক্ষণও স্পষ্ট। যেমন,—মূল শ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে 'গলিত চিরন্তন খেদম' লোচন সেইস্থলে বলিলেন, 'টুটল চিরন্তন খেদম্', সেইরূপ 'নখর-রদাবলী' কথাটির অনুবাদ না করিয়া অপরিবর্তিত অবস্থায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যদুনন্দন ঠিক এইরূপ আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। তিনি শ্লোকের মূল ভাবটি লইয়া স্বাধীন ভাবে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের মাধ্যমে সকল কথাই বলিয়াছেন। আবার, মূলাতিরিক্ত ভাবে যেখানে বলিয়াছেন—

যে হেন অনঙ্গবাণে বিন্ধিমারে দুইজনে
ক্ষীণ ভেল সব প্রতি অঙ্গ।

এই উক্তিতে নূতন সৌন্দর্যানুভূতি ও প্রেম ভাবনার একটি বিশেষ সুর ধ্বনিত হইয়াছে বলা চলে। অনঙ্গবাণে যে প্রতি অঙ্গ ক্ষীণ হইয়াছে তাহা রামানন্দ রায় বলেন নাই। 'নখর-রদাবলী' সম্বন্ধীয় উক্তিতেও যদুনন্দনের অনুবাদে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়—

'দশনে অধরদংশী পবিত্র অমিয় রাশি
নখে তনু ক্ষত করে দুহু।'

দশনে অধর দংশনে যে পবিত্র অমিয় রাশির উদ্ভব হয় তাহা রামানন্দও বলেন নাই, লোচনও বলেন নাই, যদুনন্দনের কবি-কল্পনা যে এইস্থলে পদে অধিক রস সংযোজনা করিয়াছে তাহা বলিতে পারা যায়।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

পরিব্রাজক চূড়ামণি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ—'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত' প্রেম ও ভক্তিরসের অমৃত প্রস্রবণ। কবি যদুনন্দন দাস এই সংস্কৃত গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন। এই ভক্ত কবির ভগবৎ প্রেম অন্বেষী মন চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে যে প্রেমামৃতের সন্ধান পাইয়াছিল, একা তাহার রস আস্বাদনে তৃপ্ত না থাকিয়া অনুবাদের দ্বারা ভক্ত সাধারণকেও তাহা আস্বাদন করাইয়াছে। দ্বাবিংশ বিভাগে সম্পন্ন ১৪৩টি শ্লোক বিশিষ্ট এই সংস্কৃত গ্রন্থের সমুদয় শ্লোকেরই তিনি ধারাবাহিকভাবে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। প্রতি শ্লোকে প্রেমাবতার চৈতন্যচরিতের যে প্রেম রসনির্য্যাস প্রবাহিত হইয়াছে যদুনন্দন তাহা অনুবাদের মাধ্যমেও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ রচনায় দক্ষিণ ভারতের ভগবৎপ্রেমী কবি বিল্বমঙ্গল রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকের ন্যায় চৈতন্যচন্দ্রামৃতের শ্লোকগুলিও ভক্তিরসোদ্গারিণী উক্তি। দ্বিতীয়ত, গঠন প্রণালীও প্রায় একই প্রকার, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোক যেমন চারি চরণ বিশিষ্ট এবং আরাধ্যের প্রতি একান্ত, আত্ম সমর্পণের ভঙ্গিতে বিনয় নম্র স্তবের নিদর্শন, চৈতন্য চন্দ্রামৃতেও ইহার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত যেমন আখ্যানবিহীন, চৈতন্যচন্দ্রামৃতও সেইরূপ আখ্যানহীন। তবে পার্থক্য এই যে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ব্রজ-রমণীগণের উল্লেখ আছে। চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ব্রজগোপীদের উল্লেখ নাই, থাকিবার কথাও নয়। মূলত, উভয় কবির একই অভিপ্রায়—আরাধ্যের ধ্যান করা। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের কবি এই বলিয়া উপাস্য দেবতার আরাধনা করিতেছেন—

চাতুর্য্যৈক নিদান সীমচপলাঙ্গচ্ছটামন্থরং
লাবণ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতম্।
কালিন্দী পুলিনাঙ্গ প্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরং
বালং নীলমমী বয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধ্নুমঃ ॥[১]

—যাঁহার চতুরতার শেষসীমা স্বরূপ চঞ্চল অঙ্গচ্ছটায় ব্রজগোপীগণের গতি মন্থর

১। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত, পৃঃ ১০, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ।

হইয়া যায়, লাবণ্যামৃত সমুদ্রের তরঙ্গে যাঁহার দৃষ্টি চঞ্চল, যাঁহাকে লক্ষ্মী স্বীয় কটাক্ষে সাদর অভ্যর্থনা জানান, যমুনাপুলিন অঙ্গন যাঁহার অতি প্রিয়স্থান, যাঁহা হইতে অপ্রাকৃত কামভাবের অঙ্কুর উদ্গত হয়, যিনি মাধুর্য্যের স্বারাজ্য স্বরূপ সেই নীলবর্ণ বালককে আমরা আরাধনা করি।

চৈতন্যচন্দ্রামৃতের কবিও এইভাবে চারিটি চরণবিশিষ্ট শ্লোকে চৈতন্যদেবকে আরাধনা করিয়াছেন—

অকস্মাদেবাবির্ভবতি ভগবন্নাম লহরী
পরীতানাং পাপৈরপি পুরুভিরেষাং তনুভৃতাং।
অহো বজ্রপ্রায়ং হৃদপি নবনীতায়িতমভূ-
ন্নৃণাং লোকে যস্মিন্নবতরতি স গৌরো মমগতি[১] ॥

—যিনি মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইলে অতিশয় পাপলিপ্ত মানবগণের সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম লহরী অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নাম পরিপাটী সহসা আবির্ভূত হইয়াছে এবং পাতকীদিগের বজ্রতুল্য কঠিন হৃদয় নবনীতের ন্যায় স্নেহে দ্রবীভূত হইয়াছে। সেই গৌরহরি আমার গতি।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত অনুবাদের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল অনুবাদে সীমাবদ্ধতা। যদুনন্দন এইস্থলে একান্তভাবে আনুগত্য রক্ষা করিয়া যে মূলানুসারী অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে ভাববিস্তারের কোন প্রয়াস দেখা যায় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত অনুবাদকালে যদুনন্দন এক একটি শ্লোক লইয়া দীর্ঘ বিস্তার ও স্বকীয় মৌলিক কল্পনার সংযোজনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও চৈতন্যচন্দ্রামৃতের শ্লোকসহ অনুবাদ উল্লিখিত হইল—

মধুরতর স্মিতামৃত বিমুগ্ধ মুখাম্বুরুহং
মদশিখিপিচ্ছলাঞ্ছিত মনোজ্ঞকচপ্রচয়ম্।
বিষয়বিষামিষগ্রসণগৃধ্নুনি চেতসি মে
বিপুল বিলোচনং কিমপি ধামচকাস্ত চিরম্[২] ॥

—যাঁহার মুখকমলের অমৃতময় মধুর হাসি জগজ্জনের চিত্ত মোহিত করে, মত্তশিখীর পুচ্ছ যাঁহার রমণীয় কেশকলাপে আবদ্ধ, লোচনদ্বয় যাঁহার বিশাল, এইরূপ এক

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ক: বি: ৬৩৬৪, পৃ: ২ক, মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত।

২। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, পৃ: ১৫, ডা: বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ।

জ্যোতিঃ বিষয় বিষরূপ আমিষ ভক্ষণে অতি লোভী আমার চিত্তে চিরদিন বিরাজ করুন।

যদুনন্দন দাস শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের এই শ্লোকটির অনুবাদকালে চারি চরণের ভাব ঊনবিংশতি চরণে বিস্তার করিয়া ভাবানুবাদে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছেন। যথা—

সখি হে, এই কৃষ্ণের অঙ্গের মাধুরী।
সদা স্ফূর্তি হউ মোরে জ্যোতিঃপুঞ্জ যেই ধরে
অভিরাম নয়ন চাতুরী॥ ধ্রু॥
যদি বল এই কৃষ্ণ না পাইলে সদা তৃষ্ণ
মন হয় তাপিত বিস্তর।
ছাড়হ লালসা কায সে নহে মূল লাজ
দোষী মোর হইল অন্তর॥
নিজাঙ্গ মাধুরীদানে মনোভৃঙ্গ বান্ধি টানে
গ্রাস কৈল তাতে মোর মন।
দাহক বিষের সম আবিষয়ামৃত যেন।
পরম লম্পট অনুক্ষণ॥
মনোহর মুখপদ্ম বিদগ্ধ আনন্দ সদ্ম
তাতে স্মিত মধুরিমামৃতে।
বিপুল লোচন দ্বয় শ্রবণ-পরশে তায়
দেখি লোভ নহে কার চিত্তে॥
মনোজ্ঞ কুন্তল চূড়ে মত্ত শিখিপিচ্ছ উড়ে
কিবা শিখিপিচ্ছের বান্ধন।
কহিতেই কৃষ্ণমুখে মন মুগ্ধ হৈল সুখে
পুন শ্লোক কৈল উচ্চারণ[১]॥

শেষের এই দুইটি চরণ অবশ্য যদুনন্দন মূল শ্লোকের অতিরিক্তভাবে উল্লেখ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিল্বমঙ্গল যে কৃষ্ণমুখ মনে পড়ায় মুগ্ধচিত্ত হইয়া পুনরায় শ্লোকবদ্ধ বাণী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন, সেই কথাই বলিয়াছেন। ইহা

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, পৃঃ ১৫, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ।

ব্যতীত যদুনন্দনের পদে সকল কথাই মূলানুসারী। মূল শ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে—'মধুরতর স্মিতামৃত বিমুগ্ধ মুখাম্বুরুহং', ভাবানুবাদ করিতে যাইয়া এইস্থলে যদুনন্দন বলিলেন—'মনোহর মুখপদ্ম বিদগ্ধ আনন্দ সদ্ম, তাতে স্মিত মধুরিমামৃতে', ইহাতে মূলের কোন কথাই অনুক্ত থাকে নাই। আবার, যেখানে মূলে শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয়ের বর্ণনা দিতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন—'বিপুলং বিলোচনং কিমপি ধাম' যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই নয়নদ্বয়ের বর্ণনা আরও বিশদ করিয়া বলিলেন—

'বিপুল লোচনদ্বয়, শ্রবণ পরশে তায়
দেখি লোভ নহে কার চিত্তে॥'

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মদমত্ত ময়ূরের পুচ্ছদ্বারা শোভিত সুন্দর কেশ কলাপের কথা এবং বিষ ও আমিষের মতন বিষয় গ্রহণে কবি বিল্বমঙ্গল লোভী হইয়াছেন বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, এই সব বিষয়ও কবি যদুনন্দন বিশদভাবে অনুবাদ করিয়াছেন।

এখন চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের একটি শ্লোকও যদুনন্দন কৃত ইহার সংক্ষেপ অনুবাদ রীতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইতেছে। যথা—

সৌন্দর্য্যে কামকোটি সকলজন সমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি—
বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশ বিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধি কোটির্মাধুরিমণি সুধাক্ষীর মাধ্বীক কোটি।
গৌরদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চ কোটিঃ[১]॥

—যিনি কোটি কন্দর্পের ন্যায় পরম সুন্দর, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সকলের আহ্লাদ-জনক, কোটি মাতৃসদৃশ স্নেহবান্, কোটি কল্পবৃক্ষ সদৃশ দাতা, কোটি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর স্বভাব, অমৃতের ন্যায় মধুর এবং কোটি কোটি বৈচিত্র্য প্রণয় রসের প্রদর্শক সেই গৌরদেব জয়যুক্ত হউন।

বিল্বমঙ্গল কৃত শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ জ্যোতিপুঞ্জের যে চিত্র অবলম্বনে যদুনন্দন ভাবানুবাদ করিয়াছেন, প্রবোধানন্দকৃত এই শ্লোকেও চৈতন্য-দেবের সমুদ্রকোটি গম্ভীর ভাবমাধুর্য্যময় চিত্র অবলম্বনে যদুনন্দন সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন—

কোটি কাম জিনি তনু অতি মনোহর।
কোটি চন্দ্র সুশীতল ক্ষিতি তাপ হর॥

১ চৈতন্য চন্দ্রামৃত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪, পৃঃ ৩ক।

কোটি কোটি মাতা সম বাৎসল্য আলয়।
কোটি কল্পতরু সম দাতা রসময় ॥
গাম্ভীর্য্য সমুদ্রকোটি গম্ভীরতা যার।
মাধুর্য্য মধুর সুধা ক্ষীর কোটি সার ॥
প্রণয় রসের পদ দর্শন প্রকাশ।
পরম আশ্চর্য্য কোটি বিবিধ বিলাস ॥
সেই গৌর চন্দ্র পদে প্রণাম আমার।
করুণাতে পুন্নতর হৃদয় যাঁহার ॥[১]

লক্ষ্যণীয় এই যে, যত্নন্দন বিল্বমঙ্গলের চারি চরণ বিশিষ্ট শ্লোকের ভাবানুবাদ ঊনবিংশতি চরণে সম্পন্ন করিয়াছেন, এইস্থলে সেইরূপ চারি চরণ বিশিষ্ট শ্লোকের অনুবাদ দশ চরণে নিষ্পন্ন করেন। ইহা ব্যতীত, ঊনবিংশতি চরণে নিষ্পন্ন ভাবানুবাদটি ব্যাখ্যামূলক হওয়ায় এবং এই দশচরণবিশিষ্ট পদটি একান্ত ভাবেই আক্ষরিক হওয়ায় উভয় গ্রন্থের শ্লোকের অনুবাদকে অভিন্ন মনে করিতে সংশয় উপস্থিত হয়, কেননা এই চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের যত্নন্দন যে কোন্ গুরুর শিষ্য তাহার উল্লেখ এই গ্রন্থে নাই, তবে যদি ইনি শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে এই অনুবাদ রচনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে দীক্ষাগুরুর নামোল্লেখ না থাকাই সঙ্গত হয়। এই যুক্তি অনুসারে মনে করা যাইতে পারে যে যত্নন্দন দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে এবং প্রথম জীবনে কাব্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে—এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। সেইজন্য অনুবাদে কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও ব্যাখ্যামূলক অনুবাদে দক্ষতার তেমন প্রকাশ ঘটে নাই। তবে এই যত্নন্দনের যে মৌলিক সৃষ্টির ক্ষমতা আছে তাহার আভাস এই অনুবাদেও পাওয়া যায়। যেমন, মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে—'সকলজন সমাহ্লাদনে চন্দ্র কোটি'। যত্নন্দন অনুবাদ করিতে যাইয়া বলিলেন—'কোটিচন্দ্র সুশীতল ক্ষিতি তাপ হরে'। এই উক্তি ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নয়। যত্নন্দন 'সকলজন সমাহ্লাদন' করার কথা আক্ষরিকভাবে না বলিয়া সমগ্র ক্ষিতির তাপ দূরীকরণের কথা বলিয়াছেন। দশম চরণটিও যত্নন্দনের নিজস্ব সৃষ্টি। যত্নন্দনের এইরূপ নিজস্ব সংযোজনার আরও দৃষ্টান্ত আছে। মূল গ্রন্থের ৩২ সংখ্যক শ্লোকে প্রবোধানন্দ বলিয়াছেন—

১। চৈতন্যচন্দ্রামৃত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪, পৃঃ ৩ক - ৩খ।

জাড্যং কর্ম্মসু কুত্রচিজ্জপ তপো যোগাদিকং কুত্রচি-
দগোবিন্দার্চ্চন বিক্রিয়ঃ ক্বচিদপি জ্ঞানাভিমানঃ ক্বচিৎ।
শ্রীভক্তিঃ ক্বচিদুজ্জ্বলাপি চ হরের্বাঙ্‌মাত্র এবস্থিতা
হা চৈতন্য কুতো গতোঽসি পদবী কুত্রাপি তে নেক্ষ্যতে[১] ॥

—হা শ্রীচৈতন্য! কোথায় গমন করিলে? তোমার সেইরূপ নির্মল পরমোজ্জল রস ভক্তিমার্গ আর কোন স্থানে দৃষ্ট হইতেছে না, বরং কোন সম্প্রদায়ে কর্মজড়তা, কোন সম্প্রদায়ে জপ তপ যোগাদি, কোন সম্প্রদায়ে শ্রীগোবিন্দার্চ্চনে বিকার, কোনস্থানে বা জ্ঞান বিষয়ে অভিমান এবং কোথাও বা পরমোজ্জ্বলা ভক্তি বা বাঙ্‌মাত্রে অবস্থান করিতেছেন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

যদুনন্দন চারিচরণ বিশিষ্ট এই শ্লোকের অনুবাদ দ্বাদশ চরণে সম্পন্ন করিয়াছেন—

মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র করুণা সাগর।
তোমা না দেখিয়া প্রভু কাঁদয়ে অন্তর ॥
তোমা বিনে এবে সেই হৈল বিপরীত।
মায়ারূপ কর্মে কেহ হইল জড়িত ॥
কেহ জপতপ কেহ ভোগ আচরয়।
যোগোভ্যাস এবে কেহ যতনে করয় ॥
গোবিন্দ পূজায় কেহ বিকৃত হইল।
অজ্ঞানাভিমানে কেহ মজিয়া রহিল ॥
কৃষ্ণ ভক্তি উজ্জ্বল রস বাক্যে মাত্র হয়।
আমি জানি করি মাত্র কেহ ইহা কয় ॥
তোমার দরশ মাত্র যেভাব বিকার।
কোথা গেলা ওহে প্রভু করুণা সাগর[২] ॥

মূল শ্লোকে যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রয়াণে উন্নত উজ্জ্বল রসের হ্রাস পাইবার কথা, সম্প্রদায়ে কর্মজড়তা প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে, সেই সব বিষয়ের যথাযথ অনুবাদ করিয়া মূলাতিরিক্ত ভাবে দ্বিতীয় চরণের—'তোমা না দেখিয়া প্রভু কাঁদয়ে অন্তর'

১। চৈতন্যচন্দ্রামৃত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪, পৃঃ ৮ক।
২। ঐ কঃ বিঃ ৬৩৫৪, পৃঃ ৮ক।

এবং একাদশ চরণের—'তোমার দরশ মাত্র যে ভাব বিকার' এই দুইটি উক্তিতে কবির মৌলিকতা প্রকাশ পায়।

মূল গ্রন্থের ১২১ সংখ্যক শ্লোক—

জিতং জিতং ময়াদ্ধো গোপীগৌরসমৃত্যনুভাবত
তীর্ণাকুমতি কান্তারো পূর্ণ সর্ব্ব মনোরথা ॥[১]

কবি এই স্থলে এই ভাবটি প্রকাশ করিতেছেন যে গোপী-গৌর স্মৃতি অবলম্বন করিয়া সকল কুমতি কান্তার তিনি পার হইয়াছেন এবং সকল মনোরথ তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। দুই চরণ বিশিষ্ট এই শ্লোকের অনুবাদ করিতে যাইয়া যদুনন্দন ৩৬ চরণ রচনা করেন। যথা—

গৌরতনু ভাবে আমি গগন জিনিল।
কুমতি কান্তারে সব তরল হইল ॥
পুন্ন হইল মনোরথ যত সব ছিল।
চৈতন্য চরণ যুগে স্মরণ লইল ॥
করুণা সাগর প্রভু তুমি দীন বন্ধু।
দয়া কর অহে প্রভু তুমি একবিন্দু ॥
অগতি পতিত জনার বন্ধু নাথ তুমি।
নিবেদন শুন পহু যে কহিয়ে আমি ॥
কি কাজ জীবনে প্রেমধনে দুঃখী যেই।
মানুষ হইয়া কেনে জনমিল সেই ॥
মো বড় অধম পহু তুমি দয়াময়।
প্রেমধন কণা দেহ হইয়া সদয় ॥
শুনিঞাছো সবে প্রেম এই দুই আখর।
পরশ নহিল মোর হিয়ার ভিতর ॥
সে দুঃখে দুঃখিয়া আমি তুমি দীনবন্ধু।
কৃপা কর ওহে প্রভু করুণার সিন্ধু ॥
যে না ভজে তোমারে তুমি দেহ প্রেম।
বেদের বচন প্রভু আন নহে যেন ॥

১। চৈতন্যচন্দ্রামৃত, ১২১ সংখ্যক শ্লোক।

অদোষ দরশি নাম আছ যে তোমার।
তাহাতে ভরসা বড় হইয়াছে আমার ॥
দোষের আলয় আমি তুমি দয়াময়।
তাহাতেই কর প্রভু যে বিধান হয় ॥
অতএব হও প্রভু চৈতন্য গোসাঞি।
কোন কার্য্যে তোমা স্থানে অগোচর নাই ॥
নিবেদন এই প্রভু তোমার চরণে।
স্মরণ লইল প্রভু কহি যে বচনে ॥
সংসার সাগরে পড়ি পাইয়াছি যাতনা।
উদ্ধারহ ওহে প্রভু এই দুঃখী জনা ॥
শরণাগতের তুমি পালক সর্ব্বথা।
নিজ বাক্য তুমি প্রভু পালহ সর্ব্বথা ॥
কতক লিখিব এই গৌরাঙ্গের গুণ।
গুণের সাগর গোরা গুণ নহে উণ ॥
সহস্র বদন যদি কহে নিরবধি।
সহস্র যুগেও নারে করিতে অবধি ॥
সহস্র সহস্র যুগ লিখেন গণেশ।
তথাপিহ গৌর গুণ নাহি হয় শেষ ॥[১]

এই অনুবাদের প্রথম চারিটি চরণে মূল শ্লোকের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, অপর ৩২টি চরণ শ্লোকাতিরিক্ত ভাবে কবির নিজস্ব উক্তি। অতএব অনুবাদের ক্ষেত্রেও যে কবির এই মৌলিক পদ্যময় বাক্যবিন্যাস দেখা যায় তাহাতে কবির মৌলিক সংযোজনা করিবার স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠে। আবার, কোন কোন শ্লোকের অনুবাদে যদুনন্দনের কবিত্ব-শক্তির বিশ্লেষণ করিলে কবির কবি-প্রতিভারও সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মূলগ্রন্থের ৮৭ সংখ্যক শ্লোক এবং তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করা হইল—

অপারাবারশ্চেদ মৃতময়পাথোধিমধিকং
বিমথ্য প্রাপ্তং স্যাত্ কিমপি পরমং সারমতুলং।

১। চৈতন্যচন্দ্রামৃত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪, পৃঃ ৫০।

তথাপি শ্রীগৌরাকৃতিমদন গোপাল চরণ—
চ্ছটা স্পৃষ্টানাং তদ্বহতি বিকটামেব কটুতাং[১] ॥

—পারাবার রহিত অমৃতময় সমুদ্র হইতে অধিক মন্থনদ্বারা যে অতুলনীয় ও উৎকৃষ্ট বস্তু উত্থিত হয় তাহা গৌরাকৃতি শ্রীমদন গোপালের চরণ শোভা স্পৃষ্ট গৌরভক্ত-দিগের নিকট কটু বোধ হয়।

যদুনন্দন কৃত অনুবাদ—

পারাপার হীন হইল অমৃত সাগর।
মথিয়া পাইলো সার গৌর কলেবর ॥
অমৃত হইতে কটু কহিয়ে মরমে।
কি বা দিয়া গৌরতনু কৈল নিরমাণে ॥
হেমচন্দ্র কহি যদি দিবসে মলিন।
হেম পদ্ম রজনীতে বর্ণ হয় আন ॥
লখি নানা অঙ্গ হয় মহাতেজময়।
পিছলিয়া পড়ে আঁখি অঙ্গে নাহি রয়[২] ॥

শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের নিকট যে চৈতন্য মহিমার তুলনায় সুধা সাগর মন্থনজাত অমৃতও তুচ্ছ মনে হয়, শ্লোকের এই মূল ভাবটি যদুনন্দন বিশেষ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যদুনন্দন মৌলিক কল্পনার সংযোগ করিয়া বলিলেন যে পারাপার হীন অমৃত সাগর মন্থন করিয়া গৌরকলেবর উত্থিত হইয়াছে। এই গৌরতনু যে অশেষ অমূল্য সম্পদের আকর তাহা তিনি উপমার সাহায্যে নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে হেমবর্ণ চন্দ্রের কান্তি অপেক্ষা গৌর অঙ্গের কান্তি অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কেননা, চন্দ্রের উজ্জ্বলতা দিবসে ম্লান হইয়া যায়, কিন্তু গৌরাঙ্গ মূর্তি দিবা ও রাত্রিকালে সমভাবে উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান। এইরূপে, হেমবর্ণ পদ্মের সঙ্গে গৌরতনুর তুলনা করিয়া গৌরতনু যে অধিকতর উজ্জ্বল তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই উক্তি দুইটিতে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োগও লক্ষ্যণীয়। 'হেমচন্দ্র' ও 'হেমপদ্ম' রূপ উপমান দুইটিকে নিষিদ্ধ করিয়া উপমেয় গৌরতনুর প্রতিষ্ঠা করিয়া 'নিশ্চয়' অলঙ্কারে সুন্দর প্রয়োগ করা হইয়াছে। অনুবাদে সুন্দর

১। চৈতন্যচন্দ্রামৃত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪, পৃঃ ২৭।
২। ঐ — ,, ,, ,,

অলঙ্কার প্রয়োগে এবং মৌলিক কবি-কল্পনার প্রয়োগে বিশেষ সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবানুবাদের নিদর্শন স্বরূপ ৯৩ সংখ্যক শ্লোকও তাহার অনুবাদ উল্লেখ করা যায়। মূল শ্লোকে প্রবোধানন্দ বলিয়াছেন—

সংসার দুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বং[১] ॥

—আমি সংসার সাগর রূপ দুঃখ জলধিতে পতিত হইয়া কামক্রোধাদিরূপ কুম্ভীর ও মকর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। হে গৌরচন্দ্র দুর্ব্বাসনাগ্রস্ত নিরাশ্রয় আমাকে তোমার পদ অবলম্বন করিতে দাও।

প্রবোধানন্দ যে সংসার-দুঃখসাগর হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয় করিতেছেন চারি চরণে ব্যক্ত শ্লোকের এই মূলভাবটির ভাবানুবাদ যদুনন্দন দ্বাদশ চরণে বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। যথা—

সংসার সাগর এই প্রেমের পাথার।
পড়িয়াছে মন মোর না জানে সাতার ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান।
কুম্ভীর-কবল জলজন্তু অবিরাম ॥
গ্রাস করিবারে আইসে নারি পলাইতে।
দুর্বাসনাগণে বান্ধা নিগূঢ় পদেতে ॥
ধরিতে আশ্চর্য্য নহি উকাস না পাই।
সংসার ভব-তরঙ্গে রাখিল ডুবাই ॥
হা হা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
ব্রজতেজ দেহ প্রভু নিজ পদাশ্রয় ॥
তোমার চরণ যুগ অবলম্ব করি।
সচেতে উঠিয়া প্রভু সম্বিত আচরি[২] ॥

যদুনন্দন যে মূল শ্লোকটির অনুবাদ আক্ষরিকভাবে করেন নাই তাহা অনুবাদের

১। চৈতন্যচন্দ্রামৃত, ক: বি: ৬৩৬৪, পৃ: ৩০।
২। ঐ ,, ,, ,, .

আরম্ভেই প্রকাশ পাইয়াছে, সংসার সাগর যে দুঃখের সাগর তাহা তিনি স্পষ্ট ভাবে না বলিয়া বিশেষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—

সংসার সাগর এই প্রেমের পাথার।
পড়িয়াছে মন মোর না জানে সাতার ॥

এই দ্বিতীয় চরণটি কবির নিজস্ব উক্তি। মূল শ্লোকে সংসার সমুদ্রে পড়িয়া সাতার না জানার কথা উল্লিখিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত, মূল শ্লোকের 'কাম-ক্রোধাদি' উক্তির ব্যাখ্যামূলকভাবে লোভ, মোহ, মদ ও অভিমানরূপ রিপুগুলির কথাও বলিয়া রচনারীতিতে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন। যদুনন্দনের এই অনুবাদরীতিতে হেমলতা-শিষ্য বৈদ্য যদুনন্দন দাসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ রীতির সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে ইহা বলিতে হইবে যে হেমলতা-শিষ্য যদুনন্দনের যে কবি-প্রতিভা মধ্যগগনে প্রকাশিত অরুণচ্ছটার ন্যায় দীপ্তি পাইয়াছে সেই তুলনায় এই অনুবাদ নিষ্প্রভ। তবে বলা যায়, মধ্যগগনে দীপ্তিমান সূর্য্যের সমুজ্জ্বলতা ইহাতে না থাকিলেও প্রভাতকালীন বালসূর্য্যের অরুণিমার ন্যায় অচিরে দীপ্তিমান হইবার লক্ষণ এই অনুবাদে প্রকাশ পাইয়াছে।

কর্ণানন্দ

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মৌলিক গ্রন্থ 'কর্ণানন্দ' ঐ যুগের পক্ষে যেন একটি বিস্ময়। কেননা, সপ্তদশ শতাব্দী প্রধানত অনুবাদ সাহিত্যের যুগ। ঐ যুগে মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা রূপে বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন কবির উদ্ভব হয় নাই বলিয়া যুগসাহিত্যের আসরে অনুবাদ সাহিত্য প্রাধান্য লাভ করে। ঐ রকম যুগে একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া রচয়িতা যদুনন্দন দাস বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছেন এবং সাহিত্য সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। কারণ এই গ্রন্থখানায় বৈষ্ণবযুগের যে ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে অনেক তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। এই জন্য গ্রন্থটির মূল্যমান বিশেষরূপে স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু যদুনন্দন দাসের নামে প্রচলিত এই কর্ণানন্দ গ্রন্থটির যথার্থতা লইয়া ভিন্ন মতের অস্তিত্ব আছে। মতান্তর প্রধানত রচয়িতাকে লইয়া। মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে এ পর্যন্ত আমরা যে কয়জন সাহিত্যিক যদুনন্দনের সন্ধান পাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে কোন যদুনন্দন যে এই কর্ণানন্দ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা বুঝিয়া উঠা মুস্কিল। তবে কর্ণানন্দ প্রণেতা যদুনন্দন দাস কর্ণানন্দে যে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে জানা গিয়াছে যে তিনি 'শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীলহেমলতা' ঠাকুরাণীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণপদ্ম হৃদয়ে স্থাপন করিয়া কর্ণানন্দ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন[১]। গ্রন্থে হেমলতা ঠাকুরাণীর দুই চরণ পদ্ম, যদুনন্দনের 'হৃদয়ে বিলাস' করে উল্লেখ থাকায় মনে করিয়া লইতে পারা যায় যে তিনি প্রখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি যে হেমলতা ঠাকুরাণীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন—

করুণা চাহিয়ে তাঁর প্রেমহীন হইয়া।
কভু যদি দয়া হয় হৃদয়ে ভাবিয়া॥
সেবকাভাস কভু সেবা না করিল।
তথাপি তাঁহার গুণে সে পদ ধরিল[২]॥

১। কর্ণানন্দ, বং নং গ্রং সং ২২৮৯।৫, পৃঃ ১৪ক, লিপিকাল ১২১৫,
বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ২৫

২। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ সঃ ২২৮৯।৫, পৃঃ ১৫ক, „ ১২১৫ বহরমপুর
সংস্করণ, পৃঃ ২৮।

কিন্তু এই যদুনন্দন যে হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য এই তথ্যটুকু জ্ঞাত হইলেই বিষয়টির মীমাংসা হয় না, কেননা হেমলতার শিষ্যগণের মধ্যে যদুনন্দন নামে একাধিক শিষ্য ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এই যদুনন্দনের সম্যক পরিচয় জ্ঞাত হইলে বুঝিতে পারা যাইবে এই যদুনন্দন আমাদের আলোচ্য যদুনন্দন কিনা। বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে বাংলা পুঁথি বিভাগে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন কর্তৃক 'সংগ্রহতোষণী[১]' নামে যে হস্তলিখিত পুঁথিটি প্রদত্ত হইয়াছে সেই পুঁথি প্রণেতার নামও যদুনন্দন দাস। তিনি যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের আদেশে এবং তাঁহার কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর চরণ প্রত্যাশা করিয়া গ্রন্থখানি রচনা করেন তাহা গ্রন্থের উক্তি হইতে জানা যায়। যথা,—

ঠাকুরের ঠাকুর মোর শ্রীনিবাস আচার্য্য।
তেহ কৈলা বৃন্দাবনে গোপাল ভট্ট পূজ্য॥

কৃপা করি শ্রীযুত গোসাই বহু গ্রন্থ দিল।
তার মধ্যে সংগ্রহগ্রন্থ সত্বরে ধরিল॥

সংগ্রহ ছেদন ইতি সূত্রবৃত্তি মানি।
শ্লোকময় সংগ্রহ বুঝিতে না জানি॥

হেন গ্রন্থ আচার্য্য প্রভু আমারে সমর্পণ।
নয় পত্র গ্রন্থ ইথে ষড়দরশন॥

প্রভু মোরে পড়াইল নিভৃতে বসিয়ে।
পয়ার করহ যদু উপাসনা দিয়ে॥

হেন আজ্ঞায় হেমলতার চরণ প্রত্যাশ।
সংগ্রহ পয়ার লেখে যদুনাথ দাস[২]॥

'যদুনাথ' ভণিতা থাকায় মনে হইতে পারে যে ইনি কবি ও অনুবাদক যদুনন্দন

১। সংগ্রহতোষণী, বিঃ ভাঃ ৫৬৬৩। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৯।২।[illegible]৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে প্রদত্ত।

২। সংগ্রহতোষণী, বিঃ ভাঃ ৫৬৬৩, পৃঃ ২২ক।

নন। কিন্তু এই গ্রন্থের ভণিতায় 'যদুনাথ' বা 'যদুনন্দন' উভয় নামই পাওয়া যায়। যেমন,—

যদুনাথ এই তত্ত্ব সংক্ষেপে লিখিল।
সংগ্রহ রচিত ইথে একাধার হৈল[১] ॥

অথবা

ভরতের সঙ্গে কৃষ্ণের এতেক বচন।
ব্রজলীলার সূত্র কহে এ যদুনন্দন[২] ॥

'সংগ্রহতোষণী' রাগানুগামার্গের গ্রন্থ, সেইজন্য কবি 'ব্রজলীলার সূত্র কহে' বলিয়াছেন। দুই প্রকার ভণিতা সম্ভবত ছন্দের অনুরোধেই কবি করিয়াছেন। গ্রন্থটি পয়ার ছন্দে রচিত। প্রচলিত পয়ার ছন্দের নিয়ম অনুসারে প্রতিচরণে ৮+৬=১৪ অক্ষর থাকিলে এবং দুইটি চরণে অন্ত্যানুপ্রাস থাকিলে যে প্রচলিত পয়ার গঠিত হয়, যদুনাথ ভণিতা যুক্ত এই স্তবকটি সেই ১৪ অক্ষর বিশিষ্ট অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত প্রচলিত পয়ারের অন্তর্গত, এই স্তবকটিতে 'যদুনন্দন' শব্দ ব্যবহার করিলে একটি মাত্রা বেশী হইয়া ছন্দ পতন দোষ ঘটিত। দ্বিতীয় স্তবকটি ষোল অক্ষর বিশিষ্ট অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত দীর্ঘ পয়ার ছন্দের লক্ষণাক্রান্ত। এইখানে 'যদুনাথ' ভণিতা দিলে একটি মাত্রা কম হইয়া ছন্দ-দোষ ঘটিত।

সংগ্রহতোষণী রচয়িতা নিজেকে শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—

হেমলতার শিষ্য হই পালিগ্রামে বাস।
সংসার বাসনায় থাকি হৈয়া মায়ার দাস ॥
কেশে ধরি হেমলতা আকাশে তুলিল।
আচার্য্য প্রভুর পদে শিক্ষায় সমর্পিল[৩] ॥

গুরু গ্রহণ ও নামের সাদৃশ্য হেতু কর্ণানন্দ রচয়িতা ও সংগ্রহতোষণীর রচয়িতাকে একই ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তবে সংগ্রহতোষণীর রচয়িতা যেখানে নিজেকে 'পালিগ্রাম' বাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন কর্ণানন্দের রচয়িতা

১। সংগ্রহতোষণী, বিঃ ভাঃ ৬৬৬৩, পৃঃ ৩৯খ।
২। ঐ ,, ,, ,, ২৩ক।
৩। ঐ ,, ,, ,, ২২ক।

সেইস্থলে নিজের বাসস্থান—'মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার'[১] বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব উভয়ের নিবাসস্থান ভিন্ন হওয়ায় একটি সমস্যা উপস্থিত হয়। অপর সমস্যা দেখা দেয় কর্ণানন্দের রচয়িতা বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করায়। তিনি কর্ণানন্দে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন—'দীনহীন যদুনন্দন বৈদ্য দাস'[২] বলিয়া। অপরদিকে দেখা যায় সংগ্রহতোষণীর রচয়িতা জন্মগ্রহণ করেন ব্রাহ্মণকুলে। আত্মপরিচয় অংশে এই কবি বলিয়াছেন—

শ্রীহেমলতার শিষ্য আমি বিপ্রকুলে জন্ম।
কণ্টক নগরে বাস কহিলাম মর্ম॥
পালিগ্রামে জন্ম হয় যদুনাথ নাম।
ভক্তির অযোগ্য হই সদা অভিমান॥[৩]

জগদ্বন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত গৌরপদ তরঙ্গিণী গ্রন্থে যে পাঁচজন যদুনন্দনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে চারিজন ব্রাহ্মণ বংশজাত। একজন—'কণ্টক নগরবাসী যদুনন্দনাচার্য্য'[৪] আর একজন 'ঝামট পুরবাসী যদুনন্দনাচার্য্য'[৫], অপর আর একজন যদুনন্দনের উল্লেখ—'কণ্টক নগরে অপর এক যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী'[৬] থাকায়, দুইজন আচার্য্য উপাধিধারী এবং একজন চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অপর দুইজনের মধ্যে একজন উল্লিখিত হইয়াছেন—'বাসুদেব দত্তের শিষ্য ও রঘুনাথদাসের গুরু যদুনন্দন'[৭]-রূপে। অপরজন মালিহাটি নিবাসী বৈদ্যকুল সম্ভূত কর্ণানন্দ প্রণেতা যদুনন্দন দাস[৮] রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। রঘুনাথ দাসের গুরু যদুনন্দন বিপ্রবংশীয়, কিন্তু তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনেক পূর্ববর্ত্তী এবং অদ্বৈত মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত হওয়ায় তাঁহাকে হেমলতার শিষ্য যদুনন্দন হিসাবে

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯।৫, পৃঃ ১৫ক বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ২৮।
২। ঐ " " "
৩। সংগ্রহতোষণী, বিঃ ভাঃ ৫৬৬৩, পৃঃ ৫২ক।
৪। গৌরপদ তরঙ্গিণী, পৃঃ ২৩১।
৫। ঐ " ২৩১।
৬। ঐ " "
৭। ঐ " "
৮। ঐ " "

কল্পনা করা যায় না। হেমলতার শিষ্য বিপ্র যদুনন্দন আত্মপরিচয় দান কালে তাঁহার পিতামাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—

শিব প্রসাদ পিতা মোর মাতা ব্রহ্মময়ী।
আচার্য্য প্রভুর পরিবার যদুনাথ কহি ॥[১]

কিন্তু কর্ণানন্দ প্রণেতা যদুনন্দন আত্মপরিচয়ের কোন অংশে পিতামাতার নাম উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ আরও কোন কোন গ্রন্থকার যে আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া পিতামাতার নাম অনুল্লিখিত রাখিয়াছেন সেরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহার চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে যতটুকু আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পিতামাতার নাম উল্লেখ করেন নাই। গ্রন্থটির অপর কোন পরিচ্ছেদেও তাহা উল্লিখিত হয় নাই। আমাদের আলোচ্য যদুনন্দন দাসও তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থ সকলের একটিতেও পিতামাতার নাম উল্লেখ করেন নাই। জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌরপদ তরঙ্গিণী' সঙ্কলন গ্রন্থে[২] কৃষ্ণদাস গোস্বামীর পিতার নাম 'ভগীরথ' এবং মাতার নাম 'সুনন্দা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ সূত্রানুসন্ধান করিয়া প্রাচীন কবিদিগের যে তথ্যানুসন্ধান করেন, কর্ণানন্দ প্রণেতা যদুনন্দনের পিতামাতার নাম হয়ত সেভাবে সন্ধান করা হয় নাই। অতএব নাম সাদৃশ্য ও গুরু গ্রহণ সাদৃশ্য ব্যতীত উভয় গ্রন্থের রচয়িতার মধ্যে বাসস্থান ও বংশগত বৈসাদৃশ্য থাকায় বুঝিতে পারা যায় যে কর্ণানন্দ প্রণেতা ও সংগ্রহতোষণী প্রণেতা এক ব্যক্তি নন।

কর্ণানন্দ প্রণেতা বৈদ্য যদুনন্দন দাসকে আমাদের আলোচ্য কবি ও অনুবাদক যদুনন্দন দাস বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। পদকল্পতরু সঙ্কলন গ্রন্থে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ণানন্দ প্রণেতা যদুনন্দন দাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য। ইনি রসকদম্ব নামে রূপগোস্বামীর বিখ্যাত বিদগ্ধমাধব নাটকের ও কবিরাজ গোস্বামীর সংস্কৃত কাব্য গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থের সুললিত বাংলা পদ্যানুবাদ করিয়াছেন'[৩]।

জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদ তরঙ্গিণী গ্রন্থে হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য কর্ণানন্দ

১। সংগ্রহতোষণী, বিঃ ভাঃ ৪৬৬৩, পৃঃ ৫২ক।
২। গৌরপদ তরঙ্গিণী, ১ম সংস্করণের ভূমিকা।
৩। পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫।

প্রণেতা যদুনন্দন দাসকে বিদগ্ধমাধব ও গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের অনুবাদক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন [১]।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে জাহ্নবী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর প্রবন্ধ হইতেও জানিতে পারা যায় যে কর্ণানন্দ প্রণেতা যদুনন্দন দাসই গোবিন্দ-লীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ করেন[২]। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদগ্ধমাধব নাটক, গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের অনুবাদক যদুনন্দন দাস কর্ণানন্দ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন কিনা, এ বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করেন। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন মনে করেন 'কর্ণানন্দ গ্রন্থখানি খাঁটি জাল'[৩], ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেন—'জীবনী গ্রন্থ কর্ণানন্দ (যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়) প্রথম যদুনন্দনের হইতে বাধা নাই'[৪]। তিনি ইহাও বলেন—'সপ্তম নির্য্যাস পরে যোগ হওয়া সম্ভব'[৫], ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের মতে—'যিনি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদগ্ধমাধব ও গোবিন্দলীলামৃতে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি যে কর্ণানন্দের মত খঞ্জ পয়ার লিখিবেন তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না'[৬]।

প্রকৃত পক্ষে, কর্ণানন্দ গ্রন্থ সম্যকরূপে আলোচনা করিতে গেলে প্রণেতা নির্ণয়ে এইরূপ নানা কারণেই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। কয়েকটি সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। সাতটি নির্য্যাসই এক কবির রচনা কিনা।

২। প্রত্যেক নির্য্যাসে এক প্রকার ভণিতার ব্যবহার।

৩। সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের অভাব।

৪। শ্রীনিবাস আচার্য্য অপেক্ষা শ্রীনিবাস শিষ্য রামচন্দ্রকে বড় করা।

৫। গ্রন্থে যদুনন্দন রচিত কোন পদ না থাকা।

৬। শ্রীনিবাস কর্তৃক বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে আনিত বৈষ্ণব গ্রন্থ চুরি যাইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের দেহত্যাগের প্রয়াস।

১। গৌরপদ তরঙ্গিণী, পৃঃ ২৩২

২। গোবিন্দলীলামৃত রস, কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা

৩। ব্যক্তিগত পত্র

৪। ডাঃ সুকুমার সেন প্রণীত বাংলা সাঃ ইতিঃ ১ম অপরার্ধ, পৃঃ ১৫

৫। ঐ

৬। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের ভূঃ

৭। কর্ণানন্দ প্রণেতা এই যদুনন্দন শ্রীনিবাস আচার্য্যের সম-সাময়িক কিনা।

৮। কর্ণানন্দের ভাষা বা বাণীভঙ্গি।

৯। কাব্য সৌন্দর্য্য।

কর্ণানন্দ গ্রন্থের এক নির্য্যাসের বিবরণের সঙ্গে অপর নির্য্যাসের বিবরণের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা প্রথম ও সপ্তম নির্য্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম নির্য্যাসে বৈষ্ণবগ্রন্থ চুরি যাইবার যেরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সপ্তম নির্য্যাসে সেই বিবরণ ভিন্ন প্রকার। প্রথম নির্য্যাসে কবি বলিয়াছেন,—

তবে পুরুষোত্তম দর্শনে প্রভু যাত্রা কৈলা।
বনপথে পথে প্রভু আনন্দে চলিলা ॥
একদিন এক গ্রামে রাত্রিতে রহিলা।
দস্যুগণ রত্ন বলি গণি হাতে পাইলা॥
চোর গণে পুস্তক হরিয়া নিল পথে।
তবে রাজা পাশে গেলা পুস্তক নিমিত্তে[১] ॥

* * * *

হেনই সময়ে বিপ্র ভ্রমর গীতা পড়ে।
ব্যাখ্যা শুনি প্রভু হাসে থাকি কিছু আড়ে॥

কর্ণানন্দের প্রথম নির্য্যাসের এই উক্তি কর্ণপুর কবিরাজ রচিত 'শ্রীনিবাসাচার্য্য গুণলেশসূচক' গ্রন্থের অনুরূপ। যথা—

গচ্ছন্ পুরুষোত্তমং বনপথা চৌরৈ হৃত পুস্তকঃ।
তস্মাদ্রাজ সভাং গতঃ প্রপঠিতং বিপ্রেণ শ্রুত্বা যঃ
শ্রীমদ্ভাগবতীয়-ষটপদগণৈ গীতং প্রহস্য কৃতং[২] ॥

কর্ণপুর কবিরাজ যেমন বলিয়াছেন যে শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম গমন কালে বনপথে তস্কর কর্তৃক হৃতগ্রন্থ হইলে সেই বন দেশের রাজার অর্থাৎ বীর হাম্বীরের রাজসভায় গেলেন এবং সেইখানে এক ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত

১। কর্ণানন্দ, ক: বি: ৫৫৩৫, পৃ: ৯খ। বহরমপুর সংস্করণ পৃ: ১৫

২। শ্রীনিবাসগুণলেশসূচকের শ্লোক। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য, অতএব শ্লোকটি ডা: বিমান বিহারী মজুমদার প্রণীত ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য পৃ: ১১৪ হইতে উল্লিখিত হইল।

ভ্রমরগীত অংশের পাঠ শ্রবণ করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন ; ভক্তি-রত্নাকরে নরহরি চক্রবর্ত্তীও এইমত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন—

সবত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন।
নীলাচলে যায় সঙ্গে লইয়া বহুধন ॥
রাজাবীর হাম্বীরের দস্যুগণ যত্নে।
গণিয়া দেখিলা গাড়ী পূর্ণ নানা রত্নে ॥[১]

'এক মহাজন' যে শ্রীনিবাসাচায্য এবং গাড়ী বোঝাই 'নানারত্ন' যে বৈষ্ণবগ্রন্থ-রত্ন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব শ্রীনিবাস গ্রন্থরত্ন লইয়া নীলাচলে গমনকালে দস্যু কবলে পড়িয়াছিলেন তাহা দুইটি প্রাচীন গ্রন্থ শ্রীনিবাসাচার্য গুণলেশ সূচক ও ভক্তি-রত্নাকর হইতেও প্রমাণিত হয়। কিন্তু কর্ণানন্দ গ্রন্থের সপ্তম নির্যাসে দেখা যায় বৈষ্ণব গ্রন্থ চুরি যাওয়া বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতার মনে প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নটি অবশ্য প্রধানত গ্রন্থ চুরি সংবাদ প্রাপ্তিতে দুঃখিত হৃদয় কৃষ্ণদাস গোস্বামীর দেহত্যাগ চেষ্টার বিষয় সংক্রান্ত। কর্ণানন্দ প্রণেতা 'শ্রীমতীর দুটি চরণে ধরিয়া' এবং 'ভূমি লোটাইয়া' 'বহু প্রণাম' করিয়া নিজ সংশয় নিবেদন করিলেন—

শুন শুন প্রভু মোর দয়া কর মোরে।
বড়ই সন্দেহ মোর আছয়ে অন্তরে ॥
কৃপা করি কর যদি সন্দেহ ছেদন।
শ্রীমুখের বাক্য শুনি জুড়ায় শ্রবণ ॥
প্রভু কহেন কি সন্দেহ কহ দেখি শুনি।
তবে মুঞি প্রভু পদে কহিলাম বাণী ॥
প্রভুর চরিত্র কথা জাহ্নবী আদেশে।
রচিলেন প্রেম বিলাস নিত্যানন্দ দাসে ॥
গ্রন্থ লইয়া প্রভু যবে আইলা গৌড়দেশে।
তাহাতেই এই বাক্য লিখিলা বিশেষে ॥
গ্রন্থের চুরির কথা তিহোঁ যে শুনিয়া।
বড়ই উদ্বেগ যে গোস্বামীর হিয়া ॥

১। ভক্তি রত্নাকর, পৃঃ ৩৪১, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রকাশিত গ্রন্থ

শ্রীকুণ্ড নিকটে তবে শ্রীদাস গোসাঞি।
শ্রীকবিরাজ গোসাঞি আইলা তথাই ॥
এসব প্রসঙ্গ কথা তিহোঁ যে শুনিয়া।
উছলি পড়িলা যাই শ্রীকুণ্ডেতে যাইয়া[১] ॥

এইখানে শ্রীমতীর উক্তি হইতে জানা যায় যে নিত্যানন্দ দাস জাহ্নবী ঠাকুরাণীর আদেশে যে 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় 'গ্রন্থ লইয়া প্রভু' যখন 'গৌড়দেশে' আসিলেন, সেই গ্রন্থ চুরি হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রীকুণ্ডে যাইয়া ঝম্প প্রদান করিলেন। কর্ণানন্দের সপ্তম নির্য্যাসের এই উক্তি একান্তই প্রেমবিলাস গ্রন্থ অনুসারে উক্ত হইয়াছে। প্রেম-বিলাসে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শ্রীজীব গোস্বামী 'সিন্ধুক সজ্জা করি পুস্তক' দিয়াছিলেন বঙ্গদেশে আনিবার নিমিত্ত। গ্রন্থসহ শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুরকে বঙ্গদেশে বিদায় দান কালে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

মোর আজ্ঞা নহে প্রভুর আদেশ।
শীঘ্র যাহ গৌরাঙ্গের দোহে নিজদেশ[২] ॥

শ্রীজীব গোস্বামী প্রদত্ত এই সকল গ্রন্থই যে বীর হাম্বীরের অনুচর দস্যুগণ অপহরণ করিয়া লয় তাহা পরবর্ত্তী বর্ণনায় জানা যায়। যথা,—

কাল স্বরূপ সবগুলা উত্তারিলা গিয়া।
মার মার কাট কাট বলয়ে লুটিয়া ॥

* * * *

গাড়ীর দ্রব্য লুটি লৈল অস্ত্র নাহি ধরি[৩]।

এই লুণ্ঠিত দ্রব্য অর্থাৎ গ্রন্থরত্ন রাজার নিকটে লইয়া গেল। যথা—'বনপথে লইয়া যায় রাজার নিকটে[৪]'। বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবগ্রন্থ আনয়নকালে শ্রীনিবাসের নিকট হইতে গ্রন্থ চুরি যাইবার এই তথ্য প্রেমবিলাস ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। প্রসঙ্গত বলা যায়, প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের গ্রন্থচুরির বিবরণ অপেক্ষা কর্ণপুরের

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯।৫, পৃঃ ৫৭খ, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ১১৬।
২। প্রেমবিলাস, পৃঃ ১৬৩
৩। ঐ পৃঃ ১৬৬
৪। ঐ পৃঃ ১৬৬

গুণলেশসূচকের বিবরণ অধিকতর প্রমাণসিদ্ধ। কেননা তিনি ছিলেন শ্রীনিবাসাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং বিশেষ ভাবে তথ্য অবগত হইয়াই তাহা পরিবেষণ করিয়া থাকিবেন। কর্ণানন্দের প্রথম নির্যাসে যে 'গুণলেশসূচক' ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের একই তথ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীনিবাসের গ্রন্থসহ নীলাচল যাত্রাপথে গ্রন্থ চুরি যাওয়ার উল্লেখ আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীনিবাস কর্তৃক বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে গ্রন্থ আনয়নের যে বিবরণ প্রথম নির্য্যাসে পাওয়া যায়—

শ্রীনিবাস রূপে হেন বৃক্ষের সাজন।
গৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈলা প্রকটন॥
শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত যত গ্রন্থগণ।
যত গ্রন্থ প্রকাশিত গোস্বামী সনাতন॥
শ্রীভট্ট গোসাঞি গ্রন্থ যাহা করিলা প্রকাশ।
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস॥
শ্রীজীব গোসাঞি কৃত যত গ্রন্থচয়।
শ্রী কবিরাজ গ্রন্থ যেবা কৈল্যা রসময়॥
এইসব গ্রন্থ লইয়া গৌড়েতে স্বচ্ছন্দে।
বিতরিলা প্রভু তাহা মনের আনন্দে॥
শ্রীনিবাস বাউরূপে গ্রন্থমেঘ লইয়া।
লইয়া আইল্য যিহোঁ যতন করিয়া॥
ব্রজগিরি মাঝ হইতে গ্রন্থমেঘ আনি।
গৌড়দেশে কৃষি সিঞ্চি দিয়া প্রেমপানি[১]॥

এই বর্ণনায় গৌড়দেশে গ্রন্থ আনা কালে কোন বিঘ্ন সৃষ্টির কথা নাই। বরঞ্চ, বায়ু যেমন মেঘকে অনায়াসে ও অল্প সময় মধ্যে একদেশ হইতে অন্যদেশে বহন করিয়া লইয়া যায়, শ্রীনিবাসের গৌড়ে গ্রন্থ আনয়ন বিষয়টি সেইরূপ সহজসাধ্য কার্য্য হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতএব প্রথম নির্য্যাস ও সপ্তম নির্য্যাসে একই বিষয়ের বিপরীত উক্তি থাকায় এই দুই নির্য্যাসের রচয়িতা একই ব্যক্তি কিনা তাহাতে সংশয় উপস্থিত হয়।

কর্ণানন্দ গ্রন্থে যে সাতটি নির্য্যাস, তাহার প্রত্যেক নির্য্যাসে যদুনন্দন বা

১। কর্ণানন্দ, ব: ন: গ্র: ম: ২২৮৯/৫, পৃ: ২খ, বহরমপুর সংস্করণ পৃ: ৩

যদুনাথ নাম যুক্ত বৈচিত্র্যহীন একই প্রকার ভণিতা প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—

সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস[১] ॥

অথবা

সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাসে।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনাথ দাসে[২] ॥

অনুবাদক যদুনন্দনের ভণিতারীতের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে অনুবাদক যদুনন্দনের ভণিতা এইরূপ বৈচিত্র্যহীন নয়। যে কোন একটি গ্রন্থেই প্রতি অঙ্কে বিভিন্ন ধরণের ভণিতা তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

দাস যদুনন্দন চিতে করে এই মন।
নব লেহ রসে ভেল ভোর[৩] ॥

ভাসল ভুবন প্রেম রসে।
এ যদু এড়াল দীন দোষে[৪] ॥

এ যদুনন্দন দাস তঁহি ভণ
নবীন লেহক রীত[৫] ॥

কিন্তু গ্রন্থের সকল পরিচ্ছেদে একই প্রকারের ভণিতা ব্যবহার করাও রীতিবিরুদ্ধ নয়। রামায়ণ, মহাভারতেও একই প্রকার ভণিতা প্রয়োগ রীতি দেখা যায়। কৃত্তিবাস রামায়ণের এক এক কাণ্ডের শেষে বলিয়াছেন—"রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস", "রচিল কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।" কাশীরাম দাসের মহাভারতের পর্ব্বশেষে সেই একই প্রকার ভণিতা—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

১। কর্ণানন্দ, ব: ন: গ্র: ম: ২২৮৯/৫, পৃ: ২৮খ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃ: ৫৭
২। ঐ ,, ,, পৃ: ৫৯ক, ,, পৃ: ১২৩
৩। বিদগ্ধমাধব, ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক শরৎচন্দ্র শীল, পৃ: ৪৪
৪। বিদগ্ধমাধব, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল, পৃ: ৬১
৫। ঐ — " ", ৫৩

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও বৈচিত্র্যহীন ভণিতা প্রয়োগের একই পদ্ধতি দেখা যায়। প্রায় সকল পরিচ্ছেদের শেষেই তিনি এই ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

তবে যে যদুনন্দনের রচনায় ভণিতা প্রয়োগের বিভিন্ন রীতি ও সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করা যায়, সেই যদুনন্দনের অন্যান্য গ্রন্থেও সৌন্দর্য্য পূর্ণ ভণিতা থাকাই সঙ্গত হয়। কিন্তু কর্ণানন্দে বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন ধরণের ভণিতা না থাকায় এই গ্রন্থ অনুবাদক যদুনন্দনের রচনা কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়।

কর্ণানন্দে মৌলিক রচনার অতিরিক্ত বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ প্রচেষ্টাও দেখা যায়। প্রথম নির্য্যাসে উদ্ধৃত গীতগোবিন্দ রচিত শ্লোক ও ইহার অনুবাদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থিত করা হইল—

শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপো গোপাল ভট্ট প্রভুঃ।
শ্রীমাংস্তস্য পদাম্বুজস্য মধুলট শ্রীনিবাসাহ্বয়॥
আচার্য্য প্রভু সংজ্ঞকোঽখিল জনৈঃ সর্বেষু বিখ্যাত যঃ।
খ্যাত স্তৎপদ পঙ্কজাশ্রয়স্থহো গোবিন্দগত্যাখ্যাকঃ॥[১]

—শ্রীমান গোপাল ভট্ট প্রভু শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপ, সেই গোপাল ভট্ট প্রভুর পাদপদ্মের মধুপ সর্বত্র সকল জনের বিদিত শ্রীনিবাস নামক আচার্য্য প্রভু। সেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পাদপদ্মাশ্রিত গোবিন্দগতি।

কর্ণানন্দের কবি ইহার এইরূপ পদ্যানুবাদ করেন—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য পাদপদ্মে আশ্রয়।
মধুকর হৈয়া জিহো সদা বিলসয়॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞি হইয়া সদয়।
শ্রীআচার্য্য প্রভুরে কৃপা কৈলা অতিশয়॥

১। কর্ণানন্দ, বঃ সঃ প্রঃ সঃ ২২৮৯/৫, পৃঃ ৫থ, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ৮

শ্রীআচার্য্য প্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয়।
শ্রীগোবিন্দগতি ইহা নিজ শ্লোকে কয়॥[১]

এই মৌলিক গ্রন্থে অনুবাদ-প্রচেষ্টা থাকায় কবির অনুবাদ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই অনুবাদ একান্তভাবে সংক্ষেপ ও মূলানুসারী হওয়ায় এবং কাব্যোচিত সৌন্দর্য্যের প্রকাশ না থাকায় এই অনুবাদ অনুবাদক যদুনন্দন কর্তৃক রচিত বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়। অনুবাদক যদুনন্দনের অনুবাদ রীতি যে প্রধানত ব্যাখ্যা ও বিস্তারমূলক এবং কাব্য-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত তাহা অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে। এইস্থানেও নিদর্শন-স্বরূপ অপর গ্রন্থের একটি সংস্কৃত শ্লোক ও যদুনন্দন কৃত ইহার অনুবাদ উল্লিখিত হইল—

পল্লবারুণ পাণিপঙ্কজ সঙ্গিবেণুরবাকুলং
ফুল্লপাটল পাটলী পরিবাদিপাদ সরোরুহম্।
উল্লসন্মধুরাধর দ্যুতি মঞ্জরীসরসাননং
বল্লবীকুচ কুম্ভ কুঙ্কুম পঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে[২]॥

—যে প্রভু নব পল্লবের ন্যায় অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট হস্তকমলে বেণু ধারণ করিয়া নিজেই সেই বংশীরবে আকুল হইয়া পড়েন, যাঁহার চরণপদ্ম প্রস্ফুটিত পাটলি পুষ্পকেও লাঞ্ছিত করে, যাঁহার মুখ-মণ্ডল মধুর অধর দ্যুতিতে সরস এবং গোপীগণ দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া যাঁহার নীল কলেবর তাহাদের কুচ কুম্ভে লিপ্ত কুঙ্কুমের দ্বারা চর্চিত হইয়াছে, সেই প্রভুর চরণ আশ্রয় করি।

যদুনন্দন কৃত অনুবাদ—

সখি হে
এই কৃষ্ণাশ্রয় সাধ মোরে।
রাসমধ্যে এক অঙ্গে বহু ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে
বিলাসিয়া সর্ববাঞ্ছা পুরে॥ ধ্রু॥
নবীন পল্লব হৈতে অরুণিমা পুঞ্জ যাতে
হেন দুই করাম্বুজ যার।

১। কর্ণানন্দ, ব: ন: গ্র: ম: ২২৮৯/৫, পৃ: ৫খ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃ: ৯
২। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ৯ম শ্লোক, ডা: বিমান বিহারী সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃ: ১৯।

তার সঙ্গী যেবা বেণু তার ধ্বনি সুধা জম্মু
চিত্ত আউলায় গোপিকার ॥
কহিতেই দেখ যেন রাসে কৃষ্ণ নাচে হেন
চরণ ছোয়ায় গোপীস্তনে।
উরোজ পরশ পায় প্রফুল্ল চন্দন তায়
শ্বেত রক্ত বর্ণ দু'চরণে ॥
প্রফুল্ল পাটলিপুঞ্জ অতি শোভা মনোরঞ্জ
চরণ পঙ্কজ হেন যার।
দেখিতে চরণ শোভা মন হৈল অতিলোভা
উর্দ্ধ নেত্র দেন আরবার ॥
সুধা সার হৈতে অতি মধুর অধর দ্যুতি
গোপী নেত্র অঞ্জন তাহাতে।
শ্যাম অরুণিমা দ্যুতি মঞ্জরী কি সুমূরতি
যার মুখ সরস ইহাতে ॥
এত কহি প্রতি অঙ্গে দেখি বাড়ে বহু রঙ্গে
ব্রজাঙ্গনা কুচকুম্ভ পঙ্কে।
চর্চ্চিত হইল গাত্রে বেণুনাদে মোহে যাতে
আলিঙ্গন চুম্বনের বন্ধে[১] ॥

কবি প্রায় প্রতি বিষয়েই ব্যাখ্যা করিয়া চারি চরণ বিশিষ্ট শ্লোকের তেইশ চরণে বিস্তারমূলক ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন। মূল শ্লোকে যেখানে আছে—'সঙ্গি বেণুরবাকুলং' কবি ইহার অনুবাদ করিতে যাইয়া বলিলেন—

তার সঙ্গী যেবা বেণু তার ধ্বনি সুধা জন্মু
চিত্ত আউলায় গোপিকার।

মূল শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজ বেণু ধ্বনির মধুর শব্দে নিজেই মোহিত হন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই অনুবাদে বংশীরবে গোপিকার চিত্ত 'আউলায়' বলা হইয়াছে এবং গোপী স্তনে শ্রীকৃষ্ণের পদ স্পর্শলাভের উক্তিও মূলের অতিরিক্ত। অপর পক্ষে

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ পৃঃ ১৯।

কর্ণানন্দের কবির অনুবাদে এইরূপ নূতন সংযোজনা এবং সৌন্দর্য্য প্রয়োগ নাই, তিনি 'শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দে'র অনুবাদে যথাযথ উক্তি করিয়াছেন 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পাদপদ্ম' উক্তি দ্বারা। 'শ্রীচৈতন্য' স্থলে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলিয়াছেন মাত্র। কিন্তু অনুবাদক যদুনন্দন যেখানে মূল শ্লোকের—'ফুল্ল পাটল পাটলী পরিবাদিপাদ—সরোরুহম' চরণটি অনুবাদ করেন—

ফুল্ল পাটলী পুঞ্জ অতি শোভা মনোরঞ্জ
চরণ পঙ্কজ হেন যার।
দেখিতে চরণ শোভা মন হৈল অতি লোভা

এই উক্তি যেমন শ্রুতিমধুর তেমনই বিস্তারমূলক। সংস্কৃত উক্তিটিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পদ্মকে প্রস্ফুটিত পাটলি পুষ্প হইতেও সুন্দর বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই মন-মুগ্ধকর চরণ শোভা দেখিতে কবি 'চিত্ত যে 'অতিলোভা' এই সম্ভাব্য অথচ অনুক্ত কথাটি কবি এইখানে সংযোগ করিয়াছেন। অনুবাদক যদুনন্দন অনুবাদে এই যে ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি এবং সৌন্দর্য্য আরোপ করিয়াছেন কর্ণানন্দের কবির অনুবাদ-কার্য্যে তাহা দৃষ্ট হয় না। কর্ণানন্দে ধৃত স্তবাবলীর আরও কয়েকটি শ্লোক এবং তাহার অনুবাদ উদ্ধৃতি দ্বারা বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে। যেমন—

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমানং ব্রজাধীশ সূনুরচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে
কেলি বিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরী।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যতি[১] ॥

—হে বিম্বোষ্ঠি, কবে আমি তোমার মুখাম্বুজে তাম্বূল অর্পণ করিব এবং আমা কর্তৃক অর্প্যমান সেই তাম্বূল ব্রজাধীশ সুত ছিনাইয়া খাইবে। হে সুন্দরি, হে দেবি, কেলি বিস্রংসিত বক্রকেশ কলাপ সংস্কার করিবার জন্য কবে তুমি এই জনকে আদেশ করিবে।

'অস্যার্থ' বলিয়া কর্ণানন্দের কবি ইহার অনুবাদ এইরূপভাবে চতুর্দ্দশ চরণে বিস্তার করিয়াছেন। যথা—

১। কর্ণানন্দ, ব: ন: গ্র: ম: ২২৮৯/৫, পৃ: ৩৬ক, বহরমপুর সংস্করণ, পৃ: ৬৪

শ্রীরাধা বিম্বোষ্ঠী কবে তোমার অধরে।
তাম্বূল রচিয়া দিব সুগন্ধি কর্পূরে॥
তোমার মুখে দিব তাহা আনন্দিত হঞা।
ব্রজরাজ নন্দন তাহা খাইল কাড়িঞা॥
মদীশ্বরী মুখ হইতে লইয়া বিটিকা।
পান করি মহানন্দ পাইব অধিকা॥
তুমি মোরে কৃপা কর প্রসন্ন হইয়া।
দেখিব কবে বা তাহা নয়ন ভরিয়া॥
হে দেবি তুমি যবে বিলাস বিভ্রমে।
কেলি কান্তি যুক্ত হঞা হইবেক শ্রমে॥
বিলাসে বিভূত তোমার সুকুঞ্চিত কেশ।
সংস্কার করিতে মোরে করিবে আদেশ॥
মনের আনন্দে তাহা করিব সংস্কার।
কবে সে রচিয়া দিব কুন্তলের ভার[১]॥

কর্ণানন্দের কবির এই অনুবাদ প্রধানত মূলানুযায়ী। শ্রীরাধার মুখাম্বুজে তাম্বুল অর্পণ করার কথা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সেই তাম্বুল ছিনাইয়া খাইবার কথা, অতঃপর কেলিক্লান্ত শ্রীরাধার কেশ বিন্যাসের কথা কবি একান্ত বিশ্বস্তভাবে অনুবাদ করিয়াছেন, তবে দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ চরণে মৌলিক কল্পনা দ্বারা সামান্য বৈচিত্র্য আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। মূলে শ্রীরাধার মুখাম্বুজে তাম্বুল অর্পণের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু কর্ণানন্দের কবি তাম্বুলের সঙ্গে সুগন্ধি কর্পূর মিশাইলেন—'তাম্বুল রচিয়া দিব সুগন্ধি কর্পূরে' উক্তি সংযোজনা করিয়া। এইরূপ ত্রয়োদশ চরণের উক্তি—'মনের আনন্দে তাহা করিব সংস্কার' কবির মৌলিক সংযোজনা।

কর্ণানন্দে ধৃত স্তবাবলী গ্রন্থের শ্লোক ও অনুবাদ—

শ্রীমদ্রূপপাদাম্ভোজ ধূলিমাত্রৈক সেবিনা
কেনচিৎ গ্রথিতা পদ্যৈর্মালাঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈ[২]॥

—শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর পাদপদ্মধূলি সেবনকারী কোন একজন কর্তৃক গ্রথিত এই পদ্যময়ী মালা আঘ্রাণ করিবে সেইজন যে সেই শ্রীরূপের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

১। কর্ণানন্দ, ব: ন: গ্র: স: ২১৮৯/৫ পৃ: ৩৬ক, বহরমপুর সংস্করণ পৃ: ৬৪
২। ঐ " " " ৩৮ক, " " ৭৭

এই শ্লোকের যে অনুবাদ কর্ণানন্দের কবি করিয়াছেন তাহাতে মূল শ্লোকের ভাব অতি সংক্ষেপে ছয় চরণে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

শ্রীরূপের পাদপদ্ম ধূলির সেবন।
কোন জন এই পদ্য করিলা গ্রন্থন॥
এই পদ্যমালা গাঁথি আনন্দিত মন।
মনোহর মাল্যগন্ধ পাবে কোনজন॥
শ্রীরূপের আশ্রিত যেই সেই গন্ধ পায়।
সেই গন্ধ পাইতে আর নাহিক উপায়॥[১]

এইরূপ অপর একটি শ্লোক ও অনুবাদ উদ্ধৃত হইল—

গুরৌমন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর শচীগর্ভজ পদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণ যুজি তদীয় প্রথমগ্রজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বী সরসি মথুরার্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মমরতি॥[২]

—গুরু, মন্ত্র, প্রভুবর শচীসুত, স্বরূপ শ্রীরূপগণ সহিত শ্রীসনাতন, গোবর্ধন, রাধাকুণ্ড, মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, ভক্ত এবং গোকুল বাসীর প্রতি আমার রতি প্রবলভাবে হউক।

এই চারিচরণ বিশিষ্ট শ্লোকের অনুবাদ কবি আটচরণে করিয়াছেন—

শ্রীগুরু মন্ত্র আর কৃষ্ণ নাম।
অতি রসময় তনু চৈতন্য গুণধাম॥
স্বরূপ গোসাঞি আর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গণের সহিত আর তার বড় ভাই॥
শ্রীগিরীন্দ্র আর গান্ধর্ব্বী সরোবর।
শ্রীমথুরামণ্ডল আর বৃন্দাবন স্থল॥
শ্রীব্রজমণ্ডল আর ব্রজভক্ত জনে।
পরমাস্থা রতি মোর এই সব স্থানে॥[৩]

১। কর্ণানন্দ, ব: স: প্র: স: ২২৮১/৫, পৃ: ৩৮ক, বহরমপুর স: পৃ: ৭৭
২। ঐ ,, ,, ,, ,, ,, ৭৭
৩। ঐ ,, ,, ,, ,, ,, ৭৮

এই সব অনুবাদে কবি আক্ষরিক রীতির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া আমাদের আলোচ্য যদুনন্দনের অনুবাদ রচনার রসাস্বাদ হইতে এইখানে আমরা বঞ্চিত। এই কর্ণানন্দ গ্রন্থে শ্লোকের অনুবাদ সম্পর্কে আরও একটি কথা যে, বিদগ্ধমাধব, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, চৈতন্যচরিতামৃত, বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র, বরাহ-পুরাণ, উজ্জ্বল নীলমণি, ব্রহ্মসংহিতা, লঘুভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল শ্লোকের কোন অনুবাদ কবি করেন নাই। এই শ্লোকগুলি অনুবাদের যথেষ্ট অবকাশ ছিল, কিন্তু তিনি এই কাজে অগ্রসর হন নাই। সেইজন্যও মনে হয় কর্ণানন্দের অনুবাদগুলি যদি আমাদের আলোচ্য যদুনন্দনের রচনা হইত তাহা হইলে কোন শ্লোকের অনুবাদই অনুবাদে অনুরাগী সেই যদুনন্দনের নিকট উপেক্ষিত হইত না। অতএব এই গ্রন্থের শ্লোকের অনুবাদে আক্ষরিকতা, কবিত্ব শক্তির অভাব ও অনুবাদ স্পৃহার অল্পতা দেখিয়া মনে হয় 'কর্ণানন্দ' অপর কোন যদুনন্দনের রচনা।

কর্ণানন্দ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তৎকালীন বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহৎ জীবন এবং তাঁহার শাখাগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। এই গ্রন্থ রচনার প্রধান প্রেরণাদাতৃ শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী। গ্রন্থকারের উক্তি হইতে জানা যায় যে হেমলতা ঠাকুরাণীর আদেশেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যথা—'মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা পয়ার করিবারে ॥[১]' ইহার পরে কবি বলিলেন—

প্রভু আজ্ঞাবাণী আর বৈষ্ণব আদেশ।
মনোমধ্যে ইহা আমি বুঝিনু বিশেষ ॥[২]

এই গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণ সম্বন্ধে যে সব প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজের প্রসঙ্গই বেশী। তৃতীয় নির্য্যাস বিশেষভাবে রামচন্দ্রের গুণকীর্ত্তনে মুখরিত। এই নির্য্যাসটির শেষে স্পষ্টত তাহা উল্লিখিত হইয়াছে—"ইতি রামচন্দ্র কবিরাজ মহিমা বর্ণন নাম তৃতীয় নির্য্যাস।"[৩] এই নির্য্যাসে দেখা যায় শ্রীনিবাস প্রভু আহার সমাপন করিয়া শিষ্য রামচন্দ্রকে

১। কর্ণানন্দ, ব: ন: গ্র: ম: ২২৮৯/৫ পৃ: ৩ খ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃ: ৫
২। ঐ „ „ „ ৩খ, „ „ „ ৫
৩। ঐ „ „ „ ২৮খ, „ „ „ ৫৭

নিজ পরিত্যক্ত ভোজনাসনে উপবেশন করিতে এবং তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিলেন—

ভোজন সারিয়া প্রভু উঠিলেন তবে।
আজ্ঞা দিল রামচন্দ্র ভোজন কর এবে ॥[১]

বৈষ্ণব মতে গুরুর আসনে শিষ্যের বসিবার অধিকার নাই। তবে শিষ্য যদি গুরুর সমান যোগ্যতা লাভ করেন তবেই তাঁহার গুরুর আসনে বসিবার অধিকার জন্মায়। রামচন্দ্র-প্রতি সেই যোগ্যতা ও মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। গুরু আজ্ঞায় তিনি গুরুর আসনপীঠে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন—

প্রভুর আসন আর ভোজনের পাত্র।
ব্যঞ্জনের বাটী আর প্রভু-জলপাত্র ॥
বসিয়া প্রসাদ পান আনন্দিত হইয়া।
প্রভুর আজ্ঞা বলি তাহা মস্তকে বান্ধিয়া ॥[২]

গুরুর আসনপীঠে বসিয়া শিষ্যের প্রসাদ গ্রহণ করিবার শাস্ত্র সম্মত বিধির দৃষ্টান্ত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও দেখা যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থানকালে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিজগৃহে মহাপ্রভুকে আমন্ত্রণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত নৈবেদ্য ও আসনপীঠ চৈতন্যদেবের সেবায় নিবেদন করেন। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের আসনপীঠে বসিয়া নিবেদিত নৈবেদ্য-প্রসাদ গ্রহণ করা অনুচিত মনে করিলে সার্বভৌম মহাশয় যে যুক্তি বিচার উপস্থিত করিলেন তাহাতে চৈতন্যদেব সার্বভৌম মহাশয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া সেই আসন গ্রহণ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন—

কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু না কর বিস্ময়।
যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ-সিদ্ধ হয় ॥

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২৮৯৫, পৃঃ ২১ক, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ৩৯
২। ঐ ,, ,, ,, ২১ক, ,, ,, ,, ৩৯

না মোর উদ্যোগে না গৃহিণীর রন্ধনে।
যার শক্ত্যে ভোগসিদ্ধ সেই তাহা জানে॥
এইতো আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন॥
ভট্ট কহে অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ॥
প্রভু কহে ভাল কহিলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয়॥[১]

কর্ণানন্দের গ্রন্থকার রামচন্দ্র কবিরাজকে এই বিশেষ ভক্তের বা ভৃত্যের মর্য্যাদা দিয়াছেন। কিন্তু এই নির্য্যাসের অপর একটি বর্ণনায় শ্রীনিবাস অপেক্ষা রামচন্দ্রের মহিমা আরও উজ্জ্বল। শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলির বর্ণনা অংশে দেখা যায় শ্রীনিবাস যখন ধ্যানমগ্ন হইয়া জলকেলি লীলা দর্শন করেন তখন তিনি দেখিতে পান কেলিকালে শ্রীরাধার নাসিকার বেসর যমুনাজলে খসিয়া পড়ে। যথা—

রাধাকৃষ্ণ জলকেলি মনেতে চিন্তিয়া।
যমুনাতে দেখি লীলা সুখাবিষ্ট হইয়া॥
নানান তরঙ্গে লীলা কথনে না যায়।
উনমত হইয়া যুদ্ধ করে যমুনায়॥
কতভাবে কত সিন্ধু তাতে প্রকাশিলা।
নাসার বেসর তাতে খসিয়া পড়িলা॥
রাধার বেসর পড়িল যমুনার জলে।
না পাইয়া আভরণ হইলা ব্যাকুলে[২]॥

গ্রন্থকার বলেন শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীরাধার নাসিকার বেসর সন্ধান নিমিত্ত তিন দিন ধ্যানে বসিয়াছিলেন—'তিনদিন ধ্যানে ছিলা যাহার কারণ'[৩], কিন্তু তিনদিন ধ্যানে থাকিয়াও এই বেসর খুঁজিয়া পান নাই। অথচ রামচন্দ্র প্রভু দত্ত সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া অল্প সময় মধ্যে সেই বেসর খুঁজিয়া পাইলেন। যথা—

১। চৈতন্যচরিতামৃত, পৃঃ ৩০২, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ।
২। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ প্রঃ মঃ ২২৮৯।৫, পৃঃ ২৫খ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃঃ ৫১
৩। ঐ „ „ „ পৃঃ ২৫খ, „ „ „ ৫০

প্রভুদত্ত সিদ্ধদেহ করি আরোপিত।
জানিল সকল কার্য্য যেবা মনোনীত ॥
যমুনাতে আভরণ পদ চিহ্নপরে।
পদ্মপত্র ঢাকিয়াছে তাহার উপরে[১] ॥

গ্রন্থকার এইখানে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে শ্রীনিবাস অপেক্ষা ক্ষমতাশালী করিয়া দেখাইয়াছেন, অন্য কোন প্রামাণিক বা নির্ভরযোগ্য প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে এইরূপে রামচন্দ্রকে শ্রীনিবাস হইতে বড় করিয়া দেখান হয় নাই। ভক্তি রত্নাকর, প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য্যের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে বুঝিতে পারা যায় তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিবাসই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়াছিলেন। সেইস্থলে, রামচন্দ্রের চরিত্রকে অধিকতর মহিমা সম্পন্ন করিয়া চিত্রিত করার কারণ হিসাবে কর্ণানন্দ প্রণেতার গুরু হেমলতা ঠাকুরাণীর কোন নির্দেশ আছে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। কেননা, রামচন্দ্র ও হেমলতা উভয়েই রাগানুগামার্গের সাধক ছিলেন। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত একটি পদ হইতে হেমলতা ঠাকুরাণীর রাগানুগা-মার্গে অনুরাগের সন্ধান পাওয়া যায়। 'রসের চাতুরী'-র তিনি সমর্থক—

হেমলতা কহে এইত সার
চাতরী সমান নাহিক আর[২] ॥

রামচন্দ্র কবিরাজ যে রাগানুগামার্গে অনুরাগী ছিলেন তাহা তাঁহার পদরচনার মধ্য দিয়া সন্ধান পাওয়া যায় এবং উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত একটি পুঁথিতেও তাঁহাকে রাগমার্গের সাধক চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে—

রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেমের সাগর।
পূর্বে ছিল চণ্ডীদাস রসের গাগর ॥[৩]

রামচন্দ্র ও হেমলতা একই মার্গের সাধক হওয়ায় উভয়ের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল মনে করিলে কল্পনা করা যায় যে হেমলতার নির্দেশে কর্ণানন্দের কবি রামচন্দ্রকে এরূপ বড় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মনে করা

১। কর্ণানন্দ, ব: স: গ্রঃ নঃ ২২৮৯।৫, পৃঃ ২৪ক, বহরমপুর সংস্করণ, পৃঃ ৪৭

২। উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সম্মেলন চতুর্থ অধিবেশনের কার্য্যকরী বিবরণী ২, পৃঃ ১৪৫।

৩। ডাঃ সুকুমার সেন প্রণীত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ পৃঃ ১৮ দ্রষ্টব্য।

সঙ্গত নয় যে বৈষ্ণবসমাজে বিখ্যাত ব্যক্তি শ্রীনিবাস অপেক্ষা স্বল্পপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্রকে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য হেমলতা নির্দেশ দিবেন। যিনি গুরুর আসনে বসিয়া শিষ্যকে ঠিক পথে চালিত করেন তাঁহার পক্ষে এরূপ একটি অযথার্থ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব রামচন্দ্রকে শ্রীনিবাস অপেক্ষা বড় করিয়া দেখানর পক্ষে একমাত্র যুক্তি যে যদুনন্দনের ভণিতার অন্তরালে থাকিয়া রামচন্দ্রের অনুরাগী অপর কোন কবি রামচন্দ্রের গুণগান করিয়াছেন।

কর্ণানন্দে বৈষ্ণব মহাজন রচিত যে কয়টি পদরত্ন দেখা যায়, তাহার মধ্যে প্রথম নির্য্যাসে রাজা বীর হাম্বীর ভণিতাযুক্ত—'প্রভু মোর শ্রীনিবাস' এবং 'শুনগো মরম সখী' এই দুইটি পদ, চতুর্থ নির্য্যাসে চৈতন্য চরিতামৃতে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত —'আমি কৃষ্ণপদ দাসী' পদ এবং ষষ্ঠ নির্য্যাসে শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভণিতাযুক্ত— 'প্রেমক পুঞ্জরী শুন গুণমঞ্জরী' এবং 'তুঁহু গুণমঞ্জরী রূপে গুণে আগরী' পদ পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে যদুনন্দন দাসের ভণিতায় কোন পদ এই গ্রন্থে নাই। গ্রন্থকার যদি আমাদের আলোচ্য অনুবাদক ও পদকর্তা যদুনন্দন দাস হইতেন তাহা হইলে নিজেও কিছু পদ রচনা করিতেন এই গ্রন্থে। কেননা, দেখা যায় আলোচ্য যদুনন্দন পদরচনা-প্রীতিহেতু অনুবাদ গ্রন্থেও অবকাশ অনুসারে শ্লোকের অনুবাদের অতিরিক্ত মৌলিক পদ রচনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোবিন্দলীলামৃত-অনুবাদ গ্রন্থ হইতে একটি পদ উদ্ধৃত হইল—

সখি হে, দেখ রাই অভিসার।
চান্দের কিরণ তনু ভুলিয়া চলিল জনু
চিনিতে শকতি হয় কার॥ ধ্রু ॥
বয়স কিশোরী ধনি তপ্ত কাঞ্চন জিনি
বরণ সুবর্ণ সিত সাজে।
কৃষ্ণ প্রেম ভরে ধনি মন্থর গমন জানি
তাহা হেরি গজ পায় লাজে॥
প্রতি অঙ্গে প্রতিক্ষণ প্রতিবিম্ব অনুপম
ঝলকায় যেন সৌদামিনী।
পদ যুগ যাহা ধরে কত কত রুহু ভরে
হাসিতে খসয়ে মণি জানি[১]॥

১। গোবিন্দলীলামৃত, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ১৮০

কর্ণানন্দের সপ্তম নির্য্যাসে গৌড়দেশে প্রেরিত বৈষ্ণব গ্রন্থচুরি যাওয়ার সংবাদ প্রাপ্তিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের দুঃখ হওয়ায় তাঁহার প্রাণ ত্যাগের যে তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, সেই তথ্যের মধ্যে কতটা যৌক্তিকতা আছে তাহাও ভাবিবার বিষয়। আত্মহত্যার প্রয়াস বৈষ্ণবের পক্ষে অপরাধ। বৈষ্ণবের আদর্শ—"তরোরিব সহিষ্ণু" হওয়া। কৃষ্ণদাস গোস্বামী পরম বৈষ্ণব, অধিকন্তু, পরম বিজ্ঞ ও ঈশ্বরে নির্ভরশীল তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মত্যাগের চেষ্টা করার মত চঞ্চলতা সম্ভব নয়। তবে ইহারও যে ব্যতিক্রম আছে তাহা প্রমাণিত হয় একটি তথ্যে, যেখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজের শিক্ষাগুরু স্বরূপ গোস্বামীর অন্তর্ধানের পর বেদনা কাতর হইয়া 'ভৃগুপাত'[১] দ্বারা দেহত্যাগ করিতে প্রয়াসী হন। যথা—

মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব ত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাথে।
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥
এইত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে।
আসি রূপ সনাতনের বন্দিলা চরণে ॥
তবে দুই ভাই তারে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥[২]

বৈষ্ণবের পক্ষে আত্মহত্যার প্রয়াসের এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকিলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে গ্রন্থ-চুরি সংবাদে আত্মত্যাগের প্রয়াস যে অযৌক্তিক তাহার স্বপক্ষে আরও বলা যায় যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে সব গ্রন্থের শোকে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সেই সব গ্রন্থের অনুলিপি বৃন্দাবনে না থাকার কথা নয়। ব্রজ-

১। পর্বতের উচ্চ স্থান হইতে পতন।
২। চৈতন্যচরিতামৃত, পৃঃ ৯২, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ।

মণ্ডলের বৈষ্ণব-নির্দ্দেশে যে সব অমূল্য বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি হইল, ব্রজবাসীদের আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রজধামে তাহার কোন অনুলিপি থাকিবে না এমন যুক্তি সঙ্গত নয়। অতএব গ্রন্থ শোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দেহত্যাগ প্রচেষ্টার যে বিবরণ প্রেমবিলাস গ্রন্থের অনুসারে কর্ণানন্দে বর্ণিত হইয়াছে তাহার মূলে কোন যুক্তি নাই। ভক্তি রত্নাকর, নরোত্তম-বিলাস ও অনুরাগবল্লী গ্রন্থেও এই বিবরণ নাই। অতএব কর্ণানন্দে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের আত্মহত্যার চেষ্টার বিবরণ ভিত্তিহীন মনে হয়। অনুবাদক যদুনন্দন যদি কর্ণানন্দ রচনা করিতেন তিনি এইরূপ একটি ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেষণ করিতেন না। কেননা, তিনি প্রায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের সম-সাময়িক কালের মানুষ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম-রাধা-গোবিন্দ নাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের মতে ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ। সার যদুনাথ সরকারের মতে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ গণ্য হয়। অনুবাদক যদুনন্দন দাসও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কালের মানুষ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে দীর্ঘজীবি ছিলেন তাহা তিনি নিজেই চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন—

> বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
> হস্তহালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির[১] ॥

কবির বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইলে গ্রন্থ রচনার কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদ ধরা যায়। অনুবাদক যদুনন্দন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কবি হওয়ায় সেই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। কাজেই দীর্ঘজীবী কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবন ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ এই যদুনন্দনের অজানা থাকিবার কথা নয়। তিনি যে কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে এইরূপ একটি অযৌক্তিক বিষয় বর্ণনা করিবেন তাহা মনে হয় না। অপরপক্ষে কর্ণানন্দ প্রণেতা যদুনন্দন যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সম-সাময়িক কবি ছিলেন না তাহা গ্রন্থের অযৌক্তিক উক্তি হইতেও অনুমান করা যায়। এবং তিনি যে শ্রীনিবাস আচার্য্যেরও সমসাময়িক ছিলেন না তাহাও এই উক্তি হইতে মনে করা যাইতে পারে—

> ঠাকুর মহাশয় যেবা করিল বর্ণন।
> কর্ণপুর কবিরাজ যা কৈল রচন ॥

১। চৈতন্যচরিতামৃত, পৃঃ ৬২৪, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ।

এই দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে।
মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা পয়ার করিবারে[১] ॥

'দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে' গ্রন্থ রচনা করার উল্লেখ থাকায় আপাতত মনে হয় তিনি শ্রীনিবাসকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কিন্তু এমন হওয়াও সম্ভব যে তিনি নিজের দেখা-শুনার উপর প্রমাণের ভার না রাখিয়া শ্রীনিবাসের বন্ধু দুই প্রামাণিক লেখকের দোহাই দিয়াছেন। তবে সম-সাময়িক ব্যক্তি হইলেই যে সাক্ষাৎ পরিচয় থাকিবে এখনও সব সময়ে সম্ভব নয়। বাসস্থানের দূরত্ব, শারীরিক অসামর্থতা প্রভৃতি কারণ সাক্ষাতের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিন্তু এই যুক্তিও এইস্থলে বিশেষ কার্য্যকরী মনে হয়না। কেননা শ্রীনিবাস আচার্য্য বাস করিতেন কাটোয়া হইতে দুই মাইল ও শ্রীখণ্ড হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত যাজিগ্রামে। কর্ণানন্দের যদুনন্দন যে বুঁধইপাড়ায় শ্রীমতীর নিকট থাকিতেন সেই বুঁধইপাড়া যাজিগ্রামের কাছাকাছি ভগবানগোলা ষ্টেশনের নিকটবর্তী। শারীরিক দিক হইতে স্থানান্তরে গমনে যদুনন্দনের কোন অসামর্থ্য ছিল বলিয়া কোন গ্রন্থে উল্লেখ নাই। কিন্তু শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল কিনা তাহার সন্ধান কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কর্ণানন্দের—'দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে' এবং 'শ্রীমতীর মুখে আমি যে কিছু শুনিল' উক্তিগুলি এই কথাই মনে করাইয়া দেয় যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ঘটে নাই। সম্ভবত পরবর্ত্তীকালের কবি ছিলেন তিনি, নতুবা তৎকালীন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে এবং তাঁহার নিজগুরুর পূজনীয় পিতা হিসাবে নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী শ্রীনিবাসকে দর্শন না করার আর কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি যদি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরবর্ত্তী হন তাহা হইলে শ্রীনিবাস হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামীর অনেক পরবর্ত্তী হইবেন। অতএব তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পর্কিত গ্রন্থ বিষয়ক ঘটনাটি সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। কর্ণানন্দ গ্রন্থ পরবর্ত্তীকালে অপর কোন যদুনন্দন কর্তৃক রচিত ইহা মনে করিবার পক্ষে আর একটি যুক্তি এই যে, আজ পর্যন্ত যে কয়টি কর্ণানন্দ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিরই লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্ত্তী নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত কর্ণানন্দ ৫৫৩৫ সংখ্যক পুঁথির লিপিকাল অনুল্লিখিত। কিন্তু বরাহনগর

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯/৫, পৃঃ ৩খ, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ৫।

গ্রন্থমন্দিরে প্রাপ্ত কর্ণানন্দ ২২৮৯/৫ সংখ্যক পুঁথির লিপিকাল ১২১৫ সাল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্ত কর্ণানন্দ ২৮৬০ পুঁথি সংখ্যার লিপিকাল ১২৪২ সাল।

কর্ণানন্দের ভাষা সহজ, সরল ও বিবরণাত্মক। এই পদ্যগ্রন্থে কবিত্ব প্রকাশের বিশেষ কোন চেষ্টা দেখা যায় না। কিন্তু বস্তু বিন্যাসে, শব্দচয়ন প্রভৃতি বিষয়ের প্রয়োগে কবির যে স্বকীয় রীতি লক্ষ্য করা যায় তাহাতে কবির ভাবাবেগ প্রবণতার সন্ধান পাওয়া যায়। কবি আবেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে যাইয়া বারবার একই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

> 'আবেশে অবশ হইয়া করে হায় হায়'।[১]
> 'কি করিলে বিধি বলি করে হায় হায়'।[২]
> 'নাশাতে অঙ্গলি ধরি করে হায় হায়'।[৩]
> 'দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি রাজা করে হায় হায়'।[৪]
> 'হায় হায় করে কত বিলাপ করিয়া'।[৫]
> 'হায় হায় করি কত করয়ে ক্রন্দন'।[৬]
> 'হায় হায় কি করিব কোথাকারে যাব'।[৭]
> 'গড়াগড়ি করে ভূমে করে হায় হায়'।[৮]
> 'রামচন্দ্র রামচন্দ্র বলি করে হায় হায়'।[৯]
> 'হায় হায় কি মাধুর্য্য কৈল আস্বাদন'।[১০]

একই নির্য্যাসের ১৬-১৯ পৃষ্ঠা মধ্যে আটবার এবং ২৫ হইতে ২৬ পৃষ্ঠা মধ্যে দুইবার 'হায় হায়' উক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে। কবি তাঁহার বক্তব্য বিষয় অনুসারে কাব্যে বা রচনায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ভাষার গাঢ়তা বা গভীর অনুভূতি

১। কর্ণানন্দ, ব: ন: গ্র: ম: ২২৮৯।৫, পৃ: ১৬খ, বহরমপুর সংস্করণ পৃ: ৩১
২। ঐ ,, ,, ,, ১৮খ, ,, ,, ,, ৩৫
৩। ঐ ,, ,, ,, ১৯ক, ,, ,, ,, ৩৫
৪। ঐ ,, ,, ,, ১৯ক, ,, ,, ,, ৩৫
৫। ঐ ,, ,, ,, ১৯ক, ,, ,, ,, ৩৬
৬। ঐ ,, ,, ,, ১৯ক, ,, ,, ,, ৩৬
৭। ঐ ,, ,, ,, ১৯ক, ,, ,, ,, ৩৬
৮। ঐ ,, ,, ,, ১৯খ, ,, ,, ,, ৩৭
৯। ঐ ,, ,, ,, ২৫খ, ,, ,, ,, ৫১
১০। ঐ ,, ,, ,, ২৬খ, ,, ,, ,, ৫২

প্রকাশের জন্য উপযুক্ত একই শব্দ বারবার গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা শ্রুতিকটু না হয় তাহাও বিবেচনা করিতে হয়। এইস্থলে অত্যধিক 'হায় হায়' শব্দ শ্রুতিমধুর না হইয়া শ্রুতিকটু হইয়াছে বলা যায়। অতএব শব্দ সংযোজনে কবির এইখানে পুনরুক্তি দোষ লক্ষ্য করা যায়। শব্দ সম্পদের দিক হইতেও কবির দৈন্যতা লক্ষ্যণীয়। একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইল—

মাতার সেবক দুহে ঈশ্বরীর অনুসেবক।
ইহার সভার যত শিষ্য অনেক ॥[১]

'যত শিষ্য' কথাটি আসিয়াছে অনেক শিষ্য প্রসঙ্গে। শিষ্য সংখ্যার আধিক্য বুঝাইতে 'সকল অনেক' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'সকল' বলিয়া পরে 'অনেক' বলায় শব্দের মূল্যমান কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। আবেগ প্রবণতা হইতে যেখানে শব্দ প্রয়োগের দ্বারা শিষ্যাধিক্য বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, শব্দের দৈন্যতা হেতু শব্দ প্রয়োগ দোষে তাহা লঘু হইয়া পড়িয়াছে।

কর্ণানন্দে কবির কবিত্ব শক্তি প্রসঙ্গে ভাষা, ছন্দ, রস প্রভৃতি কাব্যোৎকর্ষের উপকরণগুলির পর্য্যালোচনা করিলে লক্ষ্য করা যায় কবি প্রধানত অনলঙ্কৃত ভাষায় পদ্য রচনা করিয়াছেন, ব্যঞ্জনার চেষ্টাও বিরল। কিন্তু সেইজন্য ইহাতে কবিতার মর্য্যাদা রক্ষা পায় নাই ইহা বলা চলে না। কেননা, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা ব্যতিরেকেও ছন্দ, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসে যে একটি সুর ধ্বনিত হয় তাহাতেও কাব্যরূপ গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু তাহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে গণ্য করা যায় না। কর্ণানন্দকেও সেই অনুসারে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্য বলা চলে না। তবে কবির দুই একস্থলে অলঙ্কার প্রয়োগের চেষ্টাও দেখা যায়। যথা—

কলি রবি তাপে দগ্ধ জীব শস্যগণ।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত বৃষ্টে পাইল জীবন ॥
প্রেমে বাদল হইল পৃথিবী ভরিয়া।
ভকত ময়ূর নাচে মাতিয়া মাতিয়া ॥[২]

১। কর্ণানন্দ, কঃ বিঃ ৫৫৩৫, পৃঃ ১৭ক
২। ঐ বঃ সঃ গ্রঃ সঃ ২২৮৯/৫, পৃষ্ঠা ২খ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪

বেড়িয়াত কৃষ্ণচন্দ্রে যত গোপীগণ।
মেঘেতে বেড়িল যেন তড়িতের গণ।[১]

এইখানে বিষয়বস্তু অনুসারে সাদৃশ্যজনিত—উপমা অলঙ্কারের, এবং সাদৃশ্যের সংশয়জনিত 'যেন' উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের দেহ বর্ণের সঙ্গে কালোমেঘের এবং তড়িতের সঙ্গে ব্রজগোপীগণের উপমা প্রয়োগ যেমন সৌন্দর্য্য আনয়ন করিয়াছে, সেইরূপ প্রখর সূর্য্যতাপের সঙ্গে কলি-তাপের তুলনা, শস্যের সঙ্গে জীব শস্যের তুলনা এবং বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল তাপস্নিগ্ধকারী বাদলের সঙ্গে তুলিত হওয়ায় বিশেষ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে। ছন্দের ক্ষেত্রে কবির কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না, পয়ারের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে দুই চরণান্তিক মিল বিশিষ্ট পয়ারে সমগ্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ত্রিপদী বা চৌপদী পয়ারের ব্যবহার না থাকায় বৈচিত্র্যহীনতার দরুণ ইহা 'একঘেয়ে' মনে হয়। কর্ণানন্দের রস শান্তরস। কেননা, ইহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের সুর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমানভাবে প্রবাহিত হইয়াছে এবং এই রস-রূপ ভক্ত পাঠকের চিত্তে অনুপ্রেরণা আনিতেও সক্ষম। তথাপি অনুবাদক যদুনন্দনের শান্তরস পরিবেষণে যে রস ব্যঞ্জনার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় কর্ণানন্দের কবির সেইরূপ কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উভয় কবির রচনা উপস্থিত করা গেল—

অপার ভজন যার না পারি কহিতে।
সদামগ্ন রহে যিহোঁ মানস সেবাতে॥
লক্ষ্য হরিনাম যিহোঁ করেন গ্রহণ।
এই মতে রহে যিহোঁ সুখাবিষ্ট মন॥[২]

কর্ণানন্দের কবি ভজন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে যাইয়া সংক্ষেপে বলিলেন—'অপার ভজন', এই অপার ভজনের বর্ণনা দিতে কবি বাক্যহারা, তাই বলিলেন 'না পারি কহিতে'। ভজনাকারী যে লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিয়া 'মানস সেবাতে' মগ্ন হইয়া 'সুখাবিষ্ট' হইয়া থাকেন এই বিবরণাত্মক উক্তিই কর্ণানন্দের কবি করিয়াছেন মাত্র। আলংকারিক প্রয়োগ বা শব্দার্থকে অতিক্রম করিয়া কোন রস ব্যঞ্জনার

১। কর্ণানন্দ, ব: ন: গ্র: ম: ২২৮৯/৫ পৃ: ১৭ক, ক: বি: ৫৫৩৫ ১৯, বহরমপুর সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩১।

২। কর্ণানন্দ, ব: ন: গ্র: ম: ২২৮৯/৫, পৃষ্ঠা ৭ক, বহরমপুর সংস্করণ পৃষ্ঠা ১২।

প্রকাশ এইখানে নাই। অপর পক্ষে অনুবাদক যদুনন্দন ভজনা করিবার জন্য যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

সর্ব ত্যাজি ভজিব ইহারে।
রাসমধ্যে ব্রজনারী অপাঙ্গে রেখার সারি
নিরন্তর অভ্যাসয়ে যারে ॥ ধ্রু ॥
নয়নের অন্ত যত অনঙ্গ নালিকামত
কিছু দূরে রহি সুধাসিন্ধু।
পান করে অবিরত তৃষিত অঙ্গনা কত
যেন নাহি পায় একবিন্দু ॥
কিম্বা বিচ্ছেদের ভয়ে নদী যেন নেত্রে বহে
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য মধুরিমা।
তাহার অভ্যাস কাজে অঙ্গনা নেত্রান্ত সাজে
নিমেষ পড়িতে নাহি ক্ষমা[১] ॥

শ্রীকৃষ্ণকে যেমন করিয়া ব্রজ রমণীগণ নিরন্তর ভজনা করেন, সেইভাবে কবি যদুনন্দন ভজনা করিবেন। 'সর্বত্যজি ভজিব ইহারে' এইখানে ভজনা রীতিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। কর্ণানন্দের কবি যেখানে 'অপার' এবং 'না পারি কহিতে' বলিয়াছেন,—যদুনন্দন সেইস্থলে বিস্তারমূলকভাবে ভজনার কথা বলিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, সুধাসিন্ধু, নদী প্রভৃতি শব্দে উপমা অলঙ্কার, অঙ্গনাগণের তৃষ্ণা, অশ্রু, বিচ্ছেদাশঙ্কা প্রভৃতি অনুভাবগুলির ব্যঞ্জনা কবিতায় রসপুষ্টি করিয়াছে। এই যদুনন্দনের সমগ্র কাব্যকৃতিতেই প্রায় এইরূপ অলঙ্কার, শব্দ-চাতুর্য্য, গঠনচাতুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কর্ণানন্দে কাব্যোচিত কোন সৌন্দর্য্য প্রকাশ না থাকায় মনে হয় এই গ্রন্থ অনুবাদক যদুনন্দনের রচনা নয়। তবে যদি বলা যায় কর্ণানন্দের কবি বার্দ্ধক্য জীবনের ৭০ বৎসর বয়সের কালে যে সময়ে কর্ণানন্দ রচনা করিয়াছেন সে সময়ে তাঁহার প্রতিভা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া কর্ণানন্দ রচনায় বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর নাই। কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। চৈতন্য চরিতামৃতে কবিত্ব, ঐতিহাসিকত্ব, রসজ্ঞতা, দার্শনিক তত্ত্ববিচার প্রভৃতি বিষয়ে যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বুঝিতে

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ১৩খ।

পারা যায় 'বৃদ্ধ জরাতুর' হইলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনাশক্তি সেই সময়েও প্রখর ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ প্রতিভা খুবই বিরল। তবে বার্দ্ধক্য মানুষের অনেক কিছু হরণ করিলেও তাহার আকৃতি প্রকৃতির কিছু সাদৃশ্য রাখিয়া যায়, সেজন্য আমরা পূর্ব দৃষ্ট কম বয়স্ক মানুষকে পুনরায় বার্দ্ধক্য অবস্থায় দেখিলেও তাহার দেহগঠন ভঙ্গি, দৃষ্টি ভঙ্গি, বাক্যভঙ্গি প্রভৃতির সাহায্যে তাহাকে চিনিয়া লইতে পারি। তেমনই বার্দ্ধক্যের রচনাতেও কবির কম বয়সের উজ্জ্বল প্রতিভার কিছু স্বাক্ষর থাকিবারই কথা। কিন্তু কর্ণানন্দের কবির রচনায় সেইরূপ কোন চিহ্ন নাই। অনুবাদক যদুনন্দনের রচনারীতির সাবলীল গতিপ্রবাহ, ভাষার মাধুর্য্য, বাক্‌শিল্প প্রভৃতি সুকৌশলের কোন লক্ষণই ইহাতে দৃষ্ট হয় না। এইজন্য কর্ণানন্দ গ্রন্থ অনুবাদক যদুনন্দন কর্তৃক রচিত হইয়াছে বলিতে সংশয় উপস্থিত হয়।

হরিভক্তি চন্দ্রামৃত

হরিভক্তি চন্দ্রামৃত নামে পুস্তিকাটি যদুনন্দন দাস রচনা করিয়াছেন। ইহা কবির মৌলিক রচনা। এই পুস্তিকায় কোন স্থানে কবি আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই। তবে যদুনন্দন দাস নাম অনুসারে পুস্তিকাটি আমাদের আলোচ্য যদুনন্দন দাসের রচনার মধ্যে গণ্য করা হইল। পাঁচ পত্র বিশিষ্ট এই পুস্তিকাটি পাঁচালির আকারে রচিত। গ্রন্থারম্ভে কবি নিজগুরু, চৈতন্যদেব এবং অপর বৈষ্ণব মহাজনদিগকে বন্দনা করিয়াছেন—'

শ্রীগুরু শ্রীপাদ পদ্ম প্রথমে বন্দিয়ে।
যাহা হৈতে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে ॥
বন্দনা করিব কৃষ্ণ চৈতন্য চরণ।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট লক্ষন ॥
বন্দিব শ্রীনিত্যানন্দ দয়ার সাগর।
গৌর প্রেমে গরগর যাহার অন্তর ॥
বন্দিব শ্রীঅদ্বৈত্য আচার্য্য ঠাকুর।
যাহা হৈতে মিলে প্রেমভক্তি প্রচুর ॥
এককালে বন্দিব সর্ব বৈষ্ণব চরণ।
ব্যাজ হয় একে একে করিতে বন্দন[১] ॥

এই পুস্তিকার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল এই দুঃখময় সংসারের অসারতা প্রতিপন্ন করা এবং এই সংসাররূপ কারাগার হইতে জীবের উদ্ধার পাইতে হইলে কৃষ্ণ ভজনই যে একমাত্র পথ তাহা বলা। যথা—

ধনজন তরুণী বিলাস আদি যত।
সংসার বৈভোগ এই সকল অনিত্য ॥
সুবুদ্ধি যে জন হয়ে বিচারয়ে সেই।
কৃষ্ণকে ভজন করে সংসারেতে রই[২] ॥

১। হরিভক্তি চন্দামৃত—কঃ বিঃ ৩৪৭৯, পৃঃ ১, লিপিকাল ১০৮৬ সাল
২। ঐ — " " পৃঃ. ২ক " "

কৃষ্ণ নামের মহিমা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ নাম স্মরণে যতেক পাপ নাশে।
মহাপাপ কোটি কোটি পায়ত তরাসে॥
আর কিছু কহি তাহা শুন মন দিয়া।
অবজ্ঞা না কর জানি পাঁচালি বলিয়া[১]॥

এই পাঁচালিতে কবি মাতৃগর্ভে জীবের জীবনের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্ত্তী সমুদয় জীবন পর্য্যন্ত যে অনন্ত 'দুঃখের সাগরে' পড়িয়া জীব কষ্ট ভোগ করে তাহা নানাভাবে প্রকাশ করিয়া মানবের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে এই দুঃখময় জীবন হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় হইল সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণ ভজনা করা এবং যে জন এই পন্থা অবলম্বন করিবেন তিনি 'পণ্ডিত'রূপে গণ্য হইবেন এবং এই মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিয়া পতিতজনও নিস্তার পাইতে পারিবে। যথা—

এ জীবের আর কোন মতে সুখ নাঞী।
যে মতে থাকুক সদা রহে দুঃখ পাই॥
বরঞ্চ যেজন রহে সংসার ছাড়িয়া।
কৃষ্ণকে ভজন করে একান্ত হইয়া॥
পরম পণ্ডিত বলি কহিতে তাহারে।
তাহার দর্শনে সব পতিত নিস্তারে॥[২]

কবি জীবকে সংপরামর্শ প্রদান করিয়া ইহাও বলিতেছেন যে সময় থাকিতে কৃষ্ণ ভজনা করাই যুক্তিসঙ্গত। কেননা, মানুষ যখন সংসারে দুঃখ-কষ্ট, রোগ-পীড়ায় কাতর হইয়া অবশেষে 'সংসার মিথ্যা' মনে করিয়া সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ ভজনা করিতে চায়, তখন আর মন কৃষ্ণ ভজনায় নিবিষ্ট হইতে পারে না, কারণ তখন—'ব্যাধি যে সেখানে তথা সদা থাকে মন', সেই জন্য কবি বলিতেছেন—

অতএব প্রাণী সুস্থ থাক এযাবত।
বিচারিয়া কৃষ্ণ মন করয়ে তাবত॥[৩]

১। হরিভক্ত চন্দ্রামৃত—ক: বি: ৩৪৭৯, পৃ: ২খ লিপিকাল ১০৮৬ সাল
২। হরিভক্তি চন্দ্রামৃত, ক: বি: ৩৪৭৯, পৃ: ৩খ
৩। ঐ ,, ,, ,, ৪ক

এই পত্রিকায় আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে কবি যদুনন্দন বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিই বিশেষ আস্থাবান, কেননা তিনি মনে করেন অবৈষ্ণব গুরুর নিকট কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিলে শিষ্যের নরকে পতন হয়, তবে শিষ্য যদি তখন অবৈষ্ণব গুরুকে ত্যাগ করিয়া অপণ্ডিত সদ্বৈষ্ণবকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন তাহা হইলেও তাঁহার মঙ্গল হইবে—

অবৈষ্ণব স্থানে যদি কৃষ্ণমন্ত্র লয়।
সদ্গতি না হয় তার নরকে পড়য়॥
তবে সেই অবৈষ্ণব গুরু তিয়াগিয়া।
সদ্বৈষ্ণব গুরু করে বিশ্বাস করিয়া॥
যদি বা বৈষ্ণব গুরু না হয় পণ্ডিত।
তথাপি তাহারে ত্যাগ নহেত উচিত॥[১]

কবির মতে, ধর্মজীবনের পথে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বৈষ্ণবতার আদর্শ অনুসরণ করাই শ্রেয়স্কর। সেইজন্য কম পণ্ডিত বৈষ্ণবগুরুকে বিশ্বাসপূর্ব্বক গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন।

কবির রচনাশক্তির বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এই রচনার মূল ভাব শান্ত রসের মধ্য দিয়া যে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র আরাধ্যরূপে গণ্য করিয়া বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া একান্ত নিষ্ঠাভরে শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে স্থায়ীভাবে 'শম' এর রসপরিণতি ভক্তিরসের সুন্দর প্রকাশে বক্তব্য সমুচিত ভাবে ব্যক্ত হওয়ায় কবির রচনা শক্তির প্রশংসাও করা যায়। পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশেও কবির কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। সহজ সরল ভাষার মাধ্যমেও কবি ধ্বনি, শব্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির সুসামঞ্জস্য পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া রচনায় রস পরিণতি ও কাব্য সৌন্দর্য্য আনয়ন করিতে পারিয়াছেন। একটি স্থলের কবিত্বপূর্ণ উক্তির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাইতেছে—

হেন দেশ নাহি যাতে নাহি মৃত্যু ভয়।
হেন কাল নাহি যাথে সন্ধ্যা নাহি হয়[২]॥

কবি মানুষের অবধারিত মৃত্যুর কথা ব্যঞ্জনা ধ্বনিময় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া এইখানে

১। হরিভক্তি চন্দ্রামৃত, ক: বি: ৩৪৭৯, পৃ: ২ক
২। হরিভক্তি চন্দ্রামৃত, ক: বি: ৩৪৭৯, পৃ: ৪ক

বিশেষ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কবির রচনাটিতে অলঙ্কার প্রয়োগের যে প্রয়াস দুই চারিটি স্থানে দেখা যায় সেইখানেও অলঙ্কারের যথাযথ প্রয়োগ নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

না জানিয়া পতঙ্গ পড়য়ে বহ্নি পরে।
না জানিয়া মৎস গিলে বড়শি উদরে[১] ॥

পতঙ্গ যেমন পরিণাম না বুঝিয়া অগ্নি শিখা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ হারায়, মৎস যেমন খাদ্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বিপদের আশঙ্কা না করিয়াই বড়শীতে রক্ষিত চারা খাইতে যাইয়া বড়শী বিদ্ধ হয়, পতঙ্গ ও মৎসের এই অপরিণামদর্শিতার সঙ্গে মানবের সংসারাসক্তির দুঃখজনক পরিণামের ভাব সাদৃশ্য জনিত দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের একটি সুন্দর প্রয়োগ এইস্থলে দেখা যায়।

এইরূপ, মানবের জীবন যে কত ক্ষণভঙ্গুর সেই কথাও উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগে ও আলঙ্কারিক ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

পদ্ম পত্রে যেন জল করে টলবল।
জীবের জীবন তেন অত্যন্ত তরল [২] ॥

কবি মানব-জীবনের ক্ষণস্থায়ীতার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বলিতেছেন যে পদ্ম পত্রে স্থিত জলবিন্দু যেমন টলটলায়মান অর্থাৎ কতক্ষণ তাহা সেইস্থানে টিকিয়া থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই, সেইরূপ মানবজীবনও এই সংসারে কতক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারিবে তাহারও নিশ্চয় নাই। এইখানে উপমেয় মানব জীবন ও উপমান পদ্মপত্রের জল—এই দুইটি বৈসাদৃশ্যময় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের আবিষ্কার করিয়া এবং 'টলবল' ও 'তরল'—তাকে সাধর্ম্যসূত্রে গ্রথিত করিয়া বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন।

১। হরিভক্তি চন্দ্রামৃত, ক: বি: ৩৪৭৯, পৃঃ ৪খ।
২। ঐ — ,, ,, ,, ৫খ।

পদাবলী রচনায় যদুনন্দন

অসীম সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও রসের উৎস শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা মাধুরী এবং বৈষ্ণব জগতে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অলৌকিক প্রেমবিহ্বল জীবনের লীলাকাহিনী বৈষ্ণব পদাবলী রচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণব পদাবলীর একমাত্র বিষয়বস্তু ছিল বৃন্দাবনলীলা। দ্বাদশ শতাব্দীর কবি জয়দেব প্রথমে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে পদাবলীর পথ নির্দেশ করিয়া দেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কবি চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া পদাবলী সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া তোলেন। মহাজন প্রবর্তিত এই পন্থা অনুসরণে পরবর্তীকালে বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় বিপুল পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া ওঠে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি চৈতন্য পূর্ববর্তীকালের কবি হওয়ায় তাঁহারা চৈতন্যলীলার কোন পদ রচনার সুযোগ পান নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে যে সব বৈষ্ণব কবি পদাবলী রচনা করিয়াছেন তাঁহারা চৈতন্যদেবের সুগভীর প্রেমানুভূতি সকল পদাবলীর বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মুরারী গুপ্ত, নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি কবি চৈতন্যের বাল্যলীলা ও সন্ন্যাস লইয়া চৈতন্য বিষয়ক পদ রচনা আরম্ভ করেন। ক্রমে গৌরাঙ্গের অলৌকিক জীবন পদাবলীর অঙ্গবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীতেও ভক্তিরসের সঙ্গে আদিরসের মিশ্রণ ছিল। চৈতন্য-যুগে আদিরসের গাঢ়তা পরিত্যক্ত হয় এবং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দিষ্ট পথে পদাবলী রচিত হইতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার সহচর নরোত্তম ঠাকুর তাঁহাদের শিষ্যগণকে যে বৈষ্ণব ভাবধারায় বিশেষ-ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন সেই সব শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই পদাবলী রচনা করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কবি বৈদ্য যদুনন্দন দাস এই বৈষ্ণব ভাবধারায় উদ্দীপনা লাভ করিয়া রসের দিক দিয়া বৈষ্ণব ধর্মের মধুর রসের পদ রচনা করিয়াছেন।

রসমধ্যে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস বৈষ্ণব সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু পদাবলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য বেশী। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর দাবি সর্বোপরি প্রেমকাব্য রূপেই।

যদুনন্দনের পদাবলী অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রসের পদ সেখানে বিরল। তাঁহার পদাবলীর প্রধান অবলম্বন মধুর রস। তবে ভক্তি বা শান্তরসের পদ বিরল নয়। তাঁহার গুরুবন্দনা, শ্রীকৃষ্ণবন্দনা ও গৌরাঙ্গ বন্দনার পদে ভক্তিরসের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গৌরাঙ্গবন্দনার একটি পদ উদ্ধৃত হইল। যথা—

গৌরাঙ্গ চান্দের গুণে পাষাণ মিলাঞা যায়
সুখরুখ ভরয়ে অঙ্কুর।
দয়ানিধি গৌরাঙ্গ ঠাকুর ॥ ধ্রু ॥
গৌরাঙ্গের দয়া শুনি গুণ ছাড়ে গুণমণি
জ্ঞান ছাড়ে জ্ঞানী গুণীগণ।
কর্ম ছাড়ে কর্মীগণে বিপ্র ছাড়ে বেদগণে
গৃহবাসী ছাড়য়ে ভবন ॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ দয়া মায়িগণ ছাড়ে মায়া
ধনজন নারী তেয়াগিয়া।
ভ্রমে বৃন্দাবনে বনে গায়ে গোরা দয়াগণে
হেন সে করুণা অমায়য়া ॥
সতি ছাড়ে পতি মতি করিল বৈষ্ণব গতি
পাইতে গৌরাঙ্গ পদছায়া।
হেন দয়াময় প্রভু না ভজিনু মুঞি তভু
এ যদুনন্দন অভাগিয়া।[১]

কবি এইখানে শ্রীগৌরাঙ্গকে অনন্তগুণের আধার ও অসীম দয়ার অবতার রূপে কল্পনা করিয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণের যে ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে ভক্তিরসের প্রকাশ ঘটিয়াছে। কবি বলিতেছেন যে গৌরাঙ্গ পদ ছায়া লাভ করিবার জন্য মানুষ, ধন, জন, কর্ম, গৃহবাস প্রভৃতি সব সাংসারিক বিষয় পরিত্যাগ করে, এমন কি সতি পর্য্যন্ত পতি ত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গপদ লাভের আশায় বৈষ্ণব সঙ্গ গ্রহণ করেন। সেই দয়াময় প্রভুর করুণা লাভ করিবার নিমিত্ত কবি তাঁহার ভজনা করিলেন না মনে করিয়া নিজেকে 'অভাগিয়া' মনে করেন।

১। মুক্তাচরিত, ব: স: গ্র: ম: ২২৭৫।২৬, পৃষ্ঠা ২৭ক

রসানুভূতির দিক হইতে কবির উক্তি সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলা চলে। শান্তরসের উপযোগী গাম্ভীর্যপূর্ণ শব্দরাশিও সেই অনুসারে ছন্দ মাধুর্য্য রসে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। চৈতন্যদেবকে সর্বৈশ্বর্য্যময় রূপে চিত্রিত করিয়া শ্রীনিবাস শিষ্য গোবিন্দদাসও শান্তরসের পদ রচনা করিয়াছেন। তুলনামূলকভাবে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় গোবিন্দদাসের পদে চৈতন্য চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের প্রেমঘন মূর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

নীরদ নয়ন নীর ঘন সিঞ্চন
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব কদম্ব॥
কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধনী নীরে উজোর॥
চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুব্ধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পুর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস রহু দূর॥[১]

কবি বলিতেছেন গৌরাঙ্গের জলবর্ষী মেঘের ন্যায় নয়ন হইতে গাঢ় অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই বারিপাতের ফলে তাঁহার দেহরূপ কল্পবৃক্ষে পুলকরূপ মুকুল জন্ম লইতেছে। দেহ হইতে ঘর্মরূপে যে মধুবিন্দুর উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মনে হয় দেহে যেন ভাবরূপ কদম্ব ফুটিয়াছে। গঙ্গাতীর ধরিয়া তাঁহার গমন ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় অভিনব এক হেম কল্পবৃক্ষ গঙ্গাতীর উজ্জ্বল করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। তাঁহার চরণ কমলে ভক্তগণ ভ্রমরের ন্যায় ঝঙ্কার তুলিতেছে। এই

১। গীঃ ১৮, তরু ৬৭, বৈঃ পঃ ৩।

চৈতন্য-কল্পবৃক্ষ পদতলে অবস্থিত সকল ভক্তগণকে অবিরত প্রেমরস বিতরণ করায় তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল। কিন্তু গোবিন্দদাস তাঁহার চরণলাভে বঞ্চিত হইয়া দূরে পড়িয়া রহিল। যদুনন্দন যে স্থলে সহজ ভাষায় প্রাণের আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন, গোবিন্দদাসের পদে সেইস্থলে ভক্ত হৃদয়ের আবেদনের সঙ্গে পাণ্ডিত্য প্রকাশের লক্ষণও প্রকাশ পায়। কবি গোবিন্দদাস তাঁহার বিশেষ রচনারীতি দ্বারা চিত্রধর্মী কলাকৌশল প্রয়োগে শ্রী:গৌরাঙ্গের চলমান দেহ বর্ণনায় একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শব্দ চয়নের দিক হইতেও গোবিন্দদাস যদুনন্দন অপেক্ষা পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। তিনি যেখানে বলিয়াছেন—'বিকসিত ভাব-কদম্ব', এইখানে 'কদম্ব' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এক অর্থে ইহা 'কদম্বপুষ্প', অন্য অর্থে 'সমূহ'। এইরূপ শব্দ প্রয়োগ কৌশল যদুনন্দনে লক্ষ্য করা যায় না। ইহা ব্যতীত গোবিন্দ দাসের প্রকাশভঙ্গি অনবদ্য হওয়ায় পদটি আরও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব মহাজনগণ যেমন মধুররসের পদরচনায় প্রেম মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি সকল পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন বা সম্ভোগ, মান, বিরহ প্রভৃতি অবস্থায় বিভাগ করিয়া পদরচনা করিয়াছেন, যদুনন্দনের মধুর রসের পদ-সকলেও সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থার বর্ণনায় পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। যদুনন্দন রচিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানুরাগের একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখা যায়। যথা—

সখি রাধা নাম কি কহিলে।
শুনি কান মন জুড়াইলে॥ ধ্রু ॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে।
হেন হিয়া না করে আকুলে॥
ঐ নামে কি আছে মাধুরী।
শ্রবণে রহল সুধা ভরি॥
চিতে নিতে মুরতি বিকাশ।
অমিয়া সাগরে যেন বাস॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ।
এ যদুনন্দন মন কাঁদ॥[১]

১। পঃ সঃ পৃষ্ঠা ২৮, বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা ২১৭, কঃ বিঃ ৬২০৪।২০

সঙ্গলাভের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগের উদয় হইয়াছে। পূর্বরাগের এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এক কবি বলিয়াছেন—

সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্বরাগ।
সঙ্গ পরে রাগ যেই সেই অনুরাগ ॥[১]

যদুনন্দনও অনুরূপ ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে এখনও চোখে দেখেন নাই, রাধা নাম শুনিয়াই তিনি শ্রীরাধার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। গোকুল নগরে কত প্রকারের নাম শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু অন্য কোন নাম তাঁহার হৃদয়কে আকুল করে নাই। এই রাধা নামে যে মাধুরী আছে তাহা তাঁহার কর্ণকে সুধারসে ভরিয়া দিয়াছে। হৃদয়ে এই নাম 'মুরতি বিকাশ' করিয়াছে। শ্রীরাধার নাম-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে 'আঁখিতে দেখিতে' ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের এই যে আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে ইহাতে কাব্যরস পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রস উৎপন্ন করার কাজে অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে 'রাধা' নাম আলম্বন বিভাব রূপে এবং শ্রীরাধাকে আঁখিতে দেখিবার সাধ—মনের এই সাধের বহিঃপ্রকাশ পদটিতে অনুভাব অলঙ্কাররূপে রস সৃষ্টির কাজে সহায়তা করিয়াছে। তবে যদুনন্দনের পদে গোবিন্দদাসের ন্যায় অলঙ্কার বহুল প্রয়োগ রীতি দেখা যায় না। গেবিন্দদাস তাঁহার পদে যে সমস্ত অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন সেই সকল অলঙ্কারের মধ্যে রূপক ও উপমার বৈচিত্র্য পদে বিশেষ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। গোবিন্দদাস রচিত গৌরাঙ্গ বিষয়ক—'নীরদ নয়ন নীরঘন সিঞ্চন' পদটিতেও আমরা দেখিয়াছি রূপক ও উপমার সাহায্যে মহাপ্রভুর প্রেমঘন মূর্ত্তিটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন তিনি। গোবিন্দ দাস শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগেরও অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন। সেই সকল পদ মধ্যে একটি পদে শ্রীরাধাকে দর্শনের ফলে শ্রীকৃষ্ণের যে পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছে সেই ভাবটিই ব্যক্ত হইয়াছে এবং যদুনন্দনের পদের ন্যায় রাধা নামের প্রভাবও ইহাতে লক্ষ্য করা যায়। যথা—

চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥

১। নন্দকিশোর দাস রচিত রসকলিকা, পৃষ্ঠা ১০৪।

বৃষভানু নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বানি
সপনে না পাতয়ে কাণ॥

রা কহি ধা পহু বাহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুষমণি লোটায়ে ধরণি পুনি
কো কহ আরতি ওর॥

গোবিন্দ দাস তুয়া চরণে নিবেদন
কানুক সকল সম্বাদ।
নীচয়ে জানহ তছু দুখ-খণ্ডক
কেবল তুয়া পরসাদ॥[১]

চম্পকদাম হেরিয়া শ্রীকৃষ্ণের মন অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি শ্রীরাধাকে পূর্বে দেখিয়াছেন। এই চাঁপা ফুলের বর্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার গাত্রবর্ণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধার কথা পুনরায় তাঁহার অন্তর অধিকার করিল। এবং বৃষভানু নন্দিনী শ্রীরাধাকে তিনি দিবারাত্র স্মরণ করিতে লাগিলেন। রাধা নাম উচ্চারণ করিতে যাইয়া 'রা' কহিয়া 'ধা' পর্যন্ত বলিতে যাইয়া তাঁহার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। তখন সেই 'পুরুষ মণি' ধরণীতে লুটাইতে লাগিলেন। তবে যদুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদের সঙ্গে এইখানে একটি পার্থক্য এই যে গোবিন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণ যেমন রাধা নাম বলিতে যাইয়া বাক্যহারা যদুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ সেই রাধানাম শ্রবণ করিয়া না দেখা শ্রীরাধাকে দেখিবার জন্য বিশেষ প্রেরণা অনুভব করেন। অপর আর এক পার্থক্য এই যে গোবিন্দ দাস যেখানে রূপানুরাগের কথা বলিয়াছেন যদুনন্দন সেইস্থলে নামানুরাগের অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ যদুনন্দনের

১। পদামৃত সমুদ্র ১১৫, তরু ৮৯, ক: ১৫৩, ক: বি: ১৬৮৬, ক: বি: পাঠান্তরে এইরূপ পাঠ আরম্ভ—

হরিবটে তুহু ভেল ভাগি।
রাতি দিবস হরি আপনা ভাবিয়ে
কাল বিরহ তুয়া লাগি॥

শ্রীকৃষ্ণ তখনও শ্রীরাধাকে দেখেন নাই সেইজন্য রাধা নামই শ্রীকৃষ্ণের অবলম্বন। কিন্তু যদুনন্দনের রচনায় রূপানুরাগের পদও বিরল নয়। একটি দৃষ্টান্ত—

ইন্দীবর বর উদোর সহোদর
মেদুর মদহর দেহ।
জাম্বুনদমদ বৃন্দবিমোহিত
অম্বর বর পরিধেয়[১]।
সজনি[২] কে নবনাগর রাজ[২]।
মোহন মুরলি খুরলি রুচিরানন
দহন কলাবতী[৩] লাজ॥ ধ্রু॥
মোতিম সার হার উর অম্বর
নখতর দামরু ভান।
করি কর গরব কবল কর সুন্দর
সুবলন বাহু সুঠাম॥
মদগজরাজ লাজগতি মন্থর
জগভরি ভরই অনঙ্গ।
যদুনন্দন ভণ [৪]নন্দ নন্দন ছন্দ[৪]
চন্দন শীতল অঙ্গ॥[৫]

বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার পূর্বরাগ অংশে বিভাজিত এই পদটিতে রূপানুরাগের একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। শ্রীরাধা রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া বলিতেছেন, সুন্দর নীলপদ্মের কেশরের স্নিগ্ধতার গর্বহরণকারী স্নিগ্ধ সুকোমল দেহধারী এবং স্বর্ণপুঞ্জের অপেক্ষাও উত্তম উজ্জ্বল বসন পরিধানকারী কে এই নাগর রাজ? ইনি সুন্দর বদনে মোহন মুরলী বাজাইয়া কুলবতীর লজ্জা দগ্ধ করিতেছেন। ইহার সুবলিত সুঠাম বাহু করীশুণ্ডের গর্ব দূর করিতেছে, বক্ষে উত্তম মুক্ত মালা গগনে নক্ষত্রদামের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার মন্থরগতি মত্ত গজরাজের গতিকেও

১। বৈঃ পঃ পাঠান্তর—'পরিধেহ'
২-২। ঐ ,, —কো সোই নব যুবরাজ।
৩। ঐ ,, —কুলবতি
৪-৪। বৈঃ পঃ পাঠান্তর—সো নন্দনন্দন
৫। পদামৃত সমুদ্র, পৃঃ ৪০, বৈঃ পঃ পৃঃ ২১৪

লজ্জা দেয়। রূপমুগ্ধা শ্রীরাধা পরমরূপময় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাকে মনজগতে অধিষ্ঠিত করিলেন। রচনাটিতে যদুনন্দনের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করা যায়। পদে অলঙ্কার শাস্ত্রের অনেক কথাই কবি সুন্দর ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীরাধার অনুরাগকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্য উদ্দীপন বিভাব অলঙ্কার হইয়াছে। যে সমস্ত রূপ সৌন্দর্য্য শ্রীকৃষ্ণে অবলম্বিত হইয়াছে সেই শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন বিভাব অলঙ্কারের নিদর্শন রূপে শৃঙ্গার রসের অবতার হইয়াছেন। অলঙ্কার ও রসধ্বনির সার্থক সুসামঞ্জস্য পদে বিশেষ সৌন্দর্য্য আনয়ন করিয়াছে। ভাষার দিক হইতে, পদটিতে 'ইন্দীবর', 'জাম্বুনদ', 'করিকর' প্রভৃতি প্রচুর তৎসম শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্বরাগের পরে প্রেমিক প্রেমিকার যে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের পদ দেখা যায়, যদুনন্দন সেই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের পদ রচনাতেও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। গোবিন্দ লীলামৃত হইতে একটি পদ দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইল।—

কৃষ্ণ কহে রাই দেখি হইয়া বিস্ময় আঁখি
কি কান্তি কুলের বধূ[১] আইলা।
তারুণ্য লক্ষ্মী[২] কিবা মাধুরী মূরতি কিবা
[৩]লাবণ্যের বন্যা কিবা আইলা[৩]॥

আনন্দে ভরল মোর আঁখি।
হেন বুঝি এই ধ্বনি রসময় স্বরূপিণী
মোর [৪]মনে করাইতে[৪] সুখী॥ ধ্রু॥

আনন্দাব্ধী নদী কিবা অমৃত বাহিনী কিবা
কিবা আইলা রাধা চন্দ্রমুখী।
আমার ইন্দ্রিয়গণ করাইতে[৫] আহ্লাদন
সঙ্গে লইয়া আইল্যা সব সখী॥

১। গোবিন্দ লীলামৃত, নির্মলেন্দু ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ছাপাগ্রন্থে পাঠান্তর 'দেবী'।
২। ঐ পাঠান্তর—'নলিনী' পৃঃ ৬৭।
৩-৩। ঐ ,, —'লাবণ্যে কি হইলা' ,,
৪-৪। ঐ ,, —'মন কর যাতে' ,,
৫। ঐ ,, —'করিবারে' ,,

চকোর আমার আঁখি যার সুধাপানে সুখী
আইলা সে সুচন্দ্র বদনী।
মোর নাসা[১] ভৃঙ্গরাজ মধু পিয়ে যে সমাজ
সে পদ্মিনী আইলা প্রাণধনি॥
মোর জিহ্বা সুকোকিলা রসাল পল্লবাধরা
কর্ণ হবে যার ভূষা ধ্বনি।
অনঙ্গ দাহন তনু দেখি করুণার জন্য
সুধানদী আইলা আপনি॥
ভাগ্য কল্পবৃক্ষ মোর সফল[২] নয়ন জোর
আইলা নিকটে আমার।
এবে সে সফল হইল মনে যত বিচারিল
এ যদুনন্দন কহে সার[৩,৪]॥

শ্রীরাধা প্রিয়-মিলনের নিমিত্ত আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ ও বিস্মিত। শ্রীকৃষ্ণের চকোরের ন্যায় পিপাসার্ত্ত আঁখি শ্রীরাধার রূপ সুধা পান করিবে বলিয়া, মধুপ যেমন পুষ্পে মধুপান করে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাসিকা ভৃঙ্গের ন্যায় হইয়া শ্রীরাধার দেহের পদ্ম-গন্ধ আঘ্রাণ করিবে বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বা কোকিলের ন্যায় হইয়া শ্রীরাধার রসাল অধর-পল্লব আস্বাদন করিবে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার আগমনে নিজেকে অতিশয় ভাগ্যবান মনে করিতেছেন। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে নির্জ্জনে মিলিত প্রেমিক প্রেমিকার দর্শন স্পর্শন দ্বারা উভয়ের উল্লাসোপরি যে ভাব হয় তাহাকে সম্ভোগ বলে। কিন্তু যেখানে নায়ক-নায়িকা সম্ভোগাঙ্গগুলি অল্পমাত্রায় ব্যবহার করেন তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে। এই পদটিতে পরিপূর্ণ ভোগের কোন নিদর্শন নাই। সকল সম্ভোগই চোখের দেখার মধ্য দিয়া কল্পিত হইতেছে। অতএব এই পদটি সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের পদরূপে চিহ্নিত হইতেছে। পদটির সরল শ্রুতিমধুর ভাষা এবং

১। গোবিন্দ লীলামৃত, নির্ম্মলেন্দু ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ছাপাগ্রন্থে
পাঠান্তর—'বাসা' পৃঃ ৬৭;
২। ঐ ,, —'সকল' ,,
৩। ঐ ,, —'জাল' ,,
৪। ঐ—সা—পঃ ২৯৬, পৃঃ ৫২খ।

প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছন্দ গতি প্রবাহ পদে সৌন্দর্য্য আনয়ন করিয়াছে। অলঙ্কার প্রয়োগের দিক হইতেও দেখা যায় আঁখির সঙ্গে চকোরের, নাসার সঙ্গে ভৃঙ্গরাজের, জিহ্বার সঙ্গে কোকিলের, ভাগ্যের সঙ্গে কল্পবৃক্ষের রূপক অলঙ্কার প্রয়োগে উপমেয় ও উপমানে অভেদ কল্পনা দ্বারা এবং শ্রীরাধার লাবণ্যধারাকে বন্যার সঙ্গে তুলনায় অতিশয়োক্ত অলঙ্কার প্রয়োগে পদে আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্যও প্রকাশ পাইয়াছে।

পরিপূর্ণ সম্ভোগের পদে যদুনন্দন কতখানি সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাহা যদুনন্দন রচিত এই সম্ভোগের পদটিতে অনুসন্ধান করা যায়। যথা,—

ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরম্ভণ
ভুজে ভুজে সঘন বন্ধান।
ঘন ঘন নখ-শর ঘাতন্ দুঁহু জন
আনন্দে আপনা না জান॥
অপরূপ নিধুবন কেলি।
অতি রসে নিমগন দিনহি রাধামাধব
মদন-বেদন দূরে গেলি॥ ধ্রু॥
দুঁহু দুহা উরপর নিচল কলেবর
সঘন করত সিৎকার।
অভিনব ঘনবর থীর বিজুরি কিয়ে
বেড়ি রহল অনিবার॥
দাস যদুনন্দন কব সোই হেরব
হোয়ব বেলি অবসান।
শুকশারী হেরি তব হি নিবেদন
করইতে সো সমাধান॥[১]

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আকাঙ্খিত মিলন ঘটিয়াছে। উভয়ে ঘন ঘন চুম্বন করিলেন। বাহুতে বাহুতে বন্ধন ঘটিল। তাঁহারা অতিরসে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ যে কত সৌন্দর্য্যময় তাহা 'অভিনব ঘন মেঘ' ও 'থীর বিজুরি'-র একত্র মিলিতরূপের সঙ্গে তুলনায় প্রকাশ পাইয়াছে। যদুনন্দন দাস শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই মিলন সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তিনি অধীর হইয়া

১। তরু ১৩১৩, বৈঃ পঃ ২২৩

বলিতেছেন কবে তিনি সেইরূপ মাধুরী দেখিতে পাইবেন। দেখিতে কি তাঁহার বেলা অবসান হইয়া যাইবে! ভাষার দিক হইতে দেখা যায় তৎভব প্রধান ভাষায় রচিত এই পদটিতে 'করত', 'রহল', সোই, হোয়ব, তবহি প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ব্রজবুলির লক্ষণাক্রান্ত। অলঙ্কার শাস্ত্রের দিক হইতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ দেহের সঙ্গে কৃষ্ণ মেঘের এবং শ্রীরাধার দেহবর্ণের সঙ্গে বিদ্যুতের সাদৃশ্য-জনিত উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু 'থীর বিজুরি' উক্তিতে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অর্থাৎ অসম্ভব ধর্মযুক্ত রূপক অলঙ্কারের লক্ষণও প্রকাশ পায়। কেননা গুণধর্ম অনুসারে বিজুরি কখনও স্থির থাকে না। অতএব এইস্থলে অবাস্তব গুণধর্ম কল্পনায় এই রূপক অলঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যদুনন্দন দাসের এই পদটিতে গোবিন্দদাসের একটি সম্ভোগের পদের ভাব ও অলঙ্কার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দ দাসের এই সম্ভোগের পদটি উল্লিখিত হইল—

দেখ দেখ রাধা মাধব সঙ্গ।
দুঁহু দুঁহু মিলনে আনন্দ বাঢ়ল মনে
দুঁহু মনে উদিত অনঙ্গ॥
দুঁহু কর পরশিতে সপুলক দোঁহে তনু
দুঁহু দুঁহু আধ আধ বোল।
কিঙ্কিণী নূপুর বলয় মণিভূষণ
মঞ্জীর ধ্বনি উতরোল॥
রাই কানু আলিঙ্গন নীলমণি কাঞ্চন
হেরইতে লোচন ভোর।
আবেশে অবশ দুঁহু তনু ভেল আকুল
জলধরে বিজুরী উজোর॥
ঘন ঘন চুম্বনে দুঁহু মুখ দরশনে
মন্দ মধুর মৃদু হাস।
শ্যাম তমাল কনকলতা বেঢ়ল
নিছনি গোবিন্দ দাস॥[১]

উভয়ের রচনায় কয়েকটি স্থলেই মিল দেখা যায়, যদুনন্দনে যেমন 'ঘন ঘন' চুম্বনের কথা আছে, গোবিন্দদাসেও সেইরূপ 'ঘন ঘন চুম্বনে'-র উল্লেখ দেখা যায়।

১। ক্ষণদাগীত ২৬।১১, কী: ১৮২, অ: ৭৭

গোবিন্দদাস 'দুহুঁ দুহুঁ আধ আধ বোল' শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দ প্রকাশের বর্ণনা করিয়াছেন, যদুনন্দনেও তদনুরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের 'শীৎকার' রূপ অব্যক্ত বা অস্ফুট মুখ-শব্দ করার কথা আছে, মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের মিলনের উপমা উভয় কবিই প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে দক্ষ শিল্পী গোবিন্দ দাস অলঙ্কার প্রয়োগে অধিকতর বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন। একটি ভাব প্রকাশ করিতে বিভিন্নরূপে রাইকানুর মিলিত রূপের একবার নীলমণি ও কাঞ্চনের সঙ্গে, আবার জলধর ও বিজুরীর সঙ্গে এবং অবশেষে শ্যামতমাল ও কনকলতার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইয়া উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। যদুনন্দন এইস্থলে একটি মাত্র উপমাই প্রয়োগ করিয়াছেন। আর একটি পার্থক্য এই যে গোবিন্দদাস ভণিতায় যেখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন জন্য সমস্ত আপদ-বিপদ বিদূরিত হইবার সম্ভাবনায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলিতেছেন—

শ্যাম তমাল কনকলতা বেঢ়ল
নিছনি গোবিন্দ দাস ॥

যদুনন্দন ভণিতায় সেইখানে বলিলেন—

দাস যদুনন্দন কব সোই হেরব
হোয়ব বেলি অবসান ॥

যদুনন্দনের এই উক্তিতে কবিমনের রসানুভূতির একটি অধীর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি যেন আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যদুনন্দনের উক্তি হৃদয়-গ্রাহ্য, গোবিন্দ দাসের উক্তি বুদ্ধিগ্রাহ্য, বিষয় অনুসারে তাহা বিশেষ কার্যকরী।

যদুনন্দন অনুরাগের পদ রচনায় কিরূপ দক্ষতা দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহাও আলোচনা সাপেক্ষ। আলোচনার নিমিত্ত কৃষ্ণানুরাগের একটি পদ উদ্ধৃত হইল—

কানু অনুরাগ কথা কি কহব আর।
বিন্ধিয়া লাগিল মোর হিয়ার মাঝার ॥
এতক্ষণ না দেখিয়া সে মুখ মাধুরী।
বিদরিছে এই মোর পরাণ পুতলী ॥
কহ কহ এ সখি কি করি উপায়।
দরশন বিনু চিত ধরণে না যায় ॥ ধ্রু ॥
এ যদুনন্দনে কহে শুন ঠাকুরাণী।
তিলেক ধৈরজ কর মিলিবে আপনি ॥[১]

১। পঃ সঃ পৃঃ ২৪০

যদুনন্দন শ্রীরাধার গভীর অনুরাগের কথা আবেগময় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরাধার হৃদয় কানুময়, এই অনুরাগে জ্বালাও আছে তাই শ্রীরাধার হৃদয়ে এই অনুরাগ 'বিন্ধিয়া' লাগে। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহার হৃদয় শূন্যময় মনে হয়। তিনি ব্যাকুল হইয়া সখীকে বলিতেছেন, সখি কৃষ্ণদরশন বিনে 'চিত ধরণে না যায়' বল এখন কি উপায় করি! ভণিতায় শেষ দুই চরণে কবি আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে, ঠাকুরাণী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন তুমি পাইবে কিন্তু অধীর হইও না, একটু ধৈর্য্য ধর। কারণ পরমবস্তু লাভ সহজসাধ্য নয়, দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়া কৃষ্ণপ্রেমের সার্থকতা ঘটিবে। মূলত শ্রীরাধার অনুরাগের কথা বেদনাঘন পরিবেশের মধ্য দিয়া সহজ সরলভাবে অথচ মর্মস্পর্শী করিয়া কবি প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষার দিক হইতে দেখা যায় পদটি প্রধানত তৎভব শব্দময়। তবে, 'কহব', বিনু শব্দ দুইটি ব্রজবুলির লক্ষণাক্রান্ত। 'পরাণ', 'ধৈরজ' শব্দ দুইটি ধ্বনি পরিবর্তনরূপে বিপ্রকর্ষ লক্ষণযুক্ত।

যদুনন্দন দাস অভিসারকে কেন্দ্র করিয়াও বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার অভিসার বিষয়ক একটি পদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত হইল—

চিকুর রঞ্জন ভ্রমর গঞ্জন
সহজে তিমির যেন।
তাহে নীলমণি রতন গাঁথনি
হার রহিয়াছে তেন॥
সখি হে হরি অভিসার কাজে।
জানিল সকল ভুবন ভুলল
ত্যজিয়া ধরম লাজে॥
নয়ন অঞ্জন তনুতে রঞ্জন
কস্তুরী রচিল আঁখি।
উল্টা বসন চরণে কঙ্কণ
করেতে মঞ্জরী দেখি॥
এক সে কুণ্ডল একশ্রুতি মূল
একই কপোলে দোলে।
বসন শিথিল রসন শিথিল
শিথিল কবরী লোলে॥

দেখ কুবলয় গর্ভক হৃদয়
উল্টা সকল সাজে।
এ যতুনন্দন কহয়ে এমন
অতি হরিষের কাজে ॥[১]

অনুরাগময়ী শ্রীরাধা কৃষ্ণ-অভিসারে চলিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের বেশ-ভূষার শ্যামচ্ছটা ভ্রমরকেও যেন গঞ্জনা দেয়। হরি-অভিসার কাজে সব কিছু ভুলিয়া, লজ্জা ধর্ম ত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়াছেন। লোকলজ্জা, ধর্মভয় তাঁহাকে অভিসারের পথ হইতে ফিরাইতে পারে নাই। অভিসারে ব্যাকুলা নায়িকার বেশভূষা করিবার চিত্তের ধৈর্য্য থাকে না। অভিসারিকা শ্রীরাধিকাও ব্যাকুলা হইয়া চিত্তের ধৈর্য্য হারাইয়াছেন। তিনি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া উল্টা পাল্টা বেশভূষা করিয়াছেন। তিনি অভিসার সজ্জায় নয়নের অঞ্জন শরীরের অন্যত্র লেপন করিয়াছেন। সুগন্ধী কস্তুরী বক্ষদেশে লেপন না করিয়া নয়নে লেপন করিয়াছেন। হাতের কঙ্কণ চরণে এবং চরণের মঞ্জীর হাতে পারিলেন। কুবলয় হাতে না লইয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। যতুনন্দন বলিয়াছেন যে অত্যধিক আনন্দহেতু—'অতি হরিষের কাজে' শ্রীরাধার এই সজ্জা বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পদটিতে অলঙ্কার প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। তবে 'সহজে তিমির যেন' উক্তিটি শ্রীরাধার কৃষ্ণবর্ণ বেশভূষার সহিত গভীর সাদৃশ্যহেতু 'যেন' সংশয়জনক উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের লক্ষণযুক্ত। ধ্বনি বহুল সুমিষ্ট শব্দ কল্পনা পদে রস-মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

যতুনন্দন রচিত বিপ্রলম্ভের পদে শ্রীরাধার কৃষ্ণ-মিলনের অভাবজনিত বেদনা-বোধের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। যথা—

শুন সখি তোমারে কহিয়ে এক।
অন্তর বেদনা না জানে যে জনা
কাহা কহি পরতেক ॥ ধ্রু ॥
অন্য সখীজন না জানয়ে যেন
তেমন করিহ কাজে।
সরসিজ দল শয্যা সুশীতল
তাহাতে করিতে ব্যাজে ॥

১। বিঃ মাঃ, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৫১ক। শরচ্চন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ৯৮।

নবীন পদ্ম দল মনোরম
মৃণাল সুসম আন।
নবীন পল্লব আনহ এসব
শয্যা কর নিরমাণ॥
মলয়জ রস সেবিত সুবাস
করহ সুগন্ধি দিয়া।
রচহ সেজরি তাতেই সাতরি
শয়ন করিয়ে গিয়া[১]॥

শ্রীরাধা মদন বেদনায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন। সখীকে বলিতেছেন যে হে সখি তোমাকেই বলি, আমার অন্তর বেদনা যাহারা জানে না তাহাদের কাছে আর কি বলিব! অন্য সখীগণ যাহাতে না জানিতে পারে সেইভাবে তুমি আমার মদন তাপ নিবারণের জন্য সুশীতল শয্যা রচনা কর। জলজাত নবীন পদ্ম দল ও নবীন পল্লব দ্বারা শয্যা সুশীতল কর। সুগন্ধী দ্রব্য মিশ্রিত মলয়জ রস দ্বারা বাতাসকে সুবাসিত কর। সেই সুশীতল সুবাসিত শয্যায় শয়ন করিয়া মদন জ্বালা নিবারণ করিতে চেষ্টা করি। শব্দ-কল্পনার সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে রস ব্যঞ্জনার সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়াছে, ভাষার দিক হইতে বলা যায় তৎসম ও তৎভব উভয়বিধ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

যদুনন্দন বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুসারে উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন। যথা—

তোহারি সঙ্কেত কুঞ্জে কুসুম শর পুঞ্জে
রহলি এক শরিয়া।
তনু বন বিরহ দহনে ধ্বনি দগ্ধই প্রাণ
হরিণী যাএ জরিয়া॥

মাধব ধৈরজ গমন তোহারি।
ও খন লাখ কল্প করি মানই তল্প
ভরএ দিঠি বারি॥

১। যদুনন্দন অনুদিত জগন্নাথ বল্লভ নাটক, ক:বি: ৩৭৪৩, পৃ: ১১ক

তোহারি সন্দেশ আশে ধনি কুলবতী খোয়াল
কুলতনু কাঁতি।
নিকরুণ মদন বেদন নাহি জানই হানই
খর শর পাঁতি॥
পরাণ প্রেম আশু গুণে বান্ধল ভাষ
না নিকসই বদনে।
শুন এ যদুনন্দন সোজনি টুটয়ে
অতয়ে চলই সোই সদনে[১]॥

শ্রীরাধা এইখানে উৎকণ্ঠিতা নায়িকা। কেননা, নায়িকা তাঁহার পরাধীন অবস্থার জন্য গোপনে নায়কের সহিত মিলিত হইবার আশায় নির্ধারিত সঙ্কেত কুঞ্জে আসিয়া প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। কৃষ্ণ আসিতে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া কবি বলিতেছেন যে তোমার সঙ্কেত করা কুঞ্জে আসিয়া শ্রীরাধা একা রহিয়াছেন। বন দহনে হরিণী যেমন দগ্ধ হয়, তাঁহার তনু-বন বিরহ দহনে সেইরূপ দগ্ধ হইতেছে। মাধব, তুমি বড় ধীরে ধীরে আসিতেছ, কিন্তু এ বিলম্ব যে তাঁহার নিকট লক্ষ কল্পের তুল্য। তাঁহার চোখের জলে শেজ ভিজিয়া যাইতেছে। শ্রীরাধার প্রেমের জ্বালা তো আছেই, ইহা ব্যতীত কুলকলঙ্কের জ্বালাও তাঁহার মনে জাগিতেছে। সেইজন্য বলিতেছেন তোমার—'সন্দেশ আশে' রাধা সেই কুল-কলঙ্কের দুঃখও বরণ করিয়াছেন। কিন্তু মাধব, মদন বেদনা যে কত তীব্র তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, প্রেম-বেদনায় কাতর হইয়া তিনি বাক্যহারা হইয়াছেন। শ্রীরাধার পক্ষ হইয়া কবি তখন বলিতেছেন অতএব মাধব তুমি সেই সঙ্কেত সদনে চল। শ্রীরাধার মদনবেদনার কথা কবি আন্তরিকতার সহিত সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া পদে সৌন্দর্য্য আনয়ন করিয়াছেন। পদটিতে 'সঙ্কেত কুঞ্জ', 'কুসুমশর পুঞ্জ' প্রভৃতি কয়েকটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 'এক শরিয়া', 'ধৈরজ', 'পরাণ' শব্দ কয়টি কথ্য শব্দের লক্ষণযুক্ত। 'তোহারি', 'রহলি'. 'নিকসই' সোই প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ব্রজবুলি ভাষার অন্তর্গত।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে যেমন দেখা যায় উৎকণ্ঠিতা নায়িকার লক্ষণযুক্ত অবস্থার

১। পদামৃত সমুদ্র, পৃঃ ১৬২, বৈঃ পঃ ২১৯।

পরে বিপ্রলব্ধা নায়িকার অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, যদুনন্দনের রচনায় সেই বিপ্রলব্ধা নায়িকার পদও বিরল নয়। একটি দৃষ্টান্ত—

নবীন কেশর কুঞ্জ ঝঙ্কার ভ্রমর পুঞ্জ
পরিমলে ভুবন ভরিল।
শেফালিকে পুষ্প যত খসিয়া পড়িল কত
তবু কৃষ্ণ এথা না আইল॥
সখি হে বঞ্চনা করিল মোরে হরি।
কোন সখীহিতগণ ভুরু পাশে সুবন্ধন
করিয়া রাখিল কৃষ্ণ করি॥ ধ্রু॥
কেনে আইলু এতদূর লঙ্ঘিয়া আপন কুল
ধিক জীউ কুলের কামিনী।
কেনে বানাইলু বেশ কুসুমে রচিয়া কেশ
কেনে কৈলু ভুবন সাজনি॥
সন্দেশ পাইয়া যার না গণিলাম সারাৎসার
ভালমন্দ বিচার হৃদয়।
এ ঘোর রজনীকালে বিষধরগণ খেলে
তাহারে ঠেলিয়া আইল পায়॥
মনোরথ কত শত করিয়া আইল যত
সকলি হইল মোর আন।
বিধি বৈরি হইল মোরে মিলিতে না দিল তারে
ধিক রহু বিধির বিধান॥
কৃষ্ণের অসঙ্গ দেখি ত্যাগ কৈলা নিদ্রা সখী
এত দোষগুণ গান যিতে।
রজনী চলিয়া গেল আশা মোর না তাজিল
ঘুরে মন তাহারে মিলিতে॥
ক্ষীণ হইল সব দেহ ভাবিতে নবীন লেহ
অনুরাগ তবু না ছাড়য়।
এতেক জানিল কাজ কি আর করিলে লাজ
শুন সখী মনে যেই লয়॥

সাজাহ কুসুম শেজ তাহাতে অনল তেজ
হরণ করহ মলয়জে।
কৃষ্ণ নাম মন্ত্ররাজ পড়হ পবন কাজ
দেহ দিব সে অনল মাঝে ॥
যাতে কৃষ্ণ গুণগান কি জানি করিছে প্রাণ
করিব যমুনা পরবেশ।
দাস এ যদুনন্দন কহে ধৈর্য্য কর মন
মিলাইব শ্যাম নাগবেশ[১] ॥

'উজ্জ্বল নীলমণিতে' উল্লিখিত আছে যে সঙ্কেত করিয়াও যদি নায়ক নায়িকার নিকটে না আসেন, তখন নায়কের দ্বারা প্রবঞ্চিতা নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা নায়িকা বলে[২]। শ্রীরাধা এইখানে বিপ্রলব্ধা নায়িকা। বিদগ্ধ মাধবের চতুর্থ অঙ্কের এই অংশে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার কুঞ্জে নিশা যাপন করিতে আসিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছেন এবং সখীকে বলিতেছেন—'হরিকোরে সব রজনী বঞ্চিব অমৃতে করিয়া স্নান'[৩]। কিন্তু শ্রীরাধা জানেন না যে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সঙ্গে নিশা যাপন করিতে অন্য কুঞ্জে গিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আগমনে নিরাশ হইয়া বলিতেছেন যে নবীন কেশর কুঞ্জে ভ্রমরগণ গুঞ্জরণ করিতেছে। শেফালিকা পুষ্প-সকল বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িতেছে, অর্থাৎ নিশি অবসান হইতে চলিয়াছে তবু কৃষ্ণ এখানে আসিলেন না। সেইজন্য বলিতেছেন—'সখি হে বঞ্চনা করিল মোরে হরি'। রসশাস্ত্রে বিপ্রলব্ধা নায়িকার যে—বিফলা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নির্দয়া, প্রখরা, দূত্যাদরা এই আটভেদ দেখা যায়, পদটির প্রথম চারি চরণে সেই বিফলা বিপ্রলব্ধা নায়িকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। বিফলা নায়িকা প্রিয়-দর্শনে নিরাশ হইয়া খেদ করেন। নায়কের দর্শনে নিরাশ হইয়া সহচরির সঙ্গে যখন নায়িকা দুঃখের কথা বলেন তাহাকে ক্লেশা বিপ্রলব্ধা নায়িকা বলে। পদের পঞ্চম চরণ হইতে সপ্তবিংশতি চরণ পর্য্যন্ত ক্লেশা বিপ্রলব্ধা নায়িকার চিত্র পাওয়া যায়। বিনীতা বিপ্রলব্ধা নায়িকার লক্ষণ হইল যখন নায়িকা প্রিয়তম দ্বারা বঞ্চনা প্রাপ্ত হইয়াও প্রিয়তমের প্রতি কোন ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বিনীতভাবেই নিজ

১। বিদগ্ধমাধব, ছাপা গ্রন্থ, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল, পৃঃ ১০০, প্রকাশকাল ১৩২৭ সাল।
২। উজ্জ্বল নীলমণি, ৫/৩-৮৪।
৩। বিঃ মাঃ ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ৯৯।

দেহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই পদের সপ্তবিংশতি চরণের পরবর্তী ছয়টি চরণে দেখা যায় শ্রীরাধা বিনীতা বিপ্রলব্ধা নায়িকার ন্যায় ক্রোধবিহীন চিত্তে কৃষ্ণ অদর্শন বেদনার দুঃখ নিবারণের জন্য প্রাণত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

যদুনন্দনের পদে খণ্ডিতা নায়িকার চিত্রও সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। একটি উদাহরণ—

[১]কি কাজ ও কথা আমি দৈব হতা[১]
[২]দোষাদি না দিব তোহে[২]।
একে করে আন দহয়ে বিধি বাম
কাহা হৈতে কি তায় হয়ে॥

মাধব কি বিচারে আর।
তোমার আমার এক কলেবর
অভেদ জানিব তার॥ ধ্রু॥

মোর আগমন পথেতে নয়ন
থুইয়া আছিলে তুমি।
তাহাতে পলক না ছিল তিলেক
কারণ জানিল আমি॥

কেশর কুসুম রেণু অনুপম
ভরিল নয়ন যুগে।
তেঞি সে নয়ন ভৈ গেল অরুণ
কিম্বা প্রতি অনুরাগে॥

বনের ভিতর অতি সুশীতল
পবন বহিল জানি।
অধরে দশন লাগে তে কারণ
ক্ষতাধর অনুমানি॥

১-১। পাঠান্তর—'কি দোষ তোমার শুনহ সুন্দর' বিঃ মাঃ ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১০৭
২-২। ,, —'দুরদিনে কি বা নহে' ,, ,, ,,

আমার নয়ন কাজর ভরম
অঞ্জন ভাজন লঞা।
চুম্বন করিতে অধর বিম্বেতে
রহি গেল সে লাগিয়া॥

সোনার বরণ বালিসে কুঙ্কুম
লেপন সুগন্ধ লাগি।
আমারে জানিয়া তারে কোলে লঞা
আছিলা রজনী জাগি॥

সেই সে কুঙ্কুম হিয়ায়[১] লেপন
দেখিয়া এই পরতেক।
অতেৰ বিফল শিনয় কেবল
জীউ তুয়া হাম এক॥

আমার বিরহে আকুল হৃদয়ে
ধেয়ানে আমারে লঞা।
সিন্দুর রচিলে আপন কপালে
এ মোর ললাট করিয়া॥

এ মোর অধীন হইয়া সেবন
করিতে চরণ তলে।
ভরমে যাবক ভরিয়া অলক
আপনা আপনি দিলে॥

এ বেশ দেখিয়া পুড়ে মোর হিয়া
এ দুঃখ পাইলা তুমি।
হৃদি কথা যত বাহিরে বেকত
কতেক কহিব আমি॥

১। পাঠান্তর—‘হৃদয়ে’ বিঃ মাঃ ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১০৮।

বলয় কঙ্কণ দাগ[১] মনোরম
সেবে দেখি কেন পিঠে।
সিন্দুর অধর [২]সুরাগ তাম্বুল[২]
কেন বা যুগল দিঠে॥
নীল উৎপল জিনি কলেবর
বরণ ঝামরু ভেলা।
যদুনন্দন দাস তহি ভণ
মদনে বেদনা দিলা[৩]॥

রস শাস্ত্র মতে নায়ক সঙ্কেত কালে নায়িকার নিকটে না আসিয়া অন্য নায়িকার সহিত বিলাস করিয়া সিন্দুর কজ্জল প্রভৃতি ভোগ চিহ্ন ধারণ করিয়া পশ্চাৎ অপেক্ষিতা নায়িকার নিকট আগমন করেন তখন নায়ককে দেখিয়া নায়িকা রুষ্টা হন সেই নায়িকাকে খণ্ডিতা নায়িকা বলা হয়। শ্রীরাধার এইখানে খণ্ডিতা নায়িকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রজনী চন্দ্রাবলীকে লইয়া কাটাইয়াছেন। রাধার দুঃখ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ সখা বটুও বলিয়াছেন—

চন্দ্রাবলী লইয়া সখা রজনী বঞ্চিলা।
রাধিকারে বঞ্চনা করি বহু দুঃখ দিলা॥[৪]

প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ সকল ভোগ চিহ্ন ধারণ করিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া শ্রীরাধা রুষ্ট হইয়া বক্রোক্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে হে কৃষ্ণ তুমি যে আমার কাছে আসিতে পার নাই এই জন্য তোমার দোষ নাই, আমারই সময় মন্দ তাই বিধাতা আমার প্রতি বাম। কৃষ্ণ অঙ্গে বিলাস চিহ্নের সাক্ষ্য দেখিয়াও বলিতেছেন, হে মাধব তোমার আমার তো একই কলেবর ইহাতে কোন ভেদ নাই অতএব বিচারে আর প্রয়োজন কি! বিলাস চিহ্নের লক্ষণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অরুণ বর্ণ নেত্রদ্বয় দেখিয়া বলিলেন, আমার প্রতি অনুরাগে কিম্বা আমার আগমন পথের দিকে অপলকে চাহিয়া থাকাকালে পুষ্পরেণু তোমার

১। পাঠান্তর—'চিহ্ন', ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১০৮
২-২। পাঠান্তর—'তাম্বুল সুরাগ' ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১০৮
৩। বিঃ সাঃ, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৫৫খ, ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১০৭
৪। ,, ,, পৃঃ ৫৫ক, ,, পৃঃ ১০৬।

নয়নে পতিত হওয়ায় তোমার নয়ন রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া থাকিবে। অধর ক্ষত দেখিয়া বলিলেন, বনের অতি সুশীতল পবনের আঘাতে তোমার অধর ক্ষত হইয়াছে। এরূপ আরও বিলাস চিহ্নের লক্ষণ দেখিয়া বলিতেছেন, হে মাধব, তুমি ধ্যানে আমাকে লইয়া বিহার করার ফলে আমার কপালভ্রমে তোমার কপালে সিন্দুর লেপন করিয়াছ, আমার চরণতল মনে করিয়া ভ্রমে তোমার অঙ্গেই অলক্তক লেপন করিয়াছ। তোমার পৃষ্ঠদেশে বলয় কঙ্কণ চিহ্ন, অধরে সিন্দুর, প্রভৃতি তোমার আমার অভেদ কলেবরেই পরিচয় বহন করিতেছে। তোমার 'নীলউৎপল জিনি' সুন্দর কলেবরের বর্ণ আমার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। শ্রীরাধা এইভাবে দুঃখে ও খেদে অন্তরে রুষ্ট হইয়াও বাহিরে বক্রোক্তি পূর্বক উপহাস করিয়াছেন। পদটিতে প্রধানত বক্রোক্তি অলঙ্কারেই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাজ স্তুতি অলঙ্কারের লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায় যেখানে রাধা কপট স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন—

এ সব দেখিয়া পুড়ে মোর হিয়া
এ দুঃখ পাইলা তুমি।

পদটির ভাষা সহজ সরল ও প্রকাশভঙ্গি স্বচ্ছ সুন্দর হওয়ায় সহজেই পাঠকচিত্তে গভীর রসানুভূতির অনুভব আনয়ন করিতে সক্ষম হয়।

যতুনন্দন শ্রীরাধাকে খণ্ডিতা নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহাকে কলহান্তরিতা নায়িকারূপেও চিত্রিত করিয়াছেন। যথা—

কৃষ্ণ প্রিয় বাণী অমৃত দমনী
না কৈল শ্রবণ অন্তে।
এবে পিক কুল শবদে আরল
শ্রুতি হৃদি[১] পরিবন্তে॥

হায় হায় কেন বা করিলু মান।
নবীন পিরিতি নিরমল অতি
তাপিত করিল প্রাণ॥

১। পাঠান্তর—'মন' বিঃ বাঃ, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১১৬

সে কর কমল রচিত বিমল
উপেক্ষিলু মল্লীমালা।
সহচরিগণ সহিত বচন
অহিত [১]মো মনে[১] ভেলা॥
সেহরি শিখণ্ড শেখর অখণ্ড
ধরণী লোটায়া কত।
মিনতি করিল তাহা না দেখিল
[২]এ মোর নয়ন হত[২]॥
খদির অঙ্গার ধরি নিজ কর
আপন [৩]হিয়ায় দিলু[৩]।
এ সব ভাবিতে ভাবিতে এ চিতে
পুড়িয়া পুড়িয়া মৈলু॥

* * * *

এইরূপে ধনি হৃদয়েতে গণি
উখাড়ি কহয়ে বাণী।
এ যদুনন্দন দাস তহি ভণ
পুড়য়ে এ সব শুনি[৪]॥

শ্রীরাধা খণ্ডিতা নায়িকার আশ্রয় 'মান' এর বশীভূত হইয়াছিলেন, তাই খেদ করিয়া এখন বলিতেছেন—'হায় হায় কেন বা করিলু মান' অনুতপ্তা নায়িকার কলহান্তরিতা অবস্থার মধ্য দিয়া তাই বলিতেছে যে কৃষ্ণের প্রিয়বাণী শ্রবণ না করিয়া, কৃষ্ণ প্রদত্ত মল্লিকার মালা উপেক্ষা করিয়া, শ্রীহরি ধরণী লুটাইয়া কত মিনতি করিয়াছেন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অনুতাপে জ্বলিয়া মরিতেছি। পদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় কবির রচনা এইখানে বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করে নাই। কবি নিতান্ত সোজাসুজিভাবে শ্রীরাধার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, কবি কল্পনার

১-১। পাঠান্তর—'মৌন' বিঃ মাঃ, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১১৬
২-২। ,, —'এমন নয়ন পথ' বিঃ মাঃ ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ১১৬
৩-৩। ,, —'হৃদয়ে দিলু' ,, ,, পৃঃ ১১৬
৪। বিঃ মাঃ, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৬০খ, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১১৬।

কোন গভীর ভাব প্রকাশ পায় নাই। রসোপলব্ধির দিক হইতে বলা যায় রস ব্যঞ্জনার তেমন প্রকাশ না থাকায় পদটি বিশেষ মর্মস্পর্শী হয় নাই।

যদুনন্দন রচিত পদে বিরহিনী নায়িকার চিত্র বিরল নয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি পদ উল্লেখ করা হইল—

নির্মল কুলশীল কাঞ্চন গোরি।
পাণ্ডুর কয়ল বিরহ যব তোরি॥
অনুখন খলখল নিগদই রাই।
নিশিদিশি রোয়ই সখীমুখ চাই॥
শুন শুন গোকুল মঙ্গল শ্যাম।
কথি লাগি তাক মরমে ভেলি বাম॥ ধ্রু॥
তুয়া রূপ জগমন লোচন শোহ।
একল তাক নয়ন মন মোহ॥
রসবতী নিরখয়ে নয়ন পসারি।
সোঙরিতে তাক নয়ন ঝরু বারি॥
আন ধনি বিছুরি করত আন কাম।
তাকর মন হি না ভাওই আন॥
তুহু কর নাগর রসিক সুজান।
যদুনন্দন তোহে কি কহব আন[১]॥

নির্মলকুলের গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা বিরহ বেদনায় পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছেন। দিবারাত্র রোদন করিতেছেন। শ্রীরাধার এই গভীর দুঃখ দেখিয়া কবি শ্রীরাধার পক্ষ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, হে শ্যাম তুমি সমস্ত গোকুলের মঙ্গলকারী হইয়া কি কারণে শ্রীরাধার হৃদয় বেদনার কারণ হইলে। তোমার যে ভুবনমোহন রূপ জগজনের মনে নয়নে আনন্দ আনয়ন করে, কিন্তু তোমার সেই রূপ শ্রীরাধার নয়নে মনে মোহ সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি যে নয়নে তোমাকে দেখিয়াছেন তোমার কথা মনে হইয়াই সেই নয়নে অশ্রুবারি ঝরিয়া পড়িতে থাকে। অপর রমণীগণ মধ্যে যাঁহারা তোমাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা তোমাকে ভুলিয়া থাকিয়া অন্য কাজ করিতে পারে, কিন্তু শ্রীরাধার মনে তোমার কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই। রচনা সৌন্দর্য্যে অনুপ্রাসে

১। পদামৃত সমুদ্র পৃঃ ৫৯, বৈঃ পঃ পৃঃ ২১৫।

দেখা যায় কবি মাধুর্য্যগুণ সমৃদ্ধ অথচ অনলঙ্কৃত ভাষায় পদটি রচনা করিয়া পদে সৌন্দর্য্য আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শব্দ চয়নের দিক হইতে, কয়ল, নিগদই, য়োয়ই, কথি, তাক, ভেলি, তুয়া, বিহুরি, তুহু, তোহে, কহব প্রভৃতি বহু ব্রজবুলি শব্দের ব্যবহার পদে ছন্দ হিল্লোল আনয়ন করিয়াছে।

প্রোষিত ভর্তৃকার লক্ষণযুক্ত পদে যদুনন্দন শ্রীরাধার অবস্থার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ একটি পদ উল্লেখ করা হইল—

শুন হংস রাজ কৃষ্ণে কহ যায়
রাইরে দেখিবা যবে।
বিলম্ব ত্যাজিয়া চলহ ধাইয়া
তার দাসী হুন এবে॥
আর কি কহিব শুনহ মাধব
শুনিয়া কীচক ধ্বনি।
লোটায় ধরণী স্পন্দন বিহিনী
তোমার মুরলী মানি॥
তাহা দেখি তার গুরু পরিবার
আকুল হইয়া ধায়।
কেহ অনুমানি দেবাদেশ হৈল
কেহো কহে ফণি রায়॥

*　　*　　*

নব অমঙ্গল লহরি ভরল
সম্প্রতি রাইর চিতে।
চিরদিন তুমি গেলা পুর ভূমি
বার্ত্তাও না পায় যাতে॥
এরূপ দেখিয়া তোমা নিরখিয়া
কণ্ঠে বাহুলতা দিয়া।
তোমা আলিঙ্গএ যেন তোমা পাএ
পৃথিবীতে বক্ষ থুএা॥

বক্ষে বক্ষে দেই তো মুখ চুম্বই
তোমা পাইয়াছে যেন।
সখী হিয়া ফাটে দেখিয়া নিকটে
জড়াকৃতি অচেতন॥
খেনেক নিবিড় ধেয়ানে ধরল
আপনাকে তোমা মানে।
তথাপি তাহার দুখ নাহি গেল
রাধার বিরহ তনে॥
রাধা রাধা বলি ডাকয়ে ফুকারি
সে ভাবে আপনা স্মুরে।
পুন ভেল ধনি তুয়া বিরহিনী
খেনে কত বোলে করে॥[১]

পদটি 'মাথুর' পদমধ্যে গণ্য। কৃষ্ণ মথুরা নগরে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণ বিরহে প্রায় হতচেতনা। শ্রীরাধা প্রাণে বাঁচিবেন কিনা এই আশঙ্কায় সখীগণ চিন্তান্বিত। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকা সমীপে আনয়ন করা প্রয়োজন মনে করিয়া সখী ললিতা হংসরাজকে দূত করিয়া মথুরা নগরে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রেরণ করিতেছেন, তিনি হংসদূতকে বলিয়া দিতেছেন যে কৃষ্ণকে বলিবে যদি রাইকে দেখিতে চাও তবে—'বিলম্ব ত্যাজিয়া চলহ ধাইয়া'। আরও বলিতে হইবে যে শ্রীরাধা তোমার ধ্যানে মগ্ন হইয়া বিভ্রান্ত হইয়াছে। বায়ু সংযোগে বাঁশে যে শব্দ হয় সেই শব্দকে তোমার বংশীধ্বনি মনে করিয়া তাহা শ্রবণ করিবার জন্য স্পন্দন রহিত হইয়া ধরণীতে লুটাইয়া থাকে। গুরুজন তাহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া আকুল। ধরণী-বুকে বক্ষ স্থাপন করিয়া মনে করে যেন তোমাকেই বক্ষে ধারণ করিয়াছে। আবার কখন নিজেকে কৃষ্ণ মনে করিয়া রাধা রাধা বলি 'ফুকারি' ডাকিতে থাকে। কিন্তু রাধার বিরহ কাতর দেহের দুঃখ কিছুতেই দূর হয় না। পতি বা নায়ক দূর দেশে গেলে নায়িকার যে বিরহ বেদনা দেখা দেয় সেই নায়িকাকে প্রোষিত ভর্তৃকা বলে। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুদিত শচীনন্দনের 'উজ্জ্বল চন্দ্রিকা' গ্রন্থেও প্রোষিত ভর্তৃকার লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে—

১। হংস দূত, ক: বি: ৩৯৮৮, পৃ: ১৫ক

দূরদেশে পতি গেলে নারীর দুঃখ হয়।
প্রোষিত ভর্তৃকা পদে তাহাকে কহয়॥
প্রিয় সংকীর্তন, জাড্য অঙ্গের মালিন্য।
ক্ষীণ অঙ্গ, চিন্তা, অস্থির, জাগরণ দৈন্য॥
প্রলাপাদি চেষ্টা প্রোষিত ভর্তৃকার।
প্রিয়ের আগতি চিন্তা করে বার বার॥[১]

প্রোষিত ভর্তৃকার এই সমস্ত লক্ষণগুলি নায়িকা শ্রীরাধাতে যদুনন্দন দাস ললিতার উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন এবং পদটিতে দূর প্রবাসের বিরহচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। দূর প্রবাসের যে তিন প্রকার ভেদ—ভাবি, ভবন্‌ ও ভূত বা মথুরা প্রবাস, এইখানে সেই তৃতীয় প্রকার দূর প্রবাসের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ভূত প্রবাসের লক্ষণ এই যে নায়ক পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া দূরদেশে গেলে পর ফিরিয়া আসার দিন উত্তীর্ণ হইলেও প্রত্যাবর্তন না করিলে নায়িকার যে বিরহ দশা উপস্থিত হয় তাহাই ভূত বা মথুরা প্রবাস। এইখানে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন না করায় শ্রীরাধার যে চিন্তা, জাগরণ, অস্থিরতা, প্রলাপ প্রভৃতি অবস্থার মধ্য দিয়া সময় অতিবাহিত হইতেছে তাহাতে ভূত প্রবাসের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

অষ্ট নায়িকার অপর আর একটি অবস্থা হইল স্বাধীন ভর্তৃকা। এই অবস্থায় নায়িকা নায়ককে আপন অধিকারের মধ্যে লাভ করেন। যদুনন্দন এই স্বাধীন ভর্তৃকা নায়িকার অবস্থাও চিত্রিত করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল—

দেখ সখি নয়ান আনন্দ।
রাই সঙ্গে বিলসে গোবিন্দ॥ ধ্রু॥

দশন নখর অরপণে প্রতিকূল জনু পরবিনে
ধনি কেলি হয়েন বিথার।
হরি সুখ পাবল অপার॥

রতি রন রসেদোহু মাতি বরিখে কুসুম সর অতি
পহিলে নয়ন সরে গোরী।
হরি হিয়া হরিণী আগরী॥

১। উজ্জ্বল চন্দ্রিকা, পৃঃ ৪৫।

হেরইতে বিয়োখন কান ধনি হিয়া বিন্ধে দিঠি বাণ
সাহস কুসুম সরে রাই।
হরিক হৃদয়ে হানে তাই॥
হেরইতে বিদগ্ধ রাজ বান্ধল ধনি হিয়ে মাঝ
ও ধনি নিজ ভ্রূপাশে।
বান্ধল হরি দুই পাশে॥
রাইর অধর রস কান পিবইতে ভেল আগেয়ান
ও ধনি রোখল তাহা হেরি।
দশনে অধর রস কেলি॥
কানুক পরিসর হৃদয়ে নখর প্রখর দেই নিদয়ে
পুন দোহে দুবাহু পসারি।
দোহে তনু তনু বন্ধনকারী॥
বিপুল পুলক দোঁহে পায় দুহুক হৃদয় মোহ যায়
এ যদুনন্দন দাস বোলে।
বিজুরি কি জলধর কোলে॥[১]

শ্রীরাধার স্বাধীন ভর্তৃকার রূপ কবি ললিতা সখীর উক্তির মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়তমকে আপন অধিকারে পাইয়া নয়ন শরে হরি-নয়ন বিদ্ধ করেন, 'সাহস কুসুম শরে রাই' হরি-হৃদয়ে আঘাত করেন। 'ধনি নিজ ভ্রূপাশে'-ও হরিকে বন্ধন করেন। কানুর পরিসর হৃদয়ে নখরাঘাত করেন। যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধিকারের মানুষ, শ্রীকৃষ্ণের প্রাত তিনি স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে পারেন।

যদুনন্দনের পদগুলির বিশ্লেষণের ফলে আমরা জানিতে পারিতেছি যে তিনি যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অনুসারে বিভিন্ন ভাবের পদ রচনা করিয়াছেন তেমনি সেই সব পদে পরিবেশ উপযোগী রসানুভূতি প্রকাশেও সক্ষম হইয়াছেন। কাব্যের যে উদ্দেশ্য আনন্দ সৃজন, কবি সেই দিক দিয়াও সফল হইয়াছেন বলা চলে। সুমধুর বাক্যাবলী সমন্বিত এই পদ সকল পাঠে আমাদের পাঠক চিত্ত আনন্দ রসে ভরিয়া ওঠে। এই বাক্যই কাব্যে রস আনয়ন করে। যদুনন্দন রচিত পদের সুচিন্তিত বাক্যগুলির সমস্ত অর্থ শব্দার্থে নিঃশেষিত না হইয়া ব্যঙ্গ্যার্থের অথবা বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনায় যথার্থ কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে।

১। বিদগ্ধ মাধব, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১৯২, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল। প্রকাশকাল ১৩২৭ সাল।

যদুনন্দনের কবি-প্রতিভা

প্রায় চারি শতাব্দী অতিক্রম হইতে চলিল কালের অমোঘ বিধানে বৈষ্ণব যদুনন্দন দাসের লেখনী স্তব্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার লেখনী মুখে যে সাহিত্য রূপ নিয়াছিল তাহা আজও পাঠক হৃদয়ে সঞ্জীবিত রহিয়াছে। এপর্যন্ত যদুনন্দনের সাহিত্য লইয়া যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে এই ধারণায় উপস্থিত হওয়া যায় যে এই সাহিত্য যেমন বৈষ্ণবজনগণের মনের তেমনই সাহিত্যপিপাসু জনসাধারণের মনে সমানভাবে সাহিত্যরসের আনন্দ দান করিতে সক্ষম। যদুনন্দন যদিও বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্নিহিত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তথাপি সেই ধর্মসঙ্গীতের মধ্যেও সর্ব্বজন হৃদয়বেদ্য কাব্যরসের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

যদুনন্দনের কাব্যকৃতি অনুসন্ধানে দেখা যায় ভক্তিরস ও মধুর রসই তাঁহার রচনার বিশেষ লক্ষ্য, বাৎসল্য রসের রচনা বিরল। অনুবাদগ্রন্থ বা পদাবলী সাহিত্যে যদুনন্দনের যে সব ভক্তিমূলক পদ দেখা যায় তাহার মধ্যে অনেক পদই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ। তিনি ভক্তিরসমূলক পদ রচনায় কতটা সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। যদুনন্দনের সমসাময়িক কালের কবি নরোত্তম ঠাকুর ভক্তিরসের পদ রচনায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের ভক্তিমূলক পদের সঙ্গে যদুনন্দনের ভক্তিমূলক পদের তুলনামূলক আলোচন করা যায়। নরোত্তম ঠাকুর যদুনন্দনের সমসাময়িক কালের হইলেও যদুনন্দনের কিছু পূর্ববর্ত্তী ছিলেন। কেননা নরোত্তম বৃন্দাবনস্থিত মহাবৈষ্ণব লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন—

> শ্রাবণমাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে।
> করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে॥[১]

আবার, যদুনন্দনের যুগের অথচ যদুনন্দনের পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবি রামচন্দ্র কবিরাজে অভিন্নাত্মা বন্ধু ছিলেন নরোত্তম ঠাকুর—

> রামচন্দ্র কবিরাজ সর্বগুণ ময়।
> যাঁর অভিন্নাত্মা নরোত্তম মহাশয়॥
> তনুমন প্রাণনাম একই দোহার।
> কবিরাজ নরোত্তম নামএ প্রচার॥[২]

১। ভক্তি রত্নাকর, পৃঃ ১৪ গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত
২। ঐ পৃঃ ১২ ,, ,,

এই নরোত্তম ঠাকুর অনেক বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছেন, 'গৌরপদ তরঙ্গিনী'-তে নরোত্তম ভণিতায় ৪৭টি পদ পাওয়া যায়। 'বৈষ্ণব পদাবলী'-তে পাওয়া যায় নরোত্তম ভণিতাযুক্ত ৬৫টি পদ। এই সকল পদের মধ্যে ভক্তিমূলক প্রার্থনার পদগুলি বিশেষ মর্মস্পর্শী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গৌরাঙ্গ বিষয়ক একটি প্রার্থনার পদ উল্লিখিত হইল—

গৌরাঙ্গের দুটিপদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভক্তি-রস-সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্মল ভেল তার॥

যে গৌরাঙ্গ নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তার মুঞি যাও বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সেজন ভকতি অধিকারী॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে নিত্য সিদ্ধ করিমানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয়ে ব্রজ ভূমে বাস॥

গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥[১]

নরোত্তম বলেন গৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্ম দুটি 'ধনসম্পদ' জ্ঞান করিলে সকল ভক্তির সার ভক্তিলাভ করা যায়। গৌরাঙ্গের মধুর লীলা শ্রবণ করিলে হৃদয় নির্মল হয়, 'যে গৌরাঙ্গের নাম লয়' তার 'প্রেমোদয়' হয়। মূলতঃ কবি প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ

১। গৌরপদ তরঙ্গিণী, পৃঃ ৩০, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৫৩৪।

সরল ভাবে হৃদয়ের গভীর অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে আকুমার ব্রহ্মচারী নরোত্তম—

আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ব্বতীর্থদর্শী।
পরম ভাগবতোত্তমঃ শ্রীল নরোত্তম দাসঃ ॥[১]

পরম ভাগবত ছিলেন। সেইজন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর মহশেয়ের প্রার্থনা পদগুলিতে ভক্তিনম্র হৃদয়ের আন্তরিক ভক্তির প্রকাশ ঘটে এবং পাঠকচিত্ত স্পর্শ করিতে পারে। পদে পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। পদের দুই এক স্থানে রূপক অলঙ্কারের আভাস পাওয়া যায়। যেমন, গৌরাঙ্গের রূপ 'ধনসম্পদ' গৌর প্রেমরূপ 'রসার্ণব'। তবে পদটিতে ভাব উপযোগী সামান্য অলঙ্কারের প্রকাশ, প্রাঞ্জল ভাষা এবং শান্তরসের সুন্দর পরিবেষণ থাকায় পদটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে।

আলোচ্য যদুনন্দন দাসও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদরচনা করিয়াছেন, তবে রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদে যেমন তিনি অতিশয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে ততটা কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিদগ্ধ মাধব নাটক হইতে একটি পদ উদ্ধৃত হইল—

গৌরাঙ্গ সুন্দর নট পুরন্দর
প্রকট প্রেমের তনু।
কিয়ে নবঘন পুরট মদন
সুধায়ে গড়ল জনু ॥
গৌরাঙ্গ আনন্দ সিন্ধু।
বদন মাধুরী মধুর হাসিনী
নিছয়ে শরদ ইন্দু ॥
আর ভাঙ্গর লম্বিত শোভা
অরুণবরুণ চরণ যুগল।
এ যদুনন্দন লোভা[২] ॥

যদুনন্দন রচিত এই পদ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অন্যান্য পদের ন্যায় বিস্তারমূলক নয়। গৌরাঙ্গদেবের প্রেমময় মূর্ত্তির বর্ণনায় অল্পকথায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে 'প্রেমের তনু', 'আনন্দের সিন্ধু' বলিয়াছেন। গৌরাঙ্গের 'মধুর হাসনি' যেখানে 'শরদ ইন্দু'

১। ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১৩, গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত।
২। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৭১ক. ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ১৪৩, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল।

রূপে তুলিত হইয়াছে সেখানে ভাববিস্তারের সামান্য প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু গৌরাঙ্গদেবের চরণ যুগলের কথা 'অরুণ বরণ' উক্তি দ্বারা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অথচ এই কবিই অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয়ের বর্ণনা কত ব্যঞ্জনাময় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

পদদ্বয় মনোরম অরুণ অম্বুজসম
অতি স্নিগ্ধ অতি সুকোমল।
বিরহ সন্তপ্ত কত গোপাঙ্গনা কুচোন্নত
ধরি তাপ নাশে তার তল ॥[১]

সেইস্থলে যদুনন্দন গৌরাঙ্গসুন্দরের বর্ণনাও নরোত্তমের বর্ণনার ন্যায় বিস্তারহীন-ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদটিতে যে পাণ্ডিত্য, রচনাকৌশল ও অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায় তাহা নরোত্তমের পদে নাই।

রামচন্দ্র কবিরাজের রূপানুরাগের পদের সঙ্গেও আলোচনা করা যায় যদুনন্দনের পদের। শ্রীনিবাসশিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ যে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ ভক্তিরত্নাকরে আছে এবং কোন কোন পদে রামচন্দ্র ভণিতা দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায় তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে রামচন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে—

কবিরাজ খ্যাতি হৈল শ্রীবৃন্দাবনেতে।
ইহা বিস্তারিয়া কহিয়ে এথাতে॥
শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রেমরাশি।
শ্রীজীব গোস্বামী আদি বৃন্দাবনবাসী॥
সবে তাঁর কৃতকাব্য শুনি তাঁর মুখে।
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলা মহাসুখে॥[২]

রামচন্দ্র ভণিতাযুক্ত একটি পদে শ্রীরাধার পূর্বরাগজনিত রূপানুরাগের একটি সুন্দর চিত্র বর্ণিত হইয়াছে—

কাহারে কহিব মনের কথা
কেবা যায় পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মর্ম বেদনা
সদাই চমকে চিত॥

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ১৫৫।
২। ভক্তি রত্নাকর, পৃঃ ১২, গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক প্রকাশিত।

গুরুজন আগে বসিতে না পাই
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥

সখীসঙ্গে যদি জলেরে যাই
সে কথা কহিল নয়।
যমুনার জল মুক্ত কবরী
ইথে কি পরাণ রয়॥

কুলের ধরম রাখিতে নারিলুঁ
কহিল সভার আগে।
রামচন্দ্র কহে শ্যাম নাগর
সদাই মরমে জাগে[১]॥

উল্লিখিত পদটিকে ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় তাঁহার 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী' সঙ্কলন গ্রন্থে রামচন্দ্র কবিরাজের রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—'সম্ভবত এই রামচন্দ্র গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ[২]'। বৈষ্ণব সাহিত্যে পদকর্তা রূপে দুইজন রামচন্দ্রের উল্লেখ আছে, একজন, বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র। অপরজন, বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র এবং চৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্দ্র দাস গোস্বামী। 'গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে' রামচন্দ্র ভণিতায় ৩টি পদ, বৈষ্ণব পদাবলীতে ৩টি পদ এবং 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'-তে ১টি পদ ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন পদ যে কোন রামচন্দ্রের রচনা তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে গৌরপদ তরঙ্গিণী-ধৃত একটি পদ যে বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র রামচন্দ্রের রচনা তাহা ভণিতা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। যথা—

১। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সঙ্কলিত গ্রন্থের পৃঃ ১২৩।
২। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, পৃঃ ১২৩, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত।

প্রভুর প্রিয় স্বগণ ঠাকুর বংশীবদন
স্থত-স্থত হও মুঞি তার।
তাহে গৌর নিত্যানন্দ তবে কেন মতি মন্দ
রামচন্দ্র অতি দুরাচার ॥[১]

শ্রীনিবাস-শিষ্য রামচন্দ্রের পদরূপে উল্লিখিত রূপানুরাগের এই পদটিতে রচনারীতির যে পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায় যদুনন্দন দাস কৃত রূপানুরাগের পদেও সেইরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদুনন্দন রচিত শ্রীরাধার পূর্বরাগের একটি পদ উদ্ধৃত হইল—

কি হেরিলাম নবজলধরে।
সেই হতে পরাণ কেমন করে ॥
গুরু গরবিত নাহি মানে।
নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ানে ॥
সদাই বিকল মোর প্রাণ।
অন্তরে জাগিয়া রৈল শ্যাম ॥
হিয়া দুরুদুরু তাহে হেরি।
বিরলে অন্তরি রূপ ঝুরি ॥
পাসরিতে করি তারে মন।
পাসরিলে নহে পাসরণ ॥
কদম্ব তলায় শ্যামচাঁদে।
হেরি কুলবতী পৈল ফাঁদে ॥
এ যদুনন্দন মন ভোর।
হেরি রূপের না পাওল ওর ॥[২]

যদুনন্দনের এই পূর্বরাগের পদটিতে চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ রচনারীতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীদাস যে পূর্বরাগ-পদ রচনার শ্রেষ্ঠ কবি তাহা সর্বজন স্বীকৃত। সহজ ভাষায়, অনাড়ম্বর ভাবে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় করিয়া তিনি শ্রীরাধার পূর্বরাগের যে সব পদ রচনা করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই সব পদের একটি পদ উদ্ধৃত হইল—

১। গৌরপদ তরঙ্গিণী, পৃঃ ৩০৪

২। বৈষ্ণব পদাবলী পৃঃ ২১৪

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত।
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল।
তাহে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিলুঁ সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ায় জাগে॥[১]

যদুনন্দন এবং রামচন্দ্রের পদে চণ্ডীদাসের এই রূপানুরাগের পদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীদাস যেমন শ্রীরাধার প্রবল হৃদয়াবেগের কথা বেদনাঘন অনুভূতির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যদুনন্দন সেইরূপ ভাবে বলিলেন—

সদাই বিকল মোর প্রাণ।
অন্তরে জাগিয়া রৈল শ্যাম॥

কিন্তু রামচন্দ্রের রূপানুরাগের পদটি আলোচনা করিতে গেলে রামচন্দ্র ভণিতাযুক্ত এই রূপানুরাগের পদটি চণ্ডীদাস রচিত রূপানুরাগের পদের অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। কেননা, উভয় পদের ভাবার্থ এবং বাক্য সংযোজনা অভিন্ন। কেবল চারিটি স্থলে ভিন্ন শব্দের মাত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা

১। বৈষ্ণব পদাবলী, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এবং শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৬১ খ্রীঃ প্রকাশিত, গ্রন্থের পৃঃ ৪৩।

যেখানে বলিয়াছেন—'কাহারে কহিব মনের মরম' রামচন্দ্র সেখানে বলিয়াছেন—'কাহারে কহিব মনের কথা' 'মরম' শব্দের স্থলে 'কথা' শব্দ প্রয়োগে পার্থক্য আনা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের উক্তি—'গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি' রামচন্দ্রের উক্তি—'গুরুজন আগে বসিতে না পাই', চণ্ডীদাসের উক্তি—'যমুনার জল করে ঝলমল', রামচন্দ্রের উক্তি—'যমুনার জল মুকত কবরী' এবং চণ্ডীদাসের আর একটি উক্তি—'সদাই হিয়ায় জাগে' স্থলে রামচন্দ্রের উক্তি—'সদাই মরমে জাগে' এই সব উক্তিতে কয়েকটি শব্দের পার্থক্য ব্যতীত সমগ্র পদটি চণ্ডীদাসের রচনার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। রামচন্দ্র ভণিতাযুক্ত এই পদটি যদি প্রকৃতই রামচন্দ্র কবিরাজের রচনা হয় তবে বলিতে হইবে ইহাতে কবি রামচন্দ্রের নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নাই। ইহা অন্ধ অনুকরণ মাত্র। কিন্তু যদুনন্দন দাসের পদে মৌলিকত্ব বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার আঁখি 'সদা ছলছল' করে বলিয়া যেখানে তিনি 'গুরুজন আগে' বসিতে পারেন না। যদুনন্দনের শ্রীরাধার আঁখি সেখানে গুরুজনের বাধাও মানে না, গুরুজনের সামনেই সেই আঁখিজল ঝরিতে থাকে—

গুরু গরবিত নাহি মানে।
নিঝরে ঝরয়ে দু-নয়ানে॥

উভয়ের একই বক্তব্য, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে নূতনত্ব থাকায় ইহাতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডীদাস যেখানে শ্রীরাধার প্রেমানুভূতির কথা, উদ্দীপন বিভাব অলঙ্কারের সাহায্যে—

যমুনার জল করে ঝলমল
ইথে কি পরাণ রয়।

লক্ষণার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। যদুনন্দন সেখানে স্বতন্ত্রভাবে বলিলেন—

কি হেরিলাম নব জলধরে
সেই হতে পরাণ কেমন করে।

এইখানে চণ্ডীদাসের ন্যায় অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োগ নাই, কিন্তু নিজস্ব মৌলিকতার প্রকাশ দেখা যায়।'

যদুনন্দন পদরচনায় প্রধানত বাংলা ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। তবে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁহার কয়েকটি পদও পাওয়া যায়। ব্রজবুলিরচিত পদেও

তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ব্রজবুলিতে রচিত এইরূপ একটি পদ উল্লিখিত হইল—

কিয়ে সখি চম্পক দাম বনায়সি
করইয়ে রভস বিহার।
সো বর নাগর যাওব মধুপুর
ব্রজপুর করি আন্ধিয়ার॥
প্রিয়তমদাম শ্রীদাম আর হলধর
এ সব সহচর সাথ।
শুনইতে মুরছি পড়ল সোই কামিনী
কুলিশ পড়ল জনুমাথ॥
খেনে খেনে উঠত খেনে খেনে বৈঠত
অবশ কলেবর কাঁপি।
ভণ যদুনন্দন শুনইতে ঐছন
লোরে নয়ন যুগ-ঝাঁপি॥[১]

যদুনন্দন রচিত এই পদের সঙ্গে রামচন্দ্র-অনুজ গোবিন্দ দাসের একটি পদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, শ্রীনিবাস-শিষ্য এই গোবিন্দদাসের বিশেষ কবি খ্যাতি ছিল। তিনি বিশেষ কবিত্ব শক্তির অধিকারী হওয়ায় বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামীগণ তাঁহাকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন—

গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞা কবি সবে প্রশংসয়॥
শ্রীজীব লোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যাঁর গীতামৃত পানে॥
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি॥[২]

গোবিন্দ দাস ব্রজবুলিতেই পদ রচনা করিয়াছেন। যদুনন্দন রচিত এই শ্রীরাধার

১। বৈষ্ণব পদাবলী—পৃঃ ২৩১

২। ভক্তি রত্নাকর, পৃঃ ১৯, গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক প্রকাশিত।

ভাবি-বিরহ-আশঙ্কার পদের ন্যায় গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার ভাবি বিরহের একটি পদ উল্লিখিত হইল—

না জানিয়ে কো মথুরা সঞে আয়ল
তাহে হেরি কাহে জিউ কাঁপ।
তদবধি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে
লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপ॥
সখি হে অকুশল শত নাহি মানি।
বিপদক লাখ তৃণহুঁ করি না গণিয়ে
কানু বিচ্ছেদ হোয়ে জানি॥
কিয়ে ঘর বাহির চিত না রহ থির
জাগরে নিদ নাহি ভায়।
গঢ়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গল
কিয়ে সখি করব উপায়॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জহ
সঘনে রোয়ত শুক সারি।
গোবিন্দ দাস আনি সখি পুছহ
কাহে এত বিঘিনি বিথারি॥[১]

দুইটি পদই শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের আশঙ্কায় শ্রীরাধার ভাবি-বিরহের কাতরতার অভিব্যক্তি। তবে যদুনন্দনের শ্রীরাধা চিত্রিত হইয়াছেন অধিকতর কোমলা নারীরূপে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিবেন শুনিয়া শ্রীরাধার মনে হইল শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে ব্রজপুর অন্ধকার হইয়া যাইবে। এবং এই বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার মাথায় যেন বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু গোবিন্দ দাসের শ্রীরাধা ভাবি বিরহের সকল অমঙ্গল চিহ্ন দেখিয়াও সচেতন ভাবে বলিলেন—'সখি হে অকুশল শত নাহি মানি', যদুনন্দনের পদের তুলনায় গোবিন্দদাসের পদ কবি-কল্পনায় অধিকতর ও ব্যাপকতর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীরাধার ভাবি বিরহকে গোবিন্দদাস প্রকৃতি জগতেরও অংশীভূত করিয়া বলিয়াছেন—

কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জহ
সঘনে রোয়ত শুক সারি।

১। তরু ১৬৬০, সমুদ্র ২৭৯

এই উক্তিতে বৃন্দাবনের প্রকৃতি জগতের একটি ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা চিত্র ধর্মিতা। কিন্তু শ্রীরাধার বিরহ আশঙ্কার যে বেদনা তাহা যতুনন্দনের শ্রীরাধার বেদনার ন্যায় তীব্র নয়। তাহার কারণ গোবিন্দ দাস মূলত বেদনার কবি নহেন, আরাধনার কবি। সেইজন্য যতুনন্দনের পদে আগতপ্রায় বিরহাশঙ্কার উপযুক্ত যে বেদনাঘন পরিবেশ দেখা যায় গোবিন্দদাসের পদে তাহা লক্ষ্য করা যায় না। তবে গোবিন্দদাস যে যতুনন্দন অপেক্ষা উচ্চ স্তরের কবি তাহা তাঁহার রচনায় ছন্দের লালিত্য, ভাষার মাধুর্য্য অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ পায়। গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির ভাব-শিষ্য বলা হইয়া থাকে, কারণ গোবিন্দদাসের রচনাভঙ্গি, পদবিন্যাস চাতুর্য্য, অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ এবং ব্রজবুলির প্রয়োগ কার্য্যে প্রায় বিদ্যাপতির ন্যায় দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তবে যতুনন্দন রচিত এই পদটিতে যে সুষ্ঠু ব্রজবুলি ভাষার প্রয়োগ এবং তাহার ফলে পদে যে ছন্দ হিল্লোল, পরিবেশ অনুসারে উপযুক্ত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োগ অর্থাৎ সংশয় বাচক 'জনু' বাচোৎ প্রেক্ষার প্রয়োগ দেখা যায় ইহাতে কবির রচনা-শক্তির প্রশংসা করা যায়।

শ্রীনিবাস-শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ ছিলেন যতুনন্দনের যুগেরই কবি। কিন্তু ইঁহার সকল রচনাই প্রায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সমকালীন যুগের প্রভাব তাঁহাকে বাংলায় পদরচনা করিতে যে প্ররোচিত করিয়াছিল তাহাও মনে করিতে পারা যায়। পদকল্পতরুতে নৃসিংহ ভণিতায় যে তুইটি পদ—'নব নীরদ-নীল সুঠান তনু' এবং 'ব্রজনন্দনকি নন্দন নীলমণী' পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ এই পদ তুইটি শ্রীনিবাস-শিষ্য এই নৃসিংহ কবিরাজের রচনা। এই কবির রচনারীতির অনুযায়ী এই তুইটি পদেও শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের বিশেষ সমাবেশ দেখা যায়। যেমন, 'নব নীরদ-নীল', 'কুঞ্চিত কুন্তলবন্ধ', 'ভুজলম্বিত-অঙ্গদ', 'অধরোজ্জ্বল রঙ্গিমবিম্ব', 'কটি কিঙ্কিনি', 'পঙ্কজ', 'ভৃঙ্গ' প্রভৃতি শব্দ। কবি রচিত যে তুইটি বাংলা ভাষার পদ পাওয়া গিয়াছে তুইটিই অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত দ্বিপদী পয়ার ছন্দে রচিত। তুইটি পদের ভণিতাই একরূপ। যথা—'পদ সেবক দেব নৃসিংহ ভণে'। কিন্তু যতুনন্দন দাসের রচনার ভণিতায় দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ভণিতা প্রয়োগও বৈচিত্র্যময়। বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়া তিনি বিভিন্ন ধরণের ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

রাই কানু সে শোভা দেখয়ে।
এ যতুনন্দন নিরখয়ে ॥[১]

অথবা

অপরূপ দুহুক বিলাসে।
এ যতুনন্দন রসে ভাসে ॥[২]

তবে, নৃসিংহ কবিরাজের বাংলাভাষায় রচিত মাত্র দুইটি পদ পাওয়াতে যতুনন্দনের পদের সঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার অবকাশ নাই বলিলেই চলে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য মল্লভূমের রাজা বীর হাম্বীরও পদরচনা করিয়াছেন বলিয়া কর্ণানন্দ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। কর্ণানন্দে শিষ্য বীর হাম্বীর গুরু শ্রীনিবাসকে এই বলিয়া বন্দনা করিতেছেন—

প্রভু মোর শ্রীনিবাস　　পূরাইলে মোর[৩] আশ
তুয়া বিনে গতি নাহি আর[৪]।

এই পদের ভণিতায় কবি বলিতেছেন—

এ বীর হাম্বীর হিয়া　　ব্রজপুর সদা ধিয়া
যাহা অলি ফিরে লাখে লাখ[৫] ॥

কর্ণানন্দে বীর হাম্বীরের আর একটি পদ শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগ সম্পর্কে। বীর হাম্বীরের শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

শুন গো মরম সখি!　　কালিয়া কমল আঁখি
কি বা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন কেমন করে মন　　সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ালু পরাণি ॥

১। বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ২২৩
২। ঐ ,, ২২৪।
৩। পাঠান্তর—'মনের' বৈষ্ণব পদাবলী পৃঃ ১০৫৯
৪। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯/৫, পৃঃ ১১ক, বৈঃ পদাবলী পৃঃ ১০৫৯
৫। ঐ ,, ১১খ, ,, ,, ১০৬০

শুনিয়া দেখিলুঁ কালা দেখিতে পাইলু জ্বালা[১]
নিভাইতে নাহি পাই পানী।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিভায় হিয়ার আগুনি ॥

বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লঞা যায় যমুনার তীরে।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি স্থিরে ॥

শাশুরী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর চিত শ্রীনিবাসে অনুগত
মজি গেল কালা চান্দের পায়[২] ॥

এই পদটির সঙ্গে যদুনন্দনের রচিত একটি আক্ষেপানুরাগের পদের ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যদুনন্দনের শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ অদর্শনে বিরহে কাতর হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

কত ঘর বাহির হইব দিবা-রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরিতি ॥
আনিয়া বিষের গাছ রুপিনু অন্তরে।
বিষেতে জারিল দেহ দোষ দিব কারে ॥
কি বুদ্ধি করিব সখি কি হবে উপায়।
শ্যামধন বিনে মোর প্রাণ বাহিরায় ॥
একুল ওকুল সখি দুকুল খোয়ালুঁ।
সোতের শেহলি যেন ভাসিতে লাগিলুঁ ॥
কহিতে কহিতে ধনি ভেল মুরছিত।
উরে করি কহে সখী থির কর চিত ॥

১। পাঠান্তর—'ভোলা' বৈঃ পদাবলী, পৃঃ ১০৬০
২। কর্ণানন্দ বঃ সঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯/৫, পৃঃ ১১খ, বৈঃ পঃ পৃঃ ১০৬০

মনে হেন অনুমানি এই সে বিচার।
এ যদুনন্দন বোলে কর অভিসার ॥[১]

দুইটি পদের ভাবোক্তি এক হইলেও প্রকাশ ভঙ্গি ভিন্ন। বীর হাম্বীরের শ্রীরাধা হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশ করিতে যাইয়া—'কেমন কেমন করে মন, সব লাগে উচাটন' বলিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছেন, আরও বলিয়াছেন যে কানুর সঙ্গে প্রেম করিয়া তাঁহার প্রাণ যাইতে বসিয়াছে। শাশুড়ী-ননদ এবং গৃহপতি যে তাঁহার প্রতি বিরাগভাজন এই সব কথা বলিতেও তাঁহার ভুল হয় নাই। কিন্তু যদুনন্দনের শ্রীরাধার উক্তি আরও গাম্ভীর্যপূর্ণ। তিনি পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কথা, শাশুড়ী ননদ ও গৃহপতির কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। কালার পিরিতি যে তাঁহার পক্ষে 'বিষম' হইয়া উঠিয়াছে ইহাই তাঁহার বলিবার বিষয়। এমন কি তিনি তাঁহার প্রেম-জ্বালার জন্য কোন প্রকার অভিযোগ করেন না। তিনি বলেন, প্রেমরূপ বিষের গাছ আনিয়া তিনি নিজেই অন্তরে রোপণ করিয়াছেন বলিয়া বিষে তাঁহার সমস্ত দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে ইহাতে আর কাহাকে দোষ দিবেন—

আনিয়া বিষের গাছ রূপিলুঁ অন্তরে।
বিষেতে জারিল দেহ দোষ দিব কারে ॥

যদুনন্দনের ন্যায় প্রেমানুভূতির এমন রস ব্যঞ্জনা বীর হাম্বীর সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বীর হাম্বীরের পদে উল্লেখযোগ্য কোন আলঙ্কারিক প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু যদুনন্দনের 'স্রোতের শেহলি যেন ভাসিতে লাগিলুঁ' উক্তিতে উপমান স্রোতের শেহলির সঙ্গে 'যেন' উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। বীর হাম্বীরের ভণিতা প্রয়োগটিও খুব সুসংলগ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কেননা, সমগ্র পদটিতে বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। অবশ্য শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগের কথায় শ্রীনিবাসের প্রসঙ্গ আসে না। কিন্তু অবশেষে আকস্মিকভাবে তিনি সেই প্রসঙ্গ আনিয়া বলিলেন,—

এ বীর হাম্বীর চিত শ্রীনিবাসে অনুগত
মজি গেলা কালাচান্দের পায়।

কবি যে শ্রীনিবাসের অনুগত ভক্ত এই কথাটি ব্যক্ত করা যে ভণিতার লক্ষ্য তাহা এইখানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে বলা হইল যে 'বীর হাম্বীর চিত'

১। বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ২১৮।

'কালাচান্দের পায়' 'মজি গেলা', সেখানে শ্রীনিবাসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের চেষ্টায় যেন লঘুভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

রাধাবল্লভ দাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের কবি। সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী গ্রন্থে রাধাবল্লভ ভণিতাযুক্ত একটি পদ ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত গৌরপদ তরঙ্গিণী গ্রন্থে রাধাবল্লভ ভণিতাযুক্ত ১৪টি পদ ধৃত হইয়াছে। এই রাধাবল্লভ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন বলিয়া পদে গুরু বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

জয় প্রেম ভক্তিদাতা সদয় হৃদয়।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু জয় দয়াময় ॥
শ্রীচৈতন্যচান্দের হেন নিরুপম গুণ।
অসীম করুণাসিন্ধু পতিত পাবন ॥
দক্ষিণে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর।
বামে ঠাকুর নরোত্তম করুণা প্রচুর ॥
গৌরাঙ্গ লীলা যত করে আস্বাদন।
গৌর গৌর গৌর বলি হয়ে অচেতন ॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে সম্বরিতে নারে।
দুই জনার কণ্ঠ ধরি সম্বরণ করে ॥
এ হেন দয়াল প্রভু পাব কতদিনে।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস করে নিবেদনে ॥[১]

কবি ভক্ত জনোচিত আবেগপূর্ণ ভাষায় শ্রীনিবাসের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় গুণ সম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই রচনা রীতিতে কোন বৈশিষ্ট্যও দেখা যায় না। সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। যদুনন্দন দাস ভণিতাযুক্ত একটি পদে শ্রীনিবাসাচার্য্যের বন্দনার একটি পদেও অনুরূপভাবে শ্রীনিবাস আচার্য্যের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। যথা—

অনুক্ষণ গৌরপ্রেম রসে গরগর ঢরঢর লোচনে লোর।
গদগদ ভাষ হাস ক্ষণে রোয়ত আনন্দে মগনঘন হরিবোল।
পহুঃ মোর শ্রীশ্রীনিবাস।
অবিরত রামচন্দ্র পহুঁ বিহরত সঙ্গে নরোত্তম দাস ॥ ধ্রু ॥

১। গৌরাঙ্গ তরঙ্গিণী, পৃঃ ৩১৫।

ব্রজপুর চরিত সতত অনুমোদই রসিক ভক্তগণ পাশ।
ভকতি রতন ধন যাচত জনেজন পুনকি গৌর পরকাশ॥
ঐছে দয়াল কবহু না হেরিয়ে ইহ ভুবন চতুর্দশে।
দীনহীন পতিতে পরম পদ দেয়ল বঞ্চিত যদুনন্দন দাসে॥[১]

যদুনন্দন শ্রীনিবাসকে রাধাবল্লভের ন্যায় চৈতন্যদেবের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, এবং রামচন্দ্র নরোত্তমের সঙ্গবদ্ধ হইয়া শ্রীনিবাসের গৌর প্রেম আস্বাদনের কথা বলিয়াছেন। উভয়ের বক্তব্য একই, কিন্তু বলার ভঙ্গি পৃথক। রাধাবল্লভ যেখানে বলিয়াছেন—'শ্রীচৈতন্যের হেন নিরূপম গুণ', যদুনন্দন সেইখানে বলিলেন—'পুনকি গৌর পরকাশ' দুইটি উক্তিই চৈতন্যদেবের সহিত শ্রীনিবাসের অতিশয় গুণসাদৃশ্য হেতু। রাধাবল্লভ সহজ ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন। কিন্তু যদুনন্দন লক্ষণার দ্বারা গৌর পুন প্রকাশের কথা ইঙ্গিতময় ভাষায় উল্লেখ করিয়া অধিকতর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরাম আচার্য্যের পুত্র গোপীকান্তও শ্রীনিবাস মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। যথা—

প্রভু দ্বিজ রাজবর মুরতি মনোহর
রত্নাকর করি জান।
প্রভু শ্রীনিবাস প্রকাশিত হরিনাম
স্বরূপ কর তাহা গান॥

কনক বরণ তনু প্রেম রতন জনু
কণ্ঠহি তুলসীক মাল।
গৌর প্রেমভরে অহর্নিশি আঁখি ঝুরে
হেরি কাঁপয়ে কলিকাল॥

শ্রীমদ্ভাগবত উজ্জ্বল গ্রন্থ যত
দেশে দেশে করিল প্রচার।
পাষণ্ড অধম জনে করু অবলোকনে
সবাকারে করল উদ্ধার॥

১। গৌরপদ তরঙ্গিণী, পৃঃ ৩১৫, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ২১৩।

ভকত প্রিয়তম ঠাকুর নরোত্তম
রামচন্দ্র প্রিয়দাস।
অধম নিতান্ত গোপীকান্ত হৃদয়ে
চরণ পহুঁ কর পরকাশ ॥[১]

পদটির ভাবার্থ ত্রিপদী পয়ার ছন্দে, তৎসম শব্দ সম্ভারে এক উপযুক্ত অলঙ্কার প্রয়োগে ব্যক্ত করা হইয়াছে। জনু, কণ্ঠ হি, তুলসীক, করু, পহুঁ, এই কয়েকটি শব্দ ব্রজবুলি লক্ষণাক্রান্ত। যদুনন্দন দাসের পদেও এইরূপ পহুঁ, অনুমোদই, ঐছে, রোয়ত, দেয়ল, কবহু প্রভৃতি কয়েকটি ব্রজবুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইস্থলে রাধাবল্লভের শ্রীনিবাস-মহিমা কীর্তনের পদটি ব্রজবুলি শব্দ বর্জিত। প্রসঙ্গত বলা যায়, রাধাবল্লভ রচিত শ্রীনিবাস বন্দনার পদটিতে ব্রজবুলির প্রয়োগ না থাকিলেও ব্রজবুলি ব্যবহারে তিনি যে দক্ষ ছিলেন তাহা তাঁহার অন্যান্য পদে লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার 'আনন্দ কন্দ নিতাই চন্দ'[২] পদটিতে অনেক ব্রজবুলি শব্দের সুন্দর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি লোচনের ন্যায় ধামালী ঢং-এও সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন। 'মন মোহনিয়া গোরা'[৩] 'গঙ্গার ঘাটে যাইতে বাটে'[৪] পদে লোচনের ন্যায় সরল কথ্য ভাষায় বর্ণিত ধামালী ঢং-এর রচনার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যদুনন্দন ধামালী ঢং-এ কোন পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। রাধাবল্লভ দাস, যদুনন্দন দাস ও গোপীকান্ত রচিত শ্রীনিবাস-বন্দনার পদ তিনটি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও দেখা যায় যে এই তিনজন কবিই উল্লিখিত পদ তিনটিতে শ্রীনিবাসের সঙ্গে রামচন্দ্র ও নরোত্তমকে আনয়ন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগটা ছিল শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র ও নরোত্তম প্রভাবিত যুগ। সেইজন্য সম-সাময়িক কবি রাধাবল্লভ, যদুনন্দন ও গোপীকান্তের পদে তাহারই ছাপ পড়িয়াছে। কাব্য সৌন্দর্য্যের প্রসঙ্গে বলা যায়, শান্তরসের উপযোগী ভক্তি নম্র আবেদনের সহিত উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগে তিনটি পদই রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। তবে বলা যায় যদুনন্দনের পদ রচনার পদ্ধতিটি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে।

১। তরু, ২৩৮২, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, পৃঃ ২৬৩।
২। গৌরপদ তরঙ্গিণী, পৃঃ ২৮৩, বৈঃ পঃ ৭৭৭
৩। ঐ ,, ৮০ ,, ৭৭৬
৪। ঐ ,, ১১৫

যদুনন্দনের সমকালীন 'বল্লভ' নামে একজন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে পাঁচজন বল্লভের উল্লেখ আছে তাঁহাদের মধ্যে যদুনন্দনের সমকালীন বল্লভের নাম না থাকাই সম্ভব, পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে বল্লভী-কবিপতি শ্রীবল্লভ ঠাকুর বল্লভী-কবিরাজ এবং হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্যরূপে বল্লভদাসের নাম পাওয়া যায়। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যরূপেও বল্লভ নামে এক কবির সন্ধান পাওয়া যায়। পদকল্পতরু ধৃত একটি পদে বল্লভ গুরু নরোত্তমের বন্দনা করিয়াছেন—

হেন দিন শুভ পরভাতে।
শ্রীনরোত্তম নাম পহু মোর গোর-ধাম
বার এক স্মৃতি হয় যাতে ॥[১]

কবি বলিতেছেন, যেদিন অন্তত একবারও তাঁহার প্রভু গৌরধাম স্বরূপ নরোত্তমের নাম স্মরণ হয় সেই দিনের প্রভাত তাঁহার কাছে শুভ বলিয়া মনে হয়। এই পদটির ভণিতায় কবি নিজের মুক্তিও প্রার্থনা করিতেছেন –

পতিত পাবন নাম ধর বল্লভে উদ্ধার কর
তবে জানি মহিমা নিশ্চয় ॥[২]

পদকল্পতরুতে 'হেনদিন শুভ পরভাতে', 'সজনি প্রেমক কো কহ বিশেষ'[৩] 'শ্যামর-চন্দ গোরি যব বৈঠল'[৪] পদগুলি বল্লভ বা বল্লভদাস ভণিতাযুক্ত। 'হেনদিন শুভ পরভাতে' পদের রচয়িতা বল্লভ যে যদুনন্দন দাসের সম-সাময়িক তাহা বুঝিতে পারা যায় নরোত্তম বন্দনা থাকায়। উল্লিখিত পদটি বিজ্ঞপ্তি মূলক ব্যতীত ইহার আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। বল্লভ জানাইতেছেন যে পরম বৈষ্ণব নরোত্তমের কীর্তনে নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণী নরোত্তমকে 'ঠাকুর মহাশয়' নাম দেন, এবং রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তমের সঙ্গ কামনায় 'গৃহ পরিকর' ছাড়িয়া খেতরীতে বাস করেন। কিন্তু 'শ্যামরচন্দ্র গোরি যব বৈঠল' পদটি যদি এই কবির রচনা হয় তবে বলিতে পারা যায় যে কবির রচনা শক্তি কাব্যোচিত সৌন্দর্য্য আনয়ন করিতেও সক্ষম। যথা—

১। তরু—৭৬৯। ২। তরু—৭৬৯। ৩। তরু—৭৭০।
৪। তরু—৭৬৯, কীর্তনানন্দ ৩১৯।

শ্যামর চন্দ গোরি যব বৈঠল
নিধুবনে সখীগণ সঙ্গ।
চাতুরি রভস কলা কত কৌশল
কিয়ে কিয়ে মদন-তরঙ্গ॥
সজনী কোপয়ে ঐছন জান।
পিয় পিয় পিপিয়-নাদ শুনি আকুল
মুরছি আনত ভই আন॥
ঢর ঢর লোরে নয়ন বহি যাওত
কত কত করুণা কোটি।
দন্তে তৃণহুঁ কহি প্রিয় দরশন দেহ
না হেরিয়া হিয়া যাউ ফাটি॥
বহুত বিনতি করি সখীর করে ধরে
কোরহি শ্যাম না জান।
বিপরিত অচল সচল দেখি ঐছন
বল্লভ দাস রসগান॥[১]

প্রেম বৈচিত্ত্যের এই পদটিতে দেখা যায়, সখীগণের সঙ্গে বসিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণ রসকলাচাতুরী করিতে থাকিলে পাপিয়াগণও আনন্দে পিয় পিয় ধ্বনি করিয়া উঠে। শ্রীরাধা সেই রবে আকুল হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গে করুণ বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রিয় দরশন দেহ, না দেখিয়া হিয়া যাউ ফাটি।" তিনি জানিতেই পারিলেন না শ্যাম তাঁহার ক্রোড়েই আছেন—"কোর হি শ্যাম না জান।" কবি বল্লভ কৃষ্ণ প্রেম বিহ্বলা শ্রীরাধার মিলনানন্দের মধ্যেও বিচ্ছেদ কাতরতার চিত্রটি দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন। ভাব পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত শব্দ গ্রন্থনার মধ্যেও কবির কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু যদুনন্দন রচিত কোন পদে শ্রীরাধার প্রেম বৈচিত্ত্যের বিশেষ কোন চিত্র পাওয়া যায় না। তবে বিদগ্ধমাধব নাটকের একটি পদে তাহার ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়। সেই পদের কয়েকটি চরণের বর্ণনায় পূর্বেও আমরা দেখিয়াছি যে প্রেমময়ী শ্রীরাধা কৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ করিয়াও বেদনা কাতর। তবে প্রেম বৈচিত্ত্যের

১। তরু, ৭৬৯. কীর্তনানন্দ, ৩১৯।

লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। আলোচনার নিমিত্ত এইখানে সেই কয়টি চরণের পুনরুল্লেখ করা হইল। যথা—

মিছাই কান্দয়ে রাই মাধবে রোধয়ে তাই
ধনিমুখে দিয়া নিজ পাণি।
যত ভাব সঙ্গোপয়ে কৃষ্ণ তত বিলপয়ে
এ যদুনন্দন ভালে মানি ॥[১]

পদের ষোড়শ এবং সপ্তদশ চরণে শ্রীরাধার মিলনাবস্থায়ও রোদনের এই চিত্র দেখিয়া মনে হইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে পরিপূর্ণ মিলনানন্দের মধ্যে অবস্থান করিয়া শ্রীরাধার মিছাই রোদন এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধ দান সত্ত্বেও যে রোদনের নিবৃত্তি হয় না; সেই রোদনে হয়ত বিচ্ছেদ-শঙ্কার সম্ভাবনাও নিহিত আছে। প্রত্যক্ষভাবে শ্রীরাধার বেদনার কোন নিদর্শন খুঁজিয়া না পাওয়ায় কবি বলিয়াছেন —'মিছাই কান্দয়ে রাই'। কিন্তু উক্তিটি দ্ব্যর্থবোধক অর্থেও গৃহীত হইতে পারে কেননা যদুনন্দনের শ্রীরাধার অন্য ক্ষেত্রেও যেমন দেখা গিয়াছে আনন্দেও তাঁহার চোখে জল আসে 'অধিক আনন্দ জলে নয়ন অঞ্জন গলে[২]' এই ক্ষেত্রেও ইহা সেইরূপ আনন্দাশ্রু হইতে পারে। যদুনন্দন বিশেষ কৌশলের সহিত পদটি রচনা করিয়া পাঠকচিত্তে প্রশ্নোদয় হইতে পারে এমন একটি রহস্যময় ও কৌতূহলপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

যদুনন্দনের কবি-প্রতিভার বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া পদাবলী সাহিত্য ব্যতীত অনুবাদ সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এইখানে কবির অপর অনুবাদ-গ্রন্থ গোবিন্দলীলামৃতের একটি পদ বিশ্লেষণের আলোকে মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করা যাইতেছে—

সৌন্দর্য্য অমৃতসিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু
ললনার চিত্তাদ্রি ডুবায়।
কৃষ্ণের যে মর্মকথা শুধু সুধাময় গাথা
কর্ণতায় নদী হয়ে ধায় ॥

১। বিদগ্ধমাধব, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ৯১, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল। ১৩২৭ সালে প্রকাশিত।
২। বিদগ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১৯২, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল।

কহ সখি কি করি উপায়।

কৃষ্ণের মাধুরী ছান্দে সর্বেন্দ্রিয় গণে বান্ধে
বলে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষয় ॥

নবাম্বুদ জিনি দ্যুতি বসন বিজুরী ভাতি
ত্রিভঙ্গিম রম্য বেশ তায়।

মুখ জিনি পদ্ম চাঁদ নয়ন কমল ফাঁদ
মোর দিঠি আরতি বাড়ায় ॥

মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি তাহে নূপুর কিঙ্কিণী
মুরলী মধুর ধ্বনি তায়।

সনর্ম বচন ভাতি রমাদির মোহে মতি
কৃষ্ণ স্পৃহা তাহাতে বাড়ায়[১] ॥

পদটিতে যে সকল তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন—'অমৃত সিন্ধু' 'তরঙ্গবিন্দু', 'নবাম্বুদ', 'কণ্ঠধ্বনি', 'কিঙ্কিণী' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে পদে সুমধুর শব্দ-ঝঙ্কার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। অলঙ্কার ধ্বনিও বিরল নয়। যদুনন্দন বিদ্যাপতি বা গোবিন্দ-দাসের ন্যায় অলঙ্কার বহুল ভাষায় পদ রচনা না করিলেও পদে স্থানে স্থানে তিনি অলঙ্কার প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন—'কর্ণতায় নদী হয়ে ধায়', এইখানে উপমেয় কর্ণ, উপমান নদীর সঙ্গে অভেদ কল্পিত হওয়ায় রূপক অলঙ্কার হইয়াছে। পদে প্রতি দুই চরণের অন্তে একই বর্ণ 'য়' ব্যবহৃত হইয়া শব্দালঙ্কারের অন্তর্গত অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করিয়াছে। 'মুখ জিনি পদ্মচাঁদ', উক্তিও অর্থালঙ্কারের লক্ষণ যুক্ত। একটি মাত্র উপমেয় 'মুখ'কে ফুটাইবার জন্য কবি 'পদ্ম' ও 'চাঁদ' শব্দের সাহায্যে একাধিক উপমান ব্যবহার করিয়া মালোপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব দেখা যায় আলোচ্য পদটিতে শব্দের ঝঙ্কার, অলঙ্করণ এবং ব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশভঙ্গি পদে বিশেষ সৌন্দর্য্য আনয়ন করিয়াছে।

গোবিন্দলীলামৃতের অপর একটি পদ—'রতনমন্দিরে রসালস ভরে'[২] ৫২ চরণ বিশিষ্ট এই পদটির নবম হইতে দ্বাদশ চরণ পর্য্যন্ত বর্ণনায় শ্রীরাধার শায়িত দেহভঙ্গি এবং তাঁহার শয্যার বর্ণনাও সৌন্দর্য্য পূর্ণ। যথা—

১। গোবিন্দ লীলামৃত, কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ৫৩খ, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ৫৯, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ।

২। গোবিন্দ লীলামৃত, কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ১৩ক, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১৯

রাজহংসী যেন নদীতে শয়ান
তরঙ্গে চালয়ে ঘন।
রতন পালঙ্কে শুতিয়াছে রঙ্গে
হিলোলিত দুনয়ন[১]।

রাই শয়ন মন্দিরে রত্নপালঙ্কে 'রসালসভরে' শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার সুন্দর দেহভঙ্গি শুভ্র ও কমনীয় রাজহংসীর দেহের ন্যায় মনে হইতেছে। শ্রীরাধার শুভ্র শয্যা তুলিত হইয়াছে রাজহংসীর বিচরণস্থল বিস্তীর্ণ এবং তরঙ্গিত নদীর সঙ্গে। অল্পকথায় এরূপ একটি সুন্দর চিত্র প্রকাশে কবির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্ন জাতীয় দুইটি বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইয়া কবি উপমা অলঙ্কারের ও সার্থক প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

কিন্তু যদুনন্দন রচনার সকল ক্ষেত্রেই যে সৌন্দর্য্য আনয়ন করিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কবির রচনারীতি দুর্বল বলিয়াও মনে হয়। যথা—

সখীর বচনে ধনি থির করি চিত।
করইতে গমন ভেল উলসিত॥
পদ দুই চারি চলল সখী মিলি।
ধস ধস অন্তর ধাধস ভেলি[২]॥

দেখা যায়, শ্রীরাধা সখীর বচন অনুসারে চিত্ত স্থির করিয়া অভিসারে গমন করিতে উল্লাস বোধ করিতেছেন, কিন্তু সখীগণ সঙ্গে অভিসারে যাত্রা করিয়া দুইচারি পদ গমন করিতেই সম্ভবত উদ্বেগ কিম্বা আশঙ্কায় শ্রীরাধার অন্তর 'ধসধস' ও 'ধাধস' করিতে লাগিল। এইখানে কবির শব্দ চয়নের প্রশংসা করা যায় না। ব্রজবুলি ভাষা মিশ্রিত এই পদটিতে 'ধসধস' ও 'ধাধস' শব্দ শ্রুতি-মধুর তো নয়ই বরং এই দুইটি শব্দ কানে বড় লাগে। এইরূপ যদুনন্দনের নামে প্রচলিত কর্ণানন্দ গ্রন্থেও রচনার যে এই প্রকার ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তাহাও উল্লেখযোগ্য। যথা—

এইমতে কবিরাজ ভোজন করিঞা
উঠিলেন কবিরাজ সমস্ত খাইয়া[৩]॥

১। গোবিন্দ লীলামৃত, কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ১৬ক, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১৯
২। কঃ বিঃ ৬২০৪/৬৫
৩। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ প্রঃ মঃ ২২৮৯/৫, পৃঃ ২১ক, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ৪০।

কবির বচন ভঙ্গি এখানে একান্তই গদ্যময়, 'ভোজন করিয়া' 'সমস্ত খাইয়া' উক্তিগুলি গদ্যভাষারই পরিচয় দেয়। আবার, দুইচরণে যে আটটি শব্দ রহিয়াছে তাহার মধ্যে 'কবিরাজ' শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। এইখানেও কবির শব্দ চয়ন দৈন্যতায় এবং সৌন্দর্য্যহীন পুনরুক্তির জন্য রচনায় দোষ লক্ষ্য করা যায়। তবে কর্ণানন্দে কবির রচনা দুই একস্থলে বেশ সৌন্দর্য্যপূর্ণ। যথা—

তার মধ্যে কতশত চাতুরী অপার।
বৈদগ্ধী অবধি কিবা জলের সঞ্চার॥
জল বরিষয়ে সবে আনন্দিত মনে।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে[১]॥

এইস্থলে কবি শ্রীরাধাকৃষ্ণের জল কেলির বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনায় দেখা যায় জলকেলি লীলায় যমুনার জলরাশি ক্রীড়াকারীদের সুকৌশলে সকলের অঙ্গে সিঞ্চিত হইতে থাকিল। 'সবে' যখন আনন্দিত মনে জল বরিষণ করিতে লাগিলেন, এই দৃশ্য কবির নিকট তখন শ্রাবণের ঘনমেঘ বর্ষণের ন্যায় মনে হইয়াছে। বলিয়াছেন—'শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে'। এই উক্তিতে কাব্যোচিত সৌন্দর্য্য প্রকাশের কিছু লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু মেঘ বর্ষণের সাদৃশ্যের দিক হইতে এই উক্তিতে একটি অসামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যায়। কারণ, শ্রাবণের মেঘ বর্ষিত হয় উর্ধদেশ হইতে নিম্নদেশে, অথচ যমুনার জল এইস্থলে ক্রীড়ামোদীদের হস্তপদ সঞ্চালনে নিম্নদেশ হইতে উর্ধমুখী হইয়া ঘন সিঞ্চনের কাজ করিয়াছে।

যদুনন্দন রচিত শ্রীরাধার অভিসারের এই পদটিতে যদুনন্দনের রচনা সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান করা যায়। যথা—

মধুর বিরহে ধনি রাই।
কৃষ্ণপাশে চলি যায় মন্থর গমন তায়
মণিহার সঘনে দোলাই॥ ধ্রু॥
নবীন যৌবন একে গৌর অঙ্গ পরতেকে
বিজুরী ঝলকে যেন ছটা।
নীল পট্ট পরিধান মুকুতা ঝালুরী ঠাম
ঝলমলি যেন কান্তি ঘটা॥

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯/৫, পৃঃ ১৭ক-খ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃঃ ৩২।

চাচর চিকুর কেশ তাহাতে চিত্রিত বেশ
বেণী বান্ধে রক্তবর্ণ ছাঁদে।
মল্লিকা মুকুতা তাতে শোভা অতি করে যাতে
যমুনা তরঙ্গ যেন চাঁদে॥
নাচয়ে খঞ্জন আঁখি তাতে এই মত দেখি
অতনুকে নাচিবারে কয়।
পথে ভৃঙ্গ মধু পিয়া আছে শাখা পসারিয়া
উড়ি যায় হেন শোভা হয়॥
লজ্জা শঙ্কাবেশ ভরে চঞ্চল সদাই করে
আঁখি অন্ত নব নিহারিণী।
কৃষ্ণ প্রতি যেন কত কুবলয় মালা যত
সদা করে সপদ্ম হারিণী॥
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ সঙ্গে সাথি
সমান বয়স রূপগুণ।
সুবর্ণ প্রতিমাগণ করি তনু নির্ম্মঞ্চন
চাঁদে কোটি দামিনী শোভন॥
কোটি কাম মূর্চ্ছা পায় পদনখ চন্দ্র ছায়
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কৃষ্ণে মোহে।
এমন রূপের ঘটা কে বর্ণিতে পারে ছটা
এ যদুনন্দন দাস কহে[১]॥

এই পদ রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ছয় চরণ বিশিষ্ট একটি সংস্কৃত শ্লোকের মূলভাব লইয়া ২৭ চরণে ইহার অনুবাদ দীর্ঘবিস্তার মূলক ভাবে করা হইয়াছে। অনুবাদের আরম্ভেই কবি নিজের স্বতন্ত্র রীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। মূল সংস্কৃত শ্লোকের আরম্ভে প্রথমে যেখানে বলা হইয়াছে—

চিকুর তরঙ্গ ফেন—পটলমিব কুসুমং দধতী কামং
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ নর্ত্তিতুমতনুমবামম্[২]॥

শ্রীরাধার কেশ তরঙ্গে যেন সমূহতুল্য শোভিত কুসুমগুচ্ছের কথা, এবং তাঁহার

১। জগন্নাথ বল্লভ নাটক, কঃ বিঃ ৩৭৪৭, পঃ ২৬খ
২। ঐ শ্লোক সংখ্যা ৪/৫১

চঞ্চল নয়ন অনুকূল কন্দর্পকে যেন নৃত্য করিতে বলিতেছে, এই চিত্রটিই শ্লোকের প্রথম দুইটি চরণে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু যদুনন্দন পদরচনাকালে প্রথমে এই দুইটি চরণের উল্লেখ না করিয়া তৃতীয় চরণ হইতে ভাবানুবাদ আরম্ভ করেন—'মধুর বিরহে ধনি রাই', তবে এইখানেও রচনায় পার্থক্য দেখা যায়। মূলে তৃতীয় চরণে আছে—'রাধা মাধব বিহারা[১]' যদুনন্দন সেইস্থলে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া শ্রীরাধাকে বিরহকাতরা রূপে চিত্রিত করিয়া অভিসার করাইতেছেন। মূল শ্লোকের চতুর্থ ও পঞ্চম চরণে—অভিসার যাত্রাকালে শ্রীরাধার পদগতি মন্থর হইতে এবং এই মন্থরতার জন্য তাঁহার বক্ষের হার লঘুভাবে আন্দোলিত হইতে দেখা যায়। তাঁহার নয়ন শঙ্কিত লজ্জিত রসভরে চঞ্চল এবং মধুর হইতেও দেখা যায়। যথা—

হরিমুপগচ্ছতি মন্থর পদগতি লঘু লঘু তরলিত হারা॥
শঙ্কিত-লজ্জিত-রসভর-চঞ্চল মধুর-দগন্ত লবেন[২]।

যদুনন্দনও অনুরূপভাবে শ্রীরাধার অভিসার গমন ভঙ্গির কথা—'মন্থর গমন তায়' বলিয়াছেন। কিন্তু মূলে শ্রীরাধার বক্ষের হার 'লঘু লঘু তরলিত' হওয়ার স্থলে যদুনন্দন বলিয়াছেন—'সঘনে দোলই', 'লঘু' শব্দ দ্ব্যর্থ বোধক হওয়ায় 'সঘনে' উক্তিটি শিষ্টার্থক ভাবেও গ্রহণ করা যায়। কিন্তু যদুনন্দনের পদের ষষ্ঠ চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক চরণেই এই অনুসরণের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ষষ্ঠ চরণে যদুনন্দন শ্রীরাধার 'নীলপট্ট পরিধান' করার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মূল শ্লোকে নীলপট্ট পরিধানের কথা নাই। সংস্কৃত শ্লোকটির শেষ চরণে বলা হইয়াছে—

'মধু মথনং প্রতি সমুপহরন্তী—কুবলয়দাম-রসেন[৩]'

অর্থাৎ শ্রীরাধা তাঁহার কুবলয় সদৃশ সুন্দর নেত্র যুগল ধারণ করিয়া চলিয়াছেন যেন শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিবার জন্য। যদুনন্দনের এই চরণের অনুবাদ তেমন পরিষ্কার ভাবে করেন নাই। তিনি বলিলেন—

কৃষ্ণ প্রতি যেন কত কুবলয় মালা যত
সদা করে সপদ্ম হারিণী।

১। জগন্নাথ বল্লভ নাটক, শ্লোক ৪/৫১
২। ঐ ,,
৩। ঐ ,,

কিন্তু যদুনন্দনে শ্রীরাধার এই আঁখির তুলনা পদ্মের সঙ্গে করিয়াও আবার ইহাকে নৃত্যরত খঞ্জন পাখীর আঁখির সঙ্গে তুলনা করিয়া বিশেষ সৌন্দর্য্য আরোপ করিয়াছেন। পদের শেষের দিকের আটটি চরণ শ্লোকের অতিরিক্ত রচনা। কবি এইখানে তাঁহার মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। 'ললিতা বিশাখা আদির' উল্লেখ এবং তাঁহাদের রূপগুণের কথা মূলশ্লোকে উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু যদুনন্দন নিজ কল্পনাকুশলতায় এবং ব্যঞ্জনাময় ভাষায় 'সুবর্ণ প্রতিমা' গণের রূপগুণের যে ছটা প্রকাশ করিয়াছেন সেই ছটায় কোটি কামও 'মূর্চ্ছা পায়'।

যদুনন্দনের রচনা সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনা মূলক আলোচনা হইল তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে যদুনন্দনের রচনায় কাব্যোচিত উৎকর্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। যদুনন্দন বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের ন্যায় অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী না হইলেও তাঁহার কবি প্রতিভা যে সম-সাময়িক কবিগণের প্রতিভার সমকক্ষ ছিল তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যগণ মধ্যে যদুনন্দনের সম-সাময়িক রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস, বীর হাম্বীর, রাধাবল্লভ, গোপীকান্ত, বল্লভ প্রভৃতি কবি যে কবি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন যদুনন্দনের কবি খ্যাতি তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরং বলা যায় তাঁহার কবিকৃতি অনুবাদের কার্য্যেও প্রসারিত হওয়ায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছেন। কবিত্ব শক্তির অধিকারী না হইলে কাব্যের অনুবাদ করা সম্ভব নয়। শব্দের ব্যঞ্জনা যে নিজস্ব ভাষার প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে, সেই ব্যঞ্জনাধর্ম অনুবাদকালে যে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি যদুনন্দন বিভিন্ন গ্রন্থকারের গ্রন্থের রচনা ভঙ্গির সঙ্গে, ভাব বস্তু, ছন্দ, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি রূপনির্মাণকলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ের দ্বারা প্রকৃত রসাপ্লুত অনুবাদ সাহিত্য রচনা করিতেও সক্ষম হইয়াছেন।

জগন্নাথ বল্লভ নাটক

অনুবাদক

যদুনন্দন দাস

জগন্নাথ বল্লভ নাটক

শ্রী রাধাকৃষ্ণায় নমঃ

(১) স্মরাঞ্চিত-বিপঞ্চিকা-মুরজবেণু-সঙ্গীতকং
ত্রিভঙ্গ-তনুবল্লরী-বলিত-বলগু-হাসোদ্গমম্।
বয়স্য-করতালিকা-রণিত-নূপুরৈরুজ্জ্বলং
মুরারি নটনং সদা দিশতু শর্ম্ম লোকত্রয় ॥ ১ । ১ ॥

তথাহি ॥ বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদাব্জকরুণা পুঞ্জে
সিদ্ধ কোমল সৌরভ্য বিমলৈ মধু পূর্ণিতো ইতি।

দীর্ঘছন্দ ॥ শ্রী গুরু চরণারবিন্দ কল্পতরু মহাকন্দ
বন্দ যাতে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
যে পদ আশ্রয় মাত্র হয় কৃষ্ণ কৃপাপাত্র
অনায়াসে ভব বধ ক্ষয়।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র বন্দ আর নিত্যানন্দ
বন্দ আর আচার্য্য অদ্বৈত।
বন্দ রূপ সনাতন করুণা পূর্ণিত মন।
জগতের গতি কৃপান্বিত ॥
বন্দ শ্রীগোপাল ভট্ট আর রঘুনাথ ভট্ট
বন্দ আর রঘুনাথ দাস।
শ্রীজীব গোসাই বন্দ বন্দ আর রামানন্দ
আর বন্দ ব্রজে যার বাস ॥
নর হরি সরকার শ্রী রঘুনন্দন আর
বন্দ আর পণ্ডিত গোসাঞি।
গৌর পরিষদ গণ আর যত ভক্তগণ
কৃপা করি পদে দেহ ঠাঞি ॥

বন্দিব আচার্য্য প্রভু আমার প্রভুর প্রভু
বন্দ আর তাঁর যতগণ।
দৃশ্যা দৃশ্য ভক্তগণ বন্দ সভার শ্রীচরণ
সভে কর কৃপাবলোকন॥

(২ক) করি এক নিবেদন সাধ করে মোর মন
রায়ের নাটক লিখিবারে।
তোমরা করুণা কৈলে সে অর্থ অন্তরে স্ফুরে
মূক হয় শুক চরাচরে॥
রায় রামানন্দ পায় বহুত বিনতি তায়
অদভুত ভাবোদ্দেশ পাই।
তাঁহার করুণা বলে তাঁর গ্রন্থ হিয়া স্ফুরে
যাথে কৃষ্ণ লীলা রস গাই॥
জগন্নাথ বল্লভ নাম গ্রন্থ অতি অনুপাম
তাঁর মুখোদিত প্রেম কথা।
মোরে কৃপা কর তেন সে লীলা স্ফুরয়ে যেন
এ যদুনন্দন গুণ গাথা॥

তথাহি॥ স্মিত স্নপন সিতদ্যুতিস্তরলমফি নাম্ভোরুহং
শ্রুতির্নচ জগজ্জয়ে মনসিজস্য মৌর্ব্বীলতা।
মুকুন্দ মুখমণ্ডলে রভসমুগ্ধ-গোপাঙ্গনা-
দৃগঞ্চলভো ভ্রমঃ শুভশতায় তে কল্পতাম॥ ১॥ ২॥

অস্যার্থ॥ কৃষ্ণ মুখ মনোহর যাতে সর্বচিত্ত হর
অপূর্ব বর্ণন যাতে হয়।
সে মুখ দর্শন হৈতে গোপাঙ্গনা যুথে যুথে
নানা রীতে বিতর্ক করয়॥
কেহো কহে ছায়া নহে এই চন্দ্র জোস্না হয়ে
দেখিল ভুবন জোস্না যাতে।
প্রেম রস বরষিছে সুধাসিন্ধু উগারিছে
শীতল করিছে ত্রিজগতে॥

কোন ব্রজ নিতাম্বিনী চঞ্চল লোচন ধনি
কহে এই কৃষ্ণ আঁখি নয় ।
চপল অম্বুজ দুই খঞ্জন ভ্রমর যেই
কটাক্ষে অনঙ্গবাণ চয় ॥

গোবিন্দের কর্ণদ্বয়ে দেখি কার ভ্রম হয়ে
কহে এই কামধনুর্গুণ ।
ভ্রুকামান ধনু যনু কর্ণ দুই গুণ
নাসা কাম তিন ফুলবান ॥

(২খ) এইমত নানা ভ্রম করে সব গোপীগণ
কৃষ্ণ মুখ মণ্ডলি দেখিয়া ।
দেখি সেই মুখ শশী রাখ্ সদা অহর্নিশি
স্ফুরে যদুনন্দনের হিয়া ॥

তথাহি ॥ কামং কাম পয়োনিধিং মৃগদৃশামুল্লাবয়ন্নির্ভয়ং
চেতঃ-কৈরব কাননমি যমিনামত্য-ত মাকল্লয়ন্ ।
আনন্দং বিজনোতু বো মধুরিপোবক্ত্রাপ দেশঃ শশী ॥ ১ । ৩ ॥

নটরাগেন ॥ মৃদুল মলয়জ পবন তরলিত চিকুর পরিগত কলাপাকং
সাচি তরলিত নয়ন মন্মথ শঙ্কু সঙ্কুলচিত্ত
সুন্দরী জন জনিত কৌতুকম্ । মনোসিজ কেলি নিন্দিত মানসম্ ।
ভজত মধুরিপুমিন্দু-সুন্দর বল্লভীমুখ-লালসম্ ॥ ধ্রু ॥
লঘুতরলিত কন্দরং হসিত নব সুন্দরং
গজপতি প্রতাপরুদ্র হৃদয়ানুগত অনুদিনং সরসঃ রামনন্দ রায় ॥ ইতি

অস্যার্থ ॥ গোবিন্দ বদন ছলে চন্দ্রিকা উদয় কৈলে
যাতে দেখি এই সব চিহ্ন ।
হেরি নিতম্বিনীগণ হৃদি সিন্ধু উচালন
কাম ভাব যাতে পরধান ॥

মৃগ দিশ চিত্ত যত কৈরবের বন মত
তারা আছে মঞ্জরী হইয়া।
সে বন প্রফুল্ল করে পরম উল্লাস ধরে
হেন মুখ চন্দ্র মোহনিয়া॥
বক্ষজ সমূহজন সে যে চক্রবাক গণ
তারা শোক সদা বিস্তারয়।
সেই কৃষ্ণ মুখ শশী হর্ষদেই অহর্নিশি
এ যদুনন্দন দাসে কয়॥

৩ (ক) নান্দি অন্তে সূত্রধার কহে কি কহিব আর
কহিব তাহাতে নাহি কাজ।
নাটকের কহি কথা আইস আইস এথা
কহিব সে গোপন অব্যাজ॥
হেন কালে নটী আসি প্রবিষ্টা হইলা হাসি
কহে আমি আইলাম এই।
তোমার কিঙ্করী গণ পড়ি তোর শ্রী চরণ
লোচন প্রসাদ চাঁহো মুই॥
তোমার হৃদয় চিত্ত প্রসন্ন করিবে নিত্য
চরণে পড়িয়ে আমি তোর।
সূত্র কহে সহর্ষেতে সে যে চির সময়েতে
বিদগ্ধ উচিত বেশ কর॥
তাহার বিহার কাজে উপযুক্ত ঋতু রাজে
মনোভব ক্রীড়ার কারণ।
আর কিছু নাহি হয়ে কহত প্রসন্ন হিয়ে
যৌবন বিলাস অনুক্ষণ॥
নটী কহে আর্য্যে কেনে কহিয়াছ আজ্ঞাননে
নিমিত্ত কহ তা দেখি শুনি।
সূত্র কহে শুন প্রিয়ে তোমার গোচর নহে
যে সব কথন কথা জানি॥

নটী কহে সম্প্রতিক সে কর্ম শুনিতে ধিক
আমার হৃদয় কুতূহলে।
বিস্তারিত হইয়াছে শুনিবারে চিত্ত ঐছে
কহ মোরে অতি বিস্তারে॥

সূত্র কহে প্রিয়ে শুন কহিব সকল পুন
বসন্ত দিনের অবসানে।
অরুণ রবিতে মুক্ত প্রদোষ সময়ে যুক্ত
সময় এ রতি মনোরমে॥

দক্ষিণ বায়ু বিলাসিনী মনিময় সুগঠণী
অলয়ে যে বেণী ভুজঙ্গিনী।
তার সঙ্গে বেণীগণ মুরছি বিরহী মন
জীবাতু শরীর আস্বাদিনী॥

দীপ্ত চন্দ্র কান্তিগণ প্রফুল্ল কুসুম বন
বিমল আকাশ মনোরম।
তাহাতে নক্ষত্রগণ মুক্তা ফল তুল্য ভ্রম
তার মধ্যে বিরহীগণে॥

৩ (খ) নির্ভর অসূয়া ভরে তাহা নিরক্ষণ করে
চঞ্চল লোচনাঞ্চল আগে।
নিরুপাম কান্তি শোভা দেখি আখি ভেল লোভা
সদাই রহয়ে অনুরাগে॥

লক্ষীর রমণ স্থান উচিত যেমন কাম
চিত্ত দুগ্ধ সমুদ্র যাহার।
বিভাবাদি পরিণত রস আম্র মুকুলিত
আস্বাদে পণ্ডিত পিক তার॥

পুরুষ কোকিল সেই কণ্ঠ হার সহ এই
গুণ মুক্তা ফল সুপণ্ডিত।
হৃদয়ে বিরাজে যার সেই পুরুষ হয় সার
কি বলিব বিস্তারি বিদিত॥

যার নামে যে কন্দর প্রবেশয়ে এ কন্দর
রাজাগণ যার ত্রাসে ডরে।
গুর্জর দেশের রাজ দিনে থাকে বন মাঝ
গৌড়েশ্বর টল বল করে॥
যার কীর্তি রাশি রাশি চন্দ্র হৈতে সুপ্রকাশি
নীলগিরি কৈলাস অদ্বৈতে।
হিমালয় তুল্য যেই ক্ষীর সিন্ধু অম্বু সেই
শারদ বারিদ আদি যত॥
মন্দাকিনী জিনি কীর্তি মনোল্লাসে ত্রিগতি
হেন কীর্তি পরম নির্মল।
যজ্ঞ দানে সমু হৈতে নদীগণ জন্মে যাতে
সমুদ্রে মিলায় সেই জল॥
তাতে সিন্ধু শব্দ চ্ছলে সদা যারে স্তব করে
জলের তরঙ্গগণ লঞা।
নারদ যেখানে বীণা বাজায়ে যে মনোরমা
দেবগণ আছে মূর্তি হঞা।
রাজাগণ তথা আছে এহো রহে তার মাঝে
কালাগ্নি রুদ্রের প্রভা যার।
শ্রীপ্রতাপ রুদ্র নাম আদেশিল মোরে কাম
সুনাটক কহি আজ্ঞা তার॥

৪ (ক) শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ অহে কীর্তি সুপ্রবন্ধ
করিতে আমারে আদেশিল।
শুন তার বিশেষণ যে কহিল মনোরম
শুন কহি যাহা বিরচিল॥
মধু রিপু পদ লীলা যুক্ত অতি সুমঙ্গলা
যাতে তার গুণ বিস্তারয়।
কৃষ্ণ ভক্ত সুখী যাতে অভিনব কাব্য মতে
নাটক করহ রসময়॥

এই আজ্ঞা হৈল তার কহ ইথে কি বিচার
কেমনে করিব আরাধন।
যাতে সরস্বতী নারে তাহা কেবা অন্য পারে
ইহাতে প্রবর্ত্ত মূঢ়জন॥

ইহা কহি ক্ষণ এক বিমর্ষিয়া পরতেক
কহে ভাল হয়া গেল স্মৃতি।
নাট রূপে সেই বিদ্যা সূত্র কহে মন দিয়া
এই কথা অপূর্ব যেমতি॥

সর্ব বিদ্যা নদীগণ বিলাস গাম্ভীর্য মন
বীরদাতা গুণ রত্নাকর।
বৃহস্পতি সম কীর্তি পৃথীশ্বর গুণ মূর্তি
রায় ভবানন্দ নাম তার॥

তার পুত্র রামানন্দ রায় মহাবুদ্ধিমন্ত
কৃষ্ণ পদে অলঙ্কৃত মন।
কৃষ্ণ গুণ অলঙ্কৃত সুকীর্তিয়ে ভাবান্বিত
সুনাটক করিল লক্ষণ॥

প্রতাপ রুদ্রের প্রিয় নাটক লক্ষণময়
সেই সে নাটক লয়া তারে।
অর্পণ করিতে চাই সুন্দর সঙ্গীত মই
মাধুরী মোহন মনোহরে॥

তাহার বিনয় কথা কহিব সময় গাথা
সুধাসিন্ধু অতি মনোরম।
তার বাণী গণাদ্ভুত অমৃত হইতে পরামৃত
শুন তাহা অতি অনুপম॥

যদি নাহি গুণ গন্ধ তথাপি এ সুপ্রবন্ধ
মধু রিপু পাদ পদ্ম কীর্তি।
কৃষ্ণ ভক্তানন্দ লাগি মন হৈল অনুরাগী
বিফল নহিব মোর কীর্তি॥

৪ (খ) জগন্নাথ বল্লভ নাম নাটক সে অনুপাম
কহিলাম সব বিবরণ।
এই গ্রন্থ রসময় শুন ভক্ত মহাশয়
কহে দাস এ যদুনন্দন ॥

অতঃপর নাটকে সামগ্রী আদেশ ।
করহ কিরূপে হবে করিয়া বিশেষ ॥
শুনি নটী সঙ্কেতে কহিল সেই কথা।
শুন ওহে অতিশয় রসময় গাথা ॥

তথাপি ॥ মৃদুল মলয় বাতাচা-তবীচি প্রচারে
সরসি নব পরাগৈঃ পিঞ্জরোঽয়ং ক্রমেন।
প্রতিকমল মধুনি পানমত্তোদ্বিরেফঃ
স্বপিতি কমল কোষে নিশ্চলাঙ্গঃ প্রদোষে ॥ ১। ১৯ ॥

অস্যার্থ ॥ কমল কোষের মাঝে ভ্রমর শুতিয়া আছে
সরোবরে পরম আনন্দে।
কমল মলয় বাতে তরঙ্গ প্রচার তাতে
লাগে তাতে ঘর্ম জলবিন্দে ॥
দেখহ প্রদোষ কালে নিশ্চলাঙ্গ মধু করে
নিদ্রা যায় এ সাগরে।
পরাগ লাগয়ে গায় পীত বর্ণ হৈল তায়
প্রেমে শুতিয়া আছে মধু করে ॥
শুনি সূত্র হর্ষ হঞা সাধু সাধু তুমি প্রিয়া
মোর মন কৌতুক সাগরে।
বিবর্তে পড়িয়া তুমি শুন তাহা কহি আমি
যাতে হয় আনন্দ বিস্তার।
গোপাঙ্গনা রতিধর মধু পানে নির্ভর
কোন [illegible] শরীর
কোন পৌঢ়া বধূগণ উপা[illegible]ন বিলক্ষণ
কার[illegible] [illegible]ন মহাধ[illegible] ॥

হৃদয় পালঙ্ক পর শুতিয়াছে পীতাম্বর
কৃষ্ণ চন্দ্রে স্মৃতি করাইলে।
ভাল নাটক প্রকাশিলে মনে যে আনন্দ দিলে
ডুবাইলে কৌতুক সাগরে ॥

৫ (ক) বেশস্থল হৈতে হেন কালে শব্দ আইসে
যাহা শুনি হৃদয়ে আনন্দ পরকাশে ॥

তথাহি। দ্বাত্রিংশ লক্ষনৈর্যুক্তো দেব দেবেশ্বর হরিঃ।
গোপাল বালকৈঃ সার্দ্ধং জগাম যমুনাবনম্ ॥ ১। ২১ ॥

কেদার রাগেন ॥

মৃদুতর-মারুত বেলিত পল্লক বল্লী-বলিত শিখণ্ডং
তিলক বিড়ম্বিত মরকতমণিতল-বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্ ॥
যুবতি-মনোহর বেশম্।
কলয় কলানিধি-মিব ধরণীমনু পরিণত-রূপ-বিশেষম্ ॥
খেলা দোলায়িত মণি কুণ্ডল রুচি রুচিরানন শোভং।
হেলাতরলিত-মধুর বিলোচনজনিত বধূজন-লোভম্ ॥
গজপতি রুদ্র নরধিপ-চেতসি জনয়তু মুদমনুবারং।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং মধুরিপু রূপ মুদারম্ ॥ ১। ২২ ॥

অস্যার্থ ॥ গোপাল বালক সঙ্গে নানা লীলা রস রঙ্গে
যমুনা পুলিনে যায় [illegible]
বত্তিশ লক্ষণ যুক্ত [illegible]দেবেশ্বর যুক্ত
যায় অতি হর্ষভাবে [illegible]

মরকত দরপণ [illegible] বিলক্ষণ
মন্দ মন্দ করয়ে গ[illegible]
চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ [illegible] পল্লব গুচ্ছ
মৃদু বায় দো[illegible]

ললাটে তিলক ভাল মরকত মণিস্থল
বিলম্বিত যে শশোধর।
যুবতি মোহন বেশ মাতায় গোকুল দেশ
দেখ দেখ অতি মনোহর॥

কলানিধি চলি যায় মন্দ মন্দ ফিরে তায়
ত্রিভুবন উজোর করিয়া।
দেখহ তেমন হেন রতি পতি মনোরম
পরিণতি রূপ মোহনিয়া॥

৫ (খ) সুন্দর বদন শোভা কোটি চন্দ্র মন লোভা
গণ্ড দরপণ তুই তথা।
শ্রবণে মকরমণি কুণ্ডল সে সুদোলনি
রুচির রুচির শোভে যথা॥

সূত্র সেই কথা শুনি চকিত হইলা ভনী
কহে প্রিয় কনিষ্ঠ আমার॥
কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গেলা সব সহচর মেলা
আমরা হো সেই আনুসার॥

আপন উচিত বেশ করি আইসে সেই দেশ
ইহা কহি নাটক সূত্র যায়।
পরম আনন্দ হয় কৃষ্ণ অতি রসময়
এ যদুনন্দন সুখে গায়॥

এবে কহি প্রস্তাবনা অতি সুখময়।
যাহা শুনি চিত্তমন সব সুখী হয়॥
তবে প্রবেশিলা আসি কৃষ্ণের কথন।
এখানে নির্দিষ্ট হয় উপেক্ষা বচন॥
কৃষ্ণ চন্দ্র কহে সখা দেখি বিলক্ষণ।
রতি কন্দলের মণিময় বৃন্দাবন॥

তথাহি। উদ্দাম্যদ্দ্যুতি পল্লবাবলি চলৎ পাণিস্পৃশোহমী স্ফুরৎ
ভৃঙ্গালিত পুষ্পনাঞ্জন দৃশো মাত্তৎ পিকানাং রবৈঃ।
আরক্তোৎকলিকা লতাশ্চ তরবশ্চালোল মৌলীশ্রিয়ঃ
প্রত্যাশং মধু সম্মদাদিব রসালাপং মিথঃ কুর্ব্বতে॥ ১। ২৬॥

অস্যার্থ॥ কৃষ্ণ কহে দেখ সখা বসন্ত সময় দেখা
পাইলু সকল বৃন্দাবনে।
লতা আর তরু মূলে উৎকর্ণিকা নিবন্ধনে
করয়ে নানান আলাপনে॥
সুর সুপল্লব পাণি স্পর্শ অনুলব
ভৃঙ্গ আলিঙ্গিত পুষ্পগণ।
সে যেন নয়নাঞ্জন মত্ত পিক শব্দগণ
সেই যেন কথা মনোরম॥
লতা তরু শির চালে যেন রস আলাপনে
অতি মদ আস্বাদে অন্তরে।
৬ (ক) মাথা নাড়ি কথা কয় তেমতি সাক্ষাত হয়
দেখ দেখ আনন্দ বিস্তারে॥

শুনি বিদূষক কহে শুন হের আইস ওহে
তোর সুখ দেই বৃন্দাবন।
ভোজন আলয় মোরে সুখ দেই অভিতরে
দেখিতেই জুড়ায় নয়ন॥
যে আলয়ে কোন খানে শিখরিণী বিলক্ষণে
কোনখানে রসানাউত্তমে।
কোথাও সুগন্ধি ঘৃত কোথাও শাল্যান্নভাত
প্রাণ তুষ্ট যার দরশনে॥
শুনি কৃষ্ণ হাসি কহে সখা তুমি ভব্য হয়ে
পরম রসিক গুণবান।
তোমার উদর হৈতে মোর বৃন্দাবন তাতে
সরস করিয়ে অনুমান॥

বসন্তরাগেণ। তথাহি॥

অপরিচিতং তব রূপমিদং বত পশ্যদিবোচিত খেলং
ললিত বিকস্বর কুসুমচয়ৈরিব হসতি চিরাদতি বেলম্॥
কলয় সখে ভুবি সারম্।
ঋতুপমাদিব সরসমিদং মম বৃন্দাবনমনুবারং॥ ধ্রু॥
মৃদুপবনাহতি চঞ্চলপল্লব-কর-নিকরৈরিব কামং।
নর্ত্তিতুময়দিশতীব ভবন্তং স-ততমিদমভিরামম্॥
সুখয়তু গজপতি রুদ্র-মনোহর মনুদিন মিদমভিধানং।
রামাণ-দরায় কবি রচিতং রসিক জনং সুবিধানং॥ ১। ২৮॥

অস্যার্থ॥ তোর রূপ পরিচয় নাহি তবু সুখী হয়
বৃন্দাবন দেখি তারা যেন।
ললিত কুসুম চয় বিকশিত অতিশয়
হাসে যেন তোমা দেখিতেন॥
মৃদুসুপবন চলে তাহাতে পল্লব চালে
যেন সেই হস্তগণ মেলি।
তোমাকে নাচিতে বলে রস উপদেশ স্থলে
এ যদুনন্দন বলিহারি॥

৬ (খ) পুন পুন কৃষ্ণ কহে শুন শুন সখা ওহে
কোকিল গণের কণ্ঠধ্বনি
মধুর হৈতে সুমধুর বহয়ে অনন্দ স্বর
ধ্বনি হয় কর্ণরসায়নি॥
শুনি বিদূষক বলে শুন সখা কহি তোরে।
তোমার বংশী ধ্বনি মনোরম।
কোকিলের ধ্বনি জিনি সর্বচিত্ত বিমোহিনী
কে বা তার করিবে বর্ণন॥
সেই বংশী ধ্বনি হৈতে মোর কণ্ঠ শুনইতে
কি কহিব সে ধ্বনির কথা।
তুমি হ বাজাও বাঁশী শুনি সভে মহোল্লাসি
দেখি করে কত মাধুর্য্যতা॥

শুনি কৃষ্ণ চন্দ্র কহে শুন সখা এই হয়ে
তোমার যে ইচ্ছা তাহা হউ।
এত কহি যদু রায় মোহন মুরলী বায়
কোকিল নীরব হই রহু॥
বিকশিত বৃন্দাবন নাচে সব শিখিগণ
হইল বেণু শুনি।
শুনি বিদূষক কহে শুনহ রহস্য ওহে
শুনিলাম তোমার বংশী ধ্বনি॥
মোর কণ্ঠ ধ্বনি শুনি মোহ হয় সব প্রাণী
কহিয়া চিৎকার করে ধ্বনি।
ধ্বনি করে বিদূষক অবলোকিত তবু সব
কহে সখা জিনিলাম আমি॥
মোর কণ্ঠ ধ্বনি হৈতে পিক গেল চারিভিতে
প্রাণ লয়া পলাইয়া সেই।
কিবা গর্ব কর সখা মোর বাণী শিলা রেখা
তাহা হৈল কহিয়াছে যেই॥
এই মত নানা লীলা সখা সঙ্গে নানা খেলা
গোবিন্দের বিলাস মাধুরী।
ভাব নাহি জানি কথা কাহাতে কেমন মতা
এ যদু নন্দন বলিহারি॥

কৃষ্ণ চন্দ্র খেদ পায়া কহে দেখ সখা।
কোন বন অকরুণ ভাঙ্গিয়াছে দেখা॥
৭ (ক) নবীন অশোক বন নবীন পল্লব।
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া কেবা খেদ দেই সব॥
বিদূষক বলে আমি শুনিয়াছি বাণী।
যুথেশ্বরী গোপীগণ আছে সংগোপনী॥
যে বন কুসুম সব হরিয়া যে লয়।
ইহা শুনি বিদূষক পরিহাস কয়॥

তুমিহ এ বৃন্দাবন ত্যাগ না করিহ।
আপনার বৃন্দাবন রাখিবারে চাহ ॥
হেন কালে বেশস্থলে কহে কেহো কথা।
তাহা বিবরিয়া বলি অপূর্ব যে গাথা ॥

তথাহি ॥ বৃন্দাবনে বিহরতো মধুসূদনস্য
বেণুধ্বনং শ্রুতি পুটেন নিপীয় কামং ॥
উদ্যন্মনোজ শিথিলীকৃত গাঢ় লজ্জা।
রাধাবিবেশ কুতুকেন সখী কদম্বম্ ॥ ১ । ৩৬ ॥

গোণ্ডকিরী রাগেণ ॥

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।
পঙ্কজমিব মৃদুমারুত চলিতম্ ॥
কেলি বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ সমুদিত মনসিজ-বাধা ॥ ধ্রু ॥
বিনিদ্ধতী মৃদু মন্থর পাদং।
রচয়তি কুঞ্জরগতিমনুবাদম্ ॥
জনয়তু রুদ্রগজাধিপমুদিতং।
রামানন্দ রায় কবি গদিতম্ ॥ ১।৩৩ ॥

অস্যার্থ ॥ বিহরয়ে বৃন্দাবনে পরম আনন্দ মনে
মুরলী বাজায় শ্যাম রায়।
সে ধ্বনি শুনিয়া রাধা ত্যাজিয়া সকল বাধা
প্রিয় সখি সঙ্গে বনে যায় ॥

উদয় হইল কাম তেজি লজ্জা ভয় মান
লোক ধর্ম না হয় স্মরণ।
পরম আনন্দ মনে যায় ধনি বৃন্দাবনে
মনে দেখে শ্যাম নবঘন ॥

দীঘল নয়নী ধনি চতুর্দিগে নিহারিনী
দেখিতে চাহয়ে ঘনশ্যাম।
৭ (খ) তাহাতে পঙ্কজ আঁখি ঘন দোলে হেন দেখি
বায়ু চালে পঙ্কজিনী ঠাম॥

মনে হেন কাম বাধে তাহাতে অস্থির রাধে
চলি যায় মন্থর গমনে।
মৃদু পদ ধ্বনি যাহা পদ্মবন ভয়ে তাহা
লাখে লাখে পড়ে অলিগণে॥

তপ্ত কাঞ্চন কান্তি গোলকে বিজুরি ভাতি
মৃদু তনু করে টলবলে।
গমন মাতঙ্গ জিতি প্রেমময়ী সুমূরতি
এ যদুনন্দন সহ চলে॥

বিদূষক কর্ণ দিয়া শুনে অতি হর্ষ হয়া
ওহে আমি জানিলা জানিলা।
কৃষ্ণ কহে কি জানিলা কহ দেখি রসকলা
তবে সেই সব প্রকাশিলা॥

আমাকে পুছহ তুমি কি রূপ না জানি আমি
শুনি ইহা জানিব পশ্চাতে।
কহিয়া নীরব হৈলা কৃষ্ণ তাহা সমুঝিলা
প্রকাশ না কৈল হিয়া যাতে॥

এই কালে সখি সনে রাই আইসে বৃন্দাবনে
বৃন্দাদেবী মদনিকা সাথে।
বিদূষক আগে দেখি কৃষ্ণ কহে হয়া সুখী
দেখি সখা কি কহিব বাতে॥

কোন মহা ইন্দ্র জালি কনয়া পুত্তলি ভালি
গড়িয়াছে যতন করিয়া।
চলিয়া আইল পথে ভুবন উজোর যাতে
এই দিগে আইসে চলিয়া॥

তস্মাৎ ইহার এক লই আমি পরতেক
পলাইয়া যাই এথা হৈতে।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ মুঞি এথা মোর কার্য্য নাঞি
কহি কহি যায় পরসিতে ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ কহে ধিক মূর্খ কি কহয়ে
কণক পুত্তলিগণ নহে।
কিন্তু এই গোপীগণে আইসয়ে বৃন্দাবনে
কহিলাম এই তো নিশ্চয় ॥
বিদূষক নিরখিয়া দেখি হাসে হর্ষ হয়া
তুমি যে বলিলে ভালরিতে।
৮ (ক) তোমার যে বৃন্দাবন যে নিমিত্ত আগমন
সেই কার্য্য হইল ফলিতে ॥
কৃষ্ণ কহে ধিক মূর্খ বৃন্দাবন সম সুখ
কিফল কারণ কহ শুনি।
বিদূষক তাহা শুনি কহে কথাচ্ছলে পুনি
সঙ্গোপিয়া মুখের হাস্থনি ॥
ঐযে গোপাঙ্গনা যত দাসীর অধিকামত
ইহা হৈতে নবীন পল্লব।
প্রতি পালনের কার্য্য তুমি যে আইলে রাজ্য
এই কথা কহিলাম সব ॥

এথা শ্রীরাধিকা দেবী সম্মুখে দেখিয়া।
কহে আর্য্যে মদনিকা কে আছে বসিয়া ॥
নীলোৎপল দল প্রায় সুকোমল ছবি।
কণক নিকষ ছবি বসন সুলভি ॥
ললিত ত্রিভঙ্গ বিম্ব অধরে মুরলী।
মধুর মধুর রব করে যে খুবলী ॥
ভ্রুকামান ধনু নাচে নয়ন কাছনী।
বনমালা দোলে গলে ঈষৎ হাসনী ॥

মদনিকা বলে সখী না জানহ তুমি।
তুমাকে যাহার কথা কহিয়াছি আমি ॥

তথাহি ॥ সোঽয়ং যুবা যুবতিচিত্ত বিহঙ্গ-শাখী
সাক্ষাদিব স্ফুরতি পঞ্চশরো মুকুন্দঃ।
যস্মিন গতে নয়ন যোঃ পথি সুন্দরীগণাং
নীবিঃ স্বয়ং শিথিলতামুপযাতি সদ্যঃ ॥ ১ । ৪৫ ॥

অন্বয়ার্থ ॥ এই কৃষ্ণ যেই হয়ে শুন সখা সুনিশ্চয়ে
যার কথা কহিয়াছি তোরে।
ব্রজনারীগণ চিত্ত পক্ষগণে যাতে নিত্য
থাকে সেই সুখ সরোবরে ॥
তনুহীন অন্যকাম এই কাম মূর্ত্তিমান
নব কাম বৃন্দাবনে খেলে।
নয়ান আকুতে কথা রঙ্গিনী রময়ে ব্যথা
দেখিলে না ছাড়ে হিয়া মেলে ॥
৮ (খ) সুন্দরীগণের আঁখি পথি যদি যায় দেখি
খসিয়া পড়ে যে নীবিবন্ধ।
আনন্দে ভরয়ে অঙ্গ মনে ভাবে রসরঙ্গ
এ যদু নন্দন দেখে ধন্দ ॥
কৃষ্ণচন্দ্র রাই দেখি আনন্দে ভরল আঁখি
মনে মনে করে যে বিচার।
কি আশ্চর্য্য সুলক্ষণে জন্মিয়াছে মনোরমে
অনির্বাচ্য বস্তু সর্বসার ॥

তথাহি ॥ যদপিন কমলং নিশাকরো বা
ভবতি মুখ প্রতিমো মৃগেক্ষণায়াঃ
রচয়তি ন তথাপি জাতু তাভ্যা
মুপমিতিরন্তপদে পদং মদৃস্ত ॥ ১ । ৪ ॥

অন্তার্থ ॥ হরিণী নয়ন ধনি রূপে মন বিমোহিনী
উপমা দিবারে নাঞি।
যদি পদ্ম শশী হয় মুখ চন্দ্র উপমায়
নাহিক তাহাতে খেতি নাঞি ॥
চরণ উপমা করি যাহে নখ চন্দ্রাবলী
চরণ উপমা দিতে নাঞি।
তনুতে বিশারি মই সে হো সুতাপিত হই
কনকে কাঠিন্য উপজাই ॥
এই মত মনে শ্যাম ভাবয়ে রাধিকা নাম
মনে রহে রাই মূর্তিমান।
যথা যথা আঁখি পড়ে সব গৌরে কান্তি হেরে
মনে মনে সেই গুণ গান ॥

বিদূষক তাহা শুনি কহিতে লাগিলা।
শুন সখা তুমি মনে যেই ত ভাবিলা ॥
দাসীকা অধিক গোপীগণ দেখি মনে।
উৎকণ্ঠিত হিয়া তব হইল এখনে ॥
আইল গোপিকা দেখি গিয়া পথে।
শিখরিনী রসালা খাইয়ে ভালমতে ॥
আপনেহ সুখিনী করিয়ে গিয়ে তথা।
মধ্যাহ্ন সময় হৈল আসি দেখ এথা ॥
কর বিস্তারিয়া হাস্য কয়ে অনুক্ষণে।
কহে ওহে সখীগণ পরিক্ষিলু কেনে ॥
৯ (ক) গতি বেগ গলিত হইল কি কারণে।
ইহা কহি গগনিকা তুলে অনুক্ষণে ॥
নহিলে স্থকিত গতি কেনে ব্যোম মাঝে।
ইহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র পড়িলা যে লাজে ॥
বিদূষক ইহা দেখি লোচন ভুরুতে।
নিরখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র লাগিলা কহিতে ॥

আমিহ বর্ণিয়ে সখ্য এ রবিমণ্ডল।
এত বলি বর্ণে সূর্য্য মণ্ডল কৌশল॥
বিশ্বকর্মা যবে সর্ব চক্র গড়াইল।
তবে চক্রগুলি তারে ভ্রমি ভ্রমাইল॥
অদ্যাপিহ সেই ভ্রমি সংস্কার হইতে।
এ রাধা মণ্ডলে ভ্রমিতা আমি চিত্তে।
ওথা মদনিকা সখী সুবদনী প্রভৃতি।
চিরবন ভ্রমি শ্রান্তি হইলা সম্প্রতি॥
আইসহ সভে শ্রম করি নিবারণ।
এইরূপে গেলা রাই আপন ভবন॥
কৃষ্ণ গেলা সখা মেলে পরম আনন্দে।
সর্বে গেলা স্থানে স্থানে রসময় কুঞ্জে॥
ইহা দেখি যদুনন্দন পরম আনন্দ।
পূর্ব অনুসারে কহে প্রথমের অঙ্ক॥

ইতি শ্রী জগন্নাথ বল্লভ নাটকে পূর্বরাগ বর্ণনে নাম প্রথমঃ অঙ্ক॥ ১॥

* * * *

দ্বিতীয় অঙ্ক

জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রী গোপাল ভট্ট শ্রীজীব গোসাঞি।
জয় শ্রী আচার্য্য প্রভু পদে দেহ ঠাঞি॥
কহিব অপূর্ব কথা শুন ভক্ত গণে।
প্রেম ভক্তি হয় রাধা কৃষ্ণের চরণে॥
তবে ত প্রবেশ হৈলা মদনিকা আসি।
সম্মুখে হাসিয়া কহে পরম হরসি॥
৯ (খ) অশোক মঞ্জরী কেনে আইসেন এথা।
অনুমানে বুঝি যে আছয়ে কোন কথা॥

অশোক মঞ্জরী কহে বন্দিয়ে তোমারে।
এক কথা আমি তবে পুছিয়ে তোমারে ॥
কহ কেনে ভাব তুমি আশ্রিত হইয়া
চিন্তিতে চিন্তিতে কোথা যাইছ চলিয়া।
মদনিকা কহে বাছা কহিয়ে তোমারে ॥
মহত্তিয়া বার্ত্তা এই অতি অপ্রচারে ॥
অশোক মঞ্জরী কহে কেমন সে কথা।
মদনিকা কহে বাছা অতি অদভূতা ॥
প্রিয় সখী রাধালয়া কুসুম তুলিতে।
তারা গেলা তুমি তাহা না জান স্থিরিতে ॥
অশোক মঞ্জরী কহে সে তো সত্য হয়।
আমি না জানিত তাহা কহিল নিশ্চয় ॥
মদনিকা কহে রাই লঞা বৃন্দাবনে।
প্রবেশ করিতে এথা এক বিলক্ষণে ॥

অশোক তরুর মূলে খেলে শ্যাম রায়।
রাইকে দেখিয়া তিহো কহিলা আমায় ॥
অশোক মঞ্জরী কহে রাধিকার হিয়ে।
অনঙ্গ নির্ভর কি যে বিলাস করয়ে ॥
মদনিকা বলে হয় কি পুছহ মোরে।
কেমন আছয়ে রাই পুছিয়ে তোমারে ॥
অশোক মঞ্জরী কহে শুন দেবী তবে।
কৃষ্ণ পার্শ্বে তুমি কেনে যাইছ বা এবে ॥
মদনিকা বলে এই যাই কৃষ্ণ পাশে।
অশোক মঞ্জরী শুনি কহে মৃদু হাসে ॥
কহ দেখি লজ্জাশীলা রাধিকা সুন্দরী।
তাহার হৃদয় ব্যথা জানিবা কি করি ॥
মদনিকা কহে বাছা তুমি অবোধিনী।
সে হো কি গোপন রহে শুন সে কাহিনী ॥

তথাহি ॥ বৎস অবদেব এপাবর্ম্ম বালানাং হৃদয়ে খিরং।
যাব দ্বিষমবাণস্ত ন পতন্তি শিলীমুখাঃ ॥ ২। ১৫ ॥

অস্যার্থ ॥ লজ্জারত্ন বালাগণ হৃদয়ে ভাবত।
১০ (ক) কামবাণ শিলীমুখ নাপড়ে যাবত ॥
অশোক মঞ্জরী কহে তত্ত্ব বিবরিয়া।
কহ দেখি কি বা রূপ নিরূপিলে তাহা ॥
তিহোঁই তোমাকে কিছু স্ফুট করিয়াছে।
কিম্বা তুমি অনুমানে কার্য্যে বুঝাইছে ॥
মদনিকা কহে শুন সে সব আখ্যানে।
যে লক্ষণ দেখি আমি কৈল অনুমানে ॥

তথাহি ॥ শশিনি নয়নপাতো নাদরাদুন্মদানাং
রুতমনুচ পিকানাং কর্ণরোধশ্ছলেন।
প্রতিবচনমপার্থং যৎ সখীনাং কথাসু
স্মরবিলসিতমস্যাস্তেন কিঞ্চিৎ প্রতীতম্ ॥ ২। ১৯ ॥

গান্ধার রাগেন। হরি হরি চন্দন মারুত পিকরুতমনুতনুরতনু বিকারং।
তিরয়িতুমিব সা কতি কতি নহসা রচয়তি ন শিশু বিহারম্।
উপনত মনসিজবাধা।
অভিনব ভাবভবানপি দধতী শিব সীদতী রাধা ॥ ধ্রু ॥
অভিধয়-নিশ্চল-নয়নযুগল-গলদম্বুকণানমুবারং।
রহসি হটাদুপযাতি সখী মনুরচয়তি সৌহৃদসারম্ ॥
গজপতি রুদ্র মনোহর-মহরহরিদমনু রসিক সমাজং।
রামানন্দ রায় কবিভণিতাং বিহরতু হরিপদভাজং ॥ ২। ২০ ॥

অস্যার্থ ॥ দেখিয়া পূর্ণিমা শশী কহে বহ্নি রাশি রাশি
পোড়াইছে মোর তনুমন।
এতেক কহিলে কোপী রহে সত্তে তনু ঝাপি
তেতেঞি কহে মদন বেদন ॥

সখিহে এতহু বেদনে ধনি রাই।

১০ (খ) অভিনব প্রেমদাহ ব্যথা পায় হিয়া মাহ
বেকত করিতে কেহ নাঞি ॥

কোকিলের ধ্বনি শুনি চমকিত হয়া ধনি
কর্ণঝাপে ছুই হস্ত দিয়া।
কহে কি যে বজ্রাঘাত জন্মাইছে উৎপাত
প্রাণ রাখি কেমনে করিয়া ॥

সখীগণ পুছে যবে উত্তর না করে তবে
অবনত মুখী হয়া রহে।
মলয় পবন পাই ঘর্ম পড়ে অঙ্গ মই
কহে কিবা বিষে গরাসয়ে ॥

কারণ নাহিক জান জল গলে সে নয়ন
অনুক্ষণ নাহি অবসর।
নিভৃতে সখীর কাণে কহে কথা অনুষ্ঠানে
না কহয় কি তার অন্তর ॥

এই সব অনুষ্ঠানে জানিলুঁত অনুমানে
যাহারে পীড়য়ে অতিশয়।
যার ব্যথা সেই জানে বচন কহয়ে আনে
অতএব কহিল নিশ্চয় ॥

তুমি এবে যাবে কোথা কহে আপনার কথা
শুনি কহে অশোক মঞ্জরী।
আমিহ রাইর তরে যাই অতি ব্যথা ভরে
রাইর আদেশ শিরে ধরি ॥

কহিয়াছে সুধামুখী শুন মোর প্রাণ সখি
যাহ তুমি বৃন্দাবন মাঝে।
অভিনব পদ্ম দল শয্যা অতি মনোহর
শুতিব সেই পুষ্প সেজে ॥

অতএব তুমি জায়া মৃণাল পদ্ম লয়া
ত্বরিত হি আনিবে এথায় ।
সেই অর্থে আমি যাই পুষ্প আনি দিতে চাই
এ যদুনন্দন মনে ভায় ॥

মদনিকা তাহা শুনি মনে মনে গুণে ।
ওহে তুমি নিষ্ঠুরতা কাম ধনুর্বাণে ॥
১১ (ক) শুনিয়াছি আজি আমি সে সব বৃত্তান্ত ।
রাধিকার কাম বাণ বেদন নিত্যান্ত ॥
দক্ষিণ অনিল বহে কোকিলের ধ্বনি ।
বাড়াইছে কাম ব্যথা কাপয়ে সে ধ্বনি ॥
অতএব মনে মনে সুবিচার করি ।
কহে আর ব্যথা আমি সহিতে না পারি ॥
প্রাণ যায় সেই ভাল সে উপায় করি ।
কিঞ্চিত সুমুখী হয়া সখীকে তা বলি ॥
কহয়ে মর্মের কথা নিজ সখী প্রতি ।
তোমার সহিতে করি নিভৃতে যুকতি ॥

তোড়ীরাগেন ॥

বিদলিত সরসিজ দলচয় শয়নে ।
বারিত সকল সখিজন নয়নে ॥
বসতি মনো মম সত্বর বচনে ।
পূরয় কামমিমং শশীবদনে ॥
অভিনব বিষ-কিশলয়চয়-বলয়ে ।
মলয়জ-রস-পরিবেষিত-নিলয়ে ॥ ধ্রু ॥
সুখয়তু রুদ্রং গজাধিপ-চিত্তং ।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং ॥ ২ । ২৪ ॥

অস্যার্থ ॥ শুন সখী তোমারে কহিয়ে এক ।
অন্তর বেদনা না জানে যে জনা
কাহা কহি পরতেক ॥ ধ্রু ॥

অন্য সখীজন না জানয়ে যেন
তেমন করিহ কাজে।
সরসিজ দল শয্যা সুশীতল
তাহাতে করিতে ব্যাজে ॥
নবীন পদম্ দল মনোরম
মৃণাল সুসমআন।
নবীন পল্লব আনহ এসব
শয্যা কর নিরমাণ ॥
মলয়জ রস সেবিত সুবাস
করহ সুগন্ধি দিয়া।
রচহ সেজরি তাতেই সান্তরি
শয়ন করিয়ে গিয়া ॥
এই কথা গণ শুনি সখীগণ
মনেতে পাইয়া দুঃখ—
প্রেম পরিপাটি উঠি মন তটি
কি করে কি কহে ভুক ॥

১১ (খ)

ভাবি মদনিকা ব্যথা পায়াধিকা
কহে যাহ সেই কাজে।
পথে অবিরোধ মঙ্গল প্রসাদ
হউক সকল অব্যাজে ॥
আমি হ গমন করিয়ে এখন
মুকুন্দ আছয়ে যথা।
অশোক মঞ্জরী কহে নতি করি
চলিয়া গেলেন তথা ॥

তবে মদনিকা ফিরি চলিয়া যাইতে।
আকাশে অঞ্জলি বান্ধি কহয়ে বিনিতে ॥
ওহে শুক শারি জান কৃষ্ণ আছে কোথা।
কহিব তাহারে কিছু আছে গুপ্ত কথা ॥

শুক শারী কহে কৃষ্ণ ভাণ্ডারী তলায়।
বসি সখী দুজনায় যুকতি করয় ॥

শুনি মদনিকা কহে যাই কৃষ্ণ ঠাঞি।
পাঠায়েছে শশীমুখী আছয়ে তথাই ॥

অতএব তথা যায়া নিভৃতে থাকিয়া।
শুনিব বৃত্তান্ত সব একান্ত করিয়া ॥

এত কহি চলিয়া গেলেন তিঁহো তথা।
কৃষ্ণ আর শশীমুখী প্রবেশিলা তথা ॥

শশিমুখী কৃষ্ণ দেখি আইস আইস কহে।
শশিমুখী কামলিখা সমর্পিল ত্াহে ॥

কৃষ্ণচন্দ্র তাহা পায়া পড়িতে লাগিলা।
অক্ষরের পুক্তি দেখি আনন্দ হইলা ॥

তথাহি ॥ সুইরং বিজ্জসি বিত্তাতাং লন্তই মতাণো কুখুত্তুজ্জসং বলিতাং।
দীসসি সতাল দিসাসু তুমং দীসই ন কুত্তাবি ॥ ২। ২৯ ॥

যথারাগেন ॥ শুন শুন শ্যাম রায় এ যুক্তি তোমা সভায়
নিবেদন করিয়ে সভায়।
অবলা মুগধী প্রাণ লইবার অনুষ্ঠান
করিয়াছ কেমন উপায় ॥

তুমিত আমার প্রিয়া সুদৃঢ় জানিয়ে ইহা
দর্শন কি পাব এই বনে।
এ সব না দেখি যবে তোমার না দেখি তবে
মদন না দেখি কোন স্থানে ॥

১২ (ক) পত্র পড়ি কায় মনে কহে সেই অনুষ্ঠানে
অতি রাগ হইল ইহার।
ইহাতে জানিতে চাই উদাসীন প্রায় হই
কেমন হৃদয় রাগ তার ॥

এতমতে ভাবি শ্যাম আকার গোপয়ে কাম
প্রকাশ করিয়া কহে কথা।
সেই কথা শুনি সভে অপূর্ব আনন্দ পাবে
এ যদুনন্দন বিরচিতা ॥

তথাহি ॥ কোবাঽয়ং মদনাভিধঃ কথমিতঃ কিম্বাপরাদ্ধং তয়া
যেনায়ং বিদয়ং তুনোতি সুদৃশং কংসস্য কিকোঽপসৌ।
(সাটোপং) তদাদেশায় কাসৌ
অস্তৈনং ভুজযুগ্মমাত্রশরণঃ সর্বস্থ বালামিমা
মধ্যগ্রাং রচয়ামি কিং ময়ি সতি ত্রাসো ব্রজস্ত্রীনে ?

অস্যার্থ ॥ কে বা সে মদন নাম বাড়ী তার কোন স্থান
অবলারে কেনে বিন্ধি মারে।
অবলার কিবা দোষ তবে কেনে করে রোষ
বিন্ধয়ে বড়ই তুষ্ট সরে ॥
কংস রাজার কোন চর আইল ব্রজমণ্ডল
অবলারে বধ করিবারে।
কহিয়া সাটোপ করি কহে কৃষ্ণ পুন বেরি
কোথা সেই দেখাহ আমারে ॥
আমার বাহুর বলে মারিব তাহারে হেলে
রাখিব অবলাগণ তাথে।
করিব নারী আমাতে অবলা হেরি
সে করিব দুঃখ যায় যাতে ॥
আমি এথা বিদ্যমানে কিবা ত্রাস গোপীগণে
স্বচ্ছন্দে থাকুক গৃহ মাঝে।
এ কথা কহিতে শ্যাম অকস্মাৎ সেই স্থান
বিদূষক আইল অব্যাজে ॥

আসি কহে কথা শুন কংসচর নহে পুন
মদন তাহার নাম হয়।
১২ (খ) তস্মাৎ ব্রাহ্মণ আমি মোর কি করিবা তুমি
বল দেখি করিয়া নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ কহে ধিক্ তুমি অতি মূর্খ জানি আমি
পরিহাস কি কাজ এথায়।
সময় জানিয়া কথা না কহ পাইয়া ব্যথা
দূর কর ভণ্ড ব্যবসায় ॥
বিদূষক কহে পুন শশীমুখী কহি শুন
আমার অভক্ষ্য শ্যাম রায়।
লড্ডুকা যুগল আনি সখা হস্তে দেই তুমি
তবে সেই করিব সহায় ॥
এই সব কথা গণে প্রকাশিয়া সেইস্থানে
মদনিকা গুপ্তে থাকি তথা।
শুনে সব বার্তাগণ আনন্দে ভরিয়া মনে
এ যদুনন্দন মতিমাতা ॥

মদনিকা তবে কহে এই শশীমুখী।
বিশিষ্টতা দুতি হয় অতি বুদ্ধিমতী ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাশে আসিয়া সকল।
রাধা রূপগুণ কথা প্রকাশে বিরল ॥
আশক্তি করিতে ইহো সুপণ্ডিত অতি।
জানিলাম ইহা হৈতে দেখি এই রীতি ॥

তথাহি ॥ অমুষ্যা প্রোন্মীলৎ কমল মধুধারা ইব গিরো
নিপীয় ক্ষীবত্বং গত ইব চলন্মৌলিরধিকম্।
উদঞ্চৎ কামোঽপি স্বহৃদয়-কলা গোপনপরো
হরিঃ স্বৈরং স্বৈরং স্মিত সুভগমূচে কথমিদম্ ॥
তদ্ভবতু অতিভূমিং গতো রাগো মাধুর্য্যমাবহতি ॥ ২ । ৩৩ ॥

অস্যার্থ। রাধারূপ গুণ কত সখী কহে যত যত
তাহা শ্যাম শুনে কর্ণ পথে।
পদ্ম মধু রাগ প্রায় পীয়ে কর্ণ অলি যায়
শির ধুলাইছে মত্ত যাথে ॥
গোবিন্দ হৃদয় কাম উদয় যে মনোরম
গোপন করিয়া কহে দিখি।
স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছন্দে মনে নহিলে এমন ভণে
স্মিত রুচি মুখ প্রফুল্লাখি ॥

১৩ (ক) তস্মাৎ রাধিকা প্রতি দেখি কৃষ্ণ রাগ অতি
রাগের মাধুরী যাহে রহে।
হউক হউক রাগ রাধার সৌভাগ্য ভাগ
এ যতুনন্দন দাসে কহে ॥

কৃষ্ণ চন্দ্র পুন পত্র পড়িয়া দেখয়ে।
কহে সখা পত্র আমি স্মরণ করিয়ে ॥
পত্রে লেখিয়াছে মোর দেখি অনুক্ষণ।
আমি না জানিয়ে কিছু সে বাত কারণ ॥

তথাহি ॥ গোপাল বালক কৃতো যমুনা তটান্তে
বৃন্দাবনে কিমপি কেলি কলাং ভজামি।
কস্মাদিয়ং দিশি স্ফুটরূপ ভাজং
মামেম পশ্যতি কুরঙ্গ কিশোর নেত্রা ॥ ২। ৩৪ ॥

সামগুজ্জরীরাগেন ॥

গোপ কুমার সমাজমিমং সখি পৃচ্ছ কদানুগতোঽহং।
কথমিব মামনু পশ্যতি দিশি দিশি কথমিব কলয়তি মোহম্ ॥
সখি পরিহর বচন বিলাসং।
গোপশিশূনাং বিদিত মিদং মম জনয়তি গুরু পরিহাসম্ ॥ ধ্রু ॥
যদিচ কুলাচলয়াপি কুলখিপতিরনয়া পরিহরনীয়া।
কি মতি স্তদা ময়ি রতি রতি বিকলা বালে কিল করণীয়া ॥

গজপতি রুদ্র মুদে মধুসূদন বচন মিদং রসিকেষু।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং জনয়তু মুদমখিলেষু॥ ২। ৩৫॥

অন্তার্থ॥ গোপাল বালক সঙ্গে যমুনা পুলিন রঙ্গে
বৃন্দাবনে খেলে নানা খেলা।
তবে কেনে নিশি দিশি মোরে দেখে অহর্নিশি
কুরঙ্গ নয়নী ধনি বালা॥

গোপের কুমার গণ সমাঝয়ে বিলক্ষণ
জিজ্ঞাসয়ে কোথা গেল মুঞি।
তবে কেনে মোরে দেখে নিশি দিশি মোরে লেখে
এই কথা হয় মোহ মই॥

১৩ (খ) সখি হে দূর কর বচন বিলাস।
গোপ শিশুগণ মাঝে ব্যক্ত হবে পাব লাজে
করিবেক হাস্য পরিহাস॥

কুলাচলে কুলবতী সদাই করয়ে স্থিতি
যদি তাহা তেজিবে আপনি।
আমি কি কহিব তবে রতি বিকলত ভোরে
পুন যেন একথা না শুনি॥

এত শুনি শশীমুখী পুন বিচারয়।
ইহাতে এতেক প্রেম রাধিকা করয়॥
তস্মাৎ ইহাকে এবে কি কহিব আমি।
উপায় না দেখি কিছু কি হবে না জানি॥
এই কালে বিদূষক লাগিলা কহিতে।
কি বা কাজ তুষ্ট গোপীগণের কথাতে॥
দেখ দেখ সখা হের যমুনার জলে।
রাধার কিরণে হংসী চলি চলি বুলে॥
কমল গুচ্ছের মাঝে প্রবিষ্ট হইলা।
ভ্রমরা সে তার ছায়া নিবারণ কৈলা॥

তাতে খেদ পায়া হংসী নাহিক উপায়।
রবির কিরণে জ্বালা সহন না যায়॥
শুনি তার বাণী কৃষ্ণ মনে মনে গুণে।
আশ্চর্য্য বচন ভঙ্গি অতি বিলক্ষণে॥
মনেতে ভাবিয়া কৃষ্ণ কহে প্রকাশিয়া।
ধিক মূর্খ অপ্রস্তুত কথা কি কহিয়া॥
বিদূষক কাহে কহ অপ্রস্তুত কহিলে।
সক্ষাতে সে সব আমি রহস্য দেখিলে॥
তথা মদনিকা দেখি রহস্য সকল।
মনে করে দেখি ইবে আছে যে কুশল॥
কৃষ্ণ অনুরাগ আছে রাধিকা উপর।
কৃতার্থ হইল রাই জানিল সকল॥
শশীমুখী প্রকাশ করিয়া কিছু কহে।
তুমি মহা ভাগ্যবান কহিলাম তোহে॥
অনুগত জনে যে বঞ্চনা অতিশয়।
তোমা সভাকারে এই অস্বচ্ছতা হয়॥

১৪ (ক) কৃষ্ণ কহে ভদ্রা শুন কহি যে প্রমাণ।
একথা কহি আমি তব বিদ্যমান॥

তথাহি। দয়িতো দয়িতস্তস্যা বালেয়ং কুলপালিকা।
অকাণ্ডে কিমসৌ মুগ্ধে ধত্তামাচার বিপ্লবং॥ ২। ৪২॥

অস্যার্থ। পড়িয়াছে কুলবতী সদা কুলে যার স্থিতি
কূল রক্ষা কর্ত্তব্য তাহার।
তাহা ব্যর্থ অকারণে কুলাচার বিনাশনে
কেন ইহা তেজিল বিচার॥
বিদূষক কহে হের শশিমুখী বোল ধর
সখা মোর ধর্মশীল অতি।
উ কথাতে কাজ নাহ্রি ঘরে যাহ ভাল চাই
সখা মোর বড় শুদ্ধমতি॥

এত কহি কৃষ্ণ হিয়ে হস্ত দিয়া পুন কহে
শশিমুখী উতপ্ত না হয়।
রাধিকা সুন্দরী হেরি হিয়ায় হিয়ায় ভরি
সখা হিয়া কুরমি করয় ॥

তাহা আমি ব্যক্ত করি তোর বাক্য শিরে ধরি
শুন সখা সত্য এই কথা।
স্বপ্নে তুমি রাধা রাধা নাম জপিয়াছ সদা
এই বাক্য না হয় অন্যথা ॥

ইহার প্রার্থয়ে তোরে তবে যে উপেক্ষা তারে
পশ্চাৎ হইব বিপরিত।
কহিলাম সব কথা হিয়ার পাইবে ব্যথা
বুঝিতে না পারি কোন রীত ॥

কৃষ্ণ কহে মূর্খ তুমি স্বপ্নে দেখিলাম আমি
তাহা তুমি জানিবে কেমনে।
বিদূষক কহে ওহে স্বপ্নে কি পাসর তাহে
মোর বাক্য পিষ্ট পেষী সনে ॥

শুনি কৃষ্ণ মনে মনে কহে সত্য নহে আনে
যত্তপি চঞ্চল বটু বাণী।
পরিহাস দোষ কথা আপনা করয়ে এথা
বুঝিয়ে সকল মন মানি ॥

১৪ (খ) ভাল তাথে খেতি নাঞি তথাপি জিজ্ঞাসা চাই
সহজে সে রমণী বালিকা।
মন নিষ্ঠা জানিবারে পুন জিজ্ঞাসিব তারে
সেই হয় সুযুক্তি অধিকা ॥

যেই নিষ্ঠা মনে করি প্রকাশ করয়ে হরি
শুন ভদ্রে নিবর্তাহ তারে।
আশ্চর্য্য অকার্য্য হৈতে অত্যন্ত সাহস মন্তে
ভাল নহে কহিনু তোমারে ॥

কহি বিদূষক প্রতি কহে সখা শুদ্ধমতি
যাহ যাহ বৎস আন গিয়া।
শশিমুখী তুমি যায়া নিবর্তাহ বুঝাইয়া
তাহারে কহিয়া বিচারিয়া ॥

তথাহি ॥ মল্লার রাগেন

শশিনি ন রাগং ভজতে নলিনী।
রবি মনুনৈক বৃষস্তুতি রজনী ॥
কুল বনিতানমিদ মাচরিতং।
পরপুরুষাধিগমে গুরুদুরিতং ॥
শশিমুখি বারয় বারিজ বদনাং।
অনুচিত বিষয় বিকশ্বর মদনাং ॥ ধ্রু ॥
সা যদি গণয়তি ন কুল চরিত্রং।
কি মতি বয়ং কলয়াম ন চিত্রং ॥
উদয়তু রুদ্র গজাধিপ হৃদয়ে।
রামানন্দ ভণিত মতি সদয়ে ॥ ২ । ৪৬ ॥

অর্থাত ॥ শশী প্রতিরাগ কিয়ে- নলিনী অন্তরে রহে
কভু নাকি শুনিয়াছ ইহা।
রজনী কখন নাকি সূর্য্যকে বাঞ্ছয়ে রতি
অতিশয় বিনতি হইয়া ॥
কুলের বণিতা যেই পরপতি ইচ্ছে সেই
অতি পাপী বেদ নিরূপণ।
অতএব শশিমুখি বার গিয়া পদ্ম মুখী
অনুচিত সেই কর মন ॥
তিহো যদি কুলশীল লজ্জাভয় না গণিল
অন্যের তাহাতে কিবা খেতি।
আমরা কি না দেখিব কন্দনাদি না শুনিব
না লইবকে এত কুরিতে ॥

এত শুনি শশিমুখী হৃদয়ে হইলা দুঃখী
আইলেন রাধিকার পাশে ।
১৫ (ক) অপূর্ব অমৃত কথা পরামৃতা নন্দলতা
এই গায় যদুনন্দন দাসে ॥

ইতি শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকে পূর্বরাগ পরীক্ষা বর্ণন নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ।

তৃতীয় অঙ্ক

জয় জয় কৃষ্ণ চৈতন্য দয়ানিধি ।
জয় নিত্যানন্দ রায় দয়ার অবধি ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় রূপ সনাতন ।
জয় স্বরূপ পরমানন্দ কৃপা পূর্ণোত্তম ॥
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ।
জয় শ্রীজীব গোসাঞি ভট্ট রঘুনাথ ॥
রায় রামানন্দ বন্দো যার এই গ্রন্থ ।
মুঞি প্রেমহীন তার কিবা পাব অন্ত ॥
তাঁর কৃপা হয় যদি তবে কিছু লেখি ।
প্রাকৃত প্রবন্ধে গ্রন্থ লেখি তাহা দেখি ॥
এবে কহি শুন ভক্ত গোবিন্দ বিলাস ।
অপূর্ব এ সব কথা মনের উল্লাস ॥
অশোক মঞ্জরী আদি প্রবিষ্ট হইলা ।
কৃষ্ণের যতেক কথা কহিতে লাগিলা ॥
তস্মাৎ যাইতে কিছু কি কহে বচন ।
অগ্রে অবলোকি তথা করিলা গমন ॥
দেখি লঘু লঘু কথা তারা সব কহে ।
দেখিয়া আপন মনে যুগতি করয়ে ॥
অতঃপর এই স্থানে না যাইব আমি ।
যুক্তি স্থানে গমন নহে যুক্তি শাস্ত্রবাণী ॥

এত বিচারিয়ে তিঁহো গমন করিলা।
তথা মদনিকা শশিমুখী প্রবেশিলা॥
রাইকে প্রবোধ করে কৌশল করিয়া।
কৃষ্ণ যৈছে কহিয়াছে তৈছন করিয়া॥
পতিব্রতা কুলবতী অতি লজ্জাশীলা।
এমন অনন্ত গুণ ভুবন ভরিলা॥

১৫ (খ) ব্রজমাঝে রূপে গুণে ধন্য ধন্য তুমি।
নিন্দা কার্য্যে ক্ষেমা দেহ কহিলাম আমি॥
এতেক শুনিয়া রাই সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
মহাতপ্ত শ্বাস ছাড়ি কহয়ে হুতাস॥
সত্য আমি জানি কৃষ্ণ উপেক্ষিলা মোরে।
আমি তার যোগ্য নহি কহিল তোমারে॥
আমি কি করিব মোর মন বশ নয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ঝুরে সদা অন্য না জানয়॥

তথাহি পঠমঞ্জরী রাগেন[১]॥

কুলবণিতা জনধৃতমাচারং।
তৃণবদগণয়ং গলিত বিচারং॥
শিব শিব কিম্বাচরিতমশক্তং।
বিধির ধুনা বদ বশয়তু কস্তং॥ ধ্রু॥
শিশুরপি যুবতির্বিবাহিত ভাবা।
বিগলিত লজ্জিত মহমিব কা বা॥
গজপতি রুদ্র মুদে সমুদিতং।
রামানন্দ রায় কবি গীতং॥ ৩। ৩॥

অস্যার্থ॥ এ কুল বণিতা গণ কুল রক্ষা সদা মন
এই তার সহজ আচার।
তাহা আমি তৃণ প্রায় করিয়া সদাই তায়
মনে কৈল গণিয়া বিচার॥

১। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের সংস্কৃত শ্লোকে 'সামগুর্জ্জরী রাগেন' উল্লিখিত আছে।

হরি হে হেন অমঙ্গল কার্য্য হৈল।
বিধি বিড়ম্বনা করে সকল বিচার হরে
বিধি মোরে এত দুঃখ দিল ॥ ধ্রু ॥
অল্প বয়শ মোর ইহাতে হৈল ভোর
যুবতির হেন নহে ভাল।
লজ্জা গেল ধর্ম গেল বিচার আচার গেল
মোর দশা হেন কেনে হৈল ॥
শশীমুখী কহে তব বৃত্তান্ত কহিয়ে সব
আপনি বিচার কর তুমি
সকলি বিচার জান তোহে কি কহিব জ্ঞান
সুবিচার করহ আপনি ॥
শুনিঞা তাহার বাণী কহিতে লাগিলা ধনি
যাতে মন অতি তাপ পায়।
১৬ (ক) কি কহিব প্রেম কথা সকলি অমৃত গাথা
এ যদুনন্দন দাসে গায়।

তথাহি ॥ শ্রাবং শ্রাবং সুসাম শ্রুতিসমিত পরব্রহ্ম বংশীপ্রসূতং
দর্শং দর্শং ত্রিলোকী বর তরুন কলা কেলি লাবণ্য সারম্।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং সমুত্তদ্দ্যমণি-কুমুদিনী বন্ধুরোচিঃ সরোচিশহায়ঃ
শ্রীকান্ত সন্তং দহতি মম মনো মাং কুকূলাগ্নিদাহম্ ॥

অন্বার্থ ॥ সখি হে, এবে আমি কি করি উপায়।
মোর মন মোরে জারে তুষানলে পুড়ি মারে
অতএব দোষ দিব কায় ॥
শুনিঞা শুনিঞা বাণী ধ্বনি কর্ণ মহোল্লাসী
পরব্রহ্ম ধ্বনি সেই।
পাষাণ করয়ে পাণী যাতে নারী বিমোহিনী
সদা মন সে গান শুনই ॥

ত্রৈলোক নাহিক হেন শ্যাম রূপ মনোরম
কিশোর বয়েস কলা সার।
লাবণ্য মাধুরী অন্ত বিদগ্ধ চাতুরী অন্ত
দেখিয়া দেখিয়া মোহ করে॥
শোভা কান্তি মনোরম জ্যোতি সূর্য্য কোটিসম
শীতল সে কোটি চন্দ্র জিনি।
মৃদু অতি অঙ্গ গণ সুন্দর সে সর্বোধন
ধ্যান করি মনে দেখি লেখি॥
শশীমুখী ইহা শুনি কহে শুন সুনয়নী
ছাড়হ অস্থান প্রত্যাগ্রহ।
শুনিলে লোকের হাসি তিহোঁ পরিহাস বাসি
নিজমন করহ নিগ্রহ॥

তথাহি॥ যদযদ্ব্যঞ্জিতমঞ্জন-প্রতিকৃতৌ কৃষ্ণে ত্বদর্থং ময়া
তত্তত্তেন নিবারিতং শিশু দশা ভাব প্রকাশেরলম্য।
আস্তামং কলিকা- প্রসূন বিগলন্মাধ্বিক-নব্ধং বিষং
কৃষ্ণ ধ্যানমিতোহন্যতঃ সুবচনে সংকল্পমাকল্পয়॥ ৩। ৭॥

১৬ (খ) তোমার লাগিয়া কৃষ্ণ পাশে গিয়া
যতেক কহিল আমি।
হেন কেবা হয় সে অঞ্জন নয়
বিমল লোচন আঁখি॥
সে সকল কথা মরমে অন্যথা
শিশুভাব প্রকাশিয়া।
তোমার লিখনে কহিল কখনে
কহিল নহি লজ্জায়া॥
মধু ঝরে যাহে বিষ মাখা তাহে
সে ফুলে কি আছে কাজ।
যার ধ্যান গানে শ্রবণে কীর্ত্তনে
এতাদৃশী হয় লাজ॥

কি কাজ সে ধ্যানে কি কাজ সে গানে
ছাড় এ সখী তায়।
উৎকণ্ঠা ছাড়িয়া অন্য ধ্যান লয়া
থাকুহ কহি তোমায়॥

সুহই রাগেন॥ হীনং পতিমপি ভজতে রমনী।
কেশরিণং কিমু কলয়তি হরিনী॥
রাধিকা পরিহর মাধব রাগময়ে॥ ধ্রু॥
ক্ষীণে শশিনিচ কুমুদবনীয়ং।
ভজতি ন ভাবং কিমু রমণীয়ম্॥
সুখয়তু গজপতি রুদ্র নরেশং।
রামানন্দ রায় গীত মনিশম্॥ ৩। ৮॥

অস্যার্থ॥ নিজপতি যদি হীন হয় অতি
তাহা ভজে পতিব্রতা।
হরিণী না ভজে সিংহ বর রাজে
হরিণ তাহার ধাতা॥
শুনহ রাধিকা রাণী।
ছাড়হ মাধবে রাগ তোহে হবে
ধন্য ধন্য করি মানি॥ ধ্রু॥
মীন হয়া শশী তভু রাগে পশি
ভজে কুমুদিনীগণ।
না করে পিরিতে তথাপি সে রীতে
পায় কৈল নিবেদন॥
সুন্দর চতুর রসিক শেখর
যদি পর পতি হয়।
সে দিগে না চাহি পতিব্রতা যেই
কুচ্ছিত স্ব পতি লয়॥

শুনি সুধা মুখী হয়া অশ্রু মুখী
দেবী মদনিকা তাহে।
কিরূপ হইল কিছু না পুছিল
মনেতে সংশয় হয়ে॥

তথাহি॥ প্রেমশ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্ণায়ং ন চ প্রেম বা
১৭ (ক) স্থানাস্থানমবৈত্তি না পি মদনো জানাতি নো দুর্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্য দুঃখ মখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিননি যৌবনমিদং হাহাবিধেঃ কাগতিঃ॥ ৩। ৯॥

অস্যার্থ॥ প্রেমাঙ্কুর হইল তাহারে ভাঙ্গিল
তাথে যত দুঃখ হয়।
কৃষ্ণ তাহা জানে শঠতা মরমে
বাহিরে না পর রায়॥

সখি হে না বুঝিয়ে বিধির নাট কাজ।
সুখের আশয়ে দুঃখ প্রকাশয়ে
জগৎ ভরিল লাজ॥

তবে যদি বল কেনে প্রেম কর
তাহা কহি শুন এবে।
যে পাপ পিরিতি তাহার কুরীতি
স্থানাস্থান নাহি ভাবে॥

যে পাপী মদন সেহ অগেয়ান
না জানি অবলা বলি।
পাঁচ বাণ দিয়া বিন্ধে ক্ষীণ হিয়া
প্রাণ করে কলকলি॥

আনের বেদন নাহি জানে আন
সে সব জানয়ে সতি।
অন্য কাহা লেখি না জানয়ে সখী
কহে ধৈর্য্য কর মতি॥

ধৈরজ করিতে যদি পারি চিতে
তবে কি এমন করি।
হিয়া কাটে যবে ডাকি কহে তবে
কহিলে ধৈরজ ধরি ॥
জীবন যে হয়ে বচন শুনয়ে
কহিলো না রহে তেঞি ॥
শতবর্ষ সবে কখন কি হবে
চপলা অবলা মুঞি ॥
এই যে যৌবন দিন দুই তিন
কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যারে।
সে যৌবন গেলে কি বা সে বাচিলে
মরণ ভালই তারে।
বিধি সে দারুণ অতি অকরুণ
সকলি উলটা রীতি।
কি করিব ইথে না পারি বুঝিতে
এ যদুনন্দন রীতি ॥
মদনিকা কহে কেন হইছ উত্তপ্ত।
১৭ (খ) ধৈরজ করহ ইথে কথা হয় গুপ্ত ॥

তথাহি ॥ সমাকৃষ্ট দূরাৎ কিমপি যদি মা কেতকিবন-
প্রসূনোনোন্মীলৎ সুরভি-ভরসারেণ নিয়তম।
অথ ভ্রামং ভ্রামং রজসি রসমালোক্য ন মনাক্
অপি প্রান্তপ্রাপ্তা পরিহরতি তয়ো মধুকরী ॥ ৩ । ১০ ॥

অস্যার্থ ॥ কেতকী পুষ্পের গন্ধ দূর হইতে আসি।
পরম সৌরভ্য সার আসি অহর্নিশি ॥
আকর্ষয়ে ভ্রমরীকে লোভে যায় সেই।
ভ্রমি ভ্রমি ফিরে ভৃঙ্গী অতি লোভ হই ॥
নিকটে আসিয়া পুষ্পে দেখে ধূলিরস।
কণ্টকে বেষ্টিত সে হো মধুতে বিরস ॥

তাহা দেখি ভৃঙ্গীসব ছাড়য়ে তাহায়ে।
অতএব দুঃখ যাতে সে রসে কি করে॥
ইহা শুনি রাই ধৈর্য্য অবলম্বি রহে।
পরিত্যক্ত অর্দ্ধ কহি সাধ্ব সে কহয়ে॥
কহে দেখ মদনিকা মোর দোষ নাঞি।
মোর পথ নাহি ছাড়ে সুন্দর কানাঞি॥

তথাহি॥ যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচন পথং
তদাস্মাকং চেতো মদন হতকেনা হৃদত মভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেব ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতা॥ ৩।১১

অস্যার্থ॥ কৃষ্ণ ত্যাগ কথা শুনি রাই হৈলা অচেতনি
নেত্র মুদি কহিতে লাগিলা।
দিব্যোন্মাদ দশা হৈল তাতে সব পাসরিল
ভ্রমময় দশা উপজিলা॥

তাতে কহে শুন সখি দৈবে যদি কৃষ্ণ দেখি
তখনি আইসে দুই বৈরি।
আনন্দ আর মদন হরি নিল মোর মন
দেখিতে না পাইলু নেত্র ভরি॥

কহিয়া সুন্দরী রাই ক্ষণেক নীরব হই
১৮ (ক) দীর্ঘ উষ্ম নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কহয়ে অপূর্ব কথা শুনিতে লাগয়ে ব্যথা
ধক ধক করে যাতে হিয়া॥

পুন যদি একক্ষণ করায় কৃষ্ণ দরশন
তবে সেই ঘটি ক্ষণ গিয়া।
পুষ্পমালা চন্দন নানারত্ন বিভূষণ
পূজিব সে কৃষ্ণে সমর্পিয়া॥

মদনিকা ইহা শুনি কহে মনে মনে গুণি
অতি অনুরাগিনী স্বভাব।
হইল যে মহাভাব অন্য কথায় নাহি লাভ
ধৈরজ করহ মহাভাব॥
এই কথা মনে ধরি কহয়ে প্রকাশ করি
শুন সখি বচন আমার।
তুমি যে আপন স্বগে সিঞ্চিলে তাহার মূলে
বাঢ়াইলে যে তরু রসাল॥
সেই তরু মুকুলিত পুষ্প হৈল বিকশিত
দেখ এই সাক্ষাতে আছয়।
অতএব মধুকর গুঞ্জরয়ে অতিতর
সেই তরু দেখিয়া ভ্রময়॥
শুনি রাই ত্রাস পায় হয়া কম্প ভাবোদয়
কহে শুন ওহে শশীমুখী।
স্মরণ করিহ মোরে এই নিবেদন তোরে
আর প্রাণ রহে নাহি দেখি॥
মদনিকা দেখি তাহা কহে করি আহা আহা
হেন কেন কহিলাম আমি।
কোথা হবে উপশম ব্যথা হৈল চতুর্গুণ
ইবে আশ্বাসিয়া কহি বাণী॥
প্রকাশ করিয়া কহে শুন প্রাণ সখি ওহে
বিকল না হয় তুমি অতি।
সাক্ষাতে দেখিল হরি তুয়া গতি চিত্ত ভরি
তোমা প্রতি অনুরাগ অতি॥

দেশবাড়ারী রাগেন গীয়তে॥

সরস কথাসু কথং পুলকাচিতমানন কমলভ্রমং।
কলয়তি চারু হস্তি নব বলিতং হরিহস্তকেলি সহস্রম্॥
মুগ্ধে পরিহরশঙ্কিত মধিকমংহয়ে॥ ধ্রু।

১৮ (খ) আদর মধুর মিমায়মুবেলং কথমালপতি সসারম্।
সুমুখি সখীং তব তদপি মনো বত কলয়তি কিমুন বিচারম্।
গজপতি রুদ্র নরাধিপ-হৃদয়ে বস্তু চিরং রসসারে।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং পরিচিত কেলি বিচারে ॥ ৩। ১৫ ॥

অন্বার্থ॥ তোমার সন্দেশ বাণী কৃষ্ণ পুন পুন শুনি
মুখাম্বুজ পুলকে পূরিত।
সুচারু হাসিত নব দেখি অনুরাগ সব
সে নহিলে কেন হেন রীত ॥
আদর মধুর করি কেন আলাপয়ে হরি
অতএব অনুরাগ জানি।
তোমার সখীকে প্রীত ক হি ক হে
এই লাগি প্রেম অনুমানি ॥
শুনিয়া সুন্দরী রাই মনে বড় প্রীত পাই
কহয়ে তাহারে প্রেমবাণী।
প্রেম স্বভাবের কাজে না সহে মিলন ব্যাজে
ক্ষণে যুগ শত করি মানি ॥

তথাহি ॥ অনুমিতত্রম্বু পয়োদে তদুপরি কলিতা দাবানল জ্বালা।
বপুরতি ললিতং বালা শিব শিব ভাবতা কথং হরিণী ॥ ৩। ১৬ ॥

অন্বার্থ ॥ বন দাবানল জ্বালা হরিণী তাপয়।
সুকোমল অতিশয় মরম জালয় ॥
মেঘে জল আছে বলি অনুমান করি।
তাহাতে হরিণী তাপ কৈছে যায় দূরে ॥
মদনিকা কহে বাছা মাধবিকা আনি।
নিয়োজিত কৈল তুয়া প্রত্যুত্তর বাণী ॥
হেনকালে কৃষ্ণের হস্তের পত্রা লয়া।
আইলা মাধবী দেবী আনন্দিত হয়া ॥
আসি কহে মদনিকা বন্দিয়ে তোমারে।
মদনিকা দেবী তবে পুঁছয়ে তাহারে ॥

আপনি আইলে এথা আছয়ে রহস্য।
মাধবী কহয়ে তুমি জানিলে অবশ্য॥
মদনিকা কহে শুনি কি রহস্য সেই।
মাধবী পত্রিকা লয়া হরিষে দেখই॥
ইহা ... ...
কৃষ্ণের হৃদয় রাগ হইল জানিয়ে॥
১৯ (ক) তাহার বিশেষ কহি যাহা প্রকটিলা।
অনুরাগী তাহা কিছু কহিতে লাগিলা॥
যদ্যপি হৃদয়ে তার হৈল অনুরাগ।
ইহার হৃদয়ে প্রেম হৈল তবে॥
প্রকাশিয়া কহে তবে আনহ লিখনে।
মাধবী দেখিয়া তাহা ঝাপিলা বসনে॥
শশীমুখী বলে তাহা কাড়িয়া লইলা।
সেই পত্র লয়া তিহো পড়িতে লাগিলা॥
কৃষ্ণের লিখন যেন মুকুতার পাতি।
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য করি পড়ে সেই লিপি॥

তথাহি॥ মা শঙ্কিষ্ঠাঃ সুমুখি বিমুখী ভাবমেতস্য ন স্যা।
দানন্দায় প্রথম মুকুলা পদ্মিনী কস্য কামঃ॥
আঘ্রায়ৈব প্রশিথিল ধৃতি গন্ধনস্যা-তথাপি।
নালম্বেত ক্ষণমপি যুবা কিংনু মধ্যস্থ-ভাবম্॥ ৩। ২৭॥

অস্যার্থ॥ যথারাগ। শুনহ সুমুখি না হবে বিমুখী
শঙ্কা না করিহ মনে।
তোমাকে বিমুখী না হয়ে সমুখী
কহিয়ে কারণ গণে॥
সেই সে তরুণ মিশাল বিষম
বুঝিতে নারহ রীতি।
তেঞি সে কারণে শিথিলতা মনে
ক্ষণেক রহি এমতি॥

প্রথম মঙ্গল যৈছন কমল
গন্ধেতে শিথিল দুতি।
তথাপি নবীন যুবক যে জন
মধ্যস্থ রহ যে মতি॥

মাধবী কহয়ে সখী কৃষ্ণ অনুরাগে।
বাড়িল সৌভাগ্য রতি কি যার সোহাগে॥
শুনি রাই দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কহিতে লাগিলা রাই কি কাজ কহিয়া॥
এতাদৃশী ভাগ্য কবে আমার হইবে।
যাতে কৃষ্ণচন্দ্র মোরে মনেতে করিবে॥
১৯ (খ) তবে মদনিকা প্রতি কহে শুন রাই।
কহ দেখি কোন অর্থ এই লিপিকাই॥
মদনিকা কহে সখি আছয়ে কারণ।
তোমার হৃদয় রাগ হইল পূরণ॥
সেই রাগে কৃষ্ণ হৃদি কৈল অনুরাগী।
কহিব তোমার লাগি হইবে বৈরাগী॥
সে নহিলে প্রেমাঙ্কুর যোজনে বিষম।
মনে মনে প্রেম বৃদ্ধি মিলন সুসম॥
তস্মাৎ শুনহ বচ্ছ বিকল না হইবে।
ফলি গেল মো সবার মনস্কাম এবে॥
রাই কহে তথাপিহ প্রতীত না হয়।
তোমার স্মরণ তস্মাৎ এই অর্থ ময়॥
মদনিকা কহে আমি যাই কৃষ্ণ পাশে।
সে করিব যাতে কৃষ্ণ হয় তুয়া বশে॥
শুনিয়া রাধিকা কহে প্রলাপ বচন।
যাতে অর্থগণ হয় প্রস্তুত লক্ষণ॥

তথাহি। নিকুঞ্জোঽয়ং গুঞ্জন্মধুকর করম্বাকুলতরঃ
প্রথাতঃ প্রায়োঽয়ং চরম গিরিশৃঙ্গং দিনমণিঃ।

মরুন্মন্দং মন্দং তরলয়তি মল্লীমধুকরান্
কিমন্যদ্বক্তব্যং বিধুরপি বিধাতা সমুদয়ম্ ॥ ৩। ৩৬ ॥

কর্ণাট রাগেন। মঞ্জুতর গুঞ্জদলি কুঞ্জমতি ভীষণং।
মন্দমরুদস্তরপ-গন্ধ-কৃত-দূষণম্ ॥
সকল মেতদীরিতং।
কিঞ্চ গুরু পঞ্চশর চঞ্চলং মম জীবিতম্ ॥ ধ্রু ॥
মত্ত পিক-দত্ত রুজ-মুত্তমাধিকরং বনং।
সঙ্গসুখমঙ্গমপি তুঙ্গভয় ভাজনম্ ॥
রুদ্রনৃপমাশু বিদধাতু সুখ সঙ্কুলং।
রামপদ-ধাম-করিরায় কৃতমুজ্জ্বলম্ ॥ ৩। ৩৭ ॥

নিকুঞ্জ কুসুমময় বহয়ে সুগন্ধিচয়
প্রতিফুলে ঝরে মধুকণা।
ব্যাকুল ভ্রমরাবৃন্দ গুঞ্জরে মধুরমন্দ
বাড়াইছে মদন বেদনা ॥
সকল দেখই দুঃখদাই।
২০ (ক) পঞ্চশর অতিশয় পীড়া দেই হিয়াময়
জীবন চঞ্চল করে যেই ॥
অস্তাচলে গেল রবি চন্দ্রোদয় শৈল সেবি
মন্দ মন্দ বহয়ে পবন।
মলিনতা মধুকর করে অতি চঞ্চল
আর কি বা কহিব বচন ॥
অলিকুঞ্জে ভয়ঙ্কর মন্দ বায়ু প্রত্যাকর
পুষ্পগন্ধে করে অতি ক্ষীণা
মত্ত পিক পীড়া দেই সুমধুর গান গাই
অঙ্গ হৈল তুঙ্গ ভয়ে হীনা ॥

মদনিকা কহে বাছা যে কহি সকল সাচা
এই যে বকুল তরুবর।
এইস্থানে থাক তুমি যাবত না আসি আমি
লাগ পাই জানি এই স্থল ॥
ইহা কহি সভে গেলা স্থানে স্থানে সভে মেলা
যার যেই কর্ম্ম আছে যথা।
এ যদুনন্দন কয় গ্রন্থ হয় রসময়
অমৃত হইতে পরামৃত গাথা ॥

ইতি শ্রী জগন্নাথ বল্লভ নাটকে ভাব প্রকাশ নাম তৃতীয়োঽঙ্ক

* * * *

চতুর্থ অঙ্ক

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌড় ভক্ত বৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাসরঘুনাথ ॥
জয় রামানন্দ জয় স্বরূপগদাধর।
জয় ব্রজবাসীগণ প্রেমের সাগর ॥
সঙ্গদান দেহ মোর হইয়া সদয়।
ইহা ছাড়ি মন মোর যেন না চলয় ॥
তবে প্রবেশিলা আসি দেবী মদনিকা।
মনে মনে বিচার সে করয়ে অধিকা ॥
মদন মঞ্জরী মুখে শুনিয়াছি আমি।
বকুল তলাতে কৃষ্ণ বটু সঙ্গে জানি ॥
সেই স্থানে আমি যাই এই সে বিচারে।
ইহা বলি যায় আগে দেখি মনোহরে ॥
দেখি কহে এই কৃষ্ণ বটু সঙ্গে স্থিতি।
সবিষাদে দুই জনে কিবা করে যুক্তি ॥

২০ (খ) তস্মাৎ বিলাস বুঝি কুসুম সায়কে
শুনি কহে কিবা কহে হয়া মন দুঃখে ॥
ইহা কহি মাধবীলতার গুচ্ছ মাঝে।
গুপতে থাকিয়া শুনি কি যুক্তি বিরাজে ॥
তবেত প্রবেশ হইলা বটু কৃষ্ণ সনে।
মদন অবস্থা কহে পীড়া পায় মনে ॥
মদনিকা তাহা দেখি মনে বিচারয়।
গোবিন্দের দশা মনে মনে দুঃখে কয় ॥

মালব রাগেন। বদনমিদং বিধুমণ্ডল মধুরং বত সুচিরেণ।
কলয়দনঙ্গ-শরাহত মনিশং মলিনর্মিবেন্দুকরেণ ॥
মাধব-বপুরতি খেদং। জনয়তি চেতসি শতধা ভেদম্ ॥ ধ্রু ॥

পরিহৃত হারং হৃদয়মুদার ধূষরিতং বিরহেণ।
মরকত শৈল-শিলাতলাহত মহহ কিমিন্দুকরেণ ॥

গজপতি রুদ্রং সুকৃত সমুদ্রং শশিকিরণাদপি শীতং।
রামানন্দ রায় কবি-ভণিতং সুখয়তু রুচিরং গীতম্ ॥ ৪ । ২ ॥

যথারাগ ॥ কৃষ্ণ মুখে বিধু অতি সদাই প্রফুল্ল স্থিতি
লাবণ্য অমিয়া ঝরে নিতি।
অনঙ্গ বাণের ঘায় সদাই মলিন হয়
চন্দ্রকান্তে যেন পদ্মস্থিতি ॥
খেদ পায় শ্যামতনু নীলোৎপল জলবিন্দু
অতেব নিন্দিছে প্রেম বাণী।
রাই বিনু অন্যজন ত্রাণকর্তা নাহি শুন
চিত্ত মোর ভেল দুঃখ গণি ॥
পরিসর বক্ষোপরি মুক্তামালা মোহকারি
শোভা হেরি কান্দে নারীগণ।
সে মালা রবির তাপে ধূসর হইয়া কাঁপে
ধস ধসি হৃদয় কারণ ॥

মরকত শৈল শিলা৷ তটস্থ যেন মিলা
চন্দ্রের কিরণ গণ হত ।

২১ (ক) তৈমতি দেখিয়ে হিয়া হারগণ মনধিয়া
প্রাণ পুড়ে দেখি হিয়া তত ॥
কৃষ্ণ আছে উৎকণ্ঠাতে রাধা বিনু নাহি চিত্তে
সেই রূপ সদাই ধিয়ায় ।
দুহু মনে দুহু খেলা মরমে মরমে মেলা
পুন কৃষ্ণ ভাবেন হিয়ায় ॥

তথাহি ॥ সা চে দুৎপললোচনা সহচরীবক্ত্রেণ মে নির্ভরং
প্রেমাণাং প্রকটীচকার তদয়ং হাস্যে ময়া কল্পিতঃ
হাহা শুক্তি ধিয়া মহামণিরভূৎ ত্যক্তো ময়া দৈবতো
যায়াল্লোচন-গোচরং পুনরিয়ং পুণ্যেরপণৈার্ম্মম । ৪ । ৩ ॥

যথারাগ । উৎপল নয়ন ধনি সহচরী দ্বারা ভণি
কত প্রেম প্রকট করিলা ।
আমি তাহা পরিহাস করি কৈল পরকাশ
সেই মোর বিষম করিলা ॥
তাহা মানি মহারাজ সুযুক্তি বুদ্ধি হৈল কাজ
হেলাতে হারাইনু নিধি ।
অগণ্য পুণ্যের কাজে পুন করে নেত্র মাঝে
আনিয়া মিলাবে মোরে বিধি ॥
দৈবে হৈতে সেইদিন তেমতি বুদ্ধের ক্ষীণ
তেয়াগিলু সে চন্দ্র বদন ।
হা হা কি করিব এবে রাধিকা দেখিব কবে
কবে মোর যাইবে বেদন ॥
বিদূষক শুনি কহে শুন প্রাণ সখা ওহে
আমি তোরে তখনি কহিল ।
না ভেজিহ প্রেমরীতি এ অনুরাগিনী আতি
এবে তাপতরু নিকসিল ।'

অচ্ছুকা পাইয়া যেন অনিচ্ছা হইল তেন
এবে ক্ষুধায় হইল পীড়িত।
ইহাতে উপায় আর কে করিতে পারে পার
আমি মাত্র উপায় নিমিত্ত ॥

কৃষ্ণ কহে কোন মতে উপায় করিবে ইথে
কহ দেখি শুনি সেই বাণী।
২১ (খ) কৈছে সেই মিলে মোহে তাহা সখা কহ ওহে
তবে সে জুড়ায় মোর প্রাণী ॥

বিদূষক কহে ভালে ভালে যে এথাতে আইলে
দেখিলাম গোবিন্দ বদন।
এখন যে কহি আমি যে রীত করহ তুমি
বিলম্ব না সহে একক্ষণ ॥

দারুণ কুসুম শরে সখাকে ব্যথিত করে
ত্বরিতে আনগা গিয়া রাধা।
যাউসে মদন জ্বালা আনি দেহ চাপা মালা
জ্বালা দূর করি আমি রাধা ॥

শুনি কৃষ্ণ লজ্জা পায়া কহে প্রেম ক্রোধ হয়া
ধিক মূর্খ এমতি যে কহ।
বিচার নাহিক তোর ভণ্ডতা সদাই তোর
ক্ষণেক ধৈর্যাতো করি রহ ॥

শুনি বিদূষক কহে আমি বিপ্র জানি যে
স্পষ্ট কথা কহিয়ে সদাই।
ইহাতে কি আছে দোষ কেনে মিথ্যা কর রোষ
যাহা দেখি তাহা আমি গাই ॥

মদনিকা মন্দ হাসি কহে স্বরূপ প্রকাশি
কহ বটু ইত সত্য হয়ে।
বিদূষক কহে সত্য জানিহ সকল নিত্য
শুন তার বিশেষ কহিয়ে ॥

দেখ এই পদ্ম পত্র পড়িয়াছে সর্ব্বত্র
ইহা কহি তুলি সেই পত্র।
শত শত করি অঙ্গে কহি সে গোবিন্দ আগে
দেখ সখা এই সব তত্ত্ব ॥

তথাহি ॥ দুঃখী বড়ারী রাগেন ॥
নলিনবনং বনমালিকৃতে বৃন্তমুজ্‌ঝিত কুসুমপলাশং
পল্লবমপি বৃন্দাবনমনু কলয়সি ললিত বিকাশং।
সরলে পশ্যসি কিম্ নহি কৃষ্ণং।
ত্বয়ি নিহিতাশং গলিত বিলাসং চাতকমিব ঘনতৃষ্ণম্ ॥ ধ্রু ॥
বিধুমিব বীক্ষ্য বিধুন্তুদ মালয় চপলমিতি প্রতিবেলং
বদতি কথং বদ যদি মদনো হৃদি ন বসতি বিরচিত-খেলম্ ॥
গজপতি-রুদ্রমুদং তনুতামিতি রামানন্দ রায় সুগীতং।
নিভৃত মনোভাব বিশিখ পরাভব হরি বিরহেণ সমেতম্ ॥ ৪ । ১৫

যথা রাগেন ॥ গোবিন্দ লাগিয়া পদ্মবনে গিয়া
২২ (ক) তুলি তুলি পুষ্প পাত।
অঙ্গে দিলামাত্র সুখায় সর্ব্বত্র
বহি জ্বালা বহে গাত ॥
স্মরণে দেখিলাম মাধব তুমি।
সব সুখ ছাড়ি নিজ পরিচরি
গলিত শয়ন ভূমি ॥ ধ্রু ॥
তোমার লাগিয়া রহে নিরখিয়া
চাতক মেঘের ছাদে।
আমি যত কহি তাতে মন নাহি
রাধা রাধা বলি কাঁদে ॥
শশী যেন কাঁপে রাহুর প্রতাপে
চঞ্চল চঞ্চল হয়া।
কাঁপয়ে তেমন হৃদয়ে মদন
চপল করয়ে হিয়া ॥

বিরহ দারুণ দুঃসহ বেদন
তাহাতে নবীন যেই।
নিমিখ বিলম্ব করে মহাদুঃখ
সহে কি কেমন সেই ॥
সে হেন রূপের মাধুরী সুন্দর
কেমন হইল এবে।
অতেব কহিয়ে আন প্রত্যবায়ে
নহে বহু ব্যাথা পাবে ॥
মদনিকা বলে শুনহ চপলে
কৃষ্ণ বিনু হেন দশা।
কহত বিচরি চাতুরী সম্বরী
মোহে লাগে মিথ্যা ভাষা ॥
শুনি বিদূষক কহে পরতেক
তুমি বয়স্থ হইলা।
জানি না জানহ শুনি না শুনহ
দেখি না দেখহ জ্বালা ॥
তস্মাৎ তুমিহ এইখানে রহ
আমি আনি গিয়া বালা ॥
নিশুষ্টার্থা দূতি আমি মহামতি
কহিয়া চলিয়া গেল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র তার বসন আচর
ধরিয়া বারণ কৈলা।
হেন প্রেম গাথা যেন সুধা মাতা
নবীন নেহের মেলা ॥

মদনিকা কহে কৃষ্ণ শুন মোর বাণী।
আমারে গোপন কেন করহ কাহিনী ॥
কৃষ্ণ কহে দেবী কিছু কহিয়ে তোমারে।
মদনিকা কহে শুন বিশ্বাস না ধরে ॥

তবে কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা হিয়া খোলি।

২২ (খ) অপূর্ব কথা স্বরৃত্তান্ত সঙ্কেতে সে বলি ॥

তথাহি ॥ তবাস্যাদেতস্যা বদনরুচমাকর্ণ্য শশিনঃ
কৃতাবজ্ঞা যস্মাদয়মপি রুজং তদ্বিতুনতাম্।
তদঙ্গোনাসঙ্গং ভজত ইতি যো মে বহুমতঃ
কথং সোপি প্রাণৈর্মর্ম মলয়বাতো বিহরতি ॥ ৪ ॥ ২২

যথারাগ ॥ তুমি যে কহিলে রাধা রূপে করে সুধা মদা
কাচা সোনা প্রতিমা জিনিঞা।
সেই হৈতে প্রেম জ্যোতি তাপদেই নিতি নিতি
চম্পক লতিকা মোহনিয়া ॥

তাহার বদন শোভা কহিলে যেমন লোভা
শশী এবে দুঃখ দেই অতি।
নয়নের শোভা কাজে উৎপল খঞ্জন রাজে
আসি পোড়ায় মোর মতি ॥

গমন মন্থর যেন হংস অতি মনোরম
হংস এবে তাতে খেদ দেই।
যে বায়ু আনন্দ দিত এবে সেই সুবিদিত
মলয়জ কেনে বা তাপই ॥

শুনি মদনিকা মনে কৃতার্থ আপনা মানে
কহে মোর মনোরথ শুন।
রাধিকা কৃতার্থ হৈলা যাতে কৃষ্ণরাগী ভেলা
এই মত কহে তাহা পুন ॥

রাধার বিরহাবস্থা এবে গেল তার ব্যথা
এবে গেল সন্দেহ আমার।
নবীন প্রেমের ভরে সে ধনি ব্যথিত করে
বিস্তারিত কি বলিব আর ॥

লাবণ্যের সীমা সেই মাধুর্য্যের সীমা যেই
চাতুর্য্যবৈদগ্ধি প্রেমময়ই।
তোমা বিনে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে অনুরাগী
নিজ প্রাণ তো বিনে তেজই ॥

তথাহি ॥ শিলাপটে হৈমে তুহিণ কিরণ চন্দন রসৈ
রিয়ং তন্বী পিষ্টা তনুমনুবিলেপ্য মৃগয়তে।
ক্ষণং স্থিত্বা হা হা সরস বিসিনী পত্র শয়নে
সমুত্তস্থৌ যাবজ্জলতি ন চিরান্নামর্ম্মরমিদম্ ॥ ৪। ২৪ ॥

২৩ (ক) শ্যাম তোড়ি রাগেণ ॥
নিরবধি নয়ন সলিলভব সাদে।
পতিত কৃশা পরিচলিত চপাদে ॥
মাধব, গুরুতর মনসিজ-বাধা
হরি হরি কথমপি জীবতি রাধা ॥ ধ্রু ॥
নিবসসি চেতসি কথমিব বামং।
শিব শিব সময়সি তদপি ন কামম ॥
গজপতি রুদ্র নৃপতি মবিগীতং
সুখয়তু রামানন্দ সুগীতম॥ ৪। ২৫ ॥

যথা রাগ ॥ হেমশিলাপটে ঘষি চন্দন কর্পূরে মিশি
তারপঙ্ক চাহে অঙ্গে দিতে।
সরস পদ্মদল শয্যা চাহে সুশীতল
তনু মনে তাহা পরশিতে ॥
মাধব, মদন বেদনে ধনি রাই।
অতি জ্বালা পায় ধনি ধরণীতে সুনয়নী
ছটপট অস্থির সদাই ॥ ধ্রু ॥
নিরবধি দুনয়নে অশ্রুধারা বরিষণে
পঙ্কিল হইল মহিতলে।
উঠিয়া বসিতে চায় পিছলিয়া পড়ে ঠায়
কৃষ্ণতনু ক্ষীণ কামবাণে ॥

তাহার মানসে বসি সদা হও গুণরাশি
তথাপিহ মদনে তাড়য় ।
সে তাপ নাশনাকেনে হরি হরি কি বিধানে
প্রেমগতি বুঝন না যায় ॥
বিদূষক কহে তবে আমি জানিলাম এবে
সাহসিক বড়ই রাধিকা ।
চন্দনের পঙ্ক যাতে মাগে অঙ্গে বিলেপিতে
তেঞি কহি সাহসী অধিকা ॥
মোর প্রিয় সখা হরি চন্দ্রের উদয় হেরি
দিনকর তাপ করি মানে ।
নয়ন যুগল মুদি বিছুরয়ে সব শুদ্ধি
লুকাইয়া রহে তনুবনে ॥
চন্দন পরশ পায়া স্নিগ্ধ তনু প্রায় হয়া
বিষের বাতাস করে মেনে ।
রহিতে না পারে তথা কাহারে না কহে কথা
ত্বরিতে করয়ে পলায়নে ॥
২৩ (খ) কি কহিব অন্য কথা বিষম পীরিতি ব্যথা
যার জ্বালা সেই সে জানয় ।
অন্য জন কেবা কহে কায়ামাত্র ব্যথা ওহে
সমুদ্র সেচনে মন হয় ॥

এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ মনে বিচারয় ।
উত্তম কহিলা বটু কিছু মিথ্যা নয় ॥
প্রকাশিয়া কহে ধিক মূর্খ তুমি অতি ।
বাচাল না হও কথা কহয়ে হসন্তি ॥
মদনিকা কহে শুন তাহার আখ্যান ।
যাহা নিবেদন লাগি মোর আগমন ॥

তথাহি ॥ যদা নসৌ দোষং গণয়তি গুরুণাং কুবচমে ।
ন বা তোষং ধত্তে সরস বচনে নর্ম্ম সুহৃদাম্ ॥

বিষাভং শ্রীখণ্ডং কলয়তি বিধুং পাবক সমং।
তদাস্থাস্তদ্বৃত্তং ত্বয়ি গদিতুমত্রাহমগমম্ ॥ ৪ । ৩০ ॥

যথারাগ ॥ গুরুজন তুরুজন যত কুবচন
দোষ না মানি যেমনে ॥
পতি তরজন ত্রাস করে মন
তাহা না পরাণে মানে ॥
মাধব, রাধিকা মদন বেদনে।
নিবেদিয়ে তুয়া ঠাঞি তিলেক স্বয়াস্ত নাঞি
সেই লাগি আইনু তুয়া স্থানে ॥ ধ্রু ॥
সখিগণ কহে কথা সরস বচনমতা
পরিহাস বচন মিশাই।
তাহাতে সন্তোষ নাঞি তোমা মনে করে রাই
নব নেহ বিষেতে মিশাই ॥
মলয় পঙ্কজ দেখি গরলে ভরয়ে আঁখি
মুদি রহে এ দুই নয়ান।
বিধুকে পাবক মানি ত্রাসে কাপে সুবদনী
মনে সদা তুহারি ধিয়ান ॥
মনমথ মনে জারে তাহা কে সহিতে পারে
খেনে খেনে ভূমিতে শয়ন।
ছটপট করে অঙ্গ তাপ নাহি ভঙ্গ
প্রেম বারি বহে দুনয়নে ॥

শুনি কৃষ্ণ শ্বাস ছাড়ি কহিতে লাগিলা।
রাধার বিরহে ব্যথা সহিতে নারিলা ॥

তথাহি ॥ স্বেদবঞ্চনগরে স্মরবারিবাশে
কর্দ্ধত্ত মেখি তদকারণ বৎসলাসি
তৎ কেশরদ্রুম-নিকুঞ্জ-গৃহে প্রসাদ্য
তামানয়স্ব নয়কোবিদতাং তনুষ্ব ॥ ৪ । ৩১ ॥

(২৪ক) যথারাগ ॥

অনঙ্গ সমুদ্র মাঝে যে জন পড়িয়া আছে
তারে পার তুমি কর সদা।
অবঞ্চনা সদা তুমি বৎসলা তাহা যে গণি
ইহাতে নাহিক কোন দ্বিধা ॥
তস্মাৎ কেশব তরু নিকুঞ্জে কুসুম ভরু
তথা গিয়া আনহ রাধিকা।
সুরীতি পণ্ডিতা তুমি ইহা জানিয়াছি আমি
আর তোরে কি বলি অধিকা ॥
শুন দেবী মদনিকা বাণী।
আমরা তোমারে যেন বহিরঙ্গা নাহি হেন
বিচারিয়া জানহ আপনি ॥ ধ্রু ॥
মদনিকা কহে বাছা এই কথা নহে মিছা
দেবী কর মোর প্রতিকার।
মদনিকা কহে আমি গমন করি এখনি
সুমঙ্গল কহিব তোমার ॥
এত কহি রাই স্থানে গেলা তিঁহো এককণে
প্রেম পরিপাটি কথা গণে।
শুন তাহে একমনে পাবে তুমি কৃষ্ণ ধনে
কহে দাস এ যদুনন্দন ॥
তবে প্রবেশিলা আসি রাধিকার কথা।
সঙ্কোচিত তীরে তিঁহো কুঞ্জে আছে যথা ॥
কহয়ে মাধবী স্থানে শুনহ মাধবী।
মদনিকা মোরে পাসরিলা হেন ভাবি ॥

রামকেলি রাগেন ॥

তিমির তিরোহিত সরণী
গিরিষু দরিষু সমেবহি ধরণী
চিরয়তি কিং সখি দেবী
বিধিরপি ময়ি কিমু নহি হিতসেবী ॥ ধ্রু ॥

অতিবাহিতমতি ভীমং।
বিফলমিদং কিমু গহনমসীমম্।
সুখয়তু রুদ্র-গজেশং
রামানন্দ রায় কৃত মনিশম ॥ ৪। ৩৭ ॥

অস্যার্থ ॥ ২৪ (খ)

মোরে কুঞ্জে রাখি গেলা এতো না আইলা।
অন্ধকার আচ্ছাদনে পথ লুকাইলা ॥
গিরি গর্ত্ত ভরে রসময় হৈলা মহি।
অতি ভয়ঙ্কর হয় গর্জে সব অহি ॥
বিফল হইল এই গহনের সীমা।
পরিণামে কিবা হবে না জানি মহিমা ॥
মাধবী কহয়ে অন্য অন্যথা ভাবনা।
দূরে কর যাইবেক মদন বেদনা ॥
তবে তাহা প্রবেশিলা মদনিকা আসি।
কহে বাছা সদা হও বড় ভাগ্য রাশি
শুনি রাই ঈষৎ ফুল্ল ছাড়িলা নিশ্বাস
দেবী কহে শুন এই বৃত্তান্ত প্রকাশ ॥
মদনিকা কহে আমি কি বলিব তোরে।
মদন জ্বালায় কৃষ্ণচন্দ্রে পীড়া করে ॥
রাই কহে কৈছে পীড়া কহ দেখি শুনি।
তবে মদনিকা কহে সেই প্রেমবাণী ॥

তথাহি ॥

ইন্দুনিন্দতি চন্দনং বিকিরতি প্রালম্বকং মুঞ্চতি প্রালেয়াম্রসতি
প্রিয়ং পরিজনং না ভাসতে সংপ্রতি। গোবিন্দস্তববিপ্রয়োগ-বিধুরঃ
কিং কিং ন বা চেষ্টতে ত্বং কুঞ্জোদর তল্প কল্পনপরং রাধে তমারাধয় ॥ ৪। ৪৩ ॥

যথারাগ। শুন ধনি কৃষ্ণচন্দ্র তোমার বিহনে।
কিবা এই তাপগণ কাপাইছে তনুমন
সর্বত্র দেখয়ে তোমা মানে ॥

ইন্দু নিন্দা করে অতি চন্দন লেপয়ে ক্ষিতি
পুষ্পহার পেলায় ছিণ্ডিয়া।
হেন প্রায় স্নিগ্ধযত পরিজন কথামত
না সম্ভাষে তা সভা দেখিয়া॥

সিঙ্গা বেণু মুরলিকা না জানি পড়িলা কোথা
শিখী পাখা মহি লোটাইছে।
তুয়া ভাবে পীত বাস কেনে করে মহোল্লাস
সে সুখ রহিত হইয়াছে॥

মনসিজ তপে তাপী মহি গড়ি জায় কাঁপি
সঘনেই ধরনী লোটায়।
২৫ (ক) ঝমরু হইল তনু নীলোৎপল নীর বিন্দু
যেন হেন তেমন ব্যবসায়॥

তস্মাৎ কুঞ্জের মাঝে করহ কুসুম শেজে
আরাধনা কর শ্যাম রায়।
গোকুল নগরে তুমি ভাগ্যবতী জানি আমি
তেঞি যদুনন্দন ধিয়ায়॥

এথা কৃষ্ণ কুঞ্জমাঝে উৎকণ্ঠিত হয়া।
কহে বটুপ্রতি কিছু অন্তর খোলিয়া॥

কহে সখা মদনিকা এতো না আইলা।
না জানি সেখানে কিছু বিপাকে পড়িলা॥
এইতো আতঙ্ক হয়া কৃষ্ণ এই কহে।
কহিতে লাগিলা কিছু মনে যাহা লয়ে॥

তথাহি॥ ইয়ং তন্বী পীনস্তনজঘনভারালসগতি
বিদূরে কুঞ্জোঽয়ং মম রচিতসংকেতবসতিঃ
স্বতো ভীরু র্বালা গহন মপি ঘোরান্ধতমসং
কথং কারং সা মামভিসরতু কা মেঽত্র শরণম্॥ ৪। ৪৪॥

যথারাগ ॥ একে ধনি মাঝা খীন পীনয়ে জঘন স্তন
ভাব ভরে অলস গমনি।
এই যে নিকুঞ্জধাম আমার সঙ্কেত ঠাম
তাহাতে হরসি আছি আমি ॥
তিঁহো নব বালা হয় সভাৱেই ভয় পায়ে
তাহাতে নিবিড় বন এই।
তাতে মহা অন্ধকার কৈছে করে অভিসার
সহায় মদন এক বই ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া হরি দীর্ঘ উষ্মশ্বাস ছাড়ি
কহিতে লাগিলা মনবাণী।
প্রেমের তরঙ্গ উঠে ছুটিলেহ নাহি ছুটে
এ যদুনন্দন মনে ভণি ॥

তথাহি ॥ কিমেষা মত্তা মামপরিচিতভাবং বিমুখভাং
প্রয়াতা বিশ্বাসং কিমু সহচরী বাচিন গতা।
অথ ভ্রান্তা বর্ত্মন্যতিতিমিরভাজীহং বিপিনে
ন শক্তা তন্বঙ্গী স্মর শহরতা বা প্রচলিতুম্ ॥ ৪। ৪৫ ॥

যথারাগ ॥ কৃষ্ণ কহে পীড়া পায়া শুন সখা মন দিয়া
২৫ (খ) রাধার বিলম্ব হইল কেনে।
মোর সঙ্গে পরিচয় ছিল যেন অতিশয়
তাহাতে বা কৈল নিবারণে ॥
কিম্বা সখী দূতী বোলে বিশ্বাস না জন্মাইলে
তাহাতে বিমুখী হৈলা রাই।
কিম্বা ভয় পথে অতি অন্ধকার ভ্রমমতি
পথ ভুলি গেলা অন্য ঠাঞি ॥
কিম্বা ধনি বিরহিনী তনু হৈল অতিখিনি
চলিতে সামর্থ্যহীন হৈলা।
এই মত শ্যাম রায় চিত্তে বহু খেদ পায়
এ যদু নন্দন প্রকাশিলা ॥

তথাহি ॥ যথেদং কোকানাং প্রসরন্তিতরাং কাকু-বিরুতং
যথা স্ফীতং স্ফীতং ভবতি পরিতঃ কৈরব কুলম্ ।
যথা মূর্চ্ছন্মূর্চ্ছৎ প্রতিপদমিদং বারিজবনং
তথা শঙ্কে চন্দ্রঃ প্রথম-গিরিবীথ্যাং বিহরতি ॥ ৪ । ৪৬ ॥

অস্যার্থ ॥ এত চিন্তি কৃষ্ণচন্দ্র সম্মুখে দেখয় ।
পূর্ব্ব দিকে চন্দ্র বিম্ব হইল উদয় ॥
যাতে চক্রবাক আর চক্রবাকীগণ ।
কাকুতি করিয়া ডাকে করিয়া করুণ ॥
তাহাতে কুমুদ বন প্রফুল্ল হইল ।
অপদ্মবনগণ অতি ম্লানতা পাইল ॥
তাতে জানি চন্দ্রোদয় হইল এখন ।
ইহা কহি খেদ পাই কহেন বচন ॥

তথাহি ॥ সখ্যাবাচি কথঞ্চন প্রতীয়তী বালান্ধকারোচিতে
নৈষাবেশ ভরেণ বাগতবতী বর্ত্তন্যথার্দ্ধে মম ।
অস্মিন্ শক্রদিশং শশাঙ্কংতকে সংদূষয়ত্যুন্মনা
ন গন্তুং ন চ গন্তুমত্র চতুরা কিম্বা করিষ্যত্যসৌ ॥ ৪ । ৪৭ ॥

যথারাগ ॥ শুন দূতী বাক্য রাই মনে অবিশ্বাস পাই
বেশ কৈল অন্ধকার মতা ।
২৬ (ক) আমার নিকটে কিবা আসিয়া করিবে সেবা
অন্ধপথে হৈল অবস্থিতা ॥
এই কালে পূর্ব্ব দিগে চন্দ্র প্রকাশিল রাগে
তুমি কৈল পথের গমন ।
আসিতে না পারে এথা যাইতে না পারে তথা
কি করিব করয়ে ভাবন ॥
এত কহি শ্যাম রায় কৃতাঞ্জলি সবিনয়
কহে ওহে পূর্ব্ব শৈল রাজ ।
মোর সখা হও তুমি তোরে কৃপা মাগি আমি
এই বার রাখ মোর লাজ ॥

শত শৃঙ্গ উচ্চ করি ঝাপ যেয়ে জোয়াকারী
চন্দ্র যেন মৃগ দৃশা আঁখি।
গোচর না হয় যাতে বিঘ্ন হয় গতি রীতে
আমার জীবন প্রাণ রাখি ॥

বিদূষক কর্ণে শুনি কহিতে লাগিলা।
ওহে শুন রুনু ঝুনু কি শব্দ হইলা ॥

তথাহি ॥ তন্মঞ্জীর রব কিমেষ কিমু বা ভৃঙ্গাবলী-নিস্বন-
স্তং কাঞ্চীরণিতং নু মন্মথবতাং কিং সারসানাং রুতম্ ॥
এবং কল্পয়তো বিকল্পমচিরাদালম্ব্য সখ্যাঃ করং
গোবিন্দস্য নিকুঞ্জ-কেলি-সদনে ভূষাভবদ্রাধিকা ॥ ৪ । ৫০ ॥

মালবশ্রী রাগেন ॥ চিকুর-তরঙ্গকফেন-পটলমিব কুসুমং দধতি কামং।
নটদপসব্যদৃশ্য দিশতীব চ নর্ত্তিতুমতনুমবামম্ ॥
রাধামাধব বিহারা।
হরি-মুপগচ্ছতি মন্থরপদগতি লঘু লঘুতরলিতহারা ॥ ধ্রু ॥
শঙ্কিত-লজ্জিত-রসভর-চঞ্চল-মধুর-দগন্ত-লবেন।
মধুমথনং প্রতি সমুপহরন্তি-কুবলয়-দাম-রসেন ॥
গজপতিরুদ্র-নরাধিপমধুনাতনমদনং মধুরেণ।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং সুখয়তু রসবিসরেণ ॥ ৫১ ॥

যথারাগ ॥ এই তো বিকল্পগণ কল্পিতেই সেই ক্ষণ
সখী হস্ত আলম্বিয়া রাই।
২৬ (খ) গোবিন্দ নিকুঞ্জ কেলি তথাই আইসে চলি
ভূষার তোলনা দিতে নাঞি ॥
মধুর বিরহে ধনি রাই।
কৃষ্ণ পানে চলি যায় মন্থর গমন তায়
মণিহার সঘনে দোলই ॥ ধ্রু ॥

নবীন যৌবন একে গৌর অঙ্গ পরতেকে
বিজুরি ঝলকে যেন ছটা।
নীলপট্ট পরিধান মুকুতা ঝালুরী ঠাম
ঝলমলি যেন কান্তি ঘটা॥
চাচর চিকুর কেশ তাহাতে বিচিত্র বেশ
বেণী বান্ধে রক্ত বর্ণ ছাদে।
মল্লিকা মুকুতা তাতে শোভা অতি করে যাতে
যমুনা তরঙ্গ যেন চাঁদে॥
নাচয়ে খঞ্জন আঁখি তাতে এইমত দেখি
অতনুকে নাচিবারে কয়।
পথে ভৃঙ্গ মধু পিয়া আছে শাখা পাসরিয়া
উড়ি যায় হেন শোভা হয়॥
শঙ্কা লজ্জা বেশ ভরে চঞ্চল সদাই করে
আঁখি অস্ত নবনিহারিণী।
কৃষ্ণ প্রতি যেন কত কুবলয় মালা যত
সদা করে সপদ্মহারিনী॥
ললিতা বিশাখা আদি সখিগণ সঙ্গে সাধি
সমান বয়েস রূপ গুণ।
সুবর্ণ প্রতিমাগণ করি তনু নির্মঞ্চন
চাঁদে কোটি দামিনী শোভন॥
কোটি কাম মূৰ্চ্ছা পায় পদনখ চন্দ্র ছায়
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কৃষ্ণে মোহে।
এমন রূপের ঘটা কে বর্ণিতে পারে ছটা
এ যদুনন্দন দাস কহে॥

তবে বিদূষক আগে অবলোকন করি।
কহিতে লাগিলা অতি হর্ষ হিয়া ভরি॥
ওহে সখা জানিলাম দেখ এই রায়ে
এই দেখ রাই সখী সঙ্গে আইসে ধীরে॥

তবে মদনিকা আসি কহে কৃষ্ণ পাশে।
রাই আনিলাম এই পরম উল্লাসে॥
২৭ (ক) সুহৃদ জনের সুখ হউক পূর্ণিতা।
আমি যাই স্থানান্তরে কহি গেল কথা॥
বিদূষক কহে আমি যাই অতি ত্বরা।
নিকুঞ্জ ভিতরে গিয়া গাথি পুষ্পমালা॥
সখিগণ স্থানান্তরে রহে আঁখি মেলি।
শ্যাম গোরীর যত দেখে মনোহর কেলি॥
এই তো কহিল রাধা অভিসার নাম।
চতুর্থ অঙ্কের কথা অতি অনুপাম॥

ইতি শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকে শ্রীরাধিকা অভিসার বর্ণনে নাম চতুর্থোঽঙ্ক॥

* * * * *

পঞ্চম অঙ্ক

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ॥
জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
রায় রামানন্দ চন্দ্র প্রেমের আলয়।
স্বরূপাদিগণ জয় প্রেম রসময়॥
শ্রীজীব গোসাঞি বৃন্দ যত ব্রজবাসী।
মুকুন্দ নরহরি বন্দ প্রেম সুখরাশি॥
জয় জয় গদাধর গৌর প্রাণ ধন।
সভে মেলি কৃপা কর দয়াময় গণ॥
আচার্য্য ঠাকুর জয় মোর প্রভুর প্রভু।
যত্তপি পামর মুঞি না তেজিহ কভু॥

বড় আশা করি আছো ক্ষুদ্র জীব হয়া।
আশা পূর্ণ কর প্রভু করুণা করিয়া॥
তোমার করুণা গুণ মনে করি সাধ।
আপনা অযোগ্য দেখি বাসো পরমাদ॥
দয়া না ছাড়িব প্রভু বৈষ্ণব গোসাঞি।
তোমরা করুণা কৈলে কৃষ্ণ প্রেম পাই॥
ধন জন রাজ্যভূমি নাহি মাগো আর।
কৃষ্ণ পদে প্রেম ধন মাঁগো এই সার॥
দরিদ্র জীবন মোর প্রেম ধন বিনু।
২৭ (খ) রাখিবারে আছে প্রাণ পশুপাখী যনু॥
বড় সাধ লাগে রাধাকৃষ্ণ লীলা গাই।
রাধা ভাবে কান্দিয়া কান্দিয়া সুখ পাই॥
পুলকাদি ভাবে মোর হউ কলেবর।
এই সাধ করে পুন বৈষ্ণব সকল॥
সাধনা নাহিক মোর নাহিক ভজন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা না কৈল অধম॥
হেন অধমেরে দয়া কে করিবে আর।
অদোষ দরশী ঠাকুর বৈষ্ণব আমার॥
আপন উদর ভরো সাংসারিকে প্রীত।
সকলি আছয়ে মোর যতেক অনিত॥
কাম ক্রোধ আদি করি সদা ভাড়ে মোরে।
মো সম অধম নাহি এ মহি মণ্ডলে॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব দুঃখে দুঃখী না হইলু।
সংসারের দুঃখে সদা চিত্ত মজাইলু॥
কে মোরে করিবে দয়া এ পাপিষ্ঠ জনে।
এড়াইতে নারিবে প্রভু লইনু স্মরণে॥
শরণাগতেরে প্রভু ত্যাগ না করয়ে।
এই তো ভরসা আমি মনে দড়াইয়ে॥

প্রেমধন দেহ মোরে প্রভু দয়াবান।
জগভরি গাইবে তোমার কৃপার আখ্যান ॥
কত পাপী তরাইলে করুণা করিয়া।
এ জনে করহ দয়া সত্তে দেখ্ ইহা ॥
মুঞি অন্ধ আপনাকে জ্ঞানবান মানি।
মুঞি অতি মর্ম পণ্ডিত করি জানি ॥
হেন হত বুদ্ধি জনে কে করিবে দয়া।
করুণা করিয়া মোরে দেহ পদছায়া ॥
নিবেদন করে পায় এ যদুনন্দন।
ঠাকুর বৈষ্ণব মোরে করহ তারণ ॥
কহিব অপূর্ব কথা শুন ভক্ত গণ।
শ্রদ্ধা করি শুন কথা পাবে প্রেম ধন ॥

২৮ (ক)

রাধা কৃষ্ণ প্রেম লীলা অতি মনোরম।
চারি বেদ করে সদা যার অন্বেষণ ॥
তথাপিহ নাহি পায় উদ্দেশ যাহার।
হেন প্রেম কৈলা প্রভু চৈতন্য প্রচার ॥
রামানন্দ রায় পদে কোটি নমস্কার।
প্রেমময় কৈলা শাস্ত্র জীবের নিস্তার ॥
কৃষ্ণ ভক্তগণ সুখ পায় তাহা শুনি।
আপনি গৌরাঙ্গ প্রভু স্বাদে পুনঃ পুনি ॥
রাধাকৃষ্ণ পায় মোর কোটি পরণাম।
সদাই সেবন করো রহিয়া সে স্থান ॥
অতঃপর দোহে রাত্রে বিলসিলা রঙ্গে।
ডুবিলেন রাধাকৃষ্ণ প্রেমের তরঙ্গে ॥
প্রভাতে উঠিয়া তবে দেখে শশীমুখী।
উঠিয়া ভাবেন মনে হয়্যা মন সুখী ॥
ওহে আজি নিকুঞ্জেতে মঙ্গল বৃত্তান্ত।
কেমনে বিহার হৈল শুনিব নিতান্ত ॥

তস্মাৎ মদনিকা পাশে করিয়ে গমনে।
এত ভাবি চলে তিঁহো উল্লাস সঘনে॥
সম্মুখে দেখিয়া বলে এই তো মদনা।
নিদ্রাতে মুদিত আঁখি কেনে উনমনা॥
লঘু লঘু গমনে আইসে সেইখানে।
এত দেখি সঙ্কেতে সে কহে যে কথনে॥

তথাহি॥ স্বৈরং স্বৈরং কথমপি দৃশৌ মন্দনিষ্পন্দতারে
বিন্যস্যন্তী শিথিলিত ভুজদ্বন্দ্বসন্নামিতাংসা।
মন্দনাস্ত-স্খলিত চরণ-ব্যস্ত মঞ্জীর ঘোষা।
দেবীনিদ্রাকুলতরতনুর্মোদমাবি করোতি॥ ৫। ২॥

সিন্ধুরা রাগেণ॥ দর মুকুলারুণ লোচনমানন ইহ গত কান্তি বিকাশে।
কমলমিবারুণমুষসি বিধাবম্বুবিম্বিতসম্বসকাশে॥
কিমিদমিয়ং প্রবিশন্তী॥
ভজতি মনোমম রতি বিরতাবিব বনিতা কাপি চলন্তী॥ ধ্রু॥
শিথিল ভুজা মৃদু রণিত কনকমণি কঙ্কনমিদমনুবারং।
বিসকলপাদ-নিবেশ-নিবারিত-নূপুর-ললিত-বিহারম্॥
গজপতি-রুদ্র-নরাধিপ-হৃদয়ে মুদমিদমাতনুতেতি
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং বিলসতি রসিক জনেতি॥ ৫। ৩

যথারাগ॥ মুকুল অরুণ যুগল নয়ন
২৮ (খ) বদন বিকাশ অতি।
প্রভাত কমল অরুণ লাগল
জলের নিকটে স্থিতি॥
দেবী নিদ্রা কুলা তনু মনোহরা
আনন্দে বাঢ়য়ে অতি।
শিথিলতা বাহু নামা তয়ে কাছ
শিথিল চরণ গতি॥

মঞ্জীর বাজয়ে বেণ্ড প্রায় হয়ে
স্খলিত চরণ মাঝে।
কনক কঙ্কন বাজে মনোরম
চটক ময়ূরে লাজে॥
তবে প্রবেশিল এমত কহিল
মদনিকা সেই বেশে।
নয়ন মাজিয়া কহয়ে দেখিয়া
অপূর্ব যামিনী শেষে॥
বসন্ত রজনী পরিণাম মানি
মদনিকা কহে আহা।
শুন সর্ব জন অতি মনোরম
রাই কানু রতি নেহা॥

তথাহি॥ ইতো মন্দং মন্দং সরসিজবনী বাতলহরী
ততশ্চূতাস্বাদ-প্রমুদিত-পিকানাং কলকলঃ।
ক্বচিৎ ফুল্লাং বল্লীমনু মধুকরাণাং স্বরকথা
কুতশ্চিত কোকানাং মৃদু মধুরমানন্দ লপিতম্॥ ৫। ৫॥

যথারাগ॥ রসময় বৃন্দাবনে ঋতুপতি শোভাগণে
অতি বিলক্ষণ মনোরম।
সরসিজ বন যত মন্দ মন্দ অতিরত
দোলায় মলয়ানিল দাম॥
কোন স্থানে পিক ডাকে রসাল মুকুল স্বাদে
মত্ত হয়া করে কলকলী।
প্রফুল্ল লতিকা গণে ভৃঙ্গগণ করে গানে
মধুপানে আনন্দে মাতলি॥
২৯ (ক) কোনখানে চক্রবাক বৃন্দ মহানন্দ পাক
আলাপ করি অতি।
ইহা কহি মদনিকা মহানন্দে অগনিকা
দুই তিন পদ চলে গতি॥

তথাহি ॥ উদ্দাম-স্মর চাতুরী-পরিচয়াদস্তেস্তরাগাদিমাং
রাত্রি জাগরিতানি সন্তানি যুবদ্বন্দ্বানি যচ্ছেরতে।
তত্তেসাং শ্বসিতানিলেন তুলনামাসাদয়িষ্যন্নিব
প্রোন্মীলৎ কমলাবলীষু বলতে শ্রীখণ্ডবীথীমরুৎ ॥ ৫ । ৬ ॥

যথারাগ ॥ মদনিকা কহে কথা দেখি প্রাতে মনোরতা
আপনা আপনি বিচারয়।
প্রাতে যে অনিল বহে শীতল সুগন্ধীময়ে
তাহা দেখি হর্ষে বিচারয়।
যুব দ্বন্দ্ব রাত্রি জাগে উদ্বেগে মন্মথ রাগে
চাতুরী বৈদগ্ধি বিচারিয়া
বিলাসে শুতিয়া আছে নিভৃত কুঞ্জের মাঝে
মুখে মুখ বুকে বুক দিয়া ॥
তাতে যে নিশ্বাস ছাড়ে অতিশয় সুশীতলে
তার তুল্য মলয় বাতাস।
পদ্ম বনে বিলসয় পরম শীতল ময়
যাতে ঘুচে মদন হুতাস ॥
এত কহি পুনর্বার দেখে অতি মনোহর
সম্মুখে নিশ্বাস ছাড়ি কহে।
শুন ভাগবত গণ রসময় বৃন্দাবন
শোভা যাহা মদন বর্ণয়ে।

তথাহি ॥ চকিত চকিতং ক্বাপি ক্বাপি প্রমোদ-নির-তরং
ক্বচন বনিতা কুণ্ঠোৎকণ্ঠং নিধায় বিলচনে।
কলয়তি তথাবস্থামেষা রথাঙ্গ কুটুম্বিনী
ভবতি ন যয়া চাস্তেবাসী বিদগ্ধ বধূজনঃ ॥ ৫ । ৭ ॥

যথারাগ ॥ চক্রবাকী দেখি কহে কি অপূর্ব্ব দেখি ওহে
বৃন্দাবনে প্রাতে মনোরম।
চকিত চকিত কত পরমানন্দ বহে যত
নিরন্তর আনন্দ পরম ॥

২৯ (খ) অখণ্ড বনিতা কেহ সে উৎকণ্ঠিতাতে রহ
বিলোচন ধরিয়া ধরিয়া।
এই চক্রবাকী তেন প্রকাশয়ে স্থানে যেন
একে রহে বিদগ্ধ বধূয়া॥
ক্ষণেক অন্যত্র গিয়া অত্যাশ্চর্য্য বিলোকিয়া
মদনা কহয়ে রম্য কথা।
অয়ে অতি রমনীয় দেখ এই কমনীয়
সাক্ষাতে আছয়ে সব তথা॥
মদনার যত বাণী সকল সুন্দর জানি
রাধা কৃষ্ণ লীলা যাতে আছে।
অন্য উপদেশ কয় যাতে যাতে সম্বোধিয়
বিচারিয়া দেখ ইহা পাছে॥

তথাহি॥ উন্মীলৎকমলোদরে মধুভরেদৃষ্টাত্মবিম্বং নিজং
মত্বনা দয়িতং কথঞ্চিদধুনা নোৎকণ্ঠয়া ধাবতি।
উৎকণ্ঠোপনতং পুনঃ সহচরং দৃষ্টা বিলক্ষা মুহু
ন স্থাতুং ন চ গন্তুমত্র চতুরা ভৃঙ্গী চিরং ভ্রাম্যতি॥ ৫। ৮॥

যথারাগ॥ কমল উপরে মধুপূর্ণ ভরে
কমলে ভ্রমর বৈসে।
আপনার অঙ্গ দেখি প্রতিবিম্ব
মধু মাঝে সুখে ভাসে॥
মনে ভাবে এই মোর প্রতি যেই
সে মধু করিছে পান।
উড়ি যায় তথি না দেয় সম্প্রতি
পুন হায় পূর্ব্ব স্থান॥
পুন দেখি তাই তথি উড়ি যায়
না দেখয়ে পুন তায়।
এমত সে ভৃঙ্গী অতি বড় রঙ্গী
থাকিয়া আইলা নয়॥

শশীমুখী দেখি মদনা সম্মুখী
দেখয়ে প্রভাতে রঙ্গ।
তাতে হরে মন না দেখিয়ে আন
আনন্দ বাড়য়ে তুঙ্গ ॥
তস্মাৎ যাইয়ে ইহারে দেখিয়ে
কহি গেলা তার আগে।
বন্দি ভগবতী কর দয়া মতি
দেখিয়ে আনন্দ লাগে ॥
মদনিকা তবে কহ শুনি এবে
কহিয়া মাজয়ে আঁখি।
নিকুঞ্জ প্রবেশ বিলাস বিশেষ
তুমি আছ তাহা সখি ॥

তথাহি ॥ ৩০ (ক) যত্তত্তো মুরবিদ্বিষঃ সমভবত্তেনাপি তস্যা মনো
মাধ্যস্থং পরিশঙ্কতে ভয়মনোজন্ম এসানির্ভরম্।
কামেষু-ব্রজপক্ষ-বাতবিসর-প্রাপ্তোদয়ো ন ক্ষণা-
দাশ্বাসং হরিণীদৃশো বিতনুতে তস্য প্রকম্পোযদি ॥ ৫ । ১৭ ॥

যথারাগ ॥ রাধিকার মুখ শশী প্রেমামৃত রাশি রাশি
দেখি কৃষ্ণচকোর মাতিয়া।
এ সভ হইল যারে সে রাইরে শুভ্র করে
মন রহে তটস্থ হইয়া ॥
শঙ্কা ভয় মনে জন্মে লজ্জা আসি বেড়ে মর্ম্মে
তাতে মন হইল স্থকিত।
জড় প্রায় হয়া রহে কিছু কর্ত্তব্যতা নহে
তনু হৈল পুলকে কাঁপিতে।
কামবাণে বিন্ধি মারে কৃষ্ণকে অস্থির করে
স্বেদ কম্প হইল তনুতে।
হরিণী নয়নীমন শুভ্র তাতে অনুক্ষণ
ক্ষণেক সোয়াস্তি নাহি তাতে ॥

শশীমুখী ইহা শুনি পরম আনন্দ মানি
মোর প্রাণ প্রিয়করি কহে।
কৃতার্থ হৈলু মুঞি প্রাণ দান দিলে তুঞি
আর অতঃপর কি বা হয়ে।
মদনিকা কহে বাছা শুন কহি প্রেম ইচ্ছা
হেন প্রেম ভুবনে কি আছে।
সুহৃদ লোকের আর অতঃপর সুখ করে
মনের সহিত অঙ্গ ইচ্ছে॥
শশী মুখী কহে তবে শুন দেবী কহি এবে
আর নাকি কিছু দেখিয়াছ।
দেবী কহে যত কেলি সমস্ত দেখিল ভালি
কহিব সকলি ইহার পাছ॥
শশীমুখী হর্ষ পাঞা কহে শুনি ওহে ইহা
তবে কি বা হইল বিলাস।
মদনিকা কহে তবে শুন বাছা কহি এবে
যাহা কহি মনে উল্লাস॥

তথাহি॥ সাশঙ্কং সমনোভব প্রহসিতং সাপত্রপং সস্ময়ং
(৩০খ) সাসূয়ং সমনোহরাত্মকপদং সপ্রেমসোৎকণ্ঠিতম্।
রাধয়া মধুসূদনস্য চ তদা কুঞ্জে তদাসীদ্রতং
যেনাসীম্মদনেঽপি বিস্ময়-রস-স্নিগ্ধা-তরো নির্ভরং॥ ৫। ২৩॥

যথারাগ॥ প্রথম মিলনে রাই মনে অতি শঙ্কা পাই
আছে কুঞ্জে নিকটে যাইয়া।
কৃষ্ণ তাহা দেখি প্রফুল্ল বয়ান আঁখি
কহে কাম হাস্য প্রকাশিয়া॥
লজ্জা আসি ধরে তাই তাতে অঙ্গ ঝাপে রাই
কৃষ্ণ গর্ব্ব করে অতিশয়।
অসূয়া ভয়েতে খেলা রাই মনে উপজিলা
মনোহর যাতে প্রেমময়॥

কৃষ্ণ প্রেমোৎকণ্ঠা হৈল তাতে সব বিছুড়ল
কিবা জানি কেমন বিধান।
রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ মাঝে গাঢ় স্নেহ হৃদি মাঝে
তাহাতে বিষয় হয় কাম॥

আহির রাগেন॥ মৃদুমঞ্জীর-রবানুগতং গতমনয়া শয়ন সমীপং।
মধুরিপুণাপি পদানি কিয়ন্তাপি চলিতং কিয়দনুরূপম্॥
শশিমুখি কি তব বত কথায়ামি।
রাধামাধব-কেলি-ভরাদহ মদ্ভুতমাকলয়ামি॥ ধ্রু॥
মিলিতমিদং কিল তনু-যুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং।
বিষম-শরাশুগ-কীলিতমিব সখি গলিত-চিরন্তন খেদম্॥
নখর-রদাবলি-খণ্ডিত মপি গুরু নিশ্বাসিতায়ত-ভীতং।
রুদ্র গজাধিপমুদমাতনুতাং রামানন্দ রায়-সুগীতম্॥ ৫ ।২৪॥

যথারাগ॥ রাইমন্দ গতি চলে পুষ্পশয্যা কুঞ্জস্থলে
মঞ্জীর বাজায় মৃদুমন্দ।
কৃষ্ণ সে নূপুর রবে আগুয়ান হয়া তবে
চরণে মঞ্জীর বায় মন্দ॥
সখি হে কি কহিব কহনে না যায়।
রাধামাধবের কেলি ভুবনে অদ্ভুত মেলি
আজি দেখিলাম রঙ্গ বায়॥ ধ্রু॥
৩১ (ক) নয়নে নয়নে মেলা মরমে মরমে খেলা
অস্থির হইয়া বাহু মেলি।
দুহু তনু কোলে করি হিয়ায় হিয়ায় ধরি
দুহু দুঁহা চুম্বে রস কেলি॥
পিয়য়ে অধরামৃত দুহে যেন উনমত
পানে তৃপ্ত না হয় দুহার।
আঁখি আঁখি দরশনে অঙ্গে অঙ্গে পরশনে
তৃপ্ত নহে কি কহিব আর॥

শ্যাম গৌরী প্রেম ভারি তনুতে তনুতে জোরি
অভেদ দেখহ দুহু অঙ্গ।
যে হেন অনঙ্গ বাণে বিন্ধি মারে দুই জনে
ক্ষীণ ভেল সব প্রতি অঙ্গ॥

দশনে অধর দংশী পবিত্র অমিয় রাশি
নখে তনুঘাত করে দুহু।
মদন যুদ্ধের কাজে পরিশ্রম হেন রাজে
যাতে অতি শ্বাস বহে মুহু॥

এই মত নানা লীলা কতেক কহিব কলা
রতি রণ কেলি মনোরম।
প্রেমময় সব লীলা কাম অগোচর কলা
কহে দাস এ যদুনন্দন॥

শশীমুখী কহে দেবী অসম্ভব প্রায়।
মদনিকা কহে যাতে এতাদৃশী ময়॥
নখরে করয়ে ক্ষত অধরে দংশয়।
দৃঢ় অঙ্গ অঙ্গ যাত অত্যন্ত বাধয়॥
মদনিকা কহে তুমি অত্যন্ত সরলা।
এ হেন অদ্ভুত প্রেম রসময় লীলা॥

তথাহি॥ উপদিশতি গুরু র্গুরু প্রযত্নাৎ
তদপি চ কালবশাৎ প্রযাতি পাকম্।
ইতি কিল নিয়তাঃ সমস্ত বিদ্যাঃ
সুরত কলাঃ স্বত এব সম্ভবন্তি॥ ৫। ২৮॥

যথারাগেণ॥ গুরু দীক্ষা করাইয়া সখীকে আত্মিক হয়া
শিষ্য প্রতি হয়া কৃপা,ঘিতি।
কোন ভাগ্যে কোন জনে সিদ্ধ হয় বিদ্যা জালে
কোন্ কালে বশ হয় স্থিতি॥

এমত সুরত কলা নানা রঙ্গ রস লীলা
এই শিক্ষা গুরু কেহ নয়।
কৈশোর বয়েস হৈলে আপনি আসিয়া মিলে
স্বতসিদ্ধ রতি কেলি হয়॥

৩১ (খ) সুরত লীলার কথা যেন শিক্ষা প্রায়মতা
নানা মতে লীলা যবে হৈল।
তারপর শ্যাম রায় হইয়া অধীন প্রায়
পুন আর যেই সব কৈল॥

তারপর যোগ্য যত রতি লীলা সেবে কত
বিস্তারিলা স্বাধীন ভর্ত্তিকা।
কৃষ্ণ অতি অধীনতা হইয়া করেন তথা
সে লীলা যে হয় প্রকাশিতা॥

আপনার রতি রঙ্গে বেশ শিথিলতা অঙ্গে
করে বেশ আপদ মস্তকে।
কুঙ্কুমে বদন মাজে চিরণীতে কেশ সাজে
মৃগ মদে পত্রাবলি লেখে॥

যাবক চরণে রঞ্জে পরায় ভূষণ পুঞ্জে
বসন কোছায় পহিরায়।
করিয়া কান্তার বেশ দেখি পায় হর্ষাবেশ
সে আনন্দ কহনে না যায়।

শশীমুখী কহে হাসি সম্প্রতি কমলোল্লাসি
আমা সভার কল্যাণ যাহাতে।
সুরত প্রমোদ লক্ষ্মী আছয়ে তাহার সাক্ষী
ব্যক্ত রূপ রাইর তনুতে॥

নখ পদ দশা লক্ষ চারু ভূষা যুগ্ম অঙ্গ
অঙ্গ দেখিবার সাধ হয়।
সে সব দেখিয়া আঁখি মন তুষ্ট রসে মাখি
অতিশয় আনন্দ বাঢ়য়॥

তবে প্রবেশিলা আসি রাধিকার কথা।
কত দূরে কৃষ্ণচন্দ্র দেখে সে ব্যস্ততা ॥
সম্মুখে দেখিয়া কিছু কিছু কহে মনে মনে।
প্রসন্ন সকল দিগ দেখি যে এখনে ॥
প্রভাত হইল আসি কি হবে উপায়।
কেমনে আপনা ঢাকি যাব নিজালয় ॥
পরপতি সঙ্গে লীলা কেহো পাছে জানে।
শাশুড়ী ননদী পাছে জাগিবে ভবনে ॥
এত ভাবি দুই তিন পদ চলি যায়।
৩২ (ক) সত্বরে সত্বরে যাইয়া রাই পুন ফিরি চায় ॥
কৃষ্ণ তাহা দেখি কহে মন হরষিতে।
আশ্চর্য্য দেখি যে এই প্রিয়া অনুষ্ঠিতে ॥
প্রেম আর শঙ্কা আসি হৃদয়ে পশিলা।
তাহাতে যাবক রাই রচিতে দেখিলা ॥

তথাহি ॥ দ্বিত্রাণ্যেব পদানি গচ্ছতি জবাৎ দ্বিত্রাণি মন্দং পুন
স্ত্রাসোৎকম্পমথাপি পশ্যত দিশঃ সাকূতমেতা পুনঃ।
যো ন স্যাদপি গোচরে নয়নয়ো নৈদিষ্টমেতং জনং
সং প্রত্যেতি পদে পদে ব্যবহিতং মামস্তিকেঽপি প্রিয়া ॥ ৫।৩২ ॥

যথারাগ ॥ ত্রাসে দুই তিন পদ বেগে যায় রাই কত
অন্ত দেখি মনে ভয় করি।
কম্পিত হইয়া অঙ্গ দেখে নেত্র যে তরঙ্গ
দশদিক অতি ত্রাস ভরি ॥
দুই তিন পদ পুন মন্দ গতি চলে ক্ষণ
প্রেম ভবে না পারে চলিতে।
নয়ন আকুতি করি আমা পানে হেরি হেরি
যায় মোর চিত্ত চোরাইতে ॥
আমার নিকটে প্রিয়া যাইতে দ্রবিত হিয়া
আমারে ছাড়িতে প্রাণ কান্দে।
দূর দিগে দৃষ্টি দেখে ত্রাস পায় লাখে লাখে
ধনি পড়িয়াছে দুই ফান্দে ॥

লাগল বিষম তথা ছাড়িতে নারয়ে তথা
মোর প্রাণ দেখি কেমন করে।
কেনে বিধি কৈল ইহা বিচ্ছেদ প্রাণের প্রিয়া
রস শূণ্য বিধি কলেবরে ॥
রাধা পুন ভাবে মনে শঙ্কা হৈল বলবানে
অতি ত্বরা চলি নিজালয়।
নানা প্রেম গতি রীতি বুঝিতে তাহার মতি
প্রেমাধীন কিবা না করয় ॥
এই কালে মদনিকা দেখি কহে হর্ষাধিকা
দেখ দেখ সম্মুখে অন্তিকে।
৩২ (খ) মাধব কথোক দূরে রাধিকা গমন হেরে
কায় মনোবাক্যে করি একে ॥

তথাহি ॥ ন ব্যালাদপি সং বিভেতি পুরতঃ স্থানো যথা দূরতো
নোদ্বিগ্না করিগর্জিতাদপি যথা কাকাবলী-নিস্বনাৎ।
নৈবেয়ং তিমিরেহ পি মুহ্যতিতরাং কামং প্রকাশে যথা।
তন্মন্যে বিরহেহপিনৈব বিধুরা কান্তস্য যোগে যথা ॥ ৫। ৩৪ ॥

ললিত রাগেন ॥ অভিমত-গাঢ় মনোরথ-সমুচিত-রতিপতি-সমর-বিশেষে।
বিজয়-পরাজয়-পরিচয়-বিমুষিত-চেতসি-বলদভিলাষে ॥
লুলিত মনোহরা দেহা।
কথয়তি পরিচয়মিয়মতি নিপুণং মৃদুপদ কমল-লবেহা ॥ ধ্রু ॥
কুসুম-শরাসন-শর-নিকর-ধ্বনি-মনিত-মনোহর ঘোষে।
গুণ পরিপাটিতয়া পরিকল্পিত নখ-দশন-ক্ষত-দোষে ॥
গজপতি রুদ্র নরাধিপ-বিদিতে রসিক জনাহিত-তোষে।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতে হৃদয়ং কুরুত বিদোষে ॥ ৫। ৩৫

যথারাগ ॥ কৃষ্ণ পরপতি সনে রজনী বিলাস গণে
করি রাই বিহারে চলিলা।
তাহাতে যতেক দুখ কি কহিব ফাটে বুক
বিষ করে সম্ভোগ অমিলা ॥

শিরশ্ছেদ বৃক্ষ নাম শুন তার যে আখ্যান
তাহা দেখি পুরুষের জ্ঞানে।
যত ভয় পায় মনে রাই তার কিছু অন্ত নাঞি
তত ভয় নহে সর্পা গণে॥
কামবাণে স্তব্ধ যত উদ্বেগ পাইল কত
গজেন্দ্র গর্জনে তত নাঞি।
অন্ধকারে মোহ যত না পায় প্রকাশ তত
মোহ পায় চন্দ্র মুখী রাই॥
কৃষ্ণের সম্ভোগ যত দুঃখ পায় অবিরত
তত দুঃখ বিরহে না হয়।
তথাহি আনন্দময় পরকীয়া রস হয়
কেবল গোবিন্দ সুধাময়॥
৩৩ (ক) কৃষ্ণ বিনু অন্যজন করে ইহা আচরণ
আপনাকে কৃষ্ণ হেন মানি।
ইহ লোকে পরলোকে, নাশ যায় দুই লোকে
পাছে যম দণ্ডে তারে জানি॥

পুন যথারাগ॥ আশ্চর্য্য রাইর দেহ তিলেক না পায় খেহ
মনোহর শোভা প্রতি অঙ্গ।
মৃদ পদ গতি অতি শিথিল তখন খিতি
পরিচয় করয়ে সে রঙ্গ॥
রজনীতে রতি পতি সমর বিশেষ অতি
বিজয়ে যে পরাজয় যায়॥
তাহাতে রহিল মন অভিনয় অনুক্ষণ
তাতে তনু স্থির নাহি পায়॥
কুসুম সরস বন ধ্বনিগণ মনোরম
কণ্ঠের কুজিত রসময়।
নখেত দশন ক্ষত দোষ নহে গুণযত
এইত কারণে পরকাশয়॥

তস্মাৎ অত্যন্ত ভয় রাধিকা কাতর হয়
দেখা দিয়ে আশ্বাসিয়ে আমি।
এত কহি রাই আগে দেখা দিল মহাভাগে
কহে বাছা এথা আইলা তুমি॥
রাই তবে দেখি অতি সম্ভ্রমে ভরিল মতি
দেখি কহে দেবী ভগবতী।
সুলজ্জা হইয়া বন্দে দেবী পায় মহানন্দে
কহে দেবী সুখে থাক নিতি॥
হেন কালে বেশ স্থলে শব্দ কলকলি
অবোধ অবোধ এই শব্দ কোলাহলি।
শুনি সভে কর্ণপাতে শুনি কিবা রব।
পুনর্বার বেশ স্থলে কহে এই সব॥

তথাহি॥ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ খুরাঞ্চলেন চ বলা দেষ ক্ষমামুল্লিখন্
কল্লাস্তস্তনয়িত্নু গর্জিত—ঘনধ্বানৈ র্দ্দিশো দারয়ন্।
এষ ব্যাপদি মজ্জয়ন ব্রজমভূদ্দৈ বাদরিষ্টোহ গ্রতঃ॥ ৫।৩৯

যথারাগ॥ বিশেষ আকার ধরি অকস্মাৎ ব্রজপুরী
নষ্ট করে অরিষ্ট অসুর।
দুই শৃঙ্গ দিশা মই উঝারয়ে পাপী এই
৩৩ (খ) ব্রজ ভূমি করিবে প্রচুর॥
খুরাঞ্চলে ভূমি খোলে উঝানি উঝানি পেলে
মহা মহা গর্ত হয়া যায়।
কল্লাস্তরী সময়েন বর্জ হয় তেন ঘন
ধ্বনি গণ দিগ বিদারয়।
উল্কাপাত সম হয় দুই চক্ষু ক্রোধময়
দোলয় সঘন পাপী এই।
না জানি কি হবে ভাই এই মত সভে গাই
কোলাহল হৈল অতিশয়॥

রাধা কুঞ্জান্তরে পশি দেখয়ে গোপনে বসি
কৃষ্ণ যায় সাটোপ করিয়া।
ব্রজবাসী জনগণে করয়ে অভয় দানে
গর্ব করে দুবাহু তুলিয়া॥

তথাহি॥ দৃপ্যদ্দানবশীর্ণশৈল বলয়-ক্ষৌণী মহালম্বনে
বৈরি ব্যাকুল-শক্র-শান্তিকমথ-প্রোদ্দামযুপেঽপিচ।
অস্মিন কৃষ্ণভুজেঽপি-জাগ্রতি ভয়ং নিত্যং তদেকাশ্রয়ান্
ঘোষস্থানপি সংস্পৃশেদহহ কিং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি॥ ৫। ৪১॥

যথারাগ॥ দানবের দর্প হৈতে শশীভূমি শৈল যুথে
তারা অবলম্বে মোর বাহু।
দেখিতে ব্যাকুল শক্র তারে শান্তি মহাচক্র
শান্তি যুদ্ধ কাম শ্রম পহু॥
এ বাহু জাগ্রত মোর ব্রজবাসী রহু কোর
ইথে ব্রজবাসী ভয় কোথা।
ব্রজবাসী মোর প্রাণ প্রাণ হৈতে অনুষ্ঠান
কেনে পাপী করিবেক এথা॥
এত কহি শ্যাম রায় সাটোপে চলিয়া যায়
সে পাপী অসুর মারিবারে।
ব্রজবাসী তাহা দেখি কহে অশ্রু ভরি আঁখি
কৃষ্ণ কেনে গেলা পাপী স্থলে॥
গিরি শৃঙ্গ জিনি দুই শৃঙ্গ মহা তীক্ষ্ণ যেই
পর্বত বিদারে হেন তেজ।
তার আগে কৃষ্ণ তনু কোমল উৎপল যনু
কি হবে করিয়া করে খেদ॥
মদনিকা দেখি তাহা সাশ্রু মুখে কহে ইহা
৩৪ (ক) আজি না জানিয়ে কিবা হয়।
কৃষ্ণ দেখি আঁখি ঝরে কহে কথা অঙ্গ ভরে
এই হয় অতি প্রেমময়॥

তথাহি ॥ অদ্য ক্ষৌণি সহস্র ভারমতুলং দেবা জয়াশা কুতঃ
শ্রীদেবি ব্রতমাচর ব্রজজনাঃ ক্বানন্দবার্ত্তাপি বঃ ।
মাতর্দ্দেবকি কিং ভবিষ্যসি গতান্দাদয়ো রাধিকে
শূন্যং তে জগদস্য জাতমধুনা হাহা হতাঃ স্মো বয়ম্ ॥ ৫ । ৪৩

যথারাগ ॥ মদনিকা কহে কথা মনে পাই অতি ব্যথা
কৃষ্ণে দেখি অরিষ্টের আগে ।
সদাই মঙ্গল মনে উঠি সব বন্ধু গণে
স্নেহে কহে মনে যাহা লাগি ॥
শুন শুন ওহে ক্ষৌণি আজি হৈতে সদা তুমি
থাক অসুরের ভার বহি ।
শুনহ দেবতাগণ যাও আশা ছাড়ি মন
পাপিষ্ঠ অরিষ্ট যাতে এই ।
লক্ষ্মী দেবী পুনর্বার ব্রত করি অনিবার
তবে যে নিস্তার পাব দেখি ।
ওহে ব্রজবাসীগণ কোথা আর হর্ষমন
বার্ত্তা তোমা সভার আর কি ॥
হা হা যশোমতি মাতা না জানি কি হবে কথা
কি বা গতি হইবে তোমার ।
ওহে নন্দ আদি গণ না জানি কেমন ক্ষণ
কি বা হবে তোমা সভাকার ॥

যথারাগ ॥ হত হব আমা সভাগণে ।
শুন সুধামুখী রাধা কি কব তোমার সাধা
শূন্য হয় পাছে ত্রিভুবনে ॥
এতেক শুনিয়া রাই মনে অতি দুঃখ পাই
আতঙ্ক হইয়া গেল হিয়া ।
হা ধিক হা ধিক কহে আঁখি জল নাহি রহে
কহে কিছু গদগদ হয়া ॥

মুঞি অভাগিনী অতি পাপিনী তাপিনী মতি
কৃষ্ণ সঙ্গ হইতে প্রেমাঙ্কুর।
এই সে দুর্দ্দৈব হৈল দুই পত্র না জন্মিল
৩৪ (খ) ভাঙ্গিলেন বিধি বড় ক্রুর॥
হেন কালে শশীমুখী কহে ধৈর্য্য হও সখি
এই দেখ কৃষ্ণ আগে হয়।
কহে এই বেশ স্থলে মুনীন্দ্র যোগেন্দ্র বোলে
গোবিন্দের স্তবন করয়॥

তথাহি॥ যত্রোন্মীলোতি মীলিতং ত্রিভুবনং যত্রোন্নমত্যানতং
যস্মিন ভ্রাম্যতি ন ভ্রমন্তি বিয়তি প্রায়েণ বাতা অপি।
ক্ষিপ্ত্বা কন্দুক লীলয়া তমধুনা বৃন্দাবনাদ্দূরতো
হত্বারিষ্ট মরিষ্টমেতদকরোৎ শ্রীমান মুকুন্দো জগৎ॥ ৫। ৪৬॥

অন্বার্থ॥ যে অরিষ্ট প্রসন্ন হইল ত্রিভুবন।
যার অধীনতা হয় এ তিন ভুবন॥
যাহার ভুবনে বাউ গগনে অচল।
স্থকিত হইয়া চলে হেন যার চল॥
যে পাপিষ্ট অরিষ্ট কৃষ্ণের শত্রু প্রায়।
বৃন্দাবন হইতে তারে মারিয়া পেলায়॥
মারিয়া অরিষ্ট স্থর এ তিন ভুবনে।
আনন্দ দিলেন কৃষ্ণ নাহি অল্প শ্রমে॥
তবে আসি কৃষ্ণচন্দ্র প্রবিষ্ট হইলা।
সবে হাস্য যুক্তে হয়া কহিতে লাগিলা॥
মদনিকা কহে কৃষ্ণ চন্দ্রকে দেখিয়া।
আশ্চর্য্য মাধবী ভুষা গরিমা হইয়া॥

তথাহি॥ বিশ্রস্তালক-বল্লরী পরিমিলৎস্বেদোদ বিন্দুৎকর-
ব্যালিপ্তলিকচন্দনঃ ক্রমগলৎ কেকিশ্ছদোত্তংসকঃ।
পাদক্ষেপ-সমুচ্ছলৎ ক্ষিতিরজো রম্যাঙ্গ-রাগশ্চিরাৎ
আনন্দং বিতনোত্যয়ং নয়নয়োরাবির্ভবন্মাধবঃ॥ ৫। ৪৮॥

যথারাগ ॥ গোবিন্দের কিবা রূপ দেখি কান্দে কাম ভূপ
শ্যাম তনু প্রতি মনোহর।
অরিষ্ট অসুর সঙ্গে যুদ্ধ কৈল মহারঙ্গে
তাতে শ্রম হৈল বিস্তর ॥

শ্রম জল কণা বিন্দু শোভি আছে মুখ ইন্দু
৩৫ (ক) চাঁদে যেন মতি সারি সারি।
বিস্তর অলকামতা যেন অলিবৃন্দ মাতা
পদ্মমধু পিয়ামত্ত ভারি ॥

অলকা তিলকা চাঁদ তায় লিপ্ত মন ফাঁদ
ব্রজ বধূগণ মাতে যাতে।
চূড়াতে ময়ুর পাখা শিথিলতা মনোৎসুকা
উত্তংশ শিথিল হৈল তাতে ॥

পদে ক্ষিপ্ত হয় ধুলি অঙ্গে লাগে সমচুলি
তাতে সেই অঙ্গরাগ যত।
নয়ানে আনন্দ দেই গোবিন্দ অঙ্গ শোভা এই
আসি কৃষ্ণ হৈলা উপস্থিত ॥

কহি মদনিকা তথা গেলা অতি হর্ষমতা
ভাগ্যে তুমা দেখিলাউ আমি।
জয় রূপ সয়ম্বর হউতার নিরন্তর
তাতে আলিতে থাক তুমি ॥

কৃষ্ণ দেখি কহে তারে হয়া হর্ষ সুবিস্তারে
আপনি আছিলা তুমি এথা।
মদনিকা কহে তুমি জয়শোভা অতি মাণি
সেই শোভা দেখি বাহ্যাহতা ॥

তস্মাৎ বকুল তরু তার শ্রম দূর করু
ক্ষণেক বৈসহ বাঙ্গা তথা।
কৃষ্ণ কহে ইচ্ছা তোর তাহাই কর্তব্য মোর
ইহা কহি বৈসে কৃষ্ণ তথা ॥

মদনিকা স্নেহ ভরে কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শ করে
কহয়ে দুষ্কর কর্ম কৈলা।
কিছু পরিতোষ তোরে কিরূপে করিয়ে ভোর
মোর মন ইচ্ছা বড় হৈলা ॥
কৃষ্ণ কহে যাহা মনে কব তাহা এই ক্ষণে
শুনি হর্ষ হৈলা মদনিকা।
ত্বরা কুঞ্জে প্রবেশিলা রাইকে লইয়া আইলা
আনিয়া কহয়ে হর্ষাধিকা ॥
আনিয়া কহয়ে শ্যাম তোরে করি মনস্কাম
মোর হয় মনের সন্তোষ।
যাহা কহি তাহা কর মোর এই বোল ধর
ইথে না গণিকে গুণ দোষ ॥

তথাহি ॥ নবাভি সঙ্গ-বিধুরাং ত্রাসোন্মীলিতলোচনাং।
৩৫ (খ) মধুরালোকনেনৈনাং সম্ভাবয় চিরাদিব ॥ ৫ । ৫৫ ॥

তথারাগ ॥ নবীন সঙ্গমে রাধা বিচ্ছেদে পাইল বাধা
আর তথা অসুরের সাথে।
দেখিয়া তোমার রণ তৃষ্ণা পাইল অনুক্ষণ
মন্ত্রিত জীবন কাঁপে যাতে ॥
মধুর নয়ানে রাই দেখ তুমি এই ঠাই
তাপ দূর করহ ইহার।
পরম নিভৃত স্থান দেখ এই মনোরম
শ্রম দূরে যাউক তোমার ॥
শুন কৃষ্ণ আনন্দিত সদা বাঞ্ছা যাহা চিত
তাহা কহিলেন মদনিকা।
সস্পৃহ হইয়া শ্যাম দেখে রাই শোভা ধাম
দেখি আঁখি লক্ষ প্রায়ধিকা ॥
মদনিকা কহে রাধে সাধহ আমার সাধে
দেখি আমি নয়ান ভরিয়া।
জন্মের সাফল্য তবে এই যদি দেখি এবে
কর বাঞ্ছা লাজ তেয়াগিয়া ॥

দুষ্টাসুর সংগ্রামে কৃষ্ণ হৈলা পরিশ্রমে
তাতে ঘর্ম বিন্দু ভরে গায়।
নীল পট্টাঞ্চল দিয়া বীজন করহ গিয়া
বাক্য কহ অমৃত নিন্দয় ॥
শুনি প্রেমময়ী রাই নেত্রাঞ্চলে কৃষ্ণ ঠাই
পট্টাঞ্চলে বীজন করয়।
আনন্দে না ধরে অঙ্গ বিলাস অঙ্গে হৈল অঙ্গ
দুহু হিয়া দুহু তৃপ্ত হয় ॥

তথাপি ॥ বৎসে-ক্রূড়-সঙ্গর-পরিশ্রমোল্লসৎ
স্বেদবিন্দু-নিকরৈঃ করম্বিতম্।
অঞ্চলেন নিজবাসসঃ প্রিয়ং
বীজয় প্রিয় গিরাভিনন্দ্যচ ॥ ৫। ৫৭ ॥

যথারাগ ॥ দেখি মদনিকা অতি আনন্দে ভরল মতি
কহে কৃষ্ণ কহ দেখি আর।
ইহা কহি তোর কিয়ে প্রিয়া আছে কহি দিয়া
অকপটে কহিয়ে বিস্তারে ॥
কৃষ্ণ কহে ইহা বিনে প্রিয় নাহি ত্রিভুবনে
ইহা বই নাহি মোর সুখ।
ইহা বই আর নাঞি ঠাই আমি সত্য কই
৩৬ (ক) ইহাতে ভরিবে মোর বুক ॥

তথাহি ॥ পক্ষেযোবিশিখাবলীভিরভিতো নিস্তক্ষ্যমাণেন চেৎ।
আনন্দৈকনিদানমেণনয়না প্রাপ্তা প্রসাদাত্তব ॥
ভূয়ঃ সেয়মলস্তি কাচন দৃশোঃ পীযূষ ধারাময়া।
কিম্বাতঃ পরমস্তি দেবি ভুবনে কিঞ্চিৎ প্রিয়ং যাদৃশাম্ ॥ ৫। ৬০

মঙ্গল গুজ্জরী ॥ পরিণত শারদ শশধর বদনা।
মিলিতা পাণি তলে গুরু মদনা ॥
দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং।
বহুতর সুকৃত ফলিত মনুদিষ্টম ॥ ধ্রু ॥

পিক-বিধু-মধু মধুপাবলি-চরিতং ।
রচয়তি মামধুনা সুখ ভরিতম্ ॥
প্রণয়তু রুদ্র-নৃপে সুখমমৃতং ।
রামানন্দ ভণিত হরিরমিতম্ ॥ ৫ । ৬১

যথারাগ ॥ অতনু বিরসি গণে তাতে মোর অনুক্ষণে
তাহাতে তরায় হেন নাঞি ।
তাহাতে আনন্দ দিতে হরিণী নয়ান যাতে
নয়ান অঞ্চলে শান্তি পাই ।
সে রাধা নয়নাঞ্চল সুধা ধারা রসাঞ্চল
তাহাতে না হই আমার ।
ইহা বিনু মোর প্রিয় ত্রিভুবনে নাহি কেহ
কহিলাম সাক্ষাতে তোমার ॥
পূর্ণিমার শশী মুখী কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি
হস্ত তলে মিলিল আসিয়া ।
কি মোর অরিষ্ট সার ত্রিভুবনে আছে আর
কি বা আমি হইব চাহিয়া ॥
কোকিল বসন্ত কালে ভৃঙ্গিবলী কাম খেলে
বৃন্দাবনে পুষ্পগন্ধ যত ।
সব হৈল সুখদাই আর কিছু দুঃখ নাঞি
যারে রাই হৈল অনুগত ॥
তথাপি মাগিয়ে এক শুন তাহা পরতেক
এই পরকীয়া লীলা মোর ।
ইথে শ্রদ্ধা বাঞ্ছে যারা এ মাঞ মানুষ তারা
সে বা মনে হইল বিভোর ॥
৬৬ (খ) পরম রহস্য লীলা সুধা হৈতে সুমধুরা
ইহাতে লালস বুদ্ধি যার ।
তারে কৃপা কর তুমি এই বর মাগি আমি
এই ব্রজে বসতি তাহার ॥

ইহা শুনি মদনিকা আনন্দ বাড়িলধিকা
এ সমস্ত কহে বার বার।
কহি সবে গেলা ঘর . হইয়া আনন্দ পর
পঞ্চমঙ্ক সম্পূর্ণ তাহার ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত করুণা সিন্ধু
স্বরূপ রূপ সনাতন আদি।
শ্রীরঘুনাথ গোপাল ভট্ট করুণাতে অদভূত
শ্রীজীব গোসাঞি পদ সাধি ॥

রায় রামানন্দ পদে প্রণতি করিয়ে সাধে
তার গ্রন্থ মনোরম এই।
করি তার পদে স্তুতি ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষিতি
তোমা বিনা আর গতি নাঞি ॥

তোমার করুণা বলে মুঞি মূর্খ কুতূহলে
প্রাকৃতে এ সব লীলা পাই।
তুমি মোরে কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া
তোমা বিনে আর গতি নাঞি ॥

ইথে অপরাধ মোর না লইবে দোষ ওর
পুন করো পাদ পদ্মে স্তুতি।
আপন অভিষ্ট যেন মোরে কৃপা কর তেন
রাধা কৃষ্ণে যেন রহে মতি ॥

আচার্য্য ঠাকুর পায় দণ্ডবৎ করি তায়
চিত্ত শুদ্ধি পাই প্রেম লোভে।
তাঁহার করুণা পাত্রী কেবল প্রেমের গাত্রী
কৈলা তাহা যাতে সর্বভাবে।

শ্রীহেমলতা খ্যাতা আমার অভিষ্ট দাতা
তার পায় মুঞি পাপ ছার।
কভু না সেবিনু তারে একথা কহিব কারে
তভু কহো মুঞি দাস যার ॥

দারুণ সংসার রসে মজিলু আপন দোষে
পাপে চিত্ত হৈল নিমগনে।
ইন্দ্রিয় তৃপ্তাতা নাঞি ভুঞ্জিলেহ ভুঞ্জিতাই
পাপমন বস্তু নাহি জানে॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ সকল সম্পদ সদ্ম
ইহা নাহি ভজে নাহিয় যে
তবে কি করিব আর শ্রীগুরু করুণা সার
সেই করুণা মাগে নিজে।
মনোভীষ্ট পূর্ণ হবে মহানন্দ সুখ পাবে
ব্রজ ভুমে হউক বসতি।
যাতে রাধাকৃষ্ণ পাই তার প্রেম লীলা গাই
তাঁর গণ সঙ্গে হউ স্থিতি॥
মোছার অধমাধম মুঞি অতি হীনোত্তম
আমারে দেখিলে পাপ হয়।
হেন ছারে কৃপাকরে কে হেন করুণা আরে
সব কৃপা গুণ দয়াময়॥
কৈল আত্মনিবেদন শুনহ বৈষ্ণবগণ
ইথে মোর দোষ না লইবে।
তোমা সভার শ্রীচরণ ধূলি লইতে মোর মন
সাদ করি কৃপা কর সভে॥

ইতি শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকে শ্রীকৃষ্ণ সম্মিলনে নাম পঞ্চমোহঙ্ক॥
ইতি সম্পূর্ণ॥

সন ১২৬২ সাল, তারিখ ১২ই পৌষ, লিখিত শ্রীরামদাস বৈরাগী, সাং কৃষ্ণনগর, পঃ বগডিতঃ হাবেলি। হরিবোল হরিবোল হরিবোল শ্রী শ্রী কৃষ্ণ রায়জীউ পদভরসা তুহারি। তুমি যাকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, পঠনাথে শ্রীনন্দরাম মাকুড গোপ সাং মাজুর‍্যা পরগণে মল্লভূম বিষ্ণুপুর।

হরিভক্তি চন্দ্রামৃত

যদুনন্দন দাস
রচিত

হরিভক্তি চন্দ্রামৃত

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ আজানুলম্বিত ভুজৌ কণকাধরাভৌ

সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ-

বিশ্বম্ভরোদ্বিজবরৌ যুগধর্ম পালৌ-

বন্দে জগৎ প্রিয়করো করুণাবতারৌ ॥ ১

বেদামপি কারণং নিরবধি স্ত্রীনাং

বিলাসাস্পদং সিদ্ধিনাং সদয়ং সুধাকরমিতং

নিশ্চসেব যোগিশ্বরং

সর্ব্বেশ্বর্য্য নিধিং বিধেরপি বিধিং

মৎকামন্ন ক্রমং ত্রিজগতাং ভক্তানুরক্ত ভজে ॥ ২ ॥

(১) শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম প্রথমে বন্দিয়ে।

যাহা হৈতে সকল অভিষ্ঠ সিদ্ধ হয়ে ॥

বন্দনা করিব কৃষ্ণ চৈতন্ত চরণ।

যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ঠ লম্ভন ॥

বন্দিব শ্রীনিত্যানন্দ দয়ার সাগর।

গৌর প্রেমে গর গর যাহার অন্তর ॥

বন্দিব শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ঠাকুর।

যাহা হৈতে মিলে প্রেম ভকতি প্রচুর ॥

এককালে বন্দিব সর্ব বৈষ্ণব চরণ।

ব্যাজ হয় একে একে করিতে বন্দন ॥

মনে উঠি গেল এক অদ্ভুত কথা।

জানাইতে বিনাস হয় সংসারে ব্যথা ॥

সংসার সাগর মাঝে মোহময় জন।

সহস্রেক আশা সর্পে কাটে নিরন্তর ॥

সেই অহঙ্কার তাতে ভয়ঙ্কর ভূমি।

মগর কুম্ভীর কাম ক্রোধ মানি ॥

ইহাতে যতেক দুঃখ তরঙ্গ সে হয়।

তাহাতে প্রবেশ জীব রাজ্য সুখাশায় ॥

সংসার সাগর মাঝে যে জনা মজিল।
গোবিন্দ ভকতি তার কোথা বা রহিল।
ইহাতে হোথা কি মিলে গোবিন্দ চরণ।
যে মতো মন যে তার শুন কহি ক্রম॥
আগে পরলোক করি যদি থাকে ভয়।
তবে তার পুণ্যকাজে মতি উপজয়॥
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করি সৎসঙ্গ কয়।
অত্যন্ত চতুর যেই তার সেই হয়॥
সৎ সঙ্গ প্রসাদে শ্রদ্ধা বাঢ়ে কৃষ্ণ পায়।
তবে কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি উপজায়॥
সংসার সুখেতে থাকি বৈরাগ্য যদি হয়।
ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ প্রেম করয়ে উদয়॥
প্রথম হৈতে তার কহিব নিয়ম।
শ্রদ্ধাকরি শুন সবে আছে শাস্ত্রক্রম॥
শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম করিয়া আশ্রয়।
কৃষ্ণতুল্য করি তবে সতত সেবয়॥
দীক্ষা করি শিক্ষা আমি করে সবক্ষণ।
আশ্রয় করিবে গুরু বৈষ্ণব চরণ॥

২ (ক) অবৈষ্ণব স্থানে যদি কৃষ্ণমন্ত্র লয়।
সদগতি না হয় তার নরকে পড়য়॥
তবে সেই অবৈষ্ণব গুরু তিয়াগিয়া।
সদ্বৈষ্ণব গুরু করে বিশ্বাস করিয়া॥
যদি বা বৈষ্ণব গুরু না হয় পণ্ডিত।
তথাহি তাহারে ত্যাগ নহেত উচিত॥
তারে ছাড়ি বেদরিত গুরু যেই করে।
কখন আক্ষেপ যদি করয়ে তাহারে॥
শূকর জনম তার হয়ত সর্বথা।
বিচার করিয়া দেখ অগস্ত্য সংহিতা॥

গুরুদেব যদি কহে বিধি জ্ঞান বচন।
আজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় পাপিষ্ঠ সে জন॥
সক্রোধ স্বভাব গুরু সদা ক্রোধ করে।
অপরাধ নাহি শিষ্যের কেশে ধরে মারে॥
ইহাতে শিষ্যের যদি অবজ্ঞা জনমে।
নরক ভুঞ্জয়ে সেই পাপিষ্ঠ অধমে॥
অনেক আছে যে তাহা কি কহিব আর
সমাধানে কহি কথা যেই হয়ে সার॥
গুরুদেব আজ্ঞা হয় অতি বলবান।
যে জন লঙ্ঘয়ে তার নাহি পরিত্রাণ॥
গুরু আগে মিথ্যা কথা শঠতা বচন।
ইহা যেই করে তার নরকে গমন॥
একই আসনে যেই বৈসে গুরু সঙ্গে।
কিম্বা উচ্চস্থানে বৈসে গুরু দেব আগে॥
গুরুদেব তারে কৃষ্ণ অপরাধ হৈতে।
গুরু অপরাধি কেহো নারে তরাইতে॥
গুরুভক্তি হইতে মিলে কৃষ্ণেরে সর্বথা।
আকিঞ্চণ হয়া যদি বিচে নিজ মাথা॥
প্রসঙ্গে কহিল কথা শুন কহি আর।
যাহার শ্রবণে ঘুচে অজ্ঞান অন্ধকার॥
জিহ্বা পাইয়া কৃষ্ণ কীর্তন না করে।
ভেক জিহ্বা সম সেই কহে মনি বরে॥
সংসার বৈরাগ্য বিনা কৃষ্ণ ভক্তি নয়।
বিচারিলে হয় তাহা করিয়া নিশ্চয়॥
সংসারের সুখ বাঞ্ছা বাড়ি গেল যার।
কৃষ্ণ না পাইল সেই বৃথা জন্ম তার॥
সংসারে সুখ আগে দেখহ বিচারি।
অনিত্য সকল সুখ কৃষ্ণ ভক্তি বৈরি॥

ধনজন তরুণী বিলাস আদি যত।
সংসার বৈভোগ এই সকল অনিত্য॥
সুবুদ্ধি যে জন হয়ে বিচারয়ে সেই।
কৃষ্ণকে ভজন করে সংসারেতে রই॥
(২খ) কিম্বা সর্ব ত্যাগ করি যায় বৃন্দাবন।
নির্জনে বসিয়া করে কৃষ্ণের ভজন॥
বিশ্বাস করয়ে যেই শাস্ত্রের বচনে।
এ যদুনন্দন কহে তরে সেই জনে॥ ১॥

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
তস্মীভবর্ত্তি রাজেন্দ্র মহাপাতক কোটির॥

কৃষ্ণ নামে স্মরণে যতেক পাপ নাশে।
মহাপাপ কোটি কোটি পায়ত তরাসে।
আর কিছু কহি তাহা শুন মন দিয়া।
অবজ্ঞা না কর জানি পাঁচালি বলিয়া॥
সংসারের সুখ নহে বড় দুঃখময়।
প্রথমে হৈতে দেখ সাক্ষাতে আছয়॥
প্রথমে মায়ের গর্ভে জীবের জনম।
গর্ভের যন্ত্রণা যত না যায় কথন॥
জঠোর অনলে সদা দহে কলেবর।
নড়িতে চড়িতে নারে করে কল বল॥
পূর্ব জন্ম স্মৃতি হয় গর্ভের ভিতর।
ব্যথা পাঞা তথা সদা চিন্তএ অন্তর॥
রহে বিষ্ঠাগর্তে এই গর্ভের ভিতরে।
পড়িঞা রহিল্য প্রাণ ধরফর করে॥
পূর্বে কৃষ্ণ চন্দ্র ভজন না কৈল।
সেই অপরাধে বিষ্ঠা গর্ত্তেত পড়িল্য॥
মো বড় অধম মূর্খ বহু জন্ম গেল।
ভ্রমণ করিয়া কৃষ্ণ ভজন না কৈল॥

তনু পুড়ি গেল মোর মাতৃ কুক্ষি জ্বালে।
দাহন করয়ে লবনাম্লতিক্ত ঝালে॥
প্রকাশ নাহিক স্থল নারি চলিবারে।
কৃষ্ণ না ভজিয়া পাইল্য এতদুঃখ ফলে॥
দস্যুগণ বান্দি যেন রাখে কারাগারে।
তারা থাকে যেন বিষ্ঠা মূত্রের ভিতরে॥
এতদুঃখ পাইল মুঞী কৃষ্ণ না ভজিঞা।
কি করিব গেল মোর তনু সে পুড়িঞা॥
বাহির হইতে মুঞী পড়ি এথা হৈতে।
তবে আর মোহ কার্য্য না করিব চিত্তে॥
যতন করিঞা কৃষ্ণ করিব সেবন।
অর্থ তৃষ্ণা গেল মোর না হয় স্মরণ॥
এমত মায়ের গর্ভে জীবের যন্ত্রণা।
প্রথমে যতেক দুঃখ নাহি তার সীমা॥
দশমাস দশদিন যখন পূর্ণ হৈলে।
সেই জীব তখন পড়য়ে খিতি তলে॥
বাহির বাতাস পাঞা মূর্চ্ছা হয় তার।
মাএর সহিত দুঃখ পায়ত অপার॥
ভূমে পড়ি সেই জীব অজ্ঞান হইল।
যত আশা ছিল তার সব দূর গেল॥
৩ (ক) মৃত প্রায় হইঞা ভোগ করিতে লাগিল।
কৃষ্ণ ভক্তি স্মৃতি যত সব কতি গেল॥
গর্ভে তো জাগ্রত ছিল এথা অজাগ্রত।
হেথা জ্ঞান হীন গর্ভে ছিলা জ্ঞান ভূত॥
বাহির বাতাসে জ্ঞান বৃক্ষ কাটা গেল।
পুনর্বার জ্ঞানাঙ্কুর জন্মিতে লাগিল॥
বাল্যকালে জন্মে যদি জ্ঞানের অঙ্কুর।
* * জ্ঞান বৃক্ষ বাড়য়ে প্রচুর॥

অঙ্গের সহিতে সেই বাঢ়ে নিরন্তর।
সৎ সঙ্গ সৎ শাস্ত্রে সেচয়ে অন্তর॥
সে বৃক্ষ বাচিঞা ফল ধরে কৃষ্ণ ভক্তি।
যে ফল আস্বাদ গন্ধে তুচ্ছ করে যুক্তি॥
ইহার সঙ্গেতে জ্ঞান বৃক্ষ বাঢ়াইয়া।
অর্থ কাম আদি তৃষ্ণা বাঢ়ে যার হিয়া॥
সে তৃষ্ণানলেতে সেই জ্ঞান বৃক্ষ পুড়ে।
অতএব সেই বৃক্ষ ফল নাহি ধরে॥
মৃত খাওায় কাটে তারে তৎকাল সে পড়ে।
পুন যাই মাতৃ গর্ভে জীব জন্ম ধরে॥
সেই জীব মৃতমালা গলায়ে বান্ধিয়া।
ভ্রময়ে চৌরাসি লক্ষ জোনিয়ে ব্যাপিয়া॥
বহু ভাগ্যে হয় এই মনুষ্য জনম।
জন্মিয়া সে করে যদি কৃষ্ণের ভজন॥
তবে তার হিয়া জ্ঞান বৃক্ষ বাঢ়াইয়া।
ফলে প্রেমভক্তি ফল আস্বাদে বাসিঞা॥

অসখ্য কহিল এই গর্ভের যন্ত্রণা।
তবে শুন বাল্যকালে যতেক লাঞ্ছনা॥

নানা বাহু পিরীতি পায় বাল্য বএসে।
সদাই রৌরব মুত্র কর্দম পুরীষে॥

কৃষ্ণ ভক্তি জ্ঞান হীন কৃষ্ণ নাহি বলে।
পরের ইচ্ছায় স্নান ভোজন সকলে॥

অন্যন্যে হাসে খেলে পুরুসার্থ করিয়া।
দুঃখ পায় তাও খেলে আশক্তি হইয়া॥

বৃথা শ্রম করে মাত্র কৃষ্ণ ভক্তিহীন।
অতএব বাল্যকালে দুঃখময় চিহ্ন॥

যুবা কালে নাহি তার কিছু সুখ লেস।
যুবাকালে বহু দুঃখ জানিহ বিশেষ॥

সদাকাল চেষ্টা তাথে বহু দুঃখ পায় ।
পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চরস ব্যাপিয়া রহয় ॥
সুন্দর যুবতি বাঞ্ছা শয়নে করয় ।
না পায় তাহার সঙ্গ দুঃখেই মরয় ॥
দুঃখ পায় যুবাতভু দুঃখ নাহি মানে ।
তথাপি পিরীতি বলি হেন হয় জ্ঞানে ॥
নিজ ধনে নিজ চিত্ত তুষ্ট নাহি হয় ।
৩ (খ) পরধন লাগি লোভ সদাই করয় ॥
আপন স্ত্রীতে তুষ্ট নহে যুবাজন মন ।
পরস্ত্রীর লাগি সদা ধায় চেষ্টাগণ ॥
যেবা কেহ আপন ধন স্ত্রীতে তুষ্ট হয় ।
তাহাতে হো নাহি সুখ সর্ব দুঃখময় ॥
ধন জন নিত্য না হয় অনিত্য বৈভব ।
কর্ম অনুরুদ্ধ কালে নাশে সেই সব ॥
আজন্ম যতেক দুঃখ কেন তাহা লঞা ।
ধন সনে কোটি কল্পে মরএ পুড়িঞা ॥
অতএব কৃষ্ণ চেষ্টা ছাড়ে যেই জন ।
সদাই করে একান্ত ধনের সেবন ॥
মহা দুঃখ বৃক্ষ সেই রোপণ করিল ।
নানা চেষ্টা ব্যাধে সেই আত্ম মজাইল ॥
দারুণ সংসার বৃক্ষ জন্ম তনু হইতে ।
বিদীর্ণ করএ প্রাণ নাশের বেলাতে ॥
ধন দারা পুত্র হয় দুঃখের সাগর ।
না জান যে মাত্র গ্রাস করএ নগর ॥
যেন সমুদ্রের তীরে আছে অজগর ।
না জানিয়া উঠে যেন তাহার উপর ॥
স্থলজ্ঞান করি উঠে সুখ খাইবারে ।
তারে লঞা গ্রাস কৈল সেই অজগরে ॥

এই মত্ত সুখ যেই বিনাস করিয়া।
যেজন না ভজে তার মুখে পড়ে গিয়া॥
কামে মত্ত যুবা কালে স্বভাব তাহার।
কৃষ্ণ ভক্তি কৈছে তাথে উদয় ইহার॥
সর্বেন্দ্রিয়া সর্ব মনে কৃষ্ণের ভজন।
কেমনে ভজিব যুবা সচঞ্চল মন॥
অতএব যুবা কালে নাহি কোন সুখ।
বর্ণনীয় নহে যুবা কালে যত দুঃখ॥
আধ্যাত্মিকা আদি দুঃখ মহানদীগণ।
দুঃখের সাগরে হয় বৃদ্ধের পতন॥
জরাতে সদাই পুড়ে তাতে মহাদুঃখ।
মন স্থির নহে সদা কার্য্য করে মূর্খ॥
এজন কেমনে কৃষ্ণ পারয়ে ভজিতে।
দুর্বল হইল অতি নহে স্থির চিতে॥
অতএব বাল্যকাল হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি।
করিবেক এইত নিশ্চয় অনুমতি॥

তথাহি॥ কৌমারমাচরেৎ প্রাজ্ঞোধর্মানভাগবতানিহেতি

এজীবের আর কোন মতে সুখ নাঞী।
যেমতে থাকুক সদা রহে দুঃখ পাই॥
বরঞ্চ যে জন রহে সংসার ছাড়িয়া।
কৃষ্ণকে ভজন করে একান্ত হইয়া॥
পরম পণ্ডিত বলি কহিতে তাহারে।
তাহার দর্শনে সব পতিত নিস্তরে॥

৪ (ক) অপুত্রক হয় যদি বহু দুঃখ পায়।
কুপুত্র হইলে দুঃখ কহনে না যায়॥
সুপুত্রক হইল যদি তবে কেবা হয়।
সধর্ম-সৎপথ জ্ঞান তিঁহো না করয়॥

সেই ধন পুত্র আদি যদি নষ্ট হয়।
তবে তার মহা দুঃখ উপজে হৃদয়॥
স্ত্রী নাশ যদি হয় পায় কাম পীড়া।
বসন্ত সময়ে বায়ু চন্দ্র দেই পীড়া॥
বিরহে তাপিত হঞা মহা দুঃখ পায়।
নিদারুণ সকল সংসার দুঃখ ময়॥
ফলে অবস্থাতে জীব সুখান্ত না পায়।
যাহা তাহা রহে সদা মরণের ভয়॥
হেন দেশ নাহি যাতে নাহি মৃত্যু ভয়।
হেন কাল নাহি যাথে সন্ধ্যা নাহি হয়॥
বিচার করিয়া যদি দেখ ভাল মতে।
জর্জর নহিল কিবা সংসারে থাকিতে॥
অর্ধ রাত্তি থাকে যেন ভিতরে ভিতরে।
ঘোর রোগপীড়া যদি পায়ত বিস্তরে॥
তবেত সংসার মিথ্যা করি জীব জানে।
সংসারের রোগ তরে তেজয়ে তখনে॥
তখন করিতে নারে কৃষ্ণের ভজন।
ব্যাধিয়ে সেখানে তথা সদা থাকে মন॥
অতএব প্রাণী সুস্থ থাকএ যাবত।
বিচারিয়া কৃষ্ণে মন করয়ে তাবত॥
সাক্ষাতে সকল এই পরক্ষে না হয়।
দেখিয়া সংসার পীড়া যে জন মরয়॥
সে জন অজ্ঞান তারে কি বলিব আর।
কাম ক্রোধ বস সেই প্রমাণ কি তার॥
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম যদি বৃথা গেল।
তবে সেই পাপী কর্ম ভোগেতে পড়িল॥
পশু পক্ষ আদি জন্ম হইয়া ফিরয়।
দুষ্কর্ম বিপাকে নানা ভেদ জন্ম হয়॥

সে জন্মের মৃত্যু ভয় না ঘুচে তাহার।
জন্ম হৈতে করে তার রোগের সঞ্চার॥
দুঃখের এড়ান নাঞী পশু পক্ষ হয়া।
এই মত যাতনা পায় কৃষ্ণ না ভজিঞা॥
এই জীব কর্ম ভোগে হয় বৃক্ষলতা।
কৃষ্ণ পাসরিয়া হয় এতেক অবস্থা॥
যেখানে যেখানে ভাল রিতে বিচারয়।
সংসারের সুখ এই সব দুঃখ ময়॥
হরি ভক্তি সুধোধয়ে আসঙ্গ বচন।
সন্দেহ না কর কথা আছে শাস্ত্র ক্রম॥
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যার যত শ্রদ্ধা হয়।
৪ (খ) এ যদুনন্দন কহে তত কৃপা হয়॥

তথাহি॥ যত্র যত্র মদ্ভক্তাস্তত্র স্তত্র সুখাদিত।
গঙ্গাদি সর্ব্ব তির্থ্যানি বসন্তি তত্র সর্ব্বদা॥

সভাই জানিবে এই সংসার দুঃখময়।
তথাপিহ স্পৃহা তাতে বলবতী হয়॥
দেহের পতন আছে ইহাত জানিয়ে।
তথাপিহ স্পৃহাস্বুবাঞ্ছা সদা হয়ে॥
কৃষ্ণের সেবায় তবে হিত্য না জানিয়ে।
তথাপি ফির যে মন দুর্বাসনা ময়ে॥
যেতেক যন্ত্রণা দেখ দেহের ঘটনা।
জানি কৃষ্ণ না ভজিলে পাইয়ে যন্ত্রণা॥
না জানিঞা পতঙ্গ পড়য়ে বহ্নি পরে।
না জানিঞা মৎস্য গিলে বড়সি উদরে॥
সাক্ষাতে দেখহ এই সংসার কাল।
যত হইয়াছে এই বিষয়ের জাল॥

তথাপিহ অভিলাষ সংসারেতে করে।
আশ্চর্য্য মহিমা সেই অতএব বোলে ॥
মুনিগণ যত দুঃখ পাঞা তপ কৈল।
তত সব দুঃখ দেখ সংসারে পাইল ॥
মুনির সমান ফল তারা না পাইল।
তি হো কৃষ্ণ লাগি আমি সংসার মজিল ॥
গৃহ ত্যাগ তারা কৈল আমরাহ করি।
তারা কৃষ্ণ পাইল আমি হইলু সংসারী ॥
শীত বাত রৌদ্র ক্লেশ সমান পাইল।
তিহো কৃষ্ণ লাগি আমি আত্ম সুখ কৈল ॥
ধ্যানেতে সমান কৈল এক চিত্ত হয়া।
তি হো কৃষ্ণ লাগি আমি ধন ধেয়াইলা ॥
হা হা কি করিল আমি রাজ সেবা করি।
খালি কথোগ্রামে স্মর ভরে রাজাবলী ॥
তারে আত্ম করি কৈল তাহার সেবন।
প্রত্যাসা করিয়া বৃথা গুল্লাল্যাম জনম ॥
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ প্রভু প্রণয় যে করে।
সে কৃষ্ণ ছাড়িয়া সেবা কৈল অন্তরে ॥
ত্রৈলোকের অধিক কৃষ্ণ একাগ্র করিল।
তারে না ভজিল যেই পামর হইল ॥
পুরুষ অধম মূর্খ মনুষ্য যে হয়।
তারে সেবা করে রাজার বসি কার ভয় ॥
বৃথা জন্ম গেল মাত্র ভবরোগে মরি।
বেচিলাম চিন্তামনি কাচ মূল্য করি ॥
পদ্ম পত্রে যেন জল করে টলবল।
জিবের জীবন তেন অত্যন্ত তরল ॥
এ জীবন লাগি আমি কিবা না করিল।
সকল বিবেকগণ যাহা হৈতে গেল ॥

ধনাঢ্য কৃপণ জন আগেত জানিঞা।
নিজ গুণ কথা কৈল পাপিত হইঞা॥

৫ (ক) বন্ধু লোক সঙ্গে প্রিতি পথ ঘটা ন্যায়।
সংযোগ বিয়োগ তার হয় সর্বথায়॥
সংসার অসার ইহাতে জিবের উচিত।
বচনে সদাই ইহা করে পাঞা প্রিত॥
কোন ভাগ্যবান ইহা মনের সহিতে।
কহিয়া চলিয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে॥
ভিক্ষায় ভক্ষণ কিবা একে বসতি।
তুমি স্বার্থ পরজন দ্বেষভাব অতি॥
জীর্ণ বস্ত্র দিয়া কাস্থা পিন্ধন বসন।
তাহাতে সংসার তভু না ছাড়ে যেমন॥
উদরে উত্তম কভু শাকে পূর্ণ হয়।
ঐছে হৃষ্টচিত্ত কোটী মুদ্রাতে না পুরয়॥
ঐ শরীর মোর হয় কহে যেই জন।
তাহা শুনি সদা হাস্য লাগে মোর মন॥
সর্ব সুখ পায় লোক পর্যন্ত ধরনি।
বিষ্ঠা মূত্র পূর্ণ সদা তাথে মর্ত্তগনি॥
বিচার করিয়া যদি দেখ ভাল মতে।
কোন কার্য অভিলাষ আছএ ইহাতে॥
পিতৃ রক্ত দুষ্ট হৈতে শরীর গঠন।
সুখস্থল হয় সর্ব শোকের ভবন॥
রোগ বিক্রম স্থল সব তনু মই।
জিতেন্দ্রিয় নহে যেই সেই আমি কহি॥
মায়ার সমুদ্রে পড়ি সে জন রহয়।
স্ত্রীকে শৃঙ্গার করি আনন্দিত হয়॥
কৃষ্ণ পাসরিয়া পাপী ফিরয়ে মায়াতে।
যখন মরিব তার কে যাইবে সাথে॥

স্তন বুদ্ধি করি করি দুই মাংসপিণ্ড ধরি।
আলিঙ্গন করি রহে কণ্ঠে বক্ষ ভরি॥
মুখে নাল পড়ে তাহা মধু প্রায় করি।
পান করে অতিশয় সুখ বাঞ্ছা ভরি॥
বিষ্ঠা মূত্র পথ দ্বারে মনত সদাই।
পরম রসিক বলি আপনা বিলাই॥
মহা মোহ অন্ধজনে এই ভাল হয়।
অত্যন্ত ধিৎকার স্থানে উত্তম মানয়॥
অবিচারে এইত সংসার ভাল বলি।
পরমার্থে দিষ্ঠী হইলে অকার্য সকলি॥
স্ত্রী পুরুষ করি কোন বিধি সৃষ্টি কৈল।
সর্ব ধর্ম নাশিবারে নারী সে জন্মিল॥
বিষ গড়াইয়া যেন সুধা রুচি কৈল।
কৃষ্ণ ভজিবারে মহা বিরোধ হইল॥
সকল সংসার বৈসে নারীগণ স্থানে।
অভিনবগণ যত তাহার ভবনে॥
সহজে যতেক ভার নগরির প্রায়।
সকল দেশের নারী রহস্য স্থান হয়॥
৫ (খ) যাহাতে কপট স্থল অপ্রতিত স্থানে।
যোগ করিবারে নারে মহামোহ জনে॥
দেবতা মনুষ্য আর অসুরাদি গণে।
কেহ সে ছাড়িতে নারে ঐছে দুষ্ট জনে॥
কৃষ্ণ ভক্তি হীন যেই তার এই নাম।
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যেই তার সুদ্ধ কাম॥
কৃষ্ণ ভক্ত শুদ্ধ বিনা না করে গ্রহণ।
আনের পরস হৈলে দুষ্ট হয় মন॥
আশ্রয় জানিয়া কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করে।
অনাশ্রিত সঙ্গ হৈলে রৌরবে পড়ি মরে॥

ইহা বুঝি যদি কেহো সাধুসঙ্গ করে।
এ যদুনন্দন কহে ভবসিন্ধু তরে॥

ইতি শ্রীহরিভক্তি চন্দ্রামৃত সংপূর্ণ। যথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখিকৌ দোস নাস্তিকং শ্রীশ্রী (ভি) মস্তাপিরনে ভঙ্গমনিনাঞ্চ মতিভ্রম···ইতি সন ১০৮৬ সাল, তাং ১১ই কার্ত্তিক রোজ মঙ্গলবার শ্রীরাধাচরণ স্মরণং। শ্রীশ্রীগুরুদেব চরণ স্মরণং শ্রীশ্রীবৈষ্ণব গোস্বামী চরণ স্মরণং। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গোস্বামী দয়া কর॥

কর্ণানন্দ

যদুনন্দন দাস
রচিত

কর্ণানন্দ

॥ প্রথম নির্য্যাস ॥

(১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত চন্দ্র জয়তী।

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিপুরটসুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ কৃষ্ণচৈতন্তঃ সসনাতন রূপকঃ
গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥ ২ ॥

সনাতন প্রেম পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপ সখ্যেন বিলক্ষিতাখিলঃ।
নমামি রাধারমণৈক-জীবনং
গোপাল ভট্টং ভজতাম ভীষ্টদং ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধারমণ প্রেষ্ঠং রসশাস্ত্র প্রবর্ত্তকং
শ্রীনিবাস প্রভুং বন্দে পরকীয়া রসার্থিনং ॥ ৪ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু জয় কৃপা সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীন বন্ধু ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র দয়ার সাগর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভু পরিকর ॥
জয় শ্রীরূপ সনাতন প্রেমময় রূপ।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট প্রেম ভক্তি কূপ ॥
জয় শ্রীল রঘুভট্ট দয়া কর মোরে।
জয় রঘুনাথ দাস রাধাকুণ্ড তীরে ॥
জয় জয় জীব গোসাঞি করুণার নিধি।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু গুণের অবধি ॥

জয় জয় রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ।
দোহার চরিত্র রসে জগৎ আনন্দ ॥
জয় শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি পতিত পাবন।
দয়া কর প্রভু মোরে লইনু শরণ ॥
শুন শুন ভক্তগণ করি এক মন।
দুই শক্তি মহাপ্রভু কৈলা প্রকটন ॥
নিজ মনোভীষ্ট তাহা করিতে প্রকাশ।
পৃথিবীতে ব্যক্ত লাগি মনের উল্লাস ॥

২ (ক) গ্রন্থ প্রকটিলা তাথে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া।
আনন্দ হইল চিত্তে এক শক্তি প্রকাশিয়া ॥
হেন মহা মহা বল কৈল প্রকটন।
লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশিলা যাহার কারণ ॥
হেন সে দুর্লভ ধন প্রকাশ লাগিয়া।
শ্রীনিবাসে শক্তি হেতু প্রচারিলা গিয়া ॥
দুই শক্তি প্রকাশিয়া মনের আনন্দ।
যাহা আস্বাদিয়া জীব হইল স্বচ্ছন্দ ॥
হেন শ্রীনিবাস প্রভু মোর আচার্য ঠাকুর।
কল্পবৃক্ষাশ্রয় করি জীবে তাপ কৈলা দূর ॥
শ্রীনিবাস কল্প বৃক্ষরূপে অবতার।
করুণা করিয়া জীবে করিলা নিস্তার ॥
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ যে বৃক্ষের শাখা।
তাহার অনন্ত গুণ কি করিব লেখা ॥
মধুর মুরতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ।
বৃক্ষসম গুণ যার সন্তের সমাজ ॥
তাহার অনুজ হয় অতি গুণবান।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ যাহার আখ্যান ॥
আর শাখা তাথে শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী নাম।
তিনজন শাখা যাথে সব গুণের নির্বাণ ॥

এ আদি করিয়া যত বৃক্ষের শাখা।
অনন্ত অপার তার কে করিব লেখা॥
এবে কহি বৃক্ষের উপশাখাগণ।
শ্রীবলরাম কবিরাজাদি উপশাখাগণ॥
শাখা অনুশাখা যার জগত ব্যাপিল।
করুণা কটাক্ষ যাতে বৃক্ষ নিকসিল॥
নানান সত্ ভাবাবলি যাতে পুষ্প বিকসিত।
শুদ্ধ পরকীয়া যাতে গন্ধ আমোদিত॥
এইমতে বৃক্ষ অতি সৌগন্ধী হইল।
নিরমল প্রেম ভক্তি ফল উপজিল॥
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
(২খ) শ্রবণাদি জলে কর বৃক্ষের সেচন॥
কর্ম জ্ঞানাদি সবে দূরে তেয়াগিয়া।
ফল আস্বাদিহ সবে আকণ্ঠ পুরিয়া॥
হেন শ্রীনিবাসরূপে বৃক্ষের সাজন।
গৌড় দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈলা প্রকটন॥
শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত যত গ্রন্থগণ।
যত গ্রন্থ প্রকটিলা[২] গোস্বামী সনাতন॥
শ্রীভট্ট গোসাঞি গ্রন্থ যাহা করিলা প্রকাশ।
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস॥
শ্রীজীব গোসাঞি কৃত যত গ্রন্থচয়।
শ্রী কবিরাজ গ্রন্থ যেবা কৈল্যা রসময়॥
সেই সব গ্রন্থ লইয়া গৌড়েতে স্বচ্ছন্দে।
বিতরিলা প্রভু তাহা মনের আনন্দে॥
শ্রীনিবাস বায়ুরূপে গ্রন্থ মেঘ লইঞা।
লইয়া আইলা যিঁহো যতন করিয়া॥

১। পাঠান্তর—পত্র ব.পু. সং পৃঃ ৩
২। পাঠান্তর—'প্রকাসিলা' পৃঃ ৩

ব্রজগিরি মাঝ হইতে গ্রন্থ মেঘ আনি।
গৌড় দেশে কৃষি সিঞ্চি দিয়া প্রেম পানি।
কলি-রবি-তাপে দগ্ধ জীব শস্য গণ।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত বৃষ্টে পাইল জীবন॥
প্রেমে বাদল হইল পৃথিবী ভরিয়া।
ভকত ময়ূর নাচে মাতিয়া মাতিয়া॥
যাজি গ্রামে বসতি করিলা প্রভু যবে॥
প্রত্যহ বৈষ্ণবগণ আসি মিলে তবে॥
তাসবাকে গ্রন্থ কথা কহে প্রেম যোগ।
ঘুচাইল তা সভার জ্ঞান কর্মাদি রোগ॥
এইরূপে কথোক দিন প্রেমানন্দে যায়।
কৃষ্ণ প্রেমরসে ভাসে ভাবময় গায়॥
বৈষ্ণবের উপরোধে বিবাহ করিল।
কথোকদিন রহি পুন আর বিভা কৈল॥
ভক্তি রসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বল দেখয়।
বিদগ্ধ মাধব ললিত মাধবাদিময়॥
(৩ক) হরিভক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত॥
মথুরা মাহাত্ম্য আর বহু স্তবাবলি।
হংসদূত উদ্ধব সন্দেশ সকলি॥
ষট সন্দর্ভ দর্শন ভাগবত দশম।
গীতাবলি বিরুদাবলী পাঢ় করি ক্রম॥
মুক্তা চরিত আর কৃষ্ণ কর্ণামৃত।
ব্রহ্ম সংগিতাদি[১] আর গোপী প্রেমামৃত॥
কত নাম জানি আমি লক্ষ গ্রন্থ যত।
মাধব মহোৎসবাদি দেখি অবিরত॥
পড়ি শুনাইলা গ্রন্থ বৈষ্ণবের গণে।
প্রেমামৃতে ডুবি রহে রাত্রি আর দিনে॥

১। পাঠান্তর—সংহিতাদি র, পু, সং, পৃঃ ৪.

সংখ্যা করি হরি নাম লয় প্রহরেক।
গ্রন্থ দরশনে যায় আর প্রহরেক॥
রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ কীর্ত্তনে দুই যাম।
স্মরণ বিলাস প্রেমে ভাবে অবিরাম॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ।
রায়ের নাটক গ্রন্থ গান পরানন্দ॥
রজনীতে ভক্ত সঙ্গে রসাদি বিলাস।
গান শিক্ষা দিল ভক্তি প্রেমের উল্লাস॥
দিনে শালগ্রাম সেবা তুলসী সেবন।
পরম ভক্তিতে করে জলের সিঞ্চন॥
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান নাম মন্ত্র দোহাকার।
এইমত স্মরণ লীলা স্থিতি সর্ব্বকাল॥
শ্রীরূপ সনাতন বলি সঘনে হুঙ্কার।
শ্রীগোপাল ভট্ট বলি করেন কুংকার॥
শ্রীরাধা কুণ্ড বলি ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
শ্রীগিরি গোবর্দ্ধন বলি করে হায় হায়॥
এই রূপে রাত্রি দিনে প্রেমানন্দে যায়।
প্রেমামৃত আস্বাদনে আনন্দ হিয়ায়॥
সুকৃতি বাসএ ভাল দুস্কৃতি হাসয়।
ইবে সেই লোক সন্তে আনন্দে ভাসয়॥
(৩ খ) গৌরগুণ গান প্রভু নিত্যানন্দ গুণ।
এই মতে দিবা রাত্রি উভয়[১]-করুণ॥
এবে কহি শ্রীআচার্য্য প্রভুর শাখাগণ।
যা সভার নাম স্মৃতে প্রেম উদ্দীপন॥

অত প্রমাণ শ্লোকঃ॥

বন্দে শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু শাখাগণাণ মহান্।
যন্নাম স্মৃতিমাত্রেণ কৃষ্ণ প্রেমোদয়োভবেৎ॥

১। পাঠান্তর 'উপজে' ব. পু. সং. পৃঃ ৫

শ্রীআচার্য্য প্রভুর যত শাখা গুণগণ।
শ্লোকছন্দে দোহে তাহা করিল বর্ণন॥
ঠাকুর মহাশয় যাহা করিলা বর্ণন।
কর্ণপুর কবিরাজ যেবা করিলা রচন॥
এই দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে।
মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা পয়ার করিবারে॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গেলা কথোদিন।
বৈষ্ণব রূপেতে প্রভু কহিলেন পুন॥
আজ্ঞা বলবান ইহা বর্ণনা করিতে।
ইহা ভালমন্দ কিছু না পারি বুঝিতে॥
মুঞি ছার হীন বুদ্ধি কি জানি বর্ণন।
অপরাধ ক্ষম প্রভু লইনু শরণ॥
প্রভু আজ্ঞা বাণী আর বৈষ্ণব আদেশ।
মনোমাঝে ইহা আমি বুঝিনু বিশেষ॥
অজ্ঞবর শ্রেষ্ঠ আমি আর কি কহিবা।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে সকল ক্ষেমিবা॥
তুমা সভার পদরজ মস্তকে করিয়া।
কিছুমাত্র কহি ইহা পয়ার করিয়া॥
অগ্রপশ্চাৎ বর্ণনের না লইবে দোষ।
সভার চরণ বন্দ্যো হইয়া সন্তোষ॥
এবে কহি প্রভুর শাখা উপশাখাগণ।
(৪ ক) অপরাধ ক্ষেমি ইহা করহ শ্রবণ॥
একদিন নিজ বাটির পশ্চিম দিশাতে।
সরবর তট আছে বসিলা তাহাতে॥
হেনকালে দোলাতে চড়ি আইল একজন।
পথে যায় বিবাহ করি বাজায় বাজন॥
মন্মথ সমান রূপ দেখি প্রভু ভাবে।
এমন অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাঙ তবে॥

সুবর্ণ কেতকীপুষ্প সমান বরণ।
সুবিস্তীর্ণ কক্ষস্থল অতি মনোরম॥
সিংহস্কন্ধ মহাভুজ অতি সুলক্ষণ।
নাভি গম্ভীর আর ত্রিবলী মনোরম॥
লোম শ্রেণীযুক্ত তাতে প্রকৃষ্ট উদর।
রক্তবর্ণ তুল্য যার পদ আর কর॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি সুন্দর বদন।
উন্নত নাসিকা আর সুন্দর দশন॥
বিম্ব ফল জিনিঞা অধর মনোরম।
মনোহর শোভিয়াছে এ পদ্ম লোচন।
কম্বু গ্রীবা ক্ষীণমধ্যা সঙ্কুচিত কেশ।
উলটা কদলী উরু জানু সন্নিবেশ॥
পটবস্ত্র পরিধান গলে পুষ্পমালা।
চন্দনের পঙ্ক গায় দেখি সুধাইলা॥
ইহো কিবা কামদেব অশ্বিনী কুমার।
যুবা[১] কোন দেব গন্ধর্ব পুত্র আর॥
এই রূপে তার রূপ দেখি পুন পুন।
কহিতে লাগিলা প্রভু কৃপা বাঢ়ে তুন॥
হেন এ শরীর পেয়ে যদি কৃষ্ণ ভজে।
তবে ত সকল তনু নহে বৃথা মজে॥
কহে তার সঙ্গী লোকে কহ দেখি ভাই
কোন গ্রামে বাটী ইহার রহে কোন ঠাঞি॥
কোন জাতি কিবা নাম কহ বিবরিয়া।
তারা সব কহে কথা প্রণাম করিয়া॥
(৪খ) শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ পরম পণ্ডিত।
ইহো বাচস্পতি সম সরস্বতী খ্যাত॥
সদ্বৈদ্য কুলোদ্ভব যশস্বী প্রধান।
মহা চিকিৎসক ইহো দিগ্বিজয়ী নাম॥

১। পাঠান্তর—'কিবা' ব, পু, সং, পৃ ৬

কুমার নগরে বাটী খ্যাতি কীর্তি নাম।
শুনি প্রভু হর্ষে গেলা আপন ভবন[১] ॥
প্রভু যত কহিলেন গাঢ় কর্ণকরি।
শুনি কবিরাজ গেলা হর্ষে নিজপুরী ॥
পরম সুধীর কিছু উত্তর না দিলা।
প্রভুর চরণ মনে ভাবিতে লাগিলা ॥
এই মতে কষ্টে দিন গোঙাইলা ঘরে।
রাত্রিকালে আইলেন প্রভুর দুয়ারে
এক দ্বিজ গৃহে রাত্রি কষ্টে গোঙাইয়া।
প্রভাতে প্রভুর পদে পড়িলা আসিয়া ॥
কান্দিতে কান্দিতে ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥
ছিন্ন মূল বৃক্ষ যেন ভূমিতে লোটায় ॥
গদগদ নাদে কহে দেহ পদ ছায়া।
মোর উত্তাপিত প্রাণে না করিহ মায়া ॥
প্রভু উঠি তার বাহুলতা উঠাইয়া।
হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন দিল করি দয়া ॥
কৃষ্ণ ভক্তি হউক বলি আশীর্বাদ কৈল।
প্রেমে গদগদ কিছু কহিতে লাগিল ॥
জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধব সহায়।
বিধাতা সহায় আনি দিলেন তোমায় ॥
এত বলি রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিল তারে।
শুনাইলা রাধাকৃষ্ণ লীলা বারে বারে ॥
পড়াইল গ্রন্থগণ অল্প দিবসে।
আশীর্বাদ করি তারে আজ্ঞা দিল শেষে ॥
তুমিহ আমার স্বরূপ সর্বথায়।
প্রেমময় হও তুমি গোবিন্দ কৃপায় ॥
বৃন্দাবনে তোমার সদৃশ একজন।
বিধি আনি দিল নিধি নাম নরোত্তম ॥

১। পাঠান্তর—'ধাম' ব, পু, সং, পৃঃ

(৫ক) চিরদিন একত্রেতে করিলাঙ বসতি।
তোমা দিয়া দুই চক্ষু দিল দয়া অতি॥
এইরূপ করি তারে শিখাইলা।
নরোত্তম ঠাকুর তার সঙ্গ করি দিলা॥
নরোত্তম সঙ্গে তার প্রেম বাঢ়ি গেলা।
একপ্রাণ ভিন্ন দেহ হেন প্রীত হৈলা॥
তবে প্রভু শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রতি।
দয়া হৈল শিষ্য কৈল অর্পিয়া সকতি॥
তাহার অনুজ হয় পরম পণ্ডিত।
মহাভাগবত দোহে প্রেমময় চিত॥
রাধাকৃষ্ণ বিরহ গীত রসপদ্যমতে।
শ্রী কবিরাজে আজ্ঞা দিল অতি কৃপা যাতে॥
তিহ রস পদ্যগীত হৈল বহুরীতে।
পৃথিবী ভাসিল যার প্রেমামৃত গীতে॥
দুই কবিরাজের দুইত ঘরণীতে।
তাহারে করিলা দয়া সদয় অন্তরে॥
তবে প্রভু দিব্য সিংহ প্রতি দয়া কৈল।
প্রভু কৃপা পাইতে তেহো ধন্য অতি হৈল॥
তারপর সুচরিতা দুই প্রভুর ঘরণী।
দোহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি॥
জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী ঈশ্বরী ঠাকুরাণী নাম।
কি কহিব তার গুণ অতি অনুপাম॥
কনিষ্ঠা শ্রীমতী গৌরাঙ্গ প্রিয়া ঠাকুরাণী।
তাহার চরিত্র আমি কি বলিতে জানি॥
দুইজনে মহাপ্রীত অতি গুণবান।
দোহে বিদগ্ধ দোহে রসের নিধান॥
ভজন পরাকাষ্ঠা দোহার না পারি কহিতে।
পরম সুধীর দোহে মধুর চরিতে॥

প্রভুর পরম প্রিয়া অতি গুণবতী।
বৈদগ্ধি অবধি দোহে মধুর মুরতি ॥
শুদ্ধরাগানুগা যার[১] ভজন একান্ত।
পরকীয়া ভাব দোঁহার ভজন নিতান্ত ॥
কি কহিব দোঁহাকার নৈষ্ঠিক ভজনে।
কর্ম জ্ঞানাদি কভু নাহি শুনে কানে ॥
আমি হীনছার কিবা করিব ব্যাখ্যান।
প্রভুর প্রেয়সী দোহে প্রভুর সমান ॥
দোঁহাকার শিষ্যোপশিষ্যে ভাসিল ভুবন।
৫ (খ) আগে বিস্তারিব তাহা করি কিছু ক্রম[২] ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবৃন্দাবন আচার্য্য নাম।
তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণধাম ॥
মধ্যম পুত্র প্রভুর শ্রীরাধা কৃষ্ণ আচার্য্য।
তার গুণ কি কহিব সকল আশ্চর্য্য ॥
তাহারে করিল দয়া প্রভু গুণনিধি।
পরম আশ্চর্য্য যেঁহো গুণের অবধি ॥
শ্রীগোবিন্দ গতি নামে কনিষ্ঠ তনয়।
তারে কৃপা কৈল প্রভু সদয় হৃদয় ॥
শ্রীগোবিন্দ গতি প্রভু শ্রীগুরু প্রণালী।
লিখিয়াছেন নিজ শ্লোকে হইয়া কুতহলী ॥

তথাহি শ্লোকঃ ॥

শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ-মধুপো গোপাল ভট্ট প্রভুঃ
শ্রীমাংস্তস্য পদাম্বুজস্য মধুলিট শ্রীশ্রী নিবাসাহ্বয়ঃ
আচার্য্য প্রভু সংজ্ঞকোটম্নখিল জনৈঃ সর্ব্বৈস্তুনীবৃৎস্ব যঃ
খ্যাতস্তৎপদপঙ্কজাশ্রয়মহো গোবিন্দ গত্যাখ্যাকঃ ॥

১। পাঠান্তর 'দোঁহার' ব. পু. সং পৃঃ ৮
২। ঐ 'যতন' ঐ ঐ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপাদপদ্মের আশ্রয়।
মধুকর হৈয়া যিহো সদা বিলসয় ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞি হইয়া সদয়
শ্রীআচার্য্য প্রভুকে কৃপা কৈল অতিশয় ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর পাদপদ্মের আশ্রয়।
শ্রীগোবিন্দগতি প্রভু ইহা নিজশ্লোকে কয় ॥
মহাদাতাময় তিঁহো মহান্ত গুণবান।
তার শিষ্যোপোশিষ্যে ভাসিল ভুবন ॥
সে সকল কথা আগে কহিব বিস্তারি।
এবে কহি প্রভুর শাখা সংক্ষেপ আচরি ॥
তবে প্রভু নিজ কন্যা শ্রীল হেমলতা।
তাহারে করিলা দয়া হঞা প্রসন্নতা ॥
তার শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইল।
(৬ ক) তিহোঁ প্রেমামৃতে সব মহী ভাসাইল ॥
আর কন্যা শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া ঠাকুরাণী।
তারে নিজ পদাশ্রয় দিলা দয়ামণি ॥
আর কন্যা শ্রীকাঞ্চন লতিকা যার নাম।
তারে নিজ পদাশ্রয় দিলা দয়াবান ॥
তবে প্রভু কাঞ্চন গড়িয়া প্রতিদয়া।
শ্রীদাম ঠাকুরকে দয়া করিল আসিয়া ॥
তেঁহো মহা মহাশয়[১] পরম পণ্ডিত।
প্রভুর নিকটে যার সদা ছিল স্থিত ॥
জয় শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ শ্যাম বল্লভাচার্য।
তাহার তনয় তিন গুণে মহা আর্য্য ॥
শ্রীঈশ্বরীর কৃপা পাত্র তিন মহাশয়।
মহাভাগবত হয় প্রেমের পালয় ॥
তথাই তাহার জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুল দাস।
ঠাকুর করিলা কৃপা পরম উল্লাস ॥

১। পাঠান্তর 'ভাগবত' ব. পু. সং. পৃঃ ৯

মস্তকে বহিয়া জল কৃষ্ণসেবা করে।
তার প্রেম চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥
তার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ ঠাকুরে।
সুন্দর দেখিয়া কৃপা করিলা প্রচুরে ॥
বালক কালেতে কৃপা তাহারে হইল।
তেঁহো মহাভাগবত বহু শিষ্য কৈল ॥
তথাই শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ প্রতি।
দয়া হৈল মন্ত্র দিল অর্পিয়া শকতি ॥
পরম পণ্ডিত তিঁহো প্রভুরে ধিয়ায়।
তাঁর প্রেম চেষ্টা গুণ বুঝন না যায় ॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইল।
তবে প্রভু শ্রীরঘুনাথদাসকরে কৃপা কৈল ॥
শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা।
তাহার মহিমা গুণ কে করিবে লেখা ॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি লয় নাম সদা অবিশ্রাম ॥
তার পুত্র শ্রীগোপীজন বল্লভ চট্টরাজে।
বিখ্যাত হইয়াছেন যেঁহো জগতের মাঝে ॥
প্রভুতে পরম প্রীতি প্রভু দয়া করে।
তাহার মহিমা কিছু নারি বর্ণিবারে ॥
তারে কৃপা করি প্রভু হইলা প্রসন্নতা।
(৬খ) যাকে সমর্পিল কন্যা শ্রীল হেমলতা ॥
শ্রীকুমুদ চট্টরাজ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
প্রভুর পদ বিনু যার নাহি আর কৃত্য ॥
তার পুত্র শ্রীচৈতন্যাক্ষান নাম চট্টরাজ।
প্রভুর কৃপা পাত্র যিঁহো মহাভক্ত বাজ ॥
তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া।
যারে সমর্পিল কন্যা শ্রীল কৃষ্ণপ্রিয়া ॥

শ্রীরাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টরাজের জামাতা।
তাহারে করিলা দয়া হয়্যা প্রসন্নতা॥
তাহার অনন্ত গুণ না পারি লিখিতে।
সদাই নিমগ্ন যিহ রাধাকৃষ্ণের লীলামৃতে॥
প্রভুর পরম প্রীতি প্রভু প্রাণ তার।
সদা হরিনাম যেঁহো করে অনিবার॥
দুই কন্যা চট্টরাজের দুই গুণবন্ত।
সুস্নিগ্ধ মূরতি দোঁহে অতি সুশান্ত॥
শ্রীমালতী প্রীতি তরে প্রভু দয়া কৈল।
প্রভু কৃপা পাই জিহো অতি ধন্য হৈল॥
আর কন্যা শ্রীফুলঝি নাম ঠাকুরাণী।
তাহারে করিলা কৃপা প্রভু দয়া গুণমণি॥
তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম।
সদা হরিনাম জপে এই তার কাম॥
প্রভু কহে তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম।
লক্ষ হরিনাম জপে করিয়া নিয়ম॥
প্রভুর পরম প্রিয় সেবক প্রধান।
শ্রীবৃন্দাবন চট্টরাজ প্রিয় ভৃত্য নাম॥
কি কহিব ইহা সবার ভজন প্রসঙ্গ।
কহিতে বাঢ়য়ে চিত্তে সুখাব্ধি তরঙ্গ॥
তথা বর্ণ বিপ্রপ্রতি অতি শুদ্ধ দয়া।
তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া॥
নাম শ্রীগোপাল দাস তারে কৃপা কৈলা।
নিজ জাতি উদ্ধারিতে তারে আজ্ঞা দিলা॥
কাঞ্চন গড়িয়াতে প্রভুর যত ভক্তগণ।
এক এক লক্ষ হরিনাম করিলা নিয়ম॥
দিবসে না লয় নাম রাত্রি কালে বসি।
কেশে ডোর চালে বান্ধি লয় নাম রসি॥

৭ (ক)

ইহার সভার ভজনরীত কহিব বা কত।
অলৌকিক রীত সভার জগতে বিখ্যাত॥
সবেই প্রভুর প্রাণ সবার প্রাণ প্রভু।
অতি প্রিয় স্থান সেই না ছাড়য়ে কভু॥
গোকুল দাস ঠাকুরের শিষ্য মহাশয়।
শ্রীগোপীমোহন দাস মির্জাপুরালয়॥
তিঁহো মহা ভাগবত কি তার কথন।
যার শিষ্য শ্যাম দাস খড়গ্রাম ভবন॥
তবে প্রভু কৃপা কৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম।
বাল্যকালে প্রবল ভজন যিঁহো অনুপাম॥
প্রেমমূর্ত্তি কলেবর বিখ্যাত যার নাম।
ভাবক চক্রবর্ত্তী বলি খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম
তার শিষ্য উপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল।
আগে তাহা বাখানিব খ্যাতি যাহা হৈল॥
তাহার ঘরণী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা।
শ্রীঈশ্বরীর কৃপা পাত্র অতি সুচরিতা॥
লক্ষ হরি নাম যেঁহো করেন গ্রহণ।
ক্ষেণে ক্ষেণে মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
শ্রীভট্ট গোসাই আর শ্রীরূপ সনাতন।
শ্রীআচার্য প্রভুর পদ সদাই ভাবন॥
ঠাকুরাণীর গুণ ব্যাখ্যা কহিব বা কত।
যাহার ভজন রীত জগতে বিখ্যাত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী নাম।
তার গুণ কি কহিব অতি অনুপাম॥
তাহার চরিত্র কথা না পারি কহিতে।
প্রভুর পদ বিনু যার অন্য নাহি চিত্তে॥
আর দুই পুত্র মাতার সেবক হইলা।
শ্রীরাধাবিনোদ কিশোরী দাস ভক্তিপরা॥

শ্রীকর্ণপুর কবিরাজে প্রভু দয়া কৈলা।
সেখানে অনেক শিষ্য প্রকাশ হইলা॥
তবে আচার্য ব্যাস প্রতি দয়া কৈলা।
তাহাকে সেবক করি বহু শিখাইলা॥
সে সব রহস্যগণ কহনে না যায়।
৭ (খ) তেহোঁ মহাবিজ্ঞ অতি প্রেমে মহাশয়॥
তার শাখা উপশাখা অনেক হইলা।
তাঁরা মহাভাগবত জগৎ তারিলা॥
শ্রীবংশী দাস ঠাকুর যেই মহাশয়।
প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয়॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম॥
শ্রীগোপাল দাস ঠাকুর প্রভুর একশাখা।
প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাহি লেখা॥
বুঁধাই পাড়াতে বাড়ী শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনিয়া।
যাহার কীর্তনে যায় পাষাণ গলিয়া॥
শ্রীরূপ ঘটক নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
রাধাকৃষ্ণ নাম বিনু নাহি যার কৃত্য॥
তারপর দয়া হৈল শ্রীরঘুনন্দন দাসে।
ঘটক বলিয়া নাম দিলেন সন্তোষে॥
দুই ঘটক হয়েন মহা গুণবানে।
প্রভুর চরণ দুঁহে সর্বস্ব করি জানে॥
শ্রীসুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন।
তার স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া তবে কৃপায় ভাজন॥
তার পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত।
হরি নাম বিনা যার নাহি কির্ত॥
তবে প্রভু কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল।
প্রভু কৃপা পাঞা যিহো ধন্য অতি হৈল॥

নিগূঢ় তাহার ভাব কে কহিতে পারে।
সদা রাধাকৃষ্ণ লীলা স্ফুর্তি যাহার অন্তরে॥
সদা হরিনাম যিহোঁ করেন গ্রহণ।
প্রভুর চরণ দুটি অন্তরে স্ফুরণ॥
তবে প্রভু কৃপা কৈলা গোপাল মণ্ডলে।
(৮ ক) প্রভুর পদে নিষ্ঠা যার অতি নিরমলে॥
প্রভুর শ্বশুর দুই অতি বিচক্ষণ।
দুহার চরিত্র কিছু না যায় বর্ণন॥
দুহে অতি শুদ্ধাচার নিরমল তনু।
সদা প্রভুর পদ ধ্যান নাহি ইহা বিনু॥
শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য
অবিশ্রাম ঝরে আঁখি করে কীর্ত্তনেতে নৃত্য
আর শ্বশুর শ্রীরঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো হৈলা কৃত কীর্ত্তি॥
দুই শালক প্রভুর কহি তাহা শুন।
দুইজনে হৈলা প্রভুর কৃপার ভাজন॥
জ্যেষ্ঠ শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
প্রভুর কৃপা পাঞা হয় সদয় হৃদয়॥
তিহোঁ পণ্ডিত হয় মহাভাগবতে।
শ্রীভাগবতে পাঠে তিহোঁ প্রেমে মহামত্ত॥
তাহার অনুজ অতি ভক্ত মহাশয়।
ফরিদপুর বাসী কহি তাহার আলয়॥
তবে শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক।
তার যত ভৃত্যগণ কহিব অনেক॥[১]
লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা করিয়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কথা কহে আস্বাদিয়া॥
কীর্ত্তন লম্পট বড় সদা নাচে তথা।
সদা অশ্রুঝরে আঁখি প্রেমপূর্ণ যথা॥

১। পাঠান্তর :'কতেক' ব. পু. সং পৃঃ ১৩

বৈষ্ণব গণের প্রাণ স্নিগ্ধ পাত্র মত।
তাহার অনন্ত গুণ কে গুনিবে কত ॥
প্রভুর কৃপা পাত্র এক চট্ট কৃষ্ণ দাস।
লক্ষ হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস ॥
তাহার সেবক যত নাহি তার অন্ত।
সবে হরিনামে রত সবে গুণবন্ত ॥
বনমালী দাস নাম বৈদ্য কুলে জন্ম।
প্রভুর প্রিয় সেবক কেবা জানে তার মর্ম্ম ॥
শ্রীমোহন দাস নাম জন্ম বৈদ্য কুলে।
(৮ খ) নৈষ্ঠিক ভজন যার অতি নিরমলে ॥
তিঁহো মহাশয় মধুর আশয়।
প্রভুর পরম প্রিয় অতি সদয় হৃদয় ॥
শ্রীরাধা বল্লভ দাস নাম প্রভুর সেবক।
মহা ভাগবত তিঁহো ভজন অনেক ॥
প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমথুরা দাস।
হরিনাম জপে সদা পরম উল্লাস ॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণ দাস নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
অবিশ্রাম ঝরে প্রেমে যবে কীর্ত্তনেতে নৃত্য ॥
শ্রীরমণ দাস হয় প্রভুর কৃপা পাত্র।
মুখে সদা রহে যার হরি নামামৃত ॥
আর ভৃত্য হয় প্রভুর রামদাস নাম।
সদা প্রেমোন্মাদে নাচে হরি নাম ॥
শ্রীকবি বল্লভ নাম প্রভুর নিজ দাস।
প্রেমে রাধাকৃষ্ণ নাম লয় গান মহোল্লাস ॥
অনেক পুস্তক প্রভুকে দিয়াছে লেখিয়া।
যেন মুক্তাপাতি লেখা মহা আখরিয়া ॥
বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপাল দাস।
প্রভুর সেবক হয় অতি শুদ্ধ দাস ॥

তারপর শ্রী শ্যামাদাস চট্টে কৃপা কৈলা।
তিহোঁ মহাভাগবত প্রভু কৃপা পাইলা ॥
তথা শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয় দাস।
সদা হরিনাম জপে সংসারে উদাস ॥
শ্রীনকড়ি দাস প্রতি অতি কৃপা কৈলা।
প্রভুর চরণ তিঁহো সর্ব্বস্ব করিলা ॥
শ্রীগোপীরমন দাস বৈদ্য মহাশয়।
তাহারে প্রভুর কৃপা হৈলা অতিশয় ॥
হরিনামে প্রীতি তার বলয়ে লক্ষ নাম।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গান মহাপ্রেম ধাম ॥
গোয়াসে তাহার বাড়ী বড়ই রসিক।
সদা কৃষ্ণ রস কথা যাতে প্রেমাধিক ॥
শ্রীতুর্গাদাস নাম প্রভুর নিজ দাম।
(৯ক) সদা হরি নাম জপে অন্তরে উল্লাস ॥
তবে কৃপা কৈলা শ্যাম দাস কবিরাজে।
তাহার ভজন ব্যক্ত জগতের মাঝে ॥
তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীরঘুনাথ দাসে।
প্রভু কৃপা পাইয়া তিঁহো অন্তর উল্লাসে ॥
তবে শ্রীকুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রভু দয়া কৈলা।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো কৃতার্থ হইলা ॥
শ্রীরাম দাস ঠাকুর প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান বিনে যার নাহি কৃত্য ॥
শ্রীরাধাবল্লল ঠাকুর সরল উদার।
প্রভুর চরণ ধ্যান অন্তর যাহার ॥
শ্রীগোকুলানন্দ দাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
প্রভু কৃপা কৈল তারে সদয় হৃদয় ॥
আর সেবক শ্রীগোকুলানন্দ দাস।
সদা হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস ॥

তবে শ্রীগোপাল ঠাকুরে দয়া কৈলা।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো ধন্য অতি হৈলা॥
তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীশ্যামদাস প্রতি।
চট্ট বংশে ধন্য তিঁহো পরম ভকতি॥
তবে শ্রীপুরুষোত্তম দর্শনে প্রভু যাত্রা কৈলা।
বনপথে পথে প্রভু আনন্দে চলিলা॥
একদিন একগ্রামে রাত্রিতে রহিলা।
দস্যুগণ রত্ন বলি গণি হাতে পাইলা॥
চোরগণ পুস্তক হরিয়া নিল পথে।
তবে রাজা পাশ গেলা পুস্তক নিমিত্তে॥
হেনকালে বিপ্র এক শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী।
পুরাণ শুনায় রাজাকে করি মহা আর্ত্তি॥
পুরাণ শ্রবণ হেতু রাজা আচার্য্য নাম দিল।
এই হেতু আচার্য্য নাম সংসারে হইল॥
হেনই সময়ে বিপ্র ভ্রমর গীতা পড়ে।
ব্যাখ্যা শুনি প্রভু হাসে থাকি কিছু আরে॥
তবে প্রভু সভামধ্যে যাইয়া বসিলা।
বসিয়াত সেই ব্যাখ্যা সকলি খণ্ডিলা॥
তবে রাজা চিত্তে কিছু হরিষ হইল।
ব্যাখ্যা শুনিবার তরে চিত্তমগ্ন হইল॥
(৯খ) রাজা নিবেদন করে বিনয় করিয়া।
আপনে করহ ব্যাখ্যা করুণা করিয়া॥
প্রভু ব্যাখ্যা কৈল শ্লোক গোস্বামীর মত।
শুনিয়া হইল রাজা যেন উনমত॥
প্রণাম করিয়া পায় পড়িল তখন।
প্রভু কৃপা কর মোরে লইনু সরণ॥
হায় হায় হেন ব্যাখ্যা কভু নাহি শুনি।
ফুকরি ফুকরি কান্দে পড়িয়া ধরণী॥

গদগদ নাদে কহে শুন মহাশয় ।
করুণা করহ মোরে হইয়া সদয় ॥
প্রভু কহে এই বিপ্রের নাম কি বা হয় ।
শ্রীবাস আচার্য্য বলি রাজা নিবেদয় ॥
প্রমাণ ইহার নাম আচায্য যে হয় ।
প্রভু কহে আচার্য্য নাম হইল নিশ্চয় ॥
তবে রাজা প্রতি প্রভু কহেন বচন ।
তোমারে কৃপা করুন ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
মল্ল ভূপতি নাম শ্রীবীর হাম্বীর ।
কৃপা কৈল প্রভু তারে সদয় গম্ভীর ॥
কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিকতা ভকতি হৈল তাহার ।
প্রভুকে সপিলা সব রাজ্য ব্যবহার ॥
কি কহিব সেই প্রভুর পদাশ্রয় কথা ।
যে পদ শরণে হয় বাঞ্ছা সুসর্ব্বদা ॥
সে পদ দর্শন স্পর্শে আশ্রয় সেবন ।
অনায়াসে মিলে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
যেই বনবিষ্ণু পুর দেশের বহুজন ।
অনেক হৈল শিষ্য না যায় লিখন ॥
ব্যক্ত করিয়া নাম গ্রন্থে না লেখিল ।
শ্রীমতীর মুখে আমি যে কিছু শুনিল ॥
শ্রী করণ কুলেতে জন্ম অতি শুদ্ধাচার ।
করুণা করহ দাসের পুত্র দুই সহোদর ॥
(১০ক) প্রভু গেহে পত্রি দোহে সদাই লিখয় ।
এই হেতু বিশ্বাস নাম দিল দয়াময় ॥
জ্যেষ্ঠ শ্রী জানকীরাম দাস মহাশয় ।
তারে কৃপা করিলেন প্রভু দয়াময় ॥
তাহার অনুজ প্রসাদ দাসে কৃপা কৈলা ।
প্রভুর কৃপা পাইয়া দোহে মহাভক্ত হৈলা ॥

পূর্বে ইহাদের ছিল মজুমদার পদবী।
প্রভু দত্ত এবে ভেল বিশ্বাস পদবী॥
তথাই করিলা দয়া শ্রী বল্লভী কবি প্রতি।
পদাশ্রয় পাই যিঁহো হইলা সুকৃতি॥
হরিনাম লয় সদা করিয়া নিয়ম।
লক্ষ হরি নাম বিনে জল নাহি করে গ্রহণ॥
প্রভুর নিকটে রহে প্রভু প্রাণ তার।
প্রভুরে সপিলা যিহো গেহো পরিবার॥
তার জ্যেষ্ঠ সহোদর দুই মহাশয়।
জ্যেষ্ঠ শ্রীরামদাস প্রতি হইলা সদয়॥
মধ্যম শ্রীগোপাল দাসে তবে কৃপা কৈলা।
তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়া হৈলা॥
দেউলি গ্রামেতে স্থিতি শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ ঠাকুর।
তাহারে করিলা দয়া কৃপা করিয়া প্রচুর॥
যাহার গৃহে আসি প্রভু প্রথমে রহিলা।
তাহাতে প্রভুর প্রীতি অধিক জন্মিলা॥
যার মুখে শুনিলেন গ্রন্থ প্রাপ্তি বাণী।
হৃত গ্রন্থ পাই প্রভুর জুড়াইল পরানি॥
যার সঙ্গে রাজা পাশ করিলা গমন।
যাহার আদেশে পাইলা গ্রন্থ মহাধন॥
এইহেতু প্রভু তারে কৃপাত করিয়া।
কহিতে লাগিলা তার মাথে পদ দিয়া॥
তোমারে করুণ দয়া শ্রীরাধা রমণ।
শ্রীগোবিন্দ জীউ আর শ্রীমদন মোহন॥
শ্রীগোপীনাথ আর শ্রীরূপ সনাতন।
শ্রীগোপাল ভট্ট আর শ্রীজীব চরণ॥
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট আর শ্রীরঘুনাথ দাস।
তোমারে করুন দয়া পরম উল্লাস॥

১০ (খ) শ্রীকৃষ্ণ দাস আর শ্রীগোসাঞি লোকনাথ।
করুণা করিয়া তোরে করুন আত্মসাৎ[১]
তোমার বাঞ্ছাপূর্ণ করুন এই সব জন।
অনায়াসে পাবে তুমি প্রেম মহাধন॥
তাহারে সদয় হইয়া প্রভু স্থির হইলা।
আনন্দে তাহার গৃহে বসতি করিলা॥
বল্লবী কবিরাজ আদি সঙ্গেতে করিয়া।
রাজার আলয়ে প্রভু গেলা হৃষ্টচিত্ত হইয়া॥
রাজা প্রভু দেখিয়া তবে আনন্দে উঠিয়া।
অষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ে ভূমি লোটাইয়া॥
প্রভু নিজপদ তার মস্তকেত দিল।
আনন্দিত হইয়া প্রভু আসনে বসিল॥
পার্ষদগণের পরিচয় সকল করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাব করে আনন্দ পাইয়া॥
কৃষ্ণ কথা আলাপন করি কতক্ষণ।
শুনিয়া রাজার চিত্ত উলসিত মন॥
আনন্দের সিন্ধু রাজা উল্লসিত মনে।
কে কে বলি প্রভুর ধরিল চরণে॥
জন্ম সার্থক হইল পাইল দরশন।
যে পদ দর্শনে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
এই মত কতক্ষণ সভাতে রহিয়া।
বাসরে আইলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া॥
রাজা নিজালয়ে যাই বিশ্রাম করিলা।
শয়নে থাকিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলা॥
মনে করে কৃষ্ণ সেবা করিব প্রকাশ।
স্বপ্নে কালাচাঁদ রূপে দেখে সুপ্রকাশ
তথা নিজ প্রভু রূপ রাজা যে দেখয়।
দুই প্রভু শোভা দেখি অন্তরে ভাবয়

১। পাঠান্তর 'কৃপাদৃষ্টিপাত' ব: পু: সং পৃ: ১৭

দেখিতেই শোভা দোহার বর্ণন আচরে।
সুধারাসি খসে যায় অক্ষরে অক্ষরে॥
দুই প্রভুর দুই পদ করিল বর্ণন।
যে পদ আস্বাদে বাঢ়ে প্রেমানন্দ মন॥
স্বপ্নে পদ পড়ে রাজা রাণী শুনিয়া।
গোঙাইল সব নিশি কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কিবা অদভূত করিয়া শ্রবণ।
১১ (ক) ভাবিতে আবিষ্ট হইল পট্ট দেবীর মন॥
তবে রাজা জাগিলেন শয্যাতে বসিয়া।
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ভাবিয়া॥
শ্রীরূপ সনাতন বলি সঘনে ফুৎকার।
শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি করে হাহাকার॥
জাগরণে মহারাজের স্থির নহে মন।
যে দেখিল সেইরূপ অন্তরে স্ফুরণ॥
ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে মনে ভাবে।
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈলা কাহা গেল হেন লাভে॥
জাগরণে মহারাজ সেইরূপ দেখে।
নিজ প্রভুর রূপ শোভা আনন্দ বিলোকে॥
দেখিতেছে প্রভু কহে এই সেবা কর।
দেখিবে অপূর্ব্ব রূপ হইয়া সুস্থির॥
আনন্দিত মহারাজ সুখাবিষ্ট হইয়া।
হেন কালে পট্ট দেবী চরণে পড়িয়া॥
কি আশ্চর্য্য পদ রাজা করিলে বর্ণন।
কৃতার্থ করাহ মোরে করাহ শ্রবণ॥
রাজা কহে পদ আমি না করি বর্ণন।
রাণী কহে রাজা তুমি না কর বঞ্চন॥
বঞ্চন না কর রাজা তুষ্ট কর মন।
অন্যথা শরীরে মোর না রবে জীবন॥

তবে রাজা জানিলেন প্রভু কৃপা বিনে।
এমন অদভুত ভাব জন্মিব কেমনে ॥
তবে রাজা তুষ্ট হইয়া কহিল বচন।
আনন্দে করহ তুমি এ পদ শ্রবণ ॥

তথাহি পদম্।

প্রভু মোর শ্রী নিবাস, পূরাইলে মোর আশ
তুয়া বিনে গতি নাহি আর।
আছিলুঁ বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিঠ
ছুটাইলে রাজ অহঙ্কার ॥ ১ ॥
করিতু গরল পান সে ভেল ডাহিন বাম
দেখাইলে অমিয়ার ধার।
পিবু পিবু করে মন সব ভেল উচাটন
এ সব তোমার ব্যবহার ॥ ২ ॥
রাধা পদ সুখরাশি সে পদে করিলে দাসী
গোরাপদে বান্ধি দিলে চিত।
রাধিকা রমণ সহ দেখাইলে কুঞ্জ গেহ
দেখাইলে দুঁহু প্রেম প্রীত ॥ ৩ ॥
১১ (খ) যমুনার কূলে যাই তীরে সখী ধাওয়া ধাই
রাধা কানু বিলসই সুখে।
এ বীর হাম্বীর হিয়া ব্রজপুর সদা ধিয়া
যাঁহা অলি ফিরে লাখে লাখে ॥ ৪ ॥

শুন গো মরম সখি কালিয়া কমল আঁখি
কি বা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরানি ॥ ১ ॥

শুনিয়া দেখিলু কালা দেখিতে পাইনু জ্বালা
নিভাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিভায় হিয়ার আগুনি ॥ ২ ॥

বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লঞা যায় যমুনার তীরে।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি স্থিরে ॥ ৩ ॥

শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর চিত শ্রীনিবাসে অনুগত
মজি গেলো কালাচান্দের পায় ॥ ৪ ॥

শুনিয়া শুনিয়া রাণীর আনন্দ বাড়িল।
ভাবাবেশে অবশ তনু প্রেম বাড়ি গেল ॥
সদা গর গর চিত ধরণে না যায়।
কি শুনিল বলি রাণী করে হায় হায় ॥
তবে রাণী ধৈর্য্য মন হইল যখন।
রাজারে কহয়ে রাণী বহু নিবেদন ॥
মহারাজ তুমি মোরে কর অঙ্গিকারে।
শ্রীনিবাস পদে প্রিয় করাহ আমারে ॥
রাজাত জানিল মনে প্রভু কৃপা বিনে।
এমন অপূর্বভাব জন্মিবে কেমনে ॥
রাণী ভাগ্য ইহা রাজা ভাবে মনে মনে।
সুপ্রসন্ন বিধি বুঝি হইলা এত দিনে ॥
ভাগ্যের অবধি নাহি করে বার বার।
চিত্তেতে জানিল রাজা প্রভুর ব্যবহার ॥

তবে রাজা তুষ্ট হইয়া প্রভুরে লইয়া[১] ।
ভূমে পড়ি গড়ি যায় আনন্দ হইয়া ॥
নিবেদিল প্রভুর পদে যতেক বৃত্তান্ত ।
শুনিয়াত প্রভু মনে বুঝিলা নিতান্ত ॥

১২ (ক) তবে পট্ট মহাদেবী নিকটে আসিয়া ।
কহিতে লাগিলা রাণী চরণে পড়িয়া ॥
মোরে প্রভু অঙ্গীকার কর এইবার ।
ক্ষেম অপরাধ প্রভু কর অঙ্গীকার ॥
পতিত উদ্ধার হেতু তোমার অবতার ।
জানি প্রভু উদ্ধারিবে মো হেন দুরাচার ॥
রাণীর আর্তি দেখি প্রভু সুপ্রসন্ন হইয়া ।
সুখাবিষ্ট হইয়া প্রভু দিল পদ ছায়া ॥
আগে হরিনাম মন্ত্র করাই শ্রবণ ।
তবে তো যুগল মন্ত্র করায় গ্রহণ ॥
তবে কাম গাত্রী কাম বীজে উপাসনা দিয়া ।
মঞ্জরীর যুথের কথা কহে বিবরিয়া ॥
পরকীয়া লীলা এই মঞ্জরী যূথ বিনে ।
পরকীয়া রস তার না মিলে কখনে ॥
ইহা সভার অনুগা বিনে ব্রজপ্রাপ্তি নহে ।
নিশ্চয় করিয়া আমি কহিলাম তোঁহে ॥
এই ভাব শুদ্ধমত অতি নিরমলে ।
জাম্বুনদ হেন যেন পরম উজ্জ্বলে ॥
নিজ মনঃ কথা তোরে কহিল বিবরি ।
ভজহ কৃষ্ণের পদ কর্মাদি দূর করি ॥
সিদ্ধি দেহে কর তুমি মানস সেবন ।
অনায়াসে পাবে তুমি প্রেম মহাধন ॥
বাহ্য দেহে কর সদা শ্রবণ কীর্তন ।
শুদ্ধভাবে ভজ সদা বৈষ্ণব চরণ ॥

১। পাঠান্তর 'আনাইয়া' বঃ পুঃ সং পৃঃ ২০

এতেক বৃত্তান্ত প্রভু উপাসনা দিয়া।
প্রসন্ন হইল চিত্ত আনন্দিত হিয়া॥
তবে রাজ পুত্রে প্রভু করিলেন দয়া।
আনন্দিত হইয়া প্রভু দিল পদছায়া॥
শ্রীরাজ হাম্বীর নাম হয় যুবরাজ।
প্রভু কৃপা পাত্র যিঁহো মহাভক্ত রাজ॥
তবে রাজা কালাচান্দের সেবা প্রকাশিলা।
শ্রীঅঙ্গের শোভা দেখি আনন্দে মজি গেলা॥
কালাচান্দ রূপ শোভা আনন্দে বিলোকে।
আপনি আনন্দে প্রভু যার কৈলা অভিষেকে
বৈষ্ণবের সেবা রাজা করে অনিবার।
এইত কহিল যত রাজার ব্যবহার॥
১২ (খ) রাজার পরমার্থ শুনি শ্রীজীব গোসাঞি।
নাম শ্রীগোপাল দাস থুইল তথাই॥
শ্রীব্যাস প্রতি কৃপা আগেত লিখিল।
নিজ পুরোহিত প্রভু তাহারে কহিল॥
তার পর বাস আচার্য্যের ঘরণী।
তাহারে করিলা কৃপা প্রভু গুণমণি॥
নাম তার শ্রীইন্দুমুখী ঠাকুরাণী।
তাহার পরমার্থ রীত কি বলিতে জানি॥
তার পুত্র শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্তী মহাশয়।
তাহারে করিলা দয়া প্রভু দয়া ময়[1]॥
তবে প্রভু কৃপা ভগবান কবি বরে।
পণ্ডিত রসিক তিঁহো হয় মহা ধীরে॥
তবে প্রভু শ্রীনারায়ণ কবি প্রতি দয়া।
শরণ লইয়া তিঁহো প্রভু দিল পদছায়া॥
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজের হয় সহোদর।
তাহার মহিমা সিন্ধু বাক্য অগোচর॥

১। পাঠান্তর 'কৃপাময়' পুঃ বঃ সং পৃঃ ২২

শ্রীবাসুদেব কবিরাজ বড় গুণবন্ত।
কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিক চিত্ত যাহার নিতান্ত॥
তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া।
কৃতার্থ করিলা তারে দিয়া পদ ছায়া॥
তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীবৃন্দাবন দাসে।
কবিরাজ খ্যাতি তার জগৎ প্রকাশে॥
তবে প্রভু কৃপা কৈলা নিমাই কবিরাজে।
রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগতের মাঝে।
লক্ষ হরি নাম জপে সংখ্যা করিয়া।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে সুখাবিষ্ট হইয়া॥
আবেশে অবশ তনু সঘনে ফুৎকার।
লম্ফ ঝম্ফ করে ক্ষণে ক্ষণেতে হুংকার॥
নয়নের ধারা যার বহে অবিশ্রাম।
পুলকে আবৃত তনু সদা বহে ঘাম॥
তারপর কৃপা কৈল শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী।
পদাশ্রয় পাইয়া যিঁহো হইল কৃতকীর্তি॥
লক্ষ হরি নাম লয় নামেতে বিশ্বাস।
(১৩ক) বড়ই রসিক তিহোঁ সংসারে উদাস॥
তবে প্রভু কৃপা কৈলা ঠাকুর রঘুনন্দনে।
যারে কৃপা কৈলা প্রভু সুখাবিষ্ট মনে॥
তারপর কৃপা কৈলা গৌরাঙ্গ দাসেরে।
তাহার অনন্ত গুণ কে বর্ণিতে পারে॥
সদা হরি নাম যিঁহো করেন গ্রহণ।
রাধা কৃষ্ণ লীলা তার সদাই স্মরণ॥
শ্রীরূপ সনাতন বলি সঘনে ফুৎকার।
ভট্ট গোসাঞি বলিতেই বহে অশ্রুধার॥
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে যিঁহো ভাবাবিষ্ট মনে।
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম সদা চিন্তে মনে॥

শ্রীমন্ত ঠাকুর এক বিপ্র কুলে জন্ম।
তারে কৃপা কৈলা প্রভু সুধাবিষ্ট মন ॥
শ্রীগোপীজন বল্লভ প্রতি প্রভু দয়া কৈল।
মহা ভাগবত তিহোঁ জগৎ ব্যাপিল ॥
তাহার ভজন কথা কহনে না যায়।
মহামগ্ন রহে যিঁহো মানস সেবায় ॥
তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীগৌরাঙ্গ দাসে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলিতেই পড়ে ভাবাবেশে ॥
তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীতুলসী রামে
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেই হয় প্রেমোন্মাদে ॥
তন্তুবায় কুলোদ্ভব তুলসী রাম দাসে।
সদা প্রভুর পদ চিন্তে পরম লালসে ॥
উৎকল দেশেতে জন্ম শ্রীবলরাম দাস।
বিপ্র কুলোদ্ভব তিহো সংসারে উদাস ॥
তবে প্রভু কৃপা কৈলা চৌধুরী দয়া রামে ॥
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম দুঁহে রহে এক গ্রামে ॥
দুই জনে মহাপ্রীত কহনে না যায়।
সর্ব্বস্ব সপিলা যিঁহো প্রভুর পায় ॥
আর ভক্তরাজ এক শ্রীহরি বল্লভ।
সরকার খ্যাতি তিঁহো জগত দুর্লভ ॥
প্রভুত করিলা কৃপা হইয়া সদয়।
যাহার ভজন নিত কহন না যায় ॥
আর শিষ্য প্রভুর কৃষ্ণ বল্লভ চক্রবর্ত্তী।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো হৈলা মহামতি ॥
গৌর দেশ বাসী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিতে।
তাহারে করিলা দয়া হৈয়া কৃপাব্ধিতে ॥
সেই দেশ বাসী শ্যাম চট্টে কৃপা কৈলা।
দুইজনার শিষ্যে প্রশিষ্যে জগৎ ব্যাপিলা ॥

(১৩ খ) একত্র নিবাসী শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী।
প্রেমে জয়রাম বলি যার হৈল খ্যাতি॥
তবে কৃপা কৈল প্রভু ঠাকুর দাস ঠাকুরে।
তাহার ভজন রীতি বড়ই গম্ভীরে॥
শ্রীমথুরা নিবাসী শ্রীমথুর দাস।
বিপ্রকুলে জন্ম তেহ মহা সুখোল্লাস॥
শ্রীশ্যাম সুন্দর দাস সরল ব্রাহ্মণ।
লক্ষ হরি নাম যিঁহো করেন গ্রহণ॥
শ্রী আত্মা রাম প্রতি প্রভু দয়া কৈল।
একত্র নিবাসী তিনে মহাপ্রীত হৈল॥
শ্রীবৃন্দাবন বাসী হয় মহা সুখরাশি।
বৃন্দাবন দাস নাম মহাগুণ রাশি॥
তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণনিধি।
তার গুণ কি কহিব মুঞি হীন বুদ্ধি॥
তবে ত করিল দয়া শ্রীগোবিন্দ রাম প্রতি।
আত্মসাৎ কৈল প্রভু করি মহা আর্ত্তি॥
তারপর কৃপা কৈলা শ্রীগোপাল দাসে।
একত্র স্থিতি তিনে মহানন্দে ভাসে॥
শ্রীকুণ্ড নিবাসী তিন মহাভক্ত ধীর।
প্রভু কৃপা কৈল তিনে হইয়া সুস্থির॥
শ্রীমোহন দাস আর ব্রজানন্দ দাস।
শ্রীরাম দাস হয় প্রভুর নিজ দাস॥
শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী শ্রীরসিকানন্দ দাস।
শ্রীহরিপ্রসাদ আর সুখানন্দ দাস॥
প্রেমী হরিরাম আর মুক্তারাম দাস।
প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা অন্তর উল্লাস॥
সবে মিলি একত্রেতে করিলা ভোজন।
লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ॥

ভজন হরি নাম যার না পারি কহিতে।
আবেশে রহেন সদা মানস সেবাতে ॥
বঙ্গদেশে স্থিতি রাম কলা নিধি।
বিপ্রকুলে জন্ম তার আচার্য্য উপাধি।
তবে কৃপা কৈল প্রভু হইয়া কৃপাবান্।
আর শিষ্য এক শ্রীরাম শরণ নাম ॥
প্রেম দাস রসিক দাস দুই সহোদর।
বৈষ্ণবের সেবাতে দুঁহে বড়ই তৎপর ॥
১৪ (ক) বিষ্ণুপুর দেশে রহে কত কত জন।
অনেক হইল শিষ্য না যায় লিখন ॥
স্বকীয় দেশেতে কৈল শিষ্য বহুতর।
না জানি এ নাম তার আমি অজ্ঞবর ॥
নানা দেশ বিদেশ হইতে কত কত জন।
আইলেন সবে হৈলা কৃপার ভাজন ॥
রাঢ় বঙ্গ দেশ যত গৌর দেশ আর।
ব্রজ ভূমি মগধ উৎকল দেশ আর ॥
বড় গঙ্গা পার আর বিন্ধ্য কঙ্খাল।
গঙ্গা মধ্যে দেশ হয় যত কিছু আর ॥
যার শিষ্য উপশিষ্য তার উপশিষ্যে।
সকল আশ্রিত হৈলা কহিলাঙ উদ্দেশে ॥
কে পারে কহিতে তার শিষ্যগণ যত।
দিক দেখাইতে কিছু কহিলাঙ বিক্ষাত[১] ॥
শিষ্য উপশিষ্য যত কে পারে গণিতে।
সহস্র বদন যদি পারে কোন রীতে ॥
সংক্ষেপে কহিল কিছু প্রভুর শাখাগণ।
কৃষ্ণ প্রেম মিলে যার করিলে স্মরণ ॥
কৃষ্ণ কিবা কৃষ্ণ ভক্ত সমান চরিত।
আপনা আপনি হেতু গাও তার গীত ॥

১। পাঠান্তর 'মাত্রা' বঃ পুঃ সং পৃঃ ২৫

ইহা যেই পড়ে শুনে সেই ভাগ্যবান।
অনায়াসে কৃষ্ণ প্রেম হয় বিদ্যমান ॥
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস।
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥
শ্রী আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা ॥
সেই চরণ পদ্ম করিয়া হৃদয় বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

ইতি শ্রী কর্ণানন্দে শ্রী নিবাসাচার্য প্রভু শাখা বর্ণন নাম প্রথম নির্য্যাস জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ।

॥ দ্বিতীয় নির্য্যাস ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
এবে কহি শুন প্রভুর উপশাখা গণ।
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের শাখা।
কিছু মাত্র কহি আগে করি দিক লেখা ॥
শ্রী বল্লভ মজুমদার বিপ্রকুলে জন্ম।
কবিরাজ দয়া কৈল হৈয়া কৃপাধীন ॥
১৪ (খ) সদাকাল যার যায় কৃষ্ণ পরসঙ্গে।
আনন্দে অবশ যিহোঁ প্রেমাদির তরঙ্গে ॥
আর সেবক তার শ্রীহরিনাম আচার্য্য।
পরম পণ্ডিত বড় সর্বগুণে আর্য্য ॥
তাহার নন্দন শ্রী গোপীকান্ত চক্রবর্তী।
তেহোঁ হরি নামে রত প্রেমময় কীর্তি ॥

পিতার সেবক তিঁহো অতি ভক্তি রাজ।
তাহার কতেক শিষ্য লিখিতে হয় ব্যাজ॥
কবিরাজের শিষ্য শ্রীবলরাম কবি পতি।
প্রেমময় চেষ্টা যার অলৌকিক রীতি॥
কবিরাজের শিষ্যোপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল।
তারা সব ভাগবত জীবে কৃপা কৈল॥
না পারি বর্ণিতে কবিরাজের শিষ্যগণ।
আপন পবিত্র হেতু কহিল কথোজন॥
শ্রীঈশ্বরীর শিষ্য এবে কহি শুন।
আপন পবিত্র হেতু গাও যার গুণ॥
জয় কৃষ্ণাচার্য্য আর শ্রীজগদীশাচার্য্য।
শ্যাম বল্লভাচার্য্য আর তিন মহা আর্য্য॥
আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতি পুণ্যবান।
দুই বধূ গুণবতী অতি গুণ ধাম॥
দুয়েতে পরম প্রীত প্রেম চেষ্টা ময়।
নিস্তারিতে জীব সব করুণা হৃদয়॥
হরি নাম লয় দুঁহে সদা অবিরাম।
রাত্রি দিনে জপে নাম সংখ্যা অবিশ্রাম॥
লক্ষ নাম না লইলে জল নাহি খায়।
অশ্রু পুলক বহে সদা আনন্দ হিয়ায়॥
দুই বধূর নাম শুন করি এক মন।
যে নাম শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
জ্যেষ্ঠা বধূ শ্রীসত্যভামা ঠাকুরাণী।
আর বধূ শ্রীচন্দ্রমুখী নাম গুণমণি॥
একত্র দুইজনে সদা ভজন প্রসঙ্গ।
প্রেমেতে পূরিত দেহ প্রফুল্লিত অঙ্গ॥
নিজেশ্বরী মুখে যেবা করিল শ্রবণ।
সুখাবিষ্ট হইয়া করে স্তবের পঠন॥

শ্রীরূপ গোসাঞি আর শ্রীদাস গোসাঞি।
বলিয়াছে দুই প্রভু আনন্দিত হই॥
মহাপ্রভুর অষ্টক আর চৈতন্ত কল্পবৃক্ষ।
আনন্দে পড়েন স্তব পাইয়া বড় সুখ॥
১৫ (ক) কার্পণ্য পঞ্জিকা আর হরি কুসুমাঞ্জলি।
বিলাস[১] কুসুমাঞ্জলি পড়ে হইয়া কুতুহলি॥
প্রেমাম্ভোজমকন্দাখ্য চাটুপুষ্পাঞ্জলি।
মনঃ শিক্ষা আদি করি পাড়েন সকলি॥
স্তব পাঠ কালে হয় আনন্দে বিভোল।
ক্ষেণে ক্ষেণে কহে দুঁহে শ্রীরাধা গোবিন্দ॥
পরমানন্দে দুই জনের ভজন প্রসঙ্গ।
দুহাকার শিষ্যে উপশিষ্যে জগত ব্যাপিল।
তা সভার নাম কিছু লিখিতে নারিল॥
শ্রীরাধা বল্লভ চক্রবর্তী আর বৃন্দাবন।
চক্রবর্তী মহাশয় ভকত প্রধান॥
বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী সেবক তাহার।
রাধা বিনোদ চক্রবর্তী কিশোরী চক্রবর্তী আর॥
মাতার সেবক তেহ ঈশ্বরীর অনুসেবক।
ইহা সবার যত শিষ্য সকলি অনেক॥
এবে কহি ঠাকুরঝি শ্রীল হেমলতা।
শ্রীমতীর শিষ্যগণে আছে যার কথা[২]॥
শ্রীসুবল চন্দ্র ঠাকুর সদানন্দ ময়।
তার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর শিষ্য মহাশয়॥
শ্রীগোকুল চক্রবর্তী সেবক তাহার।
মহামাতা প্রেমময় গম্ভীর আচার॥
তার শিষ্য তার শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুর।
মণ্ডল গ্রামবাসী তিঁহো হয় ভক্ত শূর॥

১। পাঠান্তর বিলাস বঃ পঃ সং পৃঃ ২৭
২। পাঠান্তর খ্যাতা বঃ পুঃ সং পৃঃ ২৭

শ্রীবল্লভ দাস আর সেবক তাহার।
গোসাঞি নিবাসী তিঁহো অনুরক্ত সার॥
দীনহীন যদুনন্দন বৈদ্যদাস তার।
মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥
করুণা চাহিয়ে তাঁর [১]প্রেমহীন হইয়া[১]।
কভু যদি দয়া হয় হৃদয়ে ভাবিয়া॥
সেবকাভাস কভু সেবা না করিল।
তথাপি তাহার গুণে সে পদ ধরিল॥
কানু রাম চক্রবর্ত্তী সেবক তাহার।
দর্প নারায়ণ চণ্ডী দুই ভৃত্য তার॥
রামচরণ মধু বিশ্বাস রাধাকান্ত বৈদ্য।
কতেক কহিব আমি নাহি আর বেদ্য॥
জগদীশ কবিরাজ আর শিষ্য তার।
রাধা বল্লভ কবিরাজের ভ্রাতা ভক্ত সার॥
১৫ (খ) শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর আশয়॥
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর।
তিন পুত্র শিষ্য তার তিন ভক্ত শূর॥
দুই পত্নী মধ্যে কনিষ্ঠা যেই জন।
তিঁহো তো হইলা প্রভুর কৃপার ভাজন॥
সর্বজ্যেষ্ঠার নাম শ্রীসত্যভামা যিঁহো।
শ্রীরাধা মাধবকে কৃপা করিয়াছেন তিঁহো॥
শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর গতি প্রভুর সেবক।
পরম মধুরাশয় গুণেতে অনেক॥
তুলসীরাম দাসের পুত্র শ্রীঘনশ্যাম।
তাহারে করিল কৃপা প্রভু দয়াবান॥
শ্রীকন্দর্প রায় চট্টপতি প্রভুর দাস।
তার কীর্তি গুণাগুণ জগৎ প্রকাশ॥

১।—১। পাঠান্তর 'চরণ পড়িয়া' ব০ প০ স০ প০ ১৮

এতাদি করিয়া জামাতা চারি অতিধন্ত।
প্রভু পদ সেবা বিনে নাহি জানে অন্ত॥
পঞ্চ কন্যা প্রভুর পঞ্চ মহা সতি।
প্রভু পদ সেবে সদা পাইয়া পিরিতি॥
শ্রীবাসের কন্যা শ্রীকনক প্রিয়া ঠাকুরাণী।
তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি॥
শ্রীজানকী বিশ্বাসের পুত্র শ্রীহরি বিশী গোবিন্দ॥
কায়মনে সেবে দুহে প্রভুর পদ দ্বন্দ্ব॥
শ্রীপ্রসাদ বিশ্বাস পুত্র শ্রীবৃন্দাবনদাস।
প্রভুপদে নিষ্ঠারতি পরম বিশ্বাস॥
শ্রীব্রজমোহন চট্টরাজ তাঁর শিষ্য আর।
শ্রীপুরুষোত্তম চক্রবর্তী আর শিষ্য তার॥
আর শিষ্য প্রভুর জয়রাম দাস নামে।
মধুর চরিত্র বৈসে সনাবলি গ্রামে॥
তার শিষ্য রাধাকৃষ্ণ দাস ঠাকুর।
ভজন পরাকাষ্ঠা বড় গুণের প্রচুর॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য।
রাধাকৃষ্ণ লীলা রসে রহেন অবশ্য॥
তার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমদন চক্রবর্ত্তী।
রাধাকৃষ্ণ লীলারসে সদা যার আর্ত্তি॥
শ্রীবল্লভী কান্ত চক্রবর্তী তার এক শিষ্য।
মধুর রসেতে পূর্ণ রহেন অবশ্য॥
শ্রীঘন শ্যাম কবিরাজ তার কৃপা পাত্র।
রাধাকৃষ্ণ লীলারসে স্নিগ্ধ যার চিত্ত॥
শ্রী অনন্ত রাম দাস নামে বৈদ্যকুলে জন্ম।
হরি নামে যিহোঁ রহে সদাই নিমগ্ন॥
আর যত শাখা আছে না জানিএ তত্ত।
উদ্দেশ লাগিয়া দিও দেখাই মাত্র॥

১৬ (ক) অশেষ সেবক শ্রীগতির ভক্তরাজ।
না জানিয়ে নাম তার লিখিতে হয় ব্যাজ॥
প্রভুর উপশাখা গণের না যায় লিখন।
কিছুমাত্র দেখাইলা দিগ দরশন।
আমি অতি মন্দ বুদ্ধি না জানি মহিমা।
অপরাধ না লইবে জন্মাবে করুণা॥
আগে পাছে নাম লিখি না লইবে দোষ।
সবার চরণ বন্দি হইবে সন্তোষ॥
কর্ণানন্দ কথা এই রসের নির্য্যাস।
শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলসে।
কর্ণানন্দ কহে যদু নাথ দাসে॥

ইতি শ্রীকর্ণানন্দ শ্রীআচার্য্য প্রভুর উপশাখা বর্ণনং নাম দ্বিতীয় নির্য্যাস॥ ২॥

॥ তৃতীয় নির্য্যাস ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
আর এককথা কহি শুন মন দিয়া।
কহিব রহস্য কথা শুন শ্রবণ পূরিয়া॥
যে কথা শ্রবণে হয় হৃদয়ে আনন্দ।
কি কহিব সেই কথা মুঞি অতিমন্দ॥
শুন শুন ভক্তগণ রমচন্দ্রের মহিমা।
যার গুণ কীর্তনে চিত্তে উপজয়ে প্রেমা॥
একদিন মদীশ্বরী শ্রীল হেমলতা।
কহিতে লাগিলা মোরে করি প্রসন্নতা॥

শ্রীমতীর মুখে আমি যে কথা শুনিল।
শুনিয়া ত মোর চিত্ত প্রসন্ন হইল॥
শ্রীরামচন্দ্র মহিমা সিন্ধু শ্রবণ পরশে।
আনন্দে ভাসিল আমি মহাসুখোল্লাসে॥
প্রভু রামচন্দ্র যেন একই শরীর।
গম্ভীর আশয় যার গম্ভীর শরীর॥
কি বা সে মাধুর্য্য রূপ চরিত্র মাধুর্য্য।
যতেক শুনিল গুণ সকল আশ্চর্য্য॥
১৬ (খ) প্রভু মনোবেদ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ।
ব্যক্ত হইয়া আছে ইহা জগতের মাঝ॥
জগতে বিখ্যাত শ্রীরামচন্দ্র কীর্ত্তিগণে।
সুশীল গাম্ভীর্য্য অতি বিখ্যাত ভুবনে॥
ইহা কিছু ব্যক্ত করি করিব বর্ণন।
আপন পবিত্র হেতু স্পর্শী এককণ॥
একদিন প্রভু বিষ্ণুপুরের বাড়ীতে।
বসিয়া আছেন প্রভু অতি উল্লসিত চিত্তে॥
দুই ঈশ্বরী দুই পাশে বসিয়া আছয়।
আনন্দে প্রভুর রূপ নয়নে দেখয়॥
আপনার ভাগ্য দুহে বহু প্রশংসিলা।
হেন প্রভুর পাদপদ্ম বহু ভাগ্যে পাইলা॥
তবে প্রভু কৃষ্ণ কথা পরানন্দে।
শুনিতেই ঈশ্বরীর বাড়িল আনন্দে॥
এইমতে কৃষ্ণ কথা পরানন্দ রসে।
নিমগ্ন হইলা প্রভু মহাপ্রেমোল্লাসে॥
ভাবে গর গর মন স্থির নাহি হয়।
অশ্রু কম্প পুলকে শরীর ব্যাপয়॥
ক্ষেণে হুহুঙ্কার ছাড়ে ভূমে পড়ি যায়।
ক্ষেণেক হুংকার করি ডাকে উচ্চরায়॥

শ্রীগৌরচন্দ্র বলি প্রেমে মূর্চ্ছা যায়।
আবেশে অবশ হইয়া করে হায় হায়॥
শ্রীরূপ সনাতন বলি ক্ষণে ডাকে মুখে।
শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি ভাসে প্রেম সুখে॥
এই মত প্রভুর যবে কতক্ষণ গেল।
অন্য কথালাপে প্রভুর [1]কথোক্ষণ গেল[1]॥
তারপর কথোক্ষণ স্নান করিয়া।
শুভ্র বস্ত্র পরি তবে আসনে বসিয়া॥
তিলক অর্পিয়া ভালে গাত্রে নামাক্ষর।
স্তব পাঠ করে প্রভু করিয়া সুস্বর॥
কিবা সে কণ্ঠের ধ্বনি কোকিল জিঞা[2]।
স্তব পাঠ করে প্রভু হৃষ্ট চিত্ত হইয়া॥
আনন্দিত চিত্ত প্রভুর বসিয়া আসনে।
শ্রীবংশীবদন সেবা করেন যতনে॥
চন্দন তুলসী দিয়া সেবা যে করিলা।
সেবা সমর্পিয়া প্রভু ধ্যানে বসিলা॥
১৭ (ক) নিজাভিষ্ট সিদ্ধ দেহে আরোপন[3] করি।
দেখে রাধাকৃষ্ণ লীলা আশ্চর্য মাধুরী॥
রাধাকৃষ্ণ জল কেলি করে দরশন।
দেখিয়া ত সেই লীলা সুখাবিষ্ট মন॥
যমুনাতে জলকেলি রচিয়া সুঠাম।
অন্যান্যেতে জল যুদ্ধ করিলা পণ॥
বেঢ়িয়াও কৃষ্ণচন্দ্রে যত গোপীগণ।
মেঘেতে বেঢ়িল যেন তড়িতের গণ॥
শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার যত দাসীগণে দিল।
জিনিব কৃষ্ণেরে বলি জলে প্রবিশিল॥

১। পাঠান্তর 'মনস্থির হইল' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৩১
২। পাঠান্তর 'জিনিয়া' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৩১
৩। পাঠান্তর 'মনস্থির' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৩১

সেবা পরা সখীগণ তীরেতে রহিয়া।
অঙ্গের শোভা দেখে দুঁহার নয়ন ভরিয়া॥
শ্রীরূপ মঞ্জুরী আর শ্রীলবঙ্গ মঞ্জুরী।
শ্রীগুণ মঞ্জুরী আর শ্রীরতি মঞ্জুরী॥
ইহা সভার পাছে রহি করে দরশন।
সুস্থির হইয়া করে লীলা নিরীক্ষণ॥
কটি আঁটি সবে মিলি বসন পড়িল।
অতি দৃঢ় করি সবে বেশ যে বান্ধিল॥
প্রথমে যুদ্ধের আরম্ভ হইতে।
শ্রীকৃষ্ণের মুখে জল দেন অলখিতে॥
কিবা সে অঙ্গের গতি কটির চালনি।
কিবা সে হস্তের গতি কি ভ্রু ধুলায়নি॥
কিবা গতিভঙ্গি কিবা পদের সঞ্চার।
নিমগ্ন হইয়া জল বরিখে অপার॥
কিবা অদ্ভুত গতি কুচের চালনি।
কি মাধুর্য্য তাহে অতি গ্রীবা ধুলায়নি॥
মধ্যে মধ্যে ভুরু ভঙ্গি বাক্যের তরঙ্গ।
সুধাব্ধি জিনিয়া কিবা কণ্ঠের তরঙ্গ॥
রাধা সুধা মুখ তবে সখীগণ লইয়া।
জল বরিষয়ে কৃষ্ণের নয়ন তাকিয়া॥
তার মধ্যে কতশত চাতুরী অপার।
বৈদগ্ধী অবধি কিবা জলের সঞ্চার॥
জল বরিষয়ে সবে আনন্দিত মনে।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে॥
১৭ (খ) মুখ্যে হাস্য কিবা তাহে লাবণ্যের সিন্ধু।
সুধার সমুদ্রে মগ্ন হৈলা কৃষ্ণ ইন্দু॥
কভু জানু জলে যুদ্ধ কভু কটি জলে।
কভু বক্ষ জলে কভু কণ্ঠসম[১] জলে॥

১। পাঠান্তর 'কাণ্ঠদঘু' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৩১

কভু যুদ্ধ মুখা মুখী কভু বক্ষা বক্ষি।
কভু নেত্রে নেত্রে যুদ্ধ কভু নখানখি
বাক যুদ্ধ নেত্রে যুদ্ধ কভু কাড়াকাড়ি।
আনন্দ আবেশে সবে আপনা পাসরি॥
এই মত জল যুদ্ধ বাড়িল অপার।
বিক্রম করিয়া করে জলের সঞ্চার॥
তবে কৃষ্ণ প্রকারে সভার হরিল বসন।
নির্ম্মল যমুনা জলে করে অঙ্গ নিরীক্ষণ॥
কিবা সে সৌষ্ঠব অঙ্গ লাবণ্য তরঙ্গ।
হৃদয়ে আনন্দ বাঢ়ে সুখের তরঙ্গ॥
জল কেলি লীলা এই অগাধ ব্যাপার।
জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা কি পাইবে পার॥
ইহার বিস্তার লীলা শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে।
কবিরাজ গোস্বামী তাহা করিলা বেকতে॥
আনন্দে আবেশে রাধা আপনা পাশরে।
খসিয়া পড়িল তাহা নাসার বেসরে॥
লীলা সমাপিয়া সবে, তীরেতে উঠিলা।
সেবা পরা সখীগণ আনন্দিত হইলা॥
যার যেই বস্ত্রালঙ্কার সবে পড়াইয়া।
অঙ্গ শোভা নিরীখয়ে আনন্দিত হইয়া॥
তবে ধনি সুধামুখী সখীগণ লইয়া।
কৃষ্ণ সঙ্গে কুঞ্জ গৃহে প্রবেশিলা গিয়া॥
বৃন্দা কৃত ভক্ষ্য যত আনিল তখন।
সামগ্রী দেখিয়া সবার আনন্দিত মন॥
নানা জাতি ফল তাহা করিয়া রচনা।
ভক্ষ্যের সামগ্রী দেখি আনন্দে নিমগ্না॥
কত প্রকার মিষ্টান্ন তাহা অন্ন ব্যঞ্জন।
আস্বাদয়ে তাহা দুহে আনন্দিত মন॥

সেবা পরা সখীগণ সেবা যে করয় ।
যার যেই সেবা তাহা সবেই রচয় ॥
১৮ (ক) দেখি সখী গণ দুঁহার অঙ্গের মাধুরী ।
রূপ নিরখিয়া সবে আপনা পাসরি ॥
কিবা সে লাবণ্য রূপ নিরমিল বিধি ।
কি মাধুর্য্য সুধাসিন্ধু নাহিক অবধি ॥
আনন্দ অমৃত কিবা চাতুর্য্যের সীমা ।
গুণ রত্নখানি সিন্ধু কি দিব উপমা ॥
কিবা দিয়া দিব ভাই রূপের উপমা ।
মাধুর্য্য অবধি কিবা অঙ্গের সুষমা ॥
উপমা দিবারে চাহি নাহিক উপমা ॥
[১]যাহার শ্রীঅঙ্গ শোভা তাহার তুলনা[১] ॥
অমৃতের সার বিধি তাহারে ছাড়িয়া ।
কোটি চন্দ্র মুখ শোভা ফেলয়ে নিছিয়া ॥
তবে রাধা মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ ।
নাসা শূণ্য দেখি কোথা নাসা আভরণ ॥
বিলাস বিভ্রমে কিবা পড়িয়াছে জলে ।
আভরণ লাগি সবে হইলা বিকলে ॥
অন্যন্য মনেতে সবে যুকতি করিল ।
নাসার বেসর লাগি ব্যগ্র চিত্ত হইল ॥
ইঙ্গিতে কহয়ে তবে শ্রীরূপ মঞ্জরী ।
শ্রীগুণ মঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারী ॥
শ্রীগুণ মঞ্জরী তবে ইঙ্গিত করিয়া ।
মনি মঞ্জরীরে কহে প্রসন্ন হইয়া ॥
তুমি ধনি গুণবতী রাধাচিত্ত জান ।
কতবার আনিয়াছ রাধা আভরণ ॥
কভু কুণ্ড জলে লীলা কভু যমুনার জলে ।
দিবসেই লীলা কভু হয় নিশা কালে ॥

১ এই চরণটি বঃ নঃ গ্রঃ মঃ পুঁথিতে নাই, কিন্তু বঃ পুঃ সং পুঁথিতে পৃঃ ৩৩ আছে ।

এইমত কত্তবেরি আনিলে অলঙ্কার ।
এবে তুমি খুঁজি আন কহিলাম সার ॥
তবে সেই মণি মঞ্জরী আদেশ পাইয়া ।
অন্বেষিতে গেলা ধনি আনন্দিত হইয়া ॥
যমুনার তীরে জাই আসিয়া দেখিল ।
তটে নাহি পাই তবে জলে প্রবেশিল ॥
নির্মল যমুনা জলে করে নিরীক্ষণ ।
দেখিতে না পায় তাতে নাসার আভরণ ॥
দর্পণের প্রায় নীর দেখিতে উজ্জ্বল ।
রবির কিরণ তাতে করে ঝলমল ॥
১৮ (খ) কতক্ষণ অন্বেষিয়া না পায় দেখিতে ।
না পাইয়া চিত্তে তবে হইলা ব্যথিতে ॥
লীলা কালে দুহে জলে হইলা বহুরণ ।
দুঁহে বিদগ্ধ দুঁহে অতি বিচক্ষণ ॥
যমুনাতে পদচিহ্ন অতি মনোহর ।
তার মাঝে পড়িয়াছে নাসার বেসর ॥
তাতে ঢাকিয়াছে পদ্মপত্র না হল বিদিত ।
না পাইয়া আভরণ হইলা চিন্তিত ॥
শুভ্র বর্ণ বালি আর পদ্ম পত্র ।
ঢাকিয়াছে তেঁই তাহা না হয় বিদিত ॥
এই মত কত কত করি অন্বেষণ ।
দুঃখ চিত্ত হইয়া তবে করেন ভাবন ॥
তথা শ্রীঈশ্বরী দুই প্রভুরে দেখিয়া ।
কহিতে লাগিলা দুহে অতি বাগ্র হইয়া ॥
প্রহরেক দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ।
এতক্ষণ গেল প্রভুর ধ্যান নহে অন্ত ॥
দেখিলেন অঙ্গ সব জড়িমা হইল ।
মহাপ্রভুর ভাব দুঁহার মনে পড়ি গেল ॥

শ্বাস প্রশ্বাস নাহি হয় উদর স্পন্দন।
দেখিতেই দুই জনার উড়িল জীবন॥
কর্ণে উচ্চ করি কত করিলেন ধ্বনি।
না হয় চেতন তাতে হরি ধ্বনি শুনি॥
এ মতে রাত্রি যবে হইলা প্রহরেক।
মনেতে ঈশ্বরীর তবে বাড়ি গেল শোক॥
অনিষ্ট আশঙ্কা কত উঠি গেল মনে।
এবে বুঝি বিধি মোরে হইলা নিষ্করুণে॥
বক্ষে করাঘাত মারে ভূমে পড়ি যায়।
র্কি করিলে ! বলি কয়ে হায় হায়॥
ক্ষণে স্থির হই দুঁহে মনে স্থির করি।
বসনে বাতাস দুঁহে করে ধীরি ধীরি॥
প্রভু ধ্যান ভঙ্গ নহে রাজাত শুনিয়া।
শীঘ্র করি আইলেন ত্বরাযুক্ত হইয়া॥
প্রভু গৃহ আইলেন রাজা হৃদয় কাতর।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কত ভূমির উপর॥
দেখিলেন রাজা তবে ভাব গাঢ়তর।
ভাব দেখি রাজা তবে অন্তরে কাতর॥
১৯ (ক) হেনঞি ভাব চেষ্টা না শুনি কোথায়।
নাসাতে অঙ্গুলি ধরি করে হায় হায়॥
ঠাকুরাণী পাশে রাজা আসিয়া বসিল।
শ্রীমতী দোহারে তবে কহিতে লাগিল॥
ঠাকুরাণী কহে শুন কহিয়ে বচন।
লাগিলা কহিতে তারে ভাব বিবরণ॥
প্রহরেক দিন যবে ধ্যানেতে বসিলা।
শ্রীমতীর মুখে রাজা সব তত্ত্ব পাইলা॥
রাজা মহা ব্যগ্র হইল্যা কি করে উপায়।
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি রাজা করে হায় হায়॥

সেই কালে শ্রীবল্লভী কবিরাজ আসিয়া।
ঈশ্বরীরে প্রণমিল ভূমে লোটাইয়া॥
তবে শ্রীব্যাসাচার্য্য আর শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ।
জানকীদাস প্রসাদদাস আইলেন সব॥
প্রভু দেখি সবে তবে বিষণ্ণ হইয়া।
ভাবিতে লাগিলা সবে অধোমুখ হইয়া॥
নানা যতন করে সবে না হয় চেতন।
ধ্যান ভঙ্গ নহে দেখি উড়িল জীবন॥
তৃতীয় প্রহর রাত্রি গেল যে বহিয়া।
নিকটে বসিয়া সবে ভাবিত হইয়া॥
তবে দুই ঈশ্বরী রোদন করিয়া।
হায় হায় কি করি কত বিলাপ করিয়া॥
হায় হায় নিদারুণ বিধি কি করিলে তুমি।
বুকে করাঘাত মারে লোটাইয়া ভূমি॥
এতদিনে বিধি মোরে হইলা নিদারুণ।
হায় হায় করি কত করয়ে ক্রন্দন॥
তবে প্রভু ভক্ত গণ একত্র হইয়া।
কহিতে লাগিল সবে মহাব্যগ্র হইয়া॥
শুন শুন ঠাকুরাণী স্থির কর চিত।
প্রভু মোর ভাবে মগ্ন পাইব সম্বিত॥
কিছু স্থির হইলা দুঁহে বিষাদ সম্বরি।
প্রভুর নিকটে বসিলেন মন ধৈর্য্য করি।
একত্রে হইয়া সবে মনেতে ভাবয়।
কোন প্রকারে প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হয়॥
১৯ (খ) এই মতে রাত্রি গেল দিবস প্রবেশ।
ধ্যান ভঙ্গ করিতে চিন্তা পাইল অশেষ॥
রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্ত গণ।
দুঃখিত চিত্ত হইয়া সভে করেন চিন্তন॥

এই মতে কত চিন্তা করিতে লাগিলা।
তৃতীয় প্রহর বেলা প্রবেশ করিলা॥
তবুত না হয় চেষ্টা বিষাদ অন্তর।
অনিষ্ট আশঙ্কা মনে সদা নিরন্তর॥
হায় হায় কি করিব কোথাকারে যাব।
এমন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
অন্তরে ব্যথিত সবে করেন বিষাদ।
বিধি নিদারুণ বুঝি পাড়িল প্রমাদ॥
এই মতে সেই দিন গেল যে বহিয়া।
তৃতীয় দিবস এবে প্রবেশিল গিয়া॥
উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি অতি উচ্চতর।
আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমের উপর॥
সম্বরিয়া ঠাকুরাণী ধৈর্য্য করি মনে।
নাসা তুলা আরোপিয়া করে নিরীক্ষণে॥
তুলা নাহি চলে নাসায় দেখিল যখন।
কেশ ছিড়ি আছাড় খাই পড়িল তখন॥
গড়াগড়ি যায় ভূমে করে হায় হায়।
বক্ষে করাঘাত মারি কান্দে উভরায়॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে ক্ষেণে অচেতন।
ক্ষেণে হাহাকার করি করেন ক্রন্দন॥
এই মত সভে বিলাপ করিতে লগিলা।
আকুল হইয়া সবে হইলা বিকলা॥
হাহা বড় নিকরুণ নিদারুণ বিধি।
কেন বা হরিয়া নিলে সুখের অবধি॥
দিয়া বিধি দয়া নিধি কেন হরি নিলে।
মহারত্ন দিয়া পুন কাড়িয়া লইলে॥
তবে ত শ্রীমতী জীউ ভাবে মনে মনে।
ভাবিতেই এক বার্তা পড়ি গেল মনে॥

প্রফুল্ল হইল চিত্ত প্রফুল্ল বদন।
কহিতে লাগিলা তবে হইয়া হৃষ্ট মন॥
ভক্তগণ সবে মিলি করে নিবেদন।
কহ কহ ঠাকুরাণী অদ্ভুত কথন॥
২০ (ক) রাজা আদি করি সবে আইলা নিকটে।
বার্তা কহি স্থির কর এড়াই সঙ্কটে॥
তবেত শ্রীমতী জীউ কহেন আনন্দে।
প্রসন্ন হইয়া শুন যত ভক্ত বৃন্দে॥
পূর্বে আমি প্রভু মুখে যে কথা শুনিল।
সেই সব কথা এবে মনেতে পড়িল॥
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভুতত্ত্ব জানে।
প্রভুর মনের বার্তা অন্যে নাহি জানে॥
তিনি যদি আইসেন তবে সে আনন্দ।
কহিতে লাগিলা কথা করি মন্দ মন্দ॥
ঠাকুরাণী কহেন শুন প্রভু একদিনে।
কবিরাজের গুণ কথা করেন ব্যাখ্যানে॥
পরম সুধীরা বধি ভজন গম্ভীর।
তার মনোবৃত্তি জানে সেই মহাবীর॥
আমার চিত্ত বৃত্তি সব কবিরাজ জানে।
কবিরাজ আসিব আজি দেখিনু স্বপনে॥
এই কথা বার বার কহেন আনন্দে।
হেন কালে রামচন্দ্র আইলা পরানন্দে॥
প্রভু দেখি ভূমে পড়ে প্রণাম আচরি।
বহু স্তুতি করি কহে জোড় হস্ত করি॥
প্রভু উঠি তবে গায় আলিঙ্গন কৈল।
কুশল বার্তা প্রভু তবে কহিতে লাগিল॥
কবিরাজ কহেন তোমার দরশন বিনে।
পদ দরশন বিনে কুশল কেমনে॥

এখন মঙ্গল হৈল পাইল দরশনে।
কৃতার্থ হইলাম পাইল দরশনে ॥
হাতে ধরি প্রভু তবে কবিরাজে লঞা।
নিকটে বসাইল প্রভু আনন্দিত হইয়া ॥
কৃষ্ণ কথা আলাপনে কতক্ষণ গেল।
ছুঁহে দোঁহা দরশনে আনন্দ বাঢ়িল ॥
তবে কতক্ষণে ছুঁহে স্নানাদি করিয়া।
রূপ সনাতন বলি অশ্রু যুক্ত হয়া ॥
শ্রীভট্ট গোসাঞি বসি করেন ফুৎকার।
মধ্যে মধ্যে রাধা গোবিন্দ করেন উচ্চার ॥

২০ (খ) হেন কালে আইলা প্রভু স্নান যে করিয়া।
শ্রীবংশী বদনে আসি প্রণাম করিয়া ॥
বস্ত্র পরিবর্তন করি তিলক অর্পণ।
শ্রীকুণ্ড গোবর্দ্ধন বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
তবে নিজ কীর্তি করি 'আনন্দিত হইয়া।
তুলসীতে জল দিতে গেলা হৃষ্ট হইয়া ॥
তবে শালগ্রাম সেবা প্রভু করিল্যা যতনে।
নানান মিষ্টান্নাদি করিঞা যত নিবেদনে ॥
মুখবাস দিয়া তবে আরতি করিল।
অঙ্গনে আসিয়া বহু পরণাম কৈল ॥
গৃহেতে আসিয়া প্রভু প্রসাদ সেবা করি।
কবিরাজে শেষ দিল বহু কৃপা করি ॥
তবে ছুঁহে বসিলেন মহানন্দ সুখে।
আশ্চর্য্য সে সব কথা কহিব বা কাকে ॥
তবে ত আমরা ছুঁহে রন্ধন করিয়া।
নানান ব্যঞ্জন কৈল আনন্দ পাইয়া ॥
রন্ধন প্রস্তুত হইল প্রভুকে কৈল নিবেদন।
শালগ্রাম আনি তারে করাইল ভোজন ॥

মন্দিরে লইয়া পুন করাইল শয়ন।
মন্দ মন্দ করি তবে করেন ব্যজন॥
তারপরে প্রভু তরে অঙ্গনে আসিয়া।
পরণাম কৈল বহু ভূমে লোটাইয়া॥
আনন্দে নিরখে যত বৈষ্ণবের গণ।
বৈষ্ণবের শোভা দেখি মহাহৃষ্টমনে॥
বৈষ্ণবের গণে তবে প্রভু নিবেদিল।
প্রসাদ ভোজন লাগি প্রভু জানাইল॥
সব বৈষ্ণব কহিলেন যে আজ্ঞা তোমার।
অনুমতি পাই প্রভুর আনন্দ অপার॥
স্নান সংস্নান করাইল আনন্দিত মনে।
আসিয়াত বৈষ্ণবগণ বসিল ভোজনে॥
বৈষ্ণব সব বসিলেন হয়ে সারি সারি।
দেখিয়াত প্রভু সবে আপনা পাসরি॥
আপনে প্রভু পরিবেশন করিতে লাগিলা।
আমি সব আনি দিয়ে অন্ন ব্যঞ্জনের থালা॥
আকণ্ঠ করিয়া বৈষ্ণব করিল ভোজন।
২১ (ক) আর কিছু চাহি প্রভু করে নিবেদন॥
কিছু আর না চাহিয়ে শুন দয়ার নিধি।
পাইলাম প্রসাদ মোরা ভাগ্যের অবধি॥
ভোজন সমাপিয়া তবে আচমন কৈল।
মুখ শুদ্ধি করি তবে আসনে বসিল॥
তারপরে প্রভু তবে আইলা গৃহমাঝে।
আনন্দে নিমগ্ন হৈলা দেখি কবিরাজে॥
তবে আমরা স্নান সংস্কার করি।
পিঠের উপরে তবে উন বস্ত্র ধরি॥
প্রভু আসি বসিলা তবে করিতে ভোজন।
আমরা দুহে মিলি করি পরিবেশন॥

জিজ্ঞাসিলু কবিরাজ বস্থন ভোজনেতে।
প্রভু কহে প্রসাদ ইহো পাইব পশ্চাতে ॥
এত বলি প্রভু প্রসাদ পান হর্ষান্বিত মনে।
উঠি কবিরাজ তবে করেন ব্যজনে ॥
ভোজন সমাপিয়া উঠিলেন তবে।
আজ্ঞা দিল রামচন্দ্র ভোজন কর এবে ॥
আচমন করি প্রভু বসিলা সেই খানে।
উঠিলেন কবিরাজ করিতে ভোজনে ॥
প্রভুর আসন আর ভোজনের পাত্র।
ব্যঞ্জনের বাটি আর প্রভু জলপাত্র ॥
বসিয়া প্রসাদ পান আনন্দিত হইয়া।
প্রভু আজ্ঞা বলি তাহা মস্তকে বান্ধিয়া ॥
করিতে ভোজন যত ভাবের সঞ্চার।
পুলকে পূর্ণিত দেহ নেত্রে জলধার ॥
এইমতে কবিরাজ ভোজন করিয়া।
উঠিলেন কবিরাজ সমস্ত খাইয়া ॥
আচমন করি প্রভুর নিকটে বসিঞা।
চর্ব্বিত তাম্বূল তাহা লইল মাগিঞা ॥
প্রভু যাইত শয্যায় করেন গমন।
শয়ন কৈল রামচন্দ্র চাপেন চরণ ॥
তবে প্রভু কতক্ষণ শয়ন করিয়া।
উঠিলেন প্রভু হরি ধ্বনি উচ্চারিয়া ॥
তবে আমরা প্রভুকে নিভৃতে পাইয়া।
নিবেদিনু প্রভুপদে বিনতি করিয়া ॥
নিরন্তর কবিরাজের প্রশংসা কর প্রভু।
হেন পাত্র হেন কার্য্য নাহি দেখি কভু ॥
গুরুর আসন আর ভোজনের পাত্র।
ব্যঞ্জনের বাটি আর সব জল পাত্র ॥

কেমতে কসিয়া ইহোঁ করিলা ভোজন।
মনেতে সন্দেহ প্রভু কৈল নিবেদন॥
প্রভু কহে রামচন্দ্র গুণের সাগর।
ইহার মনোবৃত্তি নহে তোমার গোচর॥
পশ্চাতে জানিবা ইহা শুন মন দিয়া।
দেখিবে তোমরা সব নয়ন ভরিয়া॥
২১ (খ) প্রভু আজ্ঞা শিরে করি আনন্দিত মন।
চর্ব্বিত তাম্বূল লইয়া করিল ভোজন॥
তার পর দিনে প্রভু রামচন্দ্র লইয়া।
আইলেন তবে দুঁহে আনন্দিত হইয়া॥
অঙ্গনে আসিয়া ফিরি একত্র হইয়া।
কবিরাজে লইয়া ফিরি মহাহৃষ্ট হইয়া॥
আগে প্রভু পিছে কবিরাজ করেন গমন।
হাত ধরাধরি দুঁহে ফিরেন অঙ্গন॥
মধ্যে আঙ্গিনাতে এক বড়[১] আছয়ে পড়িয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু ত্রাস যুক্ত হইয়া॥
লম্ফিয়া পড়িলা প্রভু সর্প বলিয়া।
সর্প দেখ কবিরাজ নয়ন ভরিয়া॥
কবিরাজ কহে প্রভু সর্প এহি হয়।
দেখিল দেখিল প্রভু করিয়া নিশ্চয়॥
তারপর কতক্ষণ ভ্রমণ করিয়া।
সর্প নহে দেখ এই বড় নিরখিয়া॥
কবিরাজ কহে ইহা সত্য হয় প্রভু।
বড় হয়ে সর্প ইহা নাহি হয় কভু॥
আমরা বসিয়া ইহা করি নিরীক্ষণ।
দুঁহু রূপ শোভা দেখি জুড়ায় নয়ন॥
এই মতে দুইজনে আনন্দিত হৈয়া।
গৃহমাঝে দুইজন বসিলেন গিয়া॥

১। ধান্যাদি রাখিবার পাত্র

আমরা দুঁহে মিলি করি অনুমান।
বুঝিলাম রামচন্দ্র গুণের নিধান॥
তারপরে আমরাও আছিয়ে নির্জনে।
হেনকালে প্রভু তথা করিলা গমনে॥
আসিয়া কহেন কথা মধুর করিয়া।
শুন শুন তোমা দুঁহে কহি বিবরিয়া॥
নয়নে দেখিলে এবে রাম চন্দ্রের গুণ।
ইহার দৃষ্টান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণ লইয়া।
অস্ত্রশিক্ষা করায়েন আনন্দে বসিয়া॥
দুর্য্যোধন আদি করি শত সহোদর।
যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর॥
কতক দিন সবাকারে অস্ত্র শিক্ষা দিয়া।
আজি পরীক্ষা নিব সবার কহিল আসিয়া
এত বলি এক বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
এক পক্ষী রাখিলেন তাহার উপর॥
ক্রমে ক্রমে সবারে গুরু কহেন ডাকিয়া।
অস্ত্র মারহ পক্ষীর নয়ন তাকিয়া॥
এক চক্ষে মার বাণ আর চক্ষে যায়।
এই মত কথা গুরু কহেন সবায়॥
২২ (ক) দুর্য্যোধন আদি করি শত সহোদর।
ধনুর্ব্বাণ লইয়া আইলা হরিষ অন্তর॥
একে একে তবে সব ধনুর্ব্বাণ লৈয়া।
বিন্ধিবার তরে আইলেন সন্ধান পূরিয়া॥
ধনুকে সন্ধান বাণ ধরিলেন যবে।
কি দেখিতে পাও দ্রোণ ডাকি কহে তবে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি কহে শিষ্য গণে।
বৃক্ষ দেখি ডাল দেখি কহিল বচনে॥

ক্রুদ্ধ হঞা দ্রোণ তবে কহেন উত্তর।
বসিয়াত রহ গিয়া লৈয়া ধনু শর॥
এইমতে সবাকারে করিয়া পরীক্ষা।
তোমাদের নহিবেক ধনুকের শিক্ষা॥
পশ্চাতে ডাকিয়া দ্রোণ বলিয়া অর্জ্জুনে
সন্ধান পুরিয়া বীর আইল ততক্ষণে॥
গুরু প্রণমিয়া বীর ধনুক লইয়া।
বিন্ধিবারে তবে গেলা আনন্দিত হইয়া॥
ডাকিয়া কহেন বীর অর্জ্জুনের প্রতি।
কি দেখিতে পাও তাহা কহ শুদ্ধমতি॥
অর্জ্জুন কহেন গুরু পক্ষ মাত্র দেখি।
এবে পক্ষ নাহি দেখি দেখি মাত্র আঁখি॥
দ্রোণ কহে মার বাণ পুরিয়া সন্ধান।
তাকিয়া মারহ বাণ পুরিয়ে নয়ান॥
তবেত অর্জ্জুন বীর বাণ ছাড়ি দিল।
এক নেত্রে ফুটি বাণ অন্য নেত্রে বাহির হৈল॥
ধন্য ধন্য বলি দ্রোণ কহেন ডাকিয়া।
কহিতে লাগিলা সব শিষ্য নিরখিয়া॥
বৃক্ষ নাহি দেখে বীর দেখে মাত্র পক্ষ।
পক্ষ নাহি দেখে পুন দেখে মাত্র চক্ষ॥
আমি যে কহিলাম তাহা দেখিতে সে পায়।
বৃক্ষকে না দেখিবেক বৃক্ষের কি দায়॥
তবেত অর্জ্জুন পুন গুরুকে প্রণমিয়া।
শিষ্যগণ মাঝে যাই বসিলেন গিয়া॥
আনন্দে পুর্ণিত হইলা দ্রোণাচার্য্যের মন।
পুনঃ পুনঃ এই বাক্য কহে ঘনে ঘন॥
তুমিহ আমার সম হয় সর্ব্বথায়।
এমন অদ্ভুত কাজ না দেখিয়ে কায়॥

সব হইতে প্রিয় শিষ্য তুমি যে আমার।
অন্যথা নাহিক আমি কৈল সারোদ্ধার॥
শুনি দুর্য্যোধন বিষণ্ণ হইলা মনে।
দুঃখ চিত্ত হৈলা রাজা ভাবে মনে মনে॥
ইহা কহি প্রভু আনন্দ পাইলা মনে।
রামচন্দ্র গুণগান বুঝি দেখ মনে॥
আমি যে কহিল তাতে নাহি অন্যথায়।
২২ (খ) ভোজন করিলা আজ্ঞা মানিঞা সর্ব্বথা॥
আর দেখ বড় এক আছিল অঙ্গনে।
সর্প কহিলাম তাহা সর্প করি মনে॥
পুনঃ কহিলাম সর্প নহে বড় এই হয়।
কবিরাজ কহে বড় এইত নিশ্চয়॥
তোমরা দুইজন ইহা বুঝ মন দিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু আনন্দ পাইয়া॥
সন্দেহ ঘুচিল এবে কহ বিবরণ।
প্রভু কৃপায় হইল মোর সন্দেহ ছেদন॥
তোমার কৃপা বিনে ইহা জানিব কেমতে।
জানিলাম এবে চিত্তের সহিতে॥
প্রভু কহে আজি হৈতে তোমরা ভাগ্যবান।
দেখিলে শুনিলে রামচন্দ্রের গুণগ্রাম॥
দ্রোণাচার্য্য শিষ্য মধ্যে যেমন ফালগুনি।
তেমনি মোর রামচন্দ্র বুঝ অনুমানি॥
রামচন্দ্র গুণ সিন্ধু মহিমা অপার।
কহিলাম তোমারে আমি করি সারোদ্ধার॥
মোর গণে যে লইবে রামচন্দ্রের মত।
সেইত আমার গণে হইব মহত॥
রামচন্দ্র নরোত্তম নয়ন যুগল।
নেত্র বিনা শরীরের সকল নিস্ফল॥

যেন রামচন্দ্র গুণ তেন নরোত্তম।
দুইজনে ভেদ নাহি দুঁহে একমন॥
এ দোঁহার মর্ম জানে কবিরাজ গোবিন্দ।
আর সে জানিল ইহা চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ॥
যেই জন লইবে রামচন্দ্র অনুসার।
সেই সে পাইবে রাধা কৃষ্ণ লীলাপার॥
মঞ্জরীর যুথ মধ্যে পরকীয় মতে।
বৃন্দাবন ধাম প্রাপ্তি হইব নিশ্চিতে॥
তোমরা শুনহ ইহা মনের সহিতে।
নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোতে॥
কহিতে কহিতে প্রভুর বাঢ়ে অতি সুখ।
রামচন্দ্র গুণ কহে হইয়া পঞ্চমুখ॥
এইমত কত প্রভু বরেন ব্যাখ্যান।
আমরা শুনিয়ে তাহা পাতি দুই কান॥
ভক্তগণে ঠাকুরাণী ইহা কহিতে কহিতে।
আর এক অপূর্ব্ব কথা পড়িলেন চিতে॥
তোমরা শুনহ ইহা সভে হঞা একমন।
গাঢ় শ্রদ্ধা করি শুন করিয়া যতন॥

২৩ (ক)

হেন অদভুত কথা শ্রবণ মঙ্গল।
পরম পবিত্র কথা অতি নিরমল॥
একদিন পূর্ব্বে প্রভু করেন ভোজন।
দক্ষিণ বামেতে তবে বসিলা দুইজন॥
একভিতে রামচন্দ্র আর ভিতে নরোত্তম।
ভোজন করয়ে তিনি অতি মনোরম॥
ভোজন আনন্দ কথা কহিতে না পারি।
দেখিয়া আমরা সভে আপনা পাসরি॥
কৃষ্ণ কথা রসাবেশে মনের আহ্লাদ।
দুই জনে পরশিয়া দিছেন প্রসাদ॥

পুনঃ পুনঃ পরশিয়া দিচ্ছেন ব্যঞ্জন ।
আমরা থাকিয়া তাহা করি নিরীক্ষণ ॥
সেব্য হইয়া সেবকেরে পরশে কি মতে ।
মনেতে সন্দেহ মোর বাড়ি গেল চিতে ॥
তারপর সকলে ভোজন সমাপিয়া ।
আচমন করিলেন মহাহৃষ্ট হইয়া ॥
তবে আসি তিনজনে বসিয়া নিভৃতে ।
কৃষ্ণের চরিত্র কথা লাগিল কহিতে ॥
কহিতে কহিতে কথা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ ।
আনন্দে অবশ তিনে প্রফুল্লিত অঙ্গ ॥
প্রেমে গড়গড় চিত্ত নাহি হয় স্থির ।
পুলকে পূরিত দেহ নেত্রে বহে নীর ॥
আর কত বহে তাতে প্রেমের সঞ্চার ।
কত শত ভাব তাতে না জানিয়ে পার ॥
এই মত কতক্ষণে কৃষ্ণের প্রসঙ্গে
আর কত বহে তাতে সুখের তরঙ্গে ॥
তারপর কতক্ষণ অবসর পাইয়া,
জিজ্ঞাসিলু প্রভুকে আমি বিনতি করিয়া ॥
প্রভু কহে শুন শুন কহিয়ে বচন ।
তবে প্রভু পদে মুঞি করিনু নিবেদন ॥
রামচন্দ্র নরোত্তম ভোজন করিতে ।
পরশিলে ইহা আমি দেখেছি সাক্ষাতে ॥
কৃপা করি কহ প্রভু ইহার কারণ ।
গুরু হইয়া শিষ্যে পরশি করিলা ভোজন ॥
প্রভু কহে শুন শুন সাবধান হইয়া ।
দুই জনে দুই হস্ত কহি বিবরিয়া ॥
কি বা দুইজন হয় আমার নয়ন
অভেদ দুই শরীর মোর রামচন্দ্র নরোত্তম ॥

নিশ্চয় জানিহ ইহা শুনহ কারণ।
নিজ অঙ্গ পরশিলে দোষ কি কারণ॥
ইহা আমি দেখিলাম শুনিলা শ্রবণে
মনোমধ্যে তোমরা এবে কর অনুমানে॥
এই সব কথা ঈশ্বরী কহিতে কহিতে।
আচম্বিতে বামচক্ষু লাগিলা নাচিতে॥
২৩ (খ) বাম উরু বাম অঙ্গ করয়ে নর্ত্তন।
রামচন্দ্র আগমন জানিলা কারণ॥
নিজেশ্বরী মুখে সব বচন শুনিয়া।
দেখিব যে রামচন্দ্র নয়ন ভরিয়া॥
এইমতে সভে ভেল আনন্দে পূরিতে।
সবাকার দক্ষিণ চক্ষু লাগিল নাচিতে॥
জানিলাম বিধি এবে পূরাবে মনোরথ।
একত্র হইয়া সবে নিরখয় পথ॥
সবেই আনন্দ হইলা ভাবে মনে মনে।
হেন কালে রামচন্দ্রের হৈল আগমনে॥
দূর হইতে সবে রামচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আনিবারে গেলা সবে হৃষ্ট চিত্ত হইয়া॥
আপনি ঈশ্বরী তুই করিলা গমন।
রামচন্দ্রে দেখে দুঁহে ভরিয়া নয়ন॥
ঈশ্বরী দেখিয়া রাম চন্দ্র কবিরাজ।
পুলকে পূরিত দেহ অশ্রু নেত্র মাঝ॥
কবিরাজ তবে ঠাকুরাণীকে দেখিয়া।
কত পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া॥
দেখি রামচন্দ্র সবে উল্লাস হৃদয়।
অন্ধকার নাশি যেন রবির উদয়॥
উঠে কবিরাজ তবে করযোর করি।
বিষণ্ণ দেখিয়ে কেন কহত ঈশ্বরী॥

প্রভুভক্ত গণ সবে ব্যাকুল দেখিয়া।
কি লাগি বিষন্ন ইহা কহ বিবরিয়া॥
ঠাকুরাণী কহে তবে প্রভুর সমাচার।
বুঝিলেন রামচন্দ্র প্রভুর বিচার॥
তবে ঠাকুরাণী তারে গৃহেতে লইয়া।
আনিলেন তারে অতি যতন করিয়া॥
হাতে ধরি লইলেন হৃষ্ট চিত্ত হইয়া।
ভক্তগণ আইলেন পাছেত লাগিয়া॥
ঠাকুরাণী কহে শুন পুত্র রামচন্দ্র।
আইলে তুমি এবে হইবে সবার আনন্দ॥
প্রভুরে যাইয়া তবে পরণাম করে।
লোটাঞা লোটাঞা পরে ভূমের উপরে॥
প্রণাম করিয়া তবে পুছিলা কারণ।
ঠাকুরাণী কহে তবে সব বিবরণ॥
তিন দিন তোমার প্রভু বসিয়া সমাধি।
তোমা দেখি গেল মোর হৃদয়ের ব্যাধি॥
তোমার নিমিত্তে প্রাণ ধরিয়া আছিয়ে॥
শুন শুন ওহে পুত্র নিশ্চয় কহিয়ে॥
তোমার যত গুণ পুত্র প্রভু মুখে শুনি।
তোমা দেখি অহে পুত্র জুড়ায় পরাণি॥
যত যত শুনি পুত্র তোমার গুণগান।
প্রভু মুখে শুনি তাহা আনন্দিত মন॥
২৪ (ক) তোমার গুণ আমি কত করিব ব্যাখ্যান।
আমরা নহিয়ে পুত্র তোমার সমান॥
তুমি সে জানহ পুত্র প্রভুর হৃদয়।
অন্যথা নাহিক ইথে কহিনু নিশ্চয়॥
ধন্য ধন্য আছে পুত্র তুমি ভাগ্যবান।
প্রভু সদা তোমার গুণ করেন ব্যাখ্যান॥

ঈশ্বরীর মুখে রামচন্দ্র বচন শুনিয়া।
পরণাম করে কত ভূমে লোটাইয়া॥
উঠি রামচন্দ্র তবে যোর হাত করি।
শ্রীমতীর আজ্ঞা লইয়া ধরে শিরোপরি॥
তবে শ্রীমতী রামচন্দ্রের হস্তেতে ধরিয়া।
লইলেন যথা প্রভু ধ্যানেতে বসিয়া॥
রামচন্দ্র যাই তবে প্রভুরে দেখিয়া।
ভাবেতে নিমগ্ন দেখে নয়ন ভরিয়া॥
জড় প্রায় বসিয়াছে নাহিক চেতন।
শ্বাস প্রশ্বাস নাহি দেখে উদর স্পন্দন॥
দেখি রামচন্দ্র তবে নাসায় হাত দিয়া।
কহিতে লাগিলা কথা মধুর করিয়া॥
হেন অদভূত ভাব না দেখি নয়নে।
র্ব্বে মহাপ্রভুর ভাব শুনেছি শ্রবণে॥
এবে তাহা সাক্ষাতে দেখিল নয়নে।
প্রগাঢ় প্রগাঢ় ভাব জানিলেন মনে॥
বস্ত্রেতে আবৃত তবে প্রভুরে করিয়া।
শ্রীমতীর পাদপদ্ম মস্তকে বন্দিয়া॥
বস্ত্রেতে আবৃত তাতে করিলা প্রবেশ।
জানেন সর্ব্ব কার্য্য[১] ইথে অন্য নয়[১]॥
প্রভু দত্ত সিদ্ধ দেহ করি আরোপিত।
জানিল সকল কার্য্য যেবা মনোনীত॥
[২]তবে রামচন্দ্র কহে শ্রীমতীর প্রতি।
দণ্ড দুই অবধি প্রভু করিবে সম্প্রতি
দুই দণ্ড ব্যতীত তবে উচ্চ করিয়া।
শুনাইবেন হরি নামে শ্রবণ পর্শিয়া॥
ধ্যান ভঙ্গ হইবেক কহিল নিশ্চয়।
জানিবেন সব কাজ ইথে অন্য নয়[২]॥

পাঠান্তর 'অশেষ বিশেষ' ব. পু. সং পৃঃ ৪৭
২—২ এই ছয়টি চরণ ব. ন. গ্রঃ মঃ পুঁথিতে নাই, ব. পু. সং পুঁথির ৪৭ পৃষ্ঠাতে আছে।

যমুনাতে আভরণ পদ চিহ্ন পরে ।
পদ্মপত্র ঢাকিয়াছে তাহার উপরে ॥
তাহা না পাইয়া এবে হৃদয়ে চিন্তিত ।
হেন কালে সেই স্থানে গেলা আচম্বিত ॥
শ্রীমণি মঞ্জরী তবে তাহারে দেখিয়া ।
আইস আইস বলি কহে উল্লাসিত হইয়া ॥
ইবে সে পাইলাম রাধার আভরণ ।
তোমারে দেখিয়া আমি হইলাম প্রসন্ন[১] ॥
তবে দুই জনে করে জল নিরীক্ষণ ।
পদ্ম পত্র ঢাকা যথা আছে আভরণ ॥
পত্র দূর করি তাতে পাইলা আভরণ ।
পাইয়াত আভরণ তবে হাতেতে লইয়া
মনের আনন্দে তাহা লইল হাসিয়া ॥
ধন্য ধন্য তুমি সখি অতি ভাগ্যবান ।
এইমত কত কত করেন ব্যাখ্যান ॥
জল হইতে উঠিলেন আভরণ লইয়া ।
তীরে ত আইলা দুহে মহাহৃষ্ট হইয়া ॥

২৪ (খ)

তথায় রাধা কৃষ্ণ ভোজন সমাপিয়া ।
সুতি আছেন দুইজন আনন্দ পাইয়া ॥
সেবা পরা সখী সবে হৃদয়ে চিন্তিত ।
না পাইয়া আভরণ অন্তরে ভাবিত ॥
কুঞ্জ দ্বারে সবে মেলি নয়ন অর্পিয়া ।
বসিয়াছেন সবে তাহা পথ নিরখিয়া ॥
হেন কালে পথে আইসেন দেখিতে পাইল ।
পাইলেন আভরণ মনেত জানিল ॥
মন্থর গমনে অইসে প্রসন্ন বদন ।
কত ভাব তরঙ্গ তাতে চঞ্চল লোচন ॥

১। পাঠান্তর 'পরসন্ন' ব. পু. সং পৃঃ ৪৭ —

নিকটে আইলা দুহে আনন্দিত হইয়া।
সেহ আভরণ যাহা পাইল খুঁজিয়া ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী আর শ্রীগুণ মঞ্জরী।
কহিতে লাগিলা তাতে বচন চাতুরী ॥
তুমি সতি কুলবতী রাধা চিত্ত জান।
তোমার সঙ্গের সখী তোমার সমান ॥
রাধা মনো বেন্থ তুমি ইহা আমি জানি।
মণি মঞ্জরী নাম তাতে সবে অনুমানি ॥
তুমি মণি মঞ্জরী জান রাধার বেদন।
এই মত কত শত করেন ব্যাখ্যান ॥
গুণ মঞ্জরী হাতে দিল নাসার বেসরে।
দিলা আভরণ ভাসি আনন্দ সাগরে ॥
শ্রীগুণ মঞ্জরী দিল রূপ মঞ্জরী হাতে।
পাইয়াত আভরণ পূরিল মনোরথে ॥
আভরণ লইয়া সবে করেন গমন।
দেখিলেন দুইজনে কর‍্যা ছিল শয়ন ॥
কৃষ্ণ ভুজ দেশে রাধা মস্তক অর্পিয়া।
উলসিত হঞা দুহের আছেন সুতিয়া ॥
নিরখিয়া মুখশোভা মনের উল্লাস।
আভরণ পড়াইতে হৃদয় অভিলাস ॥
পরাইল আভরণ নাসা ছিদ্র দেখিয়া।
শ্রীরূপ মঞ্জরী পরাইল কৌশল করিয়া ॥
কিবা সে বৈদগ্ধী ইহার কহনে না যায়।
মনের কৌতুকে বেসর পরাইল নাসায় ॥
নিশ্বাসে দুলিছে তাতে অতি মন্দ মন্দ।
মুখচন্দ্র শোভা দেখি মনের আনন্দ ॥
তবে রূপ মঞ্জরীর শ্রীচরণ দেখিয়া।
শ্রীপদ সেবা করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া ॥

শ্রীগুণ মঞ্জরী তবে একপদ লইয়া।
আপনার জানু পরে অর্পন করিয়া॥
মন্দ মন্দ করিছেন পাদ সম্বাহন।
সেবন করয়ে ছুঁহে সুখাবিষ্ট মন॥
কতক্ষণ ব্যতিরেকে শ্রীগুণ মঞ্জরী।
২৫ (ক) শ্রীমণি মঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারি॥
ইঙ্গিতে কহিলেন তুমি পদ সেবা কর।
আইস আইস সখি বলি কহেন বার বার॥
তবে মণি মঞ্জরী শ্রীচরণ স্পর্শিয়া।
পদসেবা করে চিত্তে সন্তোষ পাইয়া॥
দেখিয়া শ্রীগুণ মঞ্জরী হৃদয়ে আনন্দ।
কহিতে লাগিলা কথা অতি মন্দ মন্দ॥
তোমার নিমিত্ত রাধা চর্বিত তাম্বুলে।
বান্ধা আছে এই দেখ আমার আঁচলে॥
লইল্যা অধর শেষ সযত্ন করিয়া।
কত সুখ উপজিল প্রসাদ পাইয়া॥
নিজ সখী লাগি কিছু আঁচলে বান্ধিল।
শ্রীগুণ মঞ্জরী দেখি সন্তোষ পাইল॥
এথা শ্রীমতী দণ্ড দুই অপেক্ষা করিয়া।
বস্ত্রেতে আবৃত তাতে প্রবেশিলা গিয়া॥
বাহিরে রহিল যত প্রভুর ভক্তগণ।
শ্রীমতী সবার প্রতি কহেন বচন॥
সবে মিলি উচ্চ করি কর হরি ধ্বনি।
আনন্দিত হইয়া এই কহিলেন বাণী॥
তবে ঠাকুরাণী দুইজনেরে দেখিয়া।
দুইজনে ভাবে মগ্ন আছেন বসিয়া॥
মনেত জানল দুহার অদ্ভুত চরিত।
দেখিয়াত ঠাকুরাণী পাইলা বহু প্রীত॥

তবে শ্রীমতী প্রভুর কর্ণে উচ্চত করিয়া।
হরি ধ্বনি করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া॥
বাহিরেতে সবে মিলি করে হরি ধ্বনি।
হরি ধ্বনি বিনা আর কিছু নাহি শুনি।
এইমত বহু বেরি করিতে করিতে।
হরি ধ্বনি প্রবেশিলা প্রভুর কর্ণেতে॥
প্রবেশিতে হরিনাম বাহ্য পাইল চিত্তে।
হুহুকার করি প্রভু উঠে আচম্বিতে॥
বাহ্য যে পাইয়া প্রভু ইতি উতি চায়।
দেখিতে চাহে তাহে দেখিতে না পায়॥
বাহ্যবেশে প্রভু তবে গরগর মন।
নিতান্ত[১] বাহ্য হইল যেন হারাইল ধন॥
প্রভু ভক্তগণ তবে বস্ত্র দূর করি।
দেখিলেন অঙ্গ শোভা অপূর্ব মাধুরী॥
আনন্দ অবধি সবার নাহি কিছু ওরে।
ডুবিলেন সবে যেন আনন্দ সাগরে॥
তবে প্রভু ক্ষণে ধৈর্য্য ক্ষণেতে অস্থির।
২৫ (খ) স্তব্ধ প্রায় ক্ষণে রহে ক্ষণেতে গম্ভীর॥
এই মতে প্রভু নিজ ভাব সম্বরিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু সব নিরখিয়া॥
রামচন্দ্র আদি করি প্রভুর ভক্তগণ।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য হরষিত মন॥
আনন্দের অবধি কিছু নাহিক সবার।
যে আনন্দ হৈল তাহা কে পারে বর্ণিবার॥
আনন্দের সিন্ধু মাঝে ডুবিয়া রহিলা।
প্রায় ছাড়ি গেল দেহে আসিয়া বসিলা॥
কত কত আনন্দ সিন্ধু কহনে না যায়।
রামচন্দ্রে দেখে সবে হরিষ হিয়ায়॥

১। পাঠান্তর 'সপট্ট' ব. পু. সং. পৃ. ৫০

তবে রামচন্দ্রের প্রভু লইয়া নিভৃতে।
হাতে ধরি তারে কিছু লাগিলা কহিতে॥
শুন শুন রামচন্দ্র গুণের সাগর।
প্রভুর চিত্ত বৃত্তি পুত্র তোমার গোচর॥
পূর্বে মহাপ্রভু প্রিয় যেন রামানন্দ।
প্রভু প্রিয় তেন তুমি হও রামচন্দ্র॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় যেন সুবল মহাশয়।
তেন তুমি প্রভু প্রিয় জানিল নিশ্চয়॥
প্রাণ দান দিলে পুত্র কহ সমাচার।
বিবরি কহ পুত্র প্রভুর ব্যবহার॥
তিনদিন ধ্যানে বসি ছিঁলা প্রভু তোর।
কারণ কহ রামচন্দ্র গোচর নহে মোর॥
তবে রামচন্দ্র কহে জোর হস্ত করি।
প্রভুর ভাবের কথা কহেন বিবরি॥
মদীশ্বরী প্রভু তুমি শুনহ কারণ।
তিনদিন ধ্যানে ছিলা যাহার কারণ॥
রাধাকৃষ্ণ জল কেলি মনেতে চিন্তিয়া।
যমুনাতে দেখি লীলা সুখাবিষ্ট হইয়া॥
এইমত যত কথা কহে বিবরিয়া।
শুনিয়াত ঠাকুরাণী আনন্দিত হিয়া॥
যত কিছু বিবরণ সকল কহিলা।
অনন্ত প্রভুর ভাব নিশ্চয় জানিলা॥
নানান[১] তরঙ্গে লীলা কথনে না যায়।
উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করে যমুনায়॥
কত কত ভাব সিন্ধু তাতে প্রকাশিয়া।
নাসার বেসর তাতে পড়িল খসিয়া॥
রাধার বেসর পড়িল যমুনার জলে।
না পাইয়া আভরণ হইলা ব্যাকুলে॥[১]

১। এই ছয়টি অতিরিক্ত চরণ ব: স: গ্র: ম: পুঁথিতে নাই। ব: পু: সং পুঁথিতে আছে পৃ: ৫১।

ধন্য ধন্য রামচন্দ্র তুমি গুণসিন্ধু।
কহিতে না পারি কিছু তার একবিন্দু॥
পূর্বে আমি প্রভু মুখে শুনিল তব গুণ।
তোমার গুণ কীর্তি পুত্র করিয়াছি শ্রবণ॥
শুন শুন রামচন্দ্র তুমি গুণ নিধি।
তোমা পুত্র পাইয়া মোরা ভাগ্যের অবধি॥
এই মতে রামচন্দ্রে বহু প্রশংসিয়া।
নয়নে ঝরয়ে নীর মুখ বুক বৈয়া॥
সুখের অবধি কিছু কহনে না যায়।
রামচন্দ্র রামচন্দ্র বলি করে হায় হায়॥
নিছনি যাইয়ে পুত্র ইয়ে কিবা দায়।
বাহিরে আইলা তবে রামচন্দ্রে লইয়া॥
সবেত আনন্দ পাইলা প্রভুকে দেখিয়া॥
যেবা সুখ উপজিল প্রভুর মন্দিরে।
সহস্র মুখে তাহা কে পারে বর্ণিবারে॥

২৬ (ক) রামচন্দ্র কবিরাজে[১] দেখি সবে চমৎকার।
জিঁহো প্রভুর অতি প্রিয় জানিল নির্দ্ধার॥
তবে শ্রীমতী দুই মহানন্দ পায়ঞা।
রামচন্দ্র গুণ কথা কহে ফুকরিয়া॥
শুন শুন ভক্তগণ শুনহ বচনে।
রামচন্দ্র চরিত্রে গুণ দেখিল নয়নে॥
অদ্ভুত কার্য ইহার বাক্য অগোচর।
কি কহিব রামচন্দ্র গুণের সাগর॥
তবে শ্রীমতী রামচন্দ্রে পাইয়া যতনে।
সঙ্কেত হইলা আর যত ভক্তগণে॥
নিকটে প্রভুর যাই করে নিবেদন।
এই রামচন্দ্র পাইনু অমূল্য রতন॥

১। পাঠান্তর 'চরিত্র' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৫১।

যেন তুমি তেন হই সমান চরিত্র।
মনোমাঝে ইহা আমি জানিলু নিশ্চিত॥
শুন প্রভু দয়ামন্ত গুণের সাগর।
না জানি চরিত্র তোমার বাক্য অগোচর।
দয়া কর ওহে প্রভু লইনু স্মরণ।
ভালমন্দ না জানিয়ে কৈল নিবেদন॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
কেবল ভরসা তোমার পাদ দুইখানি॥
পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার।
বারেক করুণা করি কর অঙ্গীকার॥
আমি অতি হীন বুদ্ধি কি বলিতে জানি।
নিজ গুণে দয়া কর তুমি গুণমণি॥
বহু ভাগ্যে দেখিলাম[১] তোমার চরণ।
কৃতার্থ করহ প্রভু লইল স্মরণ॥
রামচন্দ্রে হেন দয়া মোরে কর প্রভু।
এমত গুণের নিধি দেখি নাই কভু॥
এইমত বহু[২] স্তুতি করিতে করিতে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু মনের সহিতে॥
তবে প্রভু রামচন্দ্র আর শ্রীমতী লইয়া।
আপন মনের কথা কহে নিভৃতে বসিয়া॥
শ্রীরাধার অধর সুধা[৩] রামচন্দ্রে লাগিয়া।
রাখিয়াছি আমি তাহা অঞ্চলে বান্ধিয়া॥
এত বলি প্রভু নিজ অঞ্চল খুলিয়া।
দিলেন অধর সুধা আনন্দ পাইয়া॥
আগে রামচন্দ্রে দিল তবে ঈশ্বরী দুজনে।
মহানন্দে তিনজনে করিলা ভোজনে॥

১। পাঠান্তর 'পাইলাম' ব: পৃ: সং পৃ: ৫২
২। ঐ 'প্রভু' ঐ ঐ
৩। 'শেষ' ঐ ঐ

প্রসাদ মাধুরী গন্ধ অতি মনোহরে।
প্রসাদ সৌরভ পাইয়া আপনা পাসরে॥
আবেশে অবশ তনু নাহি কিছু ওর।
ভাবেতে নিমগ্ন হইয়া[১] নাহি রহে স্থির[১]॥
পুলকে পূর্ণিত দেহ সঘনে হুঙ্কার।
নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনিবার॥
২৬ (খ) হায় হায় কি মাধুর্য্য কৈল আস্বাদন
সুধা গর্ব্ব খর্ব্ব যাতে করয়ে নিন্দন॥
প্রভু কহে শুন দুঁহে সাবধান হৈয়া।
আনিছি প্রসাদ রামচন্দ্র লাগিয়া॥
দুর্ল্লভ এই প্রসাদ করিলে ভোজন।
আজি হইতে ভাগ্যবতী তোমরা দুইজন॥
শুন শুন তুমি দুঁহে মহাভাগ্যবান।
আজি হইতে হৈলা দুঁহে রামচন্দ্র সমান॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ এই শ্রীরাধাধরামৃত।
তাহা পান কৈলা এবে হৈলা কৃতার্থ॥
অন্যের আছুক দায় শ্রীকৃষ্ণের দুর্ল্লভ।
রামচন্দ্র হৈতে তুমি পাইলা এই সব॥
শুন শুন প্রিয়া মোর কহিয়ে বচন।
রামচন্দ্র হয় মোর জীবনের জীবন॥
রামচন্দ্র হয় মোর নয়নের তারা।
এ দেহে আত্মা রামচন্দ্র বিনে নাহি মোরা।
রামচন্দ্র নরোত্তম দুঁহে এক দেহ।
নিশ্চয় কহিলা ইহা নাহিক সন্দেহ॥
আর আমি কি কহিব ইথে নাহি দায়।
দুইজনে মোর প্রাণ ভিন্ন মাত্র কায়॥
নিশ্চয় নিশ্চয় এই কহিয়ে নিশ্চয়।
দুইজনে মোর প্রাণ ইথে অন্য নয়॥

১-১। পাঠান্তর 'হইলেন ভোর' বঃ পুঃ সং পুঃ ৫২

তবে প্রভু সব ভক্ত গণেরে লইয়া।
এইমতে সব জনে কহেন ভাবিয়া॥
সবেই শুনিল রামচন্দ্রের গুণ গণ।
কৃতার্থ করিয়া তবে মানিল সবজন॥
নিশ্চয় জানিলাম এবে রামচন্দ্র বিনে।
প্রভুর মনের বেগ্য নহে কোন জনে॥
তবে সব ভক্ত প্রভুরে বিনতি করিয়া॥
নিবেদন করে সবে চরণে পড়িয়া॥
অহে রামচন্দ্র নাথ দয়া কর মোরে।
করুণা করিয়া এবে করহ উদ্ধারে॥
তুমি বিনা অন্য নাহি আমা সবার গতি।
রামচন্দ্র হেন দয়া [১]কর মহামতি[১]॥
বহু জন্ম ভাগ্যে মিলে তোমার চরণ।
করুণা করহ মোরে লইনু শরণ॥
কৃতার্থ করহ প্রভু তুমি দয়া নিধি।
পতিতের ত্রাণ হেতু তুমি গুণনিধি॥
দন্তে তৃণ করি মাগো দেহ পদ ছায়া।
দয়া কর ওহে প্রভু না করহ মায়া॥
দুর্গতির ত্রাণ হেতু তোমার অবতার।
নিশ্চয় জানিল প্রভু এই সারাৎসার॥
যেন প্রভু তেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
২৭ (ক) বিখ্যাত হইয়াছে ইহা জগতের মাঝ॥
তুয়া পদে ওহে প্রভু নিবেদিব কত।
যার কৃপা পাত্র। রামচন্দ্র মহাভাগবত॥
হেন দয়ার পাত্র জগতে নাহি আর।
নিবেদিব কত প্রভু কর অঙ্গীকার।
এতেক ভক্ত গণের বিনতি শুনিয়া।
বাড়ল করুণা চিত্তে উল্লাসিত হইয়া॥

১০১। পাঠান্তর 'করহ সম্প্রতি' ব, পু, সং পৃঃ ৫৩

প্রভু কহে তুমি সব আমার নিজ দাস।
তোমা সব দেখি মোর চিত্তের উল্লাস ॥
এতেক প্রভুর মুখে বচন শুনিয়া।
আনন্দ হইলা সবে কহে বিবরিয়া ॥
তিনদিন ধ্যানে প্রভু আছিলা বসিয়া।
ইহার কারণ প্রভু কহ বিবরিয়া ॥
প্রভু কহে শুন শুন করি এক মন।
রামচন্দ্র জানে মোর মনের বেদন ॥
ইহার স্থানে পাবে মোর চিত্তের বিশেষ।
রামচন্দ্র কহিবেন ইহার উদ্দেশ ॥
এত বলি রামচন্দ্রে ইঙ্গিত করিয়া।
জানিল কারণ সবে প্রসন্ন হইয়া ॥
তিন জনে ইহা সবার কহিবে কারণ।
এত শুনি সবাকার আনন্দিত মন ॥
ভক্তগণে তিন জনে কহেন বচন।
পশ্চাতে তোমা সবার কহিব কারণ ॥
নিজেশ্বরী মুখে সব বচন শুনিয়া।
শুনিব যে প্রভুর ভাব শ্রবণ পূরিয়া ॥
এইত কহিল প্রভুর ভাবের মহিমা।
সহস্র মুখে কহি যদি নাহি পাই সীমা ॥
মহাশ্চর্য্য প্রভুর ভাব মহিমার সিন্ধু।
আপন পবিত্র হেতু স্পর্শি এক বিন্দু ॥
তবে সবে প্রভু গৃহে হইয়া আনন্দ।
পরম আনন্দে সবে রহিলা স্বচ্ছন্দ ॥
তবে শ্রীমতী প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া।
স্নান করি গেলা দুঁহে রন্ধন লাগিয়া ॥
তার পর প্রভু রামচন্দ্র আদি করি।
স্নানার্থে চলিলা সবে মহাকুতূহলি ॥

স্নান করি আসি যবে আইলা স্বচ্ছন্দ।
প্রভু নিজ কৃত্য করে হইয়া আনন্দ॥
রন্ধন প্রস্তুত হইল কৃষ্ণে কৈল নিবেদন।
তবে বৈষ্ণবগণের করাইল ভোজন॥
তারপর প্রভু নিজ ভক্তের সহিতে।
বসিলেন সবে মিলি ভোজন করিতে॥
রামচন্দ্রে বসাইয়া মনের হরিষে।
আর যত ভক্তগণ বসিলা তার পাশে॥
২৭ (খ) তার পর দুই ঈশ্বরী প্রসাদ লইয়া।
প্রভুরে আনিয়া দিলেন মহাহৃষ্ট হইয়া॥
তবে সবে ভক্তগণে দিলেম প্রসাদ।
পরিবেশন করে দুঁহে পাইয়া আহ্লাদ॥
প্রভু বসিলেন তবে ভোজন করিতে।
শ্রীমতী খাইয়া তবে পাতিলেন হাতে॥
প্রভুর অধর শেষ লইয়া কৌতুকে।
সবাকারে দিলা তাহা মহানন্দ সুখে॥
সবেই প্রসাদ পায় পরানন্দ সুখে।
তিনদিন বহি অন্নজল দিলা মুখে॥
এই মতে সবেই ভোজন সমাপিয়া।
আচমন করি সবে বসিলেন আসিয়া॥
মুখশুদ্ধি করিলেন মনের আনন্দে।
শয্যালয়ে গমন তবে করিলা স্বচ্ছন্দে॥
তবে প্রভু শয্যায় যাই করিলা শয়ন।
রামচন্দ্র করিতেছেন পাদ সম্বাহন॥
রাজা আদি করি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভু রামচন্দ্র রূপ করে নিরীক্ষণ॥
পশ্চাতে শ্রীমতী দুই প্রসাদ পাইয়া।
বসিয়াছেন দুই জনে আনন্দ হইয়া॥

নিদ্রাতে আবেশ প্রভু হইলা যখন।
রামচন্দ্র লইয়া তবে আইলা তখন॥

শ্রীমতীর নিকটেতে সবেই আসিয়া।
কহিতে লাগিলা সবে বিনয় করিয়া॥

এই মতে দেখিল যত প্রভুর ভক্তগণ।
জানিলেন শ্রীমতী যে লাগিয়া গমন॥

রামচন্দ্র মুখে যাহা করিয়াছি শ্রবণ।
সাবধান হইয়া শুন করি এক মন॥

শুন শুন ভক্তগণ শ্রবণ পূরিয়া।
ধ্যানে বসিয়াছিলা প্রভু যাহার লাগিয়া॥

পরম আনন্দ এই রাধাকৃষ্ণের লীলা।
কহিতে না পারি তা অতি নিরমলা॥

কে কহিতে পারে তাহা করিয়া বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু যেবা বার্ত্তা তার॥
অদ্ভুত এই জল কেলি সুবিহার।
পরম আশ্চর্য্য লীলা কে কহিবে পার॥
যমুনাতে যে মতে শ্রীরাধার বেসর।
জলযুদ্ধে পড়িল নহে তাহার গোচর॥
তাহার প্রাপ্তি লাগিয়া শ্রীগুণ মঞ্জরী।
শ্রীমণি মঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারী॥
তোমার প্রভুরে তবে লইতে আভরণ।
তাহা জানি দেহ তুমি করিয়া যতন॥
যমুনাতে পদ চিহ্ন উপরে আভরণ।
তাহাতে ঢাকিল পুষ্প পত্র বিলক্ষণ॥
২৮ (ক) পদ্মপত্রে ঢাকা আছে না পায় দেখিতে।
না পাইয়া আভরণ মহাব্যগ্র চিত্তে॥
শ্রীরামচন্দ্র জানেন প্রভুর অন্তর।
খুঁজি আনি দিল তাতে নাসার বেসর॥

এই হেতু তিন দিন বসিয়া ধেয়ানে।
রামচন্দ্র বিনা ইহা জানিব কোন জনে॥
এই আদি করিয়া যত যতেক প্রকার।
কহিলেন সব কথা করিয়া নির্দ্ধার॥
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ অপার।
রামচন্দ্র হেন রত্ন জগতে নাহি আর॥
রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্তগণ।
পুলকে পূরিত দেহ সাশ্রু যে নয়ান॥
স্তম্ভ কম্প আদি করি ভাবের তরঙ্গ।
পূরিত হইল তাতে [১]বিপরীত রঙ্গ[১]॥
ভাব সম্বরিয়া তবে প্রভু ভক্তগণ।
রামচন্দ্রে কহে তবে ধরিয়া চরণ॥
যেন প্রভু গুণাশ্চার্য্য তেন তুমি মহিমার সিন্ধু।
তোমার চরিত্রার্ণবের না পাই একবিন্দু॥
কাতর হইয়া মোরা করি নিবেদন।
স্মরণ লইনু পদে কর কৃপা নিরীক্ষণ॥
তোর প্রভু বন্ধু হও তুমি রামচন্দ্র।
মহারত্ন নিধি পাইনু মোরা পরানন্দ॥
রাজা আদি করি আর শ্রীবাস আচার্য্য।
দেখিয়া রামচন্দ্র গুণ মানিলা আশ্চার্য্য॥
তথা প্রভু নিজ শয্যা হইতে উঠিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ কহেন ডাকিয়া॥
তাহা শুনি ভক্তগণ মনের আনন্দে।
প্রভুর নিকটে আইলা হৈয়া পরানন্দে॥
প্রভুস্থানে তবে সবে সম্মতি লইয়া।
চলিলেন সবে প্রভুর চরণ বন্দিয়া॥
সুখের অবধি নাই উল্লাসিত হইয়া।
শ্রীমতীর নিকটে আইলা কবিরাজে লইয়া॥

১-১। পাঠান্তর 'বিকশত অঙ্গ' কঃ পুঃ সং পৃঃ ৫৩

আজ্ঞা হয় গৃহে এবে করিয়ে গমন ।
অনুমতি দিলেন তবে করিয়া যতন ॥
তার পরে রামচন্দ্রের লইয়া সম্মতি ।
তিন জনে প্রণমিলা পরম ভকতি ॥
শ্রীমতী দুই রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ ।
চলিলেন সবে মিলি আপন ভবন ॥
এইত কহিল প্রভুর আশ্চর্য্য ভাব কথা ।
যাহা শুনি প্রেমভক্তি মিলয়ে সর্ব্বথা ॥
শ্রীরামচন্দ্রের গুণ শ্রীমতীর মুখে ।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেম সুখে ॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই করি একমন ।
সেই সে হইবে প্রভুর কৃপার ভাজন ॥
গাঢ় শ্রদ্ধা করি যেই শুনে কর্ণদ্বারে ।
তার কর্ণতৃষ্ণা কভু ছাড়িতে না পারে ॥
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস ।
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥
২৮ (খ) শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা ।
প্রেম কল্পাবলী কিবা বর্ণিয়াছে ধান্তা ॥
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস ।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

ইতি রামচন্দ্র কবিরাজ মহিমা বর্ণন নাম তৃতীয় নির্য্যাস

॥ চতুর্থ নির্য্যাস ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ।
পতিত পাবন যাহা বিনা নাহি অন্য ॥
আর এক কথা শুন করিয়া যতন ।
মদীশ্বরী মুখে যাহা করিয়াছি শ্রবণ ॥

রাজাত যাইয়া তবে আপনার ঘরে।
রামচন্দ্র গুণকথা চিন্তেন অন্তরে॥
সদা গরগর রাজা ভাবে মনে মনে।
রামচন্দ্র চরিত [১]কথা চিন্তে নিশি[১] দিনে॥
রামচন্দ্র হেন রত্ন নাহি পৃথিবীতে।
জানিলাম ইহা আমি চিত্তের সহিতে॥
মনেতে বিচারি ইহা জানিল নিশ্চয়।
ইহার মুখে শুনি সাধন যদি ভাগ্যে হয়
তবেত রাজা প্রভুর গৃহেতে যাইয়া।
প্রণাম করে বহু ভূমিতে লোটাইয়া॥
আপনি প্রভুরে তবে উঠাইয়া যতনে।
করুণা করিয়া কৈল গাঢ় আলিঙ্গনে॥
শ্রীমতীরে যাইয়া তবে পরণাম করি।
তবে রামচন্দ্রে যাই প্রণাম আচারি॥
প্রভুর নিকটে রাজা অতি দীন হইয়া।
করজোড়ে কহে কিছু বিনয় করিয়া॥
পতিতের ত্রাণ হেতু তোমার অবতার।
করুণা করিয়ে মোরে কর অঙ্গীকার॥
দন্তে তৃণ ধরি প্রভু করহ করুণা।
মো ছার অধমে প্রভু না করিবে ঘৃণা॥
করুণা করিয়া যদি দিলে পদ ছায়া।
ত্রিতাপ তাপিত আমি না করিহ মায়া॥
এতদিন কাল মোর ব্যর্থ রহি গেল।
রামচন্দ্র দেখি চিত্ত নির্মল হইল॥
সাধ্য সাধন আমি কিছুই না জানি।
নিজ গুণে দয়া কর তুমি গুণমণি॥
ব্যাসের মুখেতে আমি যে কিছু শুনিল।
তাহা শুনি মোর চিত্ত প্রসন্ন হইল॥

১-১। পাঠান্তর 'গুণ সদা ভাবে রাত্রি দিনে' বহরমপুর সংস্করণ, পৃঃ ৫৮

রাজা কহে প্রভু তুমি হও দয়াময় ।
মোর প্রতি কৃপা কর হইয়া সদয় ॥
তুমিত দয়ার সিন্ধু পতিত পাবন ।
করুণা করহ প্রভু লইনু শরণ ॥
অঙ্গিকার কর প্রভু আপন জানিয়া ।
২৯ (ক) এত বলি রাজা পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥
আপনি প্রভু তবে উঠাইল যতনে ।
করুণা করিয়া কৈল গাঢ় আলিঙ্গনে ॥
সাধ্য সাধন এই গোস্বামীর মতে ।
শুনাইবে রামচন্দ্র করিয়া বেকতে ॥
এত বলি প্রভু রামচন্দ্রেরে ডাকিয়া ।
রাজায় সমর্পিল তার হাতে ত ধরিয়া ॥
শুন রামচন্দ্র তুমি এই কার্য্য কর ।
ছোট ভ্রাতা বলি ইহার কর অঙ্গীকার ॥
এত শুনি রামচন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া ।
শুনাইব কৃষ্ণ কথা বিশেষ করিয়া ॥
পুনঃ রামচন্দ্রে রাজা পরণাম করি ।
বিনয় করিয়া তবে বহু স্তুতি করি ॥
তাহা দেখি প্রভু তবে আনন্দিত হইয়া ।
রাজায় কহিতেছেন সন্তোষ হইয়া ॥
শুন শুন রাজা তুমি করি একমন ।
তোমারে কৃপা করিলেন রূপ সনাতন ॥
অনুগ্রহ তোমার যে কর যার তরে ।
গ্রন্থরূপী মহা প্রভু প্রবেশিলা ঘরে ॥
তুমি মহারাজা হও মহা ভাগ্যবান ।
পৃথিবীতে ভাগ্য নাহি তোমার সমান ॥
মহারত্ন গ্রন্থ এই পরম উজ্জ্বল ।
প্রবেশিতে মোর চিত্তে হইল নির্ম্মল ॥

বঃ পুঃ সং পুঃ এই চারিটি অতিরিক্ত চরণ পাওয়া যায় ।

কিবা ছিলে তুমি দেখ মনেতে বুঝিয়া।
হেন জনে কৃপা কৈল শক্তি সঞ্চারিয়া॥
মোর প্রভু আর শ্রীরূপ সনাতনে।
তোমারে করিলা কৃপা আনন্দিত মনে॥
ছয় গোসাঞি তোমায় করিতে অঙ্গীকার।
চুরি চ্ছলে তোমারে কৃপা করিলা নির্ভর॥
ইহা শুনি মহারাজ গরগর মন।
পুলকে পূরিত দেহ সজল নয়ন॥
প্রেমে গদ গদ কহে আধ আধ বাণী।
ফুকারি ফুকারি কান্দে লোটায় ধরণী॥
তবে প্রভু তাহারে যতনে উঠাইয়া।
হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন দিল করি দয়া॥
রাজারে লইয়া পুন রামচন্দ্র হাতে।
সমর্পণ কৈল তারে হরষিত চিত্তে॥
পুন পুন কহে প্রভু অতি ব্যগ্রচিত্তে।
সাধ্য সাধন কহ হইয়া গোস্বামীর মতে॥
আর এক কথা ইহার করাহ শ্রবণ।
যেহেতু তোমার প্রতি গোস্বামী লিখন॥
রামচন্দ্র প্রভু আজ্ঞা লইয়া সেইক্ষণে।
রাজারে কহিল কিছু আনন্দিত মনে॥
কিবা কহিব তোমায় সাধনের কথা।
তোমা প্রতি গোস্বামী কৃপা হইয়াছে সর্ব্বথা
মোর প্রভু পদাশ্রয় করে যেই জন।
আগে কৃপা করে তারে রূপ সনাতন॥
ব্রজ হৈতে গ্রন্থ গৌড়ে প্রচার লাগিয়া।
লইয়া আইলা প্রভু যতন করিয়া॥
গোস্বামী সকল তোমায় পাইয়া পীরিতি।
গ্রন্থ রূপ তোমার ঘরে করিলা বসতি॥

[১]জানিল তোমার শুদ্ধ হইল মতি[১]।
এতেক প্রভুর দয়া তোমার উপরে।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে কহিতে পারে॥
প্রথমেই তোমার ঘরে গোস্বামী সকল।
তাহাতে তোমার চিত্ত হইয়াছে নির্ম্মল॥
তুমি মহা ভাগ্যবান বুঝি নিজ চিত্তে।
তোমার মহিমা ভাই কে পারে কহিতে॥
এবে তোমায় কহি আমি করিয়া নিশ্চয়।
সাধনাঙ্গ শুনিতেই যদি চিত্ত হয়॥
বৈষ্ণব সেবন কর আর তুলসী সেবন।
অনায়াসে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
মোর প্রভুর ধর্ম্ম দেখ বৈষ্ণব সেবন।
শ্রী বিগ্রহ সেবা ছাড়ি এই নির্ব্বন্ধ পণ॥
অতএব প্রভুর ধর্ম্ম এহ সুনিশ্চয়।
করহ বৈষ্ণব সেবা আনন্দ হৃদয়॥
একান্ত করহ তুমি বৈষ্ণব সেবন।
চরণামৃত পান আর মহা প্রসাদ ভক্ষণ॥
বৈষ্ণবের পদরজ কর মস্তকে ভূষণ।
নিষ্কপটে বৈষ্ণবের সেবন অনুক্ষণ॥
নিরপরাধ হইয়া বৈষ্ণব সেবা কর তুমি।
অনায়াসে কৃষ্ণ পাবে কহিলাম আমি॥
বৈষ্ণবের স্থানে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহাপ্রেম ভক্তের তার প্রেমে পড়ে বাধ॥
কৃষ্ণ দিতে নিতে পারে বৈষ্ণবের শক্তি।
হেন বৈষ্ণব সেব ভাই করি মহা আর্ত্তি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত, দুই সমান গুণগণ।
ইহাতে প্রমাণ আছে পুরাণ বচন॥

১-১। এই অতিরিক্ত একটি চরণ বঃ নঃ গ্রঃ মঃ পুঁথির মধ্যে আছে পৃঃ ২৯ খ

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্য কিঞ্চিনা
সর্ব্বৈ গু´ণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনা সতি ধাবতে বহিঃ॥ ইতি

এই সব মহাগুণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণের যতগুণ সব ভক্তেতে সঞ্চারে॥
এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
কিছুমাত্র কহি নিজ পবিত্র কারণ॥
কৃপালু অকৃত দ্রোহ্‌ সত্য বাক্যসম।
নির্দোষ দান্ত মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বপোকারক শান্ত কৃষ্ণৈক স্মরণ।
অকামি নিরীহ স্থির বিজিত সদগুণ॥
মিতভুক অপ্রমত্ত মানদ অমানী মানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥
কৃষ্ণ প্রেম জন্মাইতে ইহ মুখ্য অঙ্গ।
৩০ (ক) অতএব[১] সব ছাড়ি কর বৈষ্ণব সঙ্গ॥
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ সদা বৈষ্ণব আচার।
এই সব বস্তু তোমায় কহিলাম সার॥
এইত কহিলাম ভাই বৈষ্ণব সেবন।
এবেত কহিয়ে তোমায় তুলসী সেবন॥
নয় প্রকার তুলসী সেবা করে যেই জন।
সেই সে হয়েন কৃষ্ণের কৃপার ভাজন॥
তুলসী দর্শন স্পর্শ আর কর ধ্যান।
সদাই করহ ইহা হৈয়া সাবধান॥
তুলসীর নাম লও আর নমস্কার।
তুলসীর নাম শ্রবণ কর অনিবার॥

১। 'অতএব' শব্দটি ব, ন, গ্র, ম, পুঁথিতে নাই, ব, পু, সং পুঁথির পৃ, ৬১ পৃষ্ঠানুসারে দেওয়া হইল।

তুলসী রোপণ কর তুলসী সেবন।
তুলসীর সর্ব্বদা নিত্য পূজন অনুক্ষণ॥
এই নব প্রকারে যেই করে তুলসীর সেবা।
তাহার মহিমা গুণ কহিবেক কেবা॥
শ্রীকৃষ্ণ তবে প্রীত করেন সুনিশ্চিত।
শ্রীকৃষ্ণের স্থানে সেই রহে পাইয়া প্রীত॥

তত্র প্রমাণং॥

তথাহি। দৃষ্টা পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥ ১॥
নবধা তুলসী দেবীং যে ভজন্তী দিনে দিনে।
যুগ কোটি সহস্রানি তে বসন্তি হরের্গৃহে॥ ২॥

এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত মন।
রামচন্দ্র পদে কিছু করে নিবেদন॥
চতুষষ্টি ভক্তি করি যতেক সাধন।
তাহা শুনিবারে ইচ্ছা হয় মোর মন॥
রামচন্দ্র কহে ভাই একচিত্ত হৈয়া।
৩০ (খ) আনন্দে শুনহ তাহা শ্রবণ ভরিয়া॥
এইমত সাধনাঙ্গ ভক্তি শুনহ রাজন।
যাহার শ্রবণে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু হয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥
সেইত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার।
বৈধি ভক্তি এক রাগানুগা ভক্তি আর॥
শাস্ত্র আজ্ঞা লইয়া ভজে রাগহীন জন।
বৈধি ভক্তি বলি তারে শাস্ত্র আচরণ॥

বহু প্রকার সাধন ভক্তি হয় বিবিধ অঙ্গ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাহার প্রসঙ্গ॥
গুরুর সেবন দীক্ষা গুরু পদাশ্রয়।
সাধুমার্গানুগমন শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুধর্মায়॥
কৃষ্ণের পূজন ভোগ ত্যাগ করি কৃষ্ণ প্রীত।
একাদশ্যাদিব্রত প্রীতি গহাদি নিশ্চিত॥
গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন ধাত্রী অশ্বথ।
বিদূরে বর্জ্জন নামাপরাধ সেবা যে সমর্থ॥
বহু শিষ্য না করিবে অবৈষ্ণবের সঙ্গ।
তেজিব বহু গ্রন্থাভ্যাস যাতে নহে ভক্তি অঙ্গ॥
হানি লাভ সম শোকাদির না হইবে বশ।
অন্য শাস্ত্র অন্যদেব নিন্দ না বিশেষ॥
গ্রাম্য বার্ত্তান না শুনিব আর বৈষ্ণব নিন্দন।
৩১ (ক) প্রাণী মাত্র মনোবাক্যে উদ্বেগ বর্জ্জন॥
স্মরণ পূজন বন্দন আর সংকীর্তন।
দাস্য সখ্য পরিচর্য্যা আত্মনিবেদন॥
বিজ্ঞাপিত আর দণ্ডবত প্রণতি অগ্রগীতি।
অস্থান[১] অনুব্রজা তীর্থ গৃহগতি॥
শ্রবণ পাঠ জপ সংকীর্ত্তন আর পরিক্রমা।
মহাপ্রসাদ পান মাল্য ধূপ গন্ধ মনোরমা॥
শ্রী মূর্ত্তির দর্শন আরত্রিক মহোৎসব।
তদীয় সেবন নিজ প্রীতার্থে দান ধ্যান সব॥
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা কৃষ্ণে বড় অভিমত॥
কৃষ্ণ কৃপার্থে অখিল চেষ্টা যে করিব।
কৃষ্ণ জন্মাদি যাত্রা ভক্ত লইয়া মহোৎসব॥
সর্ব্বথা শরণাগতি কীর্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥

১। পাঠান্তর 'অভ্যুত্থান' ব. পু. সং পৃঃ ৬১

সাধুসঙ্গ নাম সংকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন হইতে এই মুখ্য অঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥
বৈধি ভক্তি সাধনাঙ্গ কৈল বিবরণ।
যাহার শ্রবণে জন্মে প্রেম মহাধন॥
শুবে রাজা সাধনাঙ্গ ভক্তি যে শুনিয়া।
রামচন্দ্রে কহে কিছু বিনতি করিয়া॥
বিবিধাঙ্গ সাধনাঙ্গ করিলাম শ্রবণ।
রাগানুগা মার্গভক্তি শুনিতে হয় মন॥
তবে রামচন্দ্র অতি আনন্দ পাইয়া।
রাজারে কহয়ে কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
শুন শুন ভাই তুমি রাগানুগা ভক্তি।
৩১ (খ) শুনিতেই তোমার চিত্ত হৈল বড় আর্ত্তি॥
রাগানুগা ভক্তি লক্ষণ শুন সর্ব্ব সার।
সম্যক কহিতে শক্তি নাহিক আমার॥
কিছু মাত্র কহি তাহা শুন দিয়া মন।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুনহ কারণ॥
শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি বৈধি অঙ্গ লিখিল
রাগানুগা ভক্তি মধ্যে তাহাতে স্থাপিল॥
গোস্বামীর লিখন এই অতি সুনিশ্চয়।
বৈধি ভক্তি হইয়া যাতে রাগ ভক্তি হয়॥
শ্রবণ কীর্ত্তনের ইহা মহিমা শুনিয়া।
যাজন করয়ে যেবা শাস্ত্র আজ্ঞা লৈয়া॥
এই হেতু বৈধি ভক্তি গোস্বামী লিখন।
যে হেতু রাগাঙ্গ হয় তাহা কহি শুন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন বিনা রাগভক্তি নয়।
তাহার কারণ শুন কহিয়া নিশ্চয়॥

অন্যের আছুক কাজ শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
মাধুর্য্য অবধি ষিঁহো গুণ রত্নখনি॥
সর্ব্ব পূজ্যা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা সর্ব্ব আরাধ্যা।
যাহার সৌন্দর্য্যাদির কৃষ্ণের নহে বেদ্য॥
তিঁহো যদি কৃষ্ণ নাম শুনে আচম্বিতে।
শুনিবা মাত্রেতে ধনি লাগিল কাঁপিতে॥
বৈবশতা দশা ধনির হৈল আচম্বিতে।
নানা ভাব তরঙ্গ তাহা কে পারে কহিতে॥
সর্ব পূজ্য সর্ব শ্রেষ্ঠা আর সর্বারাধ্যা।
যার সৌন্দর্য্যাদিগণের[১] কৃষ্ণ নহে বেদ্য॥
সর্বাঙ্গে পুলক তনু বিকশিত অঙ্গ।
আর তাতে কত উঠে ভাবের তরঙ্গ॥
সর্বাঙ্গে ব্যাপৃত ভাব কহিতে কি পারি।
তাহার ভাবাদি যত সাত্ত্বিক ব্যভিচারী॥
৩২ (ক) ভাবের তরঙ্গে দেহ নাহি হয় স্থির।
শুনিতেই কৃষ্ণ নাম হয়েন অস্থির॥
বহু মুখ ইচ্ছে যিহোঁ কৃষ্ণনাম নিতে।
অর্বুদার্বুদ কর্ণ ইচ্ছে যেনাম শুনিতে॥
উন্মাদিয়া কৃষ্ণ নামের গুণ কে পারে কহিতে।
অচেতনে চেতন যিঁহো পারেন করিতে॥
কৃষ্ণ নামে চেতনেরে করে অচেতন।
সর্বেন্দ্রিয় আকর্ষয়ে হেন নামের গুণ॥
হেন কৃষ্ণ নামামৃতে যার লোভ হয়।
লোক ধর্ম্মবেদ ছাড়ি যে কৃষ্ণ ভজয়॥
হেন নাম মহাবল কি কহিতে জানি।
শ্রীরূপের মুখে রহে সুধা রস ধ্বনি॥
অক্ষরে অক্ষরে যার মাধুর্য্যের সার।
হেন অদ্‌ভূত শ্লোক গোসাঞি কৈল পরচার॥

১। পাঠান্তর 'সদগুণগণের' ব. পু. সং পৃঃ ৬৪

তথাহি বিদগ্ধ মাধবে শ্রীমদ্রূপ কৃত শ্লোকঃ ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীপ রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম।
চেতঃ প্রাঙ্গন সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভির মৃতৈঃ কৃষ্ণেরতি বর্ণদ্বয়ী ॥

অথ [1]স্তবাবল্যাং প্রেমাম্ভোজমরু দাখ্যস্তোত্রে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীনো[1] ওং
অথ শ্রী দাস গোস্বামী না প্রচ্ছন্ন মান ধম্মি-ল্যাং সোভাগ্য তিলকোজ্জ্বলাং।

কৃষ্ণলয়স আববত্তং সন্নাসকন্নিকাঃ ॥
প্রচ্ছন্নমান বাম্যধম্মির যাহার।
সৌভাগ্য তিলক চারু লাবণ্যের সার ॥
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংশ কাণে।
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥
সেই রাধা ভাব লয়া আপনে গৌরচন্দ্র।
হেন আস্বাদিলা প্রভু পাইয়া আনন্দ ॥

[2]তথাহি স্তবমালায়ং শ্রীরূপগোস্বামীনোক্তং[2] ॥

৩২ (খ) হরে কৃষ্ণ উচ্চৈঃ স্ফুরিত রসনোনাম গণনাকৃত গ্রহিশ্রেণী।
শুভগকটি সূত্রোজ্জ্বলকর বিসাক্ষদিষাগণ যুগল
খেলাঞ্চিত ভুজঃ সচৈতন্যকিং মে পুণ দেহি দৃশো
জাস্যাতি পদং ॥ ইতি ॥

কৃষ্ণ চৈতন্য হয়েন ব্রজেন্দ্র কুমার
নামামৃত আস্বাদিলা বিবিধ প্রকার ॥
হেন কৃষ্ণনাম রাজা কর অনিবার।
যাহা হৈতে প্রাপ্তি হয় মাধুর্য্যের সার ॥
আর শুন মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোকে।
হৃদয়ের তমনাশ হয় উদয় চন্দ্রিকে ॥

১। এই অংশ ব. পু. সং পুথি অনুসারে উল্লিখিত হইল
ঐ ঐ ঐ ঐ

সদা আস্বাদিলা প্রভু সব স্বরূপাদি সাথে।
যাহার শ্রবণে অতি শুদ্ধ হয় চিত্তে ॥
সেই শিক্ষাষ্টক ভাই কহিয়ে তোমারে।
শ্রদ্ধা সূত্রে গাঁথি পর হৃদয় উপরে ॥
এই শুদ্ধ রাগ ভক্তি কহিয়ে নিশ্চয়।
যাহার শ্রবণে চিত্তে প্রেম উপজয় ॥
প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামানন্দ রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধনে।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণে ॥

তথাহি। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

কৃষ্ণ বর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনং প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ইতি ॥

নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্বানর্থ নাশ।
সর্ব সুখোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত শ্লোকঃ ॥

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং

৩১ (ক) সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে নিজ শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥

নাম নাম কারি বহুধা নিজ সর্ব্ব শক্তি
স্তত্রার্পিতানিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ

এতাদৃশীতব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগ ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ॥
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্বসিদ্ধি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব নামে ন হইল অনুরাগ ॥
যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায় ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্ব শ্লোকঃ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুতা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ইতি ॥

উত্তম হঞা আপনারে মানে [১]তৃণকে অধম[১]।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেই কিছু না বলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে জল না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহ আনের করয়ে রক্ষণ ॥
৩৩ (খ) উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব [২]না করে অভিমান[২]।
জীবে সম্মান দিতে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এই মত হৈয়া যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়ি গেলা।
শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ ঠাঁই মাগিতে লাগিলা ॥

১-১। পাঠান্তর 'তৃণাধম' বঃ পুঃ সং ৬৭
২-২। পাঠান্তর 'হবে নিরাভিমান' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৬৭

প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ ।
সেই মানে কৃষ্ণ মোর নাহি প্রেম গন্ধ ॥

তথাহি । পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ ।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশকাময়ে ।
মম জন্মানি জন্মানীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ী ॥ ইতি

ধন জন নাহি মাগে কবিতা সুন্দরী ।
শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণে মোরে দেহ কৃপা করি ॥
অতি দৈন্যে পুণ্য মাগে দাস্য ভক্তিদান ।
আপনাকে করি সংসারী জীব অভিমান ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ ॥

অয়িনন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজাস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ইতি ॥

[১]তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া ।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়া বদ্ধ হইয়া ॥[১]
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম ।
তোমার সেবক কর তোমার সেবন ॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদগম ।
কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥

তথাহি । পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ ।

নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

প্রেমধন বিনে ব্যর্থ দরিদ্র জীবন ।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥
৩৪ (ক) রসান্তরা বেশা হইল বিয়োগ স্ফুরণ ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রলাপন ॥

১-১। অতিরিক্ত চরণ দুইটি বঃ পুঃ সং পৃঃ ৬৮ হইতে উদ্ধৃত

তথাহি। পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষয়ে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে দেহ না যায় জীবন॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক [১]দাসি ভাব[১] করিল উদয়॥
হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল॥
সেই ভাবে সেই শ্লোক আপনে পড়িলা।
শ্লোক উচ্চারিতে আপনে তদ্রূপ হইলা॥

তথাহি। পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথ স্তু স এব না পরঃ॥

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পাই পার॥

১৬১। পাঠান্তর 'প্রেমস্বভাব' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৬৯

তথাহি।

আমি কৃষ্ণ পদ দাসী তিঁহো রস সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দর্শন জারে মোর তনুমন
তবু তিঁহো মোর প্রাণ নাথ॥

সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মোরে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়॥ ধ্রু॥

৩৪ (খ) ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ তনুমন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবার দেন পীড়া আমা সনে করে ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ ২॥

কিবা তিঁহো লম্পট শঠ ধৃষ্ট সুকপট
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মন পীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥ ৩॥

এ আদি করি যত শ্লোকার্থগণ।
স্বরূপাদি সঙ্গে তাহা কৈল আস্বাদন॥
এই মতে প্রভুর তত্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া।
প্রলাপ আস্বাদিলা তত্তৎ শ্লোক উচ্চারিয়া॥
পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিলা।
এই অষ্ট শ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিলা॥
প্রভু শিক্ষাষ্টক শ্লোক এই যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥
যদ্যপি প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর।
নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥

সেই সেই ভাবে শ্লোক করেন পঠন।
সেই সেই ভাবা বেশে করেন আস্বাদন॥
দ্বাদশ বৎসর প্রভু ঐছে রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণ রস আস্বাদয়ে [১]দুই [১]বন্ধু সনে॥
শ্রবণাদি মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
যাহাতে বহএ সদা সুধারস ধ্বনি॥
শুদ্ধ রাগে আবিষ্টতা মন হয় যার।
সেই জানয়ে ইহা তুলা নাহি জানে আর॥
শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কীর্ত্তন যত রাগ ভক্তি সার।
রাগানুগা ভক্ত জনে এই কার্য্য সার॥

৩৫ (ক) রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্টা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
রাগময়ী ভক্তির রাগানুগা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগা প্রকৃতি॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে ২ লহর্য্যা ১৩১। ১৪৮ অঙ্কে॥

বিরাজন্তীমভিব্যাপ্তিং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃর্তা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥
তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্য্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং॥

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে চিন্তে রাধা কৃষ্ণের চরণ॥
নিজ ভাবাশ্রয় জনের পাছেত রাখিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হইয়া॥

১-১। পাঠান্তর 'স্বরূপাদি' বঃ পুঃ" সং পৃঃ ৭০

তথাহি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ২ লহর্য্যাং ১৫১ অঙ্কে

সেবা সাধক রূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্রহি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারত॥ ইতি॥

হেন সে গম্ভীর ভাব অকথ্য কথন।
যাহা প্রবেশিতে নারে আমা সবার মন॥
পূর্ব্বে ব্রজে যবে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
রাধা শুদ্ধ ভাবে যবে প্রবেশিলা মন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করি।
তাহা আস্বাদিতে নবদ্বীপে অবতারি॥
হেন অদ্ভুত ভাব ক্ষুদ্র জীব হইঞা।
[১]কহিতে বা কেবা পারে প্রবেশ করিয়া॥
কবিরাজ গোসাঞি ইহার মর্ম্ম জানিয়া।
লিখিয়াছেন নিজ গ্রন্থে বেকত করিয়া॥[১]
দাসী ভাবাক্রান্ত হইয়া ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আনুগত্য ভাবে কৈল তাহা আস্বাদন॥
৩৫ (খ) অন্ত্যলীলা মধ্যে ইহা লিখিয়া বিস্তার।
দেখই সেই লীলার করিয়া নির্দ্ধার॥
সপ্তদশ আর অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে।
বেকত করিলা তাহা কহিহ আস্বাদে॥
কূর্ম্মাকৃতি ভাবে প্রভু পড়িয়া আছিলা।
তাহাতেই যেই ভাব আস্বাদন কৈলা॥
স্বরূপ গোসাঞি আসি করাইল চেতন।
স্বরূপের কহে তবে মনের বেদন॥
চেতন হইতে হস্তপদ সব বাহির হৈল।
পূর্ব্ববদ যথা যোগ্য শরীর হইল॥
উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহি ইতি উতি।
স্বরূপেরে পুছে প্রভু আমা আনিলে কতি॥

১-১। বঃ পুঃ সং পৃঃ ৭১ হইতে চরণ তিনটি উদ্ধৃত।

বেণুনাদ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জ ঘরে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥
তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তার ভূষণ ধ্বনিতে মোর হরিল শ্রবণ॥
গোপীগণ সঙ্গে করি হাস পরিহাস।
কণ্ঠ ধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জল কেলি লীলা।
তাহাতেই যেই ভাব প্রকাশ করিলা॥
জল কেলি লীলা এই করি দরশন।
নানান কৌতুক দেখে প্রবেশিয়া মন॥
কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলা বৃন্দাবন।
দেখি জল ক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনাতে মহা রঙ্গে করে জল কেলি॥
৩৬ (ক) তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী দেখায় মোরে জল কেলি রঙ্গে॥
স্বরূপেরে কহে প্রভু আবেশ হইয়া।
আপন মনের কথা প্রকাশ করিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যাহা কৈল আস্বাদনে।
সবে একবেদ্য তাহা স্বরূপাদি গণে॥
স্বরূপাদি বিনা তাহা অন্য বেদ্য নয়।
নিশ্চয় করিয়া ইহা গ্রন্থকার কয়॥
আর এক কথা তাহা মন দিয়া শুন।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া রাজা করহ শ্রবণ॥

শ্রীরূপ মঞ্জরী যবে শ্রীরাধার সাক্ষাতে।
প্রার্থনা করিলা এই তাহার সাক্ষাতে ॥[১]

তথাহি। স্তব মালায়াং চাটুপুষ্পঞ্জলৌ শ্রীরূপগোস্বামীনা বাক্যং।
কদাবিম্বোষ্ঠী তাম্বুলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশ শূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষত্যে ॥
কেলিবিশ্রংশিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরী।
সংস্কারায় কদা দেবী জন্মেতং নিদেক্ষতি ॥

ভাবার্থ। শ্রীরাধা বিম্বোষ্ঠী কবে তোমার অধরে।
তাম্বুল রচিয়া দিব সুগন্ধি কর্পূরে ॥
তোমার মুখে দিব তাহা আনন্দিত হঞা।
ব্রজরাজ নন্দন তাহা খাইল কাড়িঞা ॥
মদীশ্বরী মুখ হৈতে লইয়া বিত্তিকা।
পান করি মহানন্দে পাইব অধিকা ॥
তুমি মোরে কৃপা কর প্রসন্ন হইয়া।
দেখিব কবে বা তাহা নয়ন ভরিয়া ॥
হে দেবী তুমি যবে বিলাস বিভ্রমে।
কেলিকান্তি যুক্ত হঞা হইবেক শ্রমে ॥
বিলাসে বিভৃত তোমার সুকুঞ্চিত কেশ।
সংস্কার করিতে মোরে করিবে আদেশ ॥

৩৬ (খ) মনের আনন্দে তাহা করিব সংস্কার।
কবে সে রচিয়া দিব কুন্তলের ভার ॥
এই সব গুহ্য কথা রাজারে কহিল।
শুনিতেই রাজার অতি সন্তোষ হইল ॥
পুনঃ রামচন্দ্র কহে শুনহ রাজন।
গুহ্যাতি গুহ্য এই কথা মনোরম ॥
নিত্য সিদ্ধ হইয়া যার এই সব কাজ।
ইহা বুঝ দেখি তুমি নিজ হিয়া মাঝ ॥

১। পাঠান্তর 'অগ্রেতে' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৭৩

শ্রীরাধার যিহোঁ নিত্য পরিকর।
তা সবার হেন ভাব বড়ই দুষ্কর॥
মঞ্জরী রূপে যিহোঁ সদা করেন সেবন।
সাধকাবস্থায় সদা তাহাই স্ফুরণ॥
অতএব সিদ্ধ হঞা সাধন করণে।
প্রকারে জানাইলা তাহা নিজ ভক্তজনে॥
ইথে অনুগত যিহোঁ তার হেন রীতি।
হেন সে সাধন কর পাইয়া পিরিতি॥
আর শুন শ্রীদাস গোসাঞির প্রার্থনা বচন।
[১]সাধক দেহেতে সদা সিদ্ধের কারণ॥
নিজাভীষ্ট দেহে রাধার পাইয়া দর্শন।
শ্রীরাধার পদ সেবা করেন প্রার্থন॥[১]
শুন দেবী তোমার শ্রীচরণের দাসী।
শুনিতে ইচ্ছা মোর সদা অভিলাষি॥
তোমার সঙ্গের সঙ্গী তোমার সমান।
হেন সখী ভাবে সদা মোর পরণাম॥
অতএব তুয়া পদে এই নিবেদন।
কৃপা করি দেহ নিজ পদের সেবন॥
সদা অভিলাষ মোর চরণের সেবা।
ইহা ছাড়ি কভু মোরে অন্য নাহি দিবা॥

তথহি। স্তবাবল্যাং বিলাপকুসুমাঞ্জলৌ ১৬ শ্লোকে॥

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যং॥

আর কিছু শুন ভাই অপূর্ব্ব কথন।
সুদৃঢ় সুদৃঢ় এই গোস্বামী লিখন॥

১-১। বঃ পুঃ সং পৃঃ ৭৩ হইতে চরণ তিনটি উদ্ধৃত।

শ্রীরূপ মঞ্জরী দেখি রাধা সরোবর।
ইহা দেখি যেই ভাব উঠয়ে অন্তর ॥
৩৭ (ক) শুন দেবী যবে তোমার সরোবর।
হইলেন মোর যে নয়ন গোচর ॥
তবে সে আইলা মোর নয়নের পথে।
সুপদ্ম নয়নী ধনি দেখিনু সাক্ষাতে ॥
সেই হৈতে চিত্তে মোর লালসা জন্মিল।
চরণ কমলে দাসী হৈতে ইচ্ছা হইল ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী মোর নয়ন যুগল।
বৃন্দাবনে নেত্র দীপ্তি করিল সকল ॥
সেই হৈতে তোমার শ্রী বৃন্দাবনেশ্বরী।
শ্রীচরণে অলক্তক দিতে ইচ্ছা করি ॥
কভু যদি ইহা কর করুণা করিয়া।
সেবন করিয়ে আমি তব আজ্ঞা লঞা ॥
রামচন্দ্র কহে কথা শুনহ রাজন।
পরম আশ্চর্য্য কথা শুন দিয়া মন ॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ করিবারে সেবা।
মনের লালসা তোমার হঞাছে যদিবা ॥
রাগের সহিতে যদি চরণ সেবন।
হইতে পারি যদি দুঁহার কৃপার ভাজন ॥
জন্মে জন্মে যদি বাস শ্রীব্রজমণ্ডলে।
প্রচুর পরিচর্য্যা সেই পরম নির্ম্মলে ॥
তবেত স্বরূপ রূপ গোসাঞি সনাতন।
গণের সহিত গোপাল ভট্টের চরণ ॥
ইহা সবার পদে নিষ্ঠা যার চিত্ত হয়।
তবে সেই জন দুঁহার চরণ সেবয় ॥

তথাহি। স্তবাবল্যাং বিলাপ কুসুমাঞ্জলৌ ১৪। ১৫ শ্লোকে ॥

যদা তব সরোবরং সরস ভৃঙ্গ সংঘোল্লসং,
সরোরুহ কুলোজ্জ্বলং মধুর বারিসম্পূরিতাং।

স্ফুটং সরসিজাক্ষিহে নয়ন যুগ্ম সাক্ষাদ্বভৌ,
তদৈব মম লালসা,জানি তদৈব দাস্তেরসে ॥
যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্বা,
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপিতং চকার।
তদবধি তব বৃহদারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমলাক্ষ্য সংদৃক্ষা সমাভূৎ ॥

স্তববল্যাং মনঃ শিক্ষায়াং ৩ শ্লোকে ॥

যদীশেহ রাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতি জন্ম
যুবদ্বন্দ্বং অচ্চেৎ পরিচারিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং নৃণুমনঃ ॥
স্মর যুদ্ধে বিবশ শ্রীরাধা গিরিভৃতে।
সেবন করিয়ে যদি রূপের সহিতে।
তবে সে পাইবে ব্রজে সাক্ষাৎ সেবন।
তদাশ্রিত জনে মাত্র মিলে এই ধন ॥
৩৭ (খ) রাধাকৃষ্ণ পূজা নাম সদাই গ্রহণ।
দুঁহাকার ধ্যান আর নাম সংকীর্ত্তন ॥
বহু পরণাম সদা মনের আনন্দে।
অবিরত এই সেবা করহ স্বচ্ছন্দে ॥
এই পঞ্চামৃত পান সুনিয়ম করি।
আনন্দে সেবহ সদা গোবর্দ্ধন গিরি ॥
যুথের সহিতে শ্রীরূপানুগা হইয়া।
সেবন করহ দুঁহার মন মজাইয়া ॥

তথাহি। স্তববল্যাং মনঃ শিক্ষায়াং ১১ শ্লোকে ॥

সমং শ্রী রূপেন সমর বিবশরাধা গিরি ভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ গুণযুজোঃ।
তদি জ্যাখ্যাধ্যানং শ্রবণ নতি পঞ্চামৃতমিদং
ধয়নিত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং তৎ ভজমনঃ ॥

শ্রীরূপ মঞ্জরী আর শ্রীগুণ মঞ্জরী।
উপমা দিবার নাই সমান মাধুরী ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী শ্রীগুণ মঞ্জরীর প্রতি।
প্রার্থনা করিলা তারে পাইয়া পিরিতী ॥
উদয় হইল যবে মধুর উৎসব।
বহু ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণে বেঢ়িলেন সব ॥
হাস্য পরিহাস কত লাবণ্য মাধুরী।
নানান কৌতুক লীলায় আপনা পাশরি ॥
হাস্য রসে উজ্জ্বল শ্রীরাধা সুধামুখী।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণ করে হইয়া বড় সুখী ॥
নেত্রের অঞ্চলে তারে প্রেরণ করিয়া।
দেখহ যে গুণ মঞ্জরী আছে লুকাইয়া ॥
ইহার বদন যাই করহ চুম্বন।
হেন কৌতুক দেখিব কবে ভরিঞা নয়ন ॥

তথাহি। স্তবমালায়াং উৎকলবল্লরী স্তবে ৪৬ অঙ্কে ॥

উদঞ্চতি মধূৎসবে সহচরীকুলেনাকুলে
কদা তমবলোক্যসে ব্রজপুরন্দরস্যাত্মজ।
স্মিতোজ্জ্বলমদীশ্বরী চলদৃগঞ্চল প্রেরণা।
ন্নিলীন গুণ মঞ্জরী বদনমত্র চুম্বন্ময়া ॥

এইভাব দৃঢ় করি শ্রীদাস গোসাঞি।
নিজগ্রন্থ মাঝে তাহা লিখিলা তথাই ॥
৩৮ (ক) শ্রীবিশাখানন্দ স্তবে লিখিলেন শেষে।
তার মধ্যে এই বাক্য পরম নির্য্যাসে ॥

তথাহি। স্তবাবল্যাং বিশাখানন্দ স্তোত্রে ১৩৪ অঙ্কে ॥

শ্রীমদ রূপপাদাম্ভোজ ধূলীমাত্রৈক সেবিনা।
কেনচিৎ গ্রথিতা পদ্যৈর্মালাঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ ॥

শ্রীরূপের পাদপদ্ম ধূলির সেবন।
কোন জন এই পদ্ম করিলা গ্রহণ[১] ॥
এই পদ্ম মালা গাঁথি আনন্দিত মন।
মনোহর মাল্য গন্ধ পাবে কোন জন ॥
শ্রীরূপের আশ্রিত যেই সেই গন্ধ পায়।
সেই গন্ধ পাইতে আর নাহিক উপায় ॥
অতএব গোসাঞি ইহা মনেতে জানিয়া।
মনের আনন্দে লিখেন বেকত করিয়া ॥
শ্রীরূপ সনাতন আজ্ঞা লইয়া শিরে।
বসতি করিলা যিহোঁ রাধাকুণ্ড তীরে ॥

তথাহি। রাধা কুণ্ডতটে বসন্নিমতঃসাভ্রাতৃরূপাজ্ঞায়া…ইত্যাদি

নিয়ম করিয়া গোসাঞি তথা বাস কৈল।
নিরবধি এই তার নিয়ম হইল ॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিব লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥

তথাহি। স্তবাবল্যাং স্বনিয়ম দশকে ১ শ্লোকে ॥

গুরৌমন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর শচীগর্ভাজপদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয় প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্বী সরসি মধুপূর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মমরতি ॥ ইতি

শ্রীগুরু মন্ত্র আর কৃষ্ণ নাম।
অতি রসময় তনু চৈতন্য গুণধাম ॥
স্বরূপ গোসাঞি আর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গণের সহিত আর তার বড় ভাই ॥
শ্রীগিরীন্দ্র আর গান্ধর্বী সরোবর।
শ্রীমথুরা মণ্ডল আর বৃন্দাবন স্থল ॥

১। পাঠান্তর 'গ্রন্থন' পৃঃ ৭৭

৩৮ (খ) শ্রীব্রজ মণ্ডল আর ব্রজ ভক্ত জনে।
পরমাত্মা রতি মোর এই সব স্থানে॥
এই সব কথা রাখ চিত্তের ভিতরে।
ইহাতে রহিত যেই সেই মতান্তরে॥
পরকিয়া লীলা এই অতি গাঢ়তর।
ভাগ্য হীন জনের ইহা না হয় গোচর॥
এই ভাব প্রাপ্তি লাগি যদি লোভ থাকে।
নিতান্ত[১] করিয়া সেব আপন প্রভুকে॥
শ্রীকবিরাজ গোসাঞি মরম জানিয়া।
লিখিলেন নিজ গ্রন্থে বেকত করিয়া॥
পরকীয়া লীলা এই রূপের সম্মত।
নিশ্চয় করিয়া ভাই কহিলাম তত্ত্ব॥
মহাপ্রভু যেবা লীলা কৈল আস্বাদন।
সবে একজানে তাহা স্বরূপাদিগণ॥
পরকীয়া রসে প্রভুর সদা অভিলাষ।
সামান্য শ্লোকেতে কৈল মনের উল্লাস॥

তথাহি। চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১ পরিচ্ছেদে॥
যঃ কৌমার হরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানীলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীলা বিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেত সমুৎকণ্ঠতে॥

নৃত্য মধ্যে এই শ্লোক পড়িতে বার বার।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহো না বুঝে ইহার॥
দেবে নীলাচলে আইলা শ্রীরূপ গোসাঞি।
শ্লোক গুলি অভিপ্রায় করিলা তথাই॥
শ্রীরূপ জানিল প্রভুর ভাব গাঢ়তর।
শ্লোক লিখিলেন প্রভুর জানিয়া অন্তর॥

১। পাঠান্তর 'নিয়ম' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৭৮

শুন পূর্বে দেখ দুঁহে কৌমারের কালে।
বেতসী বনে লীলা কৈল কুতূহলে ॥
দৈবে সংযোগে দুঁহার বিবাহ হইল।
বিবাহ হইতে সেই সুখ না হইল ॥
বিবাহ হইলে পুন দুঁহার হইল মিলন।
পূর্ববৎ সুখ তাতে নহে আস্বাদন ॥
পূর্বে পরকীয়া দুঁহার ভাববিশেষে।
অতএব শ্লোক পড়ি প্রভুর হয়ত আবেশে ॥
৩৯ (ক) মহাপ্রভুর অন্তর কথা কেহো নাহি জানে।
শ্রীরূপ গোস্বামী জানি কৈলা প্রকাশনে ॥

তথাহি। চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১ পরিচ্ছেদে।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরী কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহংসা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী-পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

সেই আমি সেই তুমি সেই নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে তোমা লইয়া যে সুখ আস্বাদন।
সে সুখ মাধুর্য্যের ইহা নাহি এক কণ ॥
সেই রাধা সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
অচিরে মিলন হেতু বাঞ্ছা অনুক্ষণ ॥
বৃন্দাবন বিনা নহে পরকীয়া ভাব।
অন্যত্র সঙ্গ হইলে নহে সেই সুখ লাভ ॥
অতএব এই ভাবের ব্রজেই বসতি।
বৃন্দাবন ধামে দুহার অত্যন্ত পিরিতি ॥
এতেক বচন রামচন্দ্র যদ্যপি কহিল।
শুনিয়াত রাজার চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥

রামচন্দ্র কহে রাজা বিনয় করিয়া।
ধাম শ্রেষ্ঠ হয় কিবা কহ বিবরিয়া॥
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন ধাম।
কোন ধামে কৃষ্ণ সদা করেন বিশ্রাম॥
এই সব কথা মোরে কহ মহাশয়।
রামচন্দ্র কহে তবে হইয়া সদয়॥

তথাহি। শ্রী বরাহে
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত ত্রিগুণোচ্চয়ে
তৎকলা কোটিকট্যাংশা ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ॥ ইতি॥

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব অবতার সর্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠে যার অনন্তাবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ইহা সবার আধার॥
সচ্চিৎ আনন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্বৈশ্বর্য্য সর্ব শক্তি সর্ব পরিপূর্ণ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং॥
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণং॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
৩৯ (খ) কাম গায়ত্রী কাম বীজে যার উপাসন॥
পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্বচিত আকর্ষয়ে সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥
এই শুদ্ধ ভাবে যেই করয়ে ভজন।
অনায়াসে মিলে তার ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
অখিল রসামৃত মূর্তি—বিধূর্জয়তি।

তথাহি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে ১ শ্লোকে॥
অখিল রসামৃত মূর্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ তারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো রাধা প্রেয়ান বিধূর্জয়তি॥

তথাহি শ্রী বরাহে—

অক্ষরং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ং।
গোবিন্দদেহতো ভিন্নং পূর্ণং ব্রহ্মসুখাশ্রয়ং॥
যদব্রহ্ম পরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ং।
তদ্দেবি মাথুরং মধ্যে বৃন্দারণ্য বিশেষতঃ॥
গুহ্যাদগুহ্যতমং রম্যং মধ্যে বৃন্দাবনাস্থিতং।
পূর্ণ ব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ং
বৈকুণ্ঠাদি তদেবাংশং স্বয়ংবৃন্দাবনংভুবি॥ ইতি॥

ব্রহ্ম শব্দে কহি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্বৈশ্বর্য্য ময় যিহোঁ গোলক নিত্যধাম॥
নিত্য আনন্দ যার অক্ষয় অব্যয়।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ যার পার্ষদগণোচ্চয়॥
স্বয়ং কৃষ্ণ স্বয়ং ধাম ইথে অন্য নয়।
বৃন্দাবন স্বয়ং ভুবি ইথে কি সংশয়॥
বৈকুণ্ঠাদি ধাম যার হয়েন সে অংশ।
স্বয়ং বৃন্দাবন ভুবি সর্ব অবতংশ॥
গোলক শব্দেতে কহি গোকুল নগরী।
গোকুলের আখ্যা গোলক কহিল বিবরি॥
অন্য গোলক গোকুলের হয়েন বৈভব।
তাহার প্রমাণ কহি শুন এই সব॥

তথাহি। লঘু ভাগবতামৃতে ধাম প্রকরণে ৭২ অঙ্কে॥

যত্তু গোকলোক নামস্যাত্তচ্চ গোকুল বৈভবমিতি॥

৪০ (ক) রাজা কহে ষড়ৈশ্বর্য্য কাহারে কহয়ে।
তবে রামচন্দ্র তার প্রমাণ কহয়ে॥

তথাহি শ্রী ভাগবতামৃতে॥

বিবিধাশ্চর্য্য মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্যৈশ্বর্য্য বীর্য্যকং।
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতৎ ষড়ৈশ্বর্য্য মুদীরিতং॥

নানান আশ্চর্য্য মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য যাহার।
বীর্য্য উদার্য্য নাহি তার পার॥

তথাহি। ঐশ্বর্য্য সমগ্রস্ত বীর্য্যস্ত যশ সংশ্রিয়ঃ
জ্ঞান বৈরাগ্যয়ো শ্চৈব ষন্নাভগ ইতীঙ্গনা॥

সমস্ত ঐশ্বর্য্য আর বীর্য্য সমগ্র হয়।
যশঃ প্রিয় জ্ঞান বৈরাগ্য সমগ্র নিশ্চয়॥
পুন রাজা কহেন শ্রীরামচন্দ্র প্রতি।
এই সব কথা কহ পাইয়া পিরিতি॥
গঙ্গা যমুনার এই মহিমা শুনিতে।
গুণাধিক্য কেবা তাতে কহত নিশ্চিতে॥
কৃষ্ণ সর্বারাধ্য হয় এবে যে শুনিল।
শ্রী রাধিকার মহিমা শুনিতে ইচ্ছা হইল॥
কৃষ্ণের স্বকীয়া লীলা আর পরকীয়া।
এই সব কথা কহ বিস্তার করিয়া॥
এত শুনি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে।
কহিতে লাগিলা তারে করিয়া বিস্তারে॥
শুনহ রাজন তুমি বড় প্রশ্ন কৈলে।
পরম পবিত্র এই কথা নিরমলে॥
গঙ্গার মহিমা যত শাস্ত্রে আছে খ্যাতি।
তাহা হইতে যমুনার কোটি গুণ ব্যাপ্তি॥
শাস্ত্র পর সিদ্ধ ইহা কিছু অন্য নয়।
পুরান বচনে ইহা আছয়ে নিশ্চয়॥
যে যমুনার উভয় তটে মনোরম।
শুদ্ধ স্বর্ণবদ্ধ যাতে মানিক্য রতন॥
হেন সেই যমুনার পরম মাত্রেকে।
কোটি গঙ্গা সম গুণ কহিল তোমাকে॥
৪০ (খ) যমুনার মহিমা ভাই কি কহিব আর।
যাতে নিত্য লীলা করে ব্রজেন্দ্র কুমার॥

তথাহি। তত্রোভয়তটী রম্যাং শুদ্ধ কাঞ্চন নির্ম্মিতং।
গঙ্গা কোটিগুণপ্রোক্ত যস্ত স্পর্শর বাটক ॥ ইতি

ইবেত কহিয়ে শুন শ্রীরাধার মহিমা।
আপনেই কৃষ্ণ যার নাহি পায় সীমা ॥
শ্রীরাধিকা হয়েন গুণ রতনের খনি।
যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি ॥
শ্রীরাধিকার গুণ সিন্ধুর কৃষ্ণ না পায় পার।
তার গুণ কি কহিব মুঞি নির্বুদ্ধি ছার ॥
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত দেবীগণ।
সবার হয়েন ইহোঁ শিবের ভূষণ ॥

তথাহি। শ্রীবৃহদ্গৌতমীয়ে চরিতামৃতে আদি খণ্ডে ৪ পরিচ্ছেদে।
দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব লক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তি সম্মোহিনীপরা ॥ ইতি ॥

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
লক্ষ্মীগণ নাম এক মহিষীগণ আর ॥
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥
অবতরি কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গুণের বিস্তার ॥
লক্ষ্মীগণ তার বৈভব বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ তাঁর বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজ দেবীগণ।
কায় বূ্যহরূপ তার রসের কারণ ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥
দেবী কহি দ্যোতমানা পরম সুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণ ক্রীড়া পূজা বসতি নগরী ॥

কিম্বা রসময় প্রেম কৃষ্ণের স্বরূপ।
তার শক্তি তার সহ হয় একরূপ ॥
কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা রূপ পুরাণে বাখানে ॥

৪১ (ক) তথাহি। শ্রীদশমে ৩০ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে।
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ইতি ॥

অতএব সর্ব পূজ্য পরম দেবতা।
সর্ব পালিকা সর্ব জগতের মাতা ॥
সর্ব লক্ষ্মীগণ পূর্বে করিয়াছি আখ্যান।
সর্ব লক্ষ্মীগণে রতি হইল অধিষ্ঠান ॥
সর্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বসতে তাহাতে।
[১]সর্ব লক্ষ্মীগণ পূর্বে করিয়া আখ্যান[১] ॥
কিম্বা কান্তি কান্তি শব্দে কৃষ্ণের স্বইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতে রহে ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব কান্তি শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥
জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥
কৃষ্ণ যেন আদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব প্রকৃতি আদি রাধাশাস্ত্র পরমান ॥
হেন কৃষ্ণ প্রিয়া রাধাগুণের অবধি।
যার গুণ কৃষ্ণ চিত্তে স্ফুরে নিরবধি ॥
দুর্গা ত্রিগুণা যার কলার কোটির অংশ।
শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা রাধা সর্ব অবতংস ॥

তথাহি। শ্রীবরাহে।
তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধিকা তস্য বল্লভা।
তৎকলা কোটী কট্যংশা দুর্গাদ্যা ত্রিগুণাত্মিকাঃ ইতি ॥

সর্ব শিরোমণি ভাব মধ্যে মহাভাব হয়।
আর যত ভাব সেই ভাবের আশ্রয়॥
সেই মহা ভাব যার শরীরে নিবাস।
অন্য ধামে সেই ভাবের কভু নহে বাস॥
মহাভাবে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় মন।
সদা কৃষ্ণ যার চিত্তে হয়ত স্ফুরণ॥
৪১ (খ) কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ খনি কৃষ্ণে কান্তা শিরোমণি॥
স্বকীয়াতে মহাভাবের কভু নহে গতি।
পরকীয়া ভাবে যার সদাই বসতি॥
সেই পরকীয়া লীলায় বৃন্দাবনে বাস।
নিরন্তর ওঠে যাতে রসের উল্লাস॥
মহাভাব স্বরূপ এই শ্রীদাস গোসাঞি।
প্রেমাম্ভোজ মকরন্দ্যাখ্যে লেখিলা তথাই॥

তথাহি প্রেমাম্ভোজমকরন্দাখ্যস্তোত্রে॥
মহাভাবোজ্জ্বল চিন্তা রত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাং।
সখীপ্রণয় সদগন্ধ রবোদ্বর্তন সুপ্রভাং॥ ইতি॥

এ আদি করিয়া গোসাঞি যত যত শ্লোক।
লিখিলেন সেই ভাব করিয়া প্রত্যেক॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কষ্ঠ নাম মহাভাব॥

তথাহি উজ্জ্বল নীলমনৌ রাধা প্রকরণে ২ অঙ্কে।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ ইতি॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী চেষ্টা[১] জগতে বিদিত॥

১। পাঠান্তর 'শ্রেষ্ঠা' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৮৫

তথাহি। ব্রহ্ম সংহিতায়াং।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥ ইতি॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামনি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী যার কায় বহু রূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন।
তাথে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
করুণামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তরণামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥
৪২ (ক) লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জায় শ্যামপট শাড়ী পরিধান॥
কৃষ্ণে অনুরাগ দিতে উচল বসন॥
প্রণয় মান কুঞ্চলিকা বক্ষে আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখীর প্রণয় চন্দন।
স্নিগ্ধকান্তি কর্পূর তিলে অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল বিলাস।
ধীরা অধীরাত্ম গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥
রাগ তাম্বুল রাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্রে যুগলে কজ্জল॥
সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব বহু সাদি সঞ্চারি।
এই সব ভাব ভূষা অঙ্গে ভারি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণ শ্রেণী পুষ্পমালা সর্বাঙ্গে পূরিত॥

সৌন্দর্য্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্রে যুগলে উজ্জ্বল॥
মধ্যবয়ঃ স্থিতি সখী স্কন্ধে কর ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালেত্রে সর্ব পর্য্যঙ্ক।
তাথে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংশ কানে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব কাম॥
যার সদ্গুণ গুণের না পায় পার।
তার গুণ গণিবেক কেমনে জীব ছার॥

তথাহি। সৌভাগ বর্ণমজনোৎ মৌলিভূষণ মঞ্জরী।
আবৈকুণ্ঠ মজ্ঞানতানি চকসিমাস তদ্‌য়শা॥
আনন্দৈক স্থধা সিন্ধু চাতুর্যৈক স্থধাপুরী।
মাধুর্য্যৈক স্থপাবল্লী গুণরত্নৈক পেটিকা॥ ইতি॥

৪২ (খ) আনন্দ স্থধা সিন্ধু একবিধি সিরাজিল।
চাতুর্য্যের এক পরিকরি রাধা নিরমিল॥
কিবা বিধি সিরজিল এ মাধুর্য্যের লতা।
গুণ রত্ন পেটিকা এক নিরমিল ধাতা॥
[1]শ্রীরাধা পাদপদ্মকৃত রেণু যার অনারাধ্য।
স্থমাধুর্য্য রস তারে কভু নহে বেদ্য॥[1]
শ্রীরাধার পদাঙ্কিত ভূমি বৃন্দাবন।
ইথে অনাশ্রিত জনে প্রাপ্তি নহে ধন॥
রাধাভাবে গম্ভীর চিত্ত যেবা সাধুজনে।
তাহাকে সম্ভাষ না করে যেই জনে॥

১-১। চরণ দুইটি বঃ পুঃ সং পু ৮৭ হইতে গৃহীত

সেই জনে প্রভু নহে শ্যাম সিন্ধু অবগাহ।
নিশ্চয় কহিল ইহা নাহিক সন্দেহ ॥

তথাহি। স্তবাবল্যাং সংকল্পপ্রকাশ স্তোত্রে ১ শ্লোকঃ ॥

অনারাধ্য রাধাপদ্যদাম্ভোজ রেণু—
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কং।
অসংভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীর চিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ ॥

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর।
স্ফূর্তি হইয়াছে তাহা সদা নিরন্তর ॥
আগম নিগমে যেই রাধার গুণগণ।
নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্তন ॥
হেন রাধা পাদপদ্ম করি অনাদর।
গোবিন্দ ভজনে যার বাঞ্ছা নিরন্তর ॥
হেন রাধা নাহি ভজে কৃষ্ণে করে রতি।
সে বড় কপটী দম্ভী অতি মূঢ় মতি ॥
তাহার নিকটে বাস যেন মোর কভু নয়।
সেই সে পতিত স্থান জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি। স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৬ শ্লোকঃ ॥

অনাদৃষ্টো দৃভ্যোদগীতামনি মুনিগণৈর্বৈণিক মুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধার্বমপি চ নির্গমেস্তৎ প্রিয়তমাং।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটীদাম্ভিকতয়া
তদভার্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদং ॥ ইতি ॥

৪৩ (ক) ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে এই রাধানাম কীর্তি
সাধুজন চিত্তে তাহা সদা আছে স্ফূর্তি।
রাধা সহ কৃষ্ণ ভজ দিঢ় চিত্ত হঞা
রাধা ভজনে সিক্ত চিত্ত অবশ্য করিয়া ॥

তথাহি। স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৭ শ্লোক ॥

অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদ ভিধয়া সিক্তজনয়া।
ঽনায়াসাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেম নমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণ কমলে তজ্জলমহো
মুদা পীতা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনং ॥ ইতি ॥

এই সব নির্দ্ধার করি শ্রীদাস গোসাঞি।
নিয়ম করি কুণ্ড তীরে বসিলা তথাই ॥
সঙ্গে শ্রী কৃষ্ণদাস গোসাঞি শ্রী লোকনাথ।
দিবানিশি কৃষ্ণ কথা কহে অবিরত ॥
হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপাল চম্পক নাম।
সবে মেলি আস্বাদয়ে সদা অবিরাম ॥
আস্বাদিয়া চিত্তে অতি উল্লাস।
অত্যন্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের আভাস ॥
বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাহা স্বকীয়া বলিয়া।
ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া ॥
শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া।
বহির্লোক বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া ॥
গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বুঝ এল পরকীয়া।
আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া ॥
পরকীয়া লীলা এই স্থান বৃন্দাবন।
ইহা ছাড়ি অন্য ধামে নহে আমার গমন ॥

তথাহি। স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ২ শ্লোকঃ ॥
নাচন্যত্রক্ষেত্রে হরি তনু সনাথেত্যাদিঃ ॥

এই বৃন্দাবন মোর সাধন ভজন।
এই স্থানে দেহ ত্যাগ আমার নিয়ম ॥
শ্রীজীব রহেন যেন আমার অগ্রেতে।
শ্রীকৃষ্ণ দাস আর গোসাঞি লোকনাথে ॥

৪৩ (খ) দেহ ত্যাগ করিব আমি ইহা সবার আগে।
হেন দশা কবে মোর হইব মহাভাগ্যে ॥

তথাহি। স্তবাবল্যাং স্বনিয়ম দশকে ৯ শ্লোকে।

ব্রজোৎপন্ন ক্ষীরাশন বসন পত্রাদিভিরহং
পদার্থৈ নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতি মদমন্তং স নিয়মঃ।
বসামিশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে।
মরিষ্যেতু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি পুরতঃ ॥ ইতি ॥

চম্পুগ্রন্থ মর্ম জানি গোসাঞি কবিরাজ।
নিজ লীলা স্থাপন লিখিয়া গ্রন্থমাঝ ॥
গোপাল চম্পু নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাতে ব্রজরস পূর ॥
রস পূর শব্দে কহি নিত্য পরকীয়া।
হৃদয়ে ধরহ তুমি যতন করিয়া ॥
এই রসলীলা নিত্য নিত্য করি জানে।
সেই জন পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥
কৃষ্ণ নিত্য লীলা নিত্য নিত্য পরিকর।
স্থাবর জঙ্গম নিত্য পরিকর যার ॥
যেই লীলা সেই নিত্য ইথে নাহি আন।
প্রকটা প্রকটে মাত্র লীলার বিধান ॥
স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণ লীলা করে অবিরতে।
লীলা প্রকাশিলা তাতে নিত্য লীলা ইথে ॥

তথাহি। প্রকটা প্রকটে নিত্যং তথৈব বন গোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনং ॥

ইহার দৃষ্টান্ত কহি শুনহ রাজন।
তাহার প্রমাণ কহি শুন শাস্ত্রের বচন ॥

তথাহি। লঘুভাগবতামৃতে প্রকটা প্রকটে লীলায়াং ৬১।৬২ অঙ্কে।

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সংপ্রতং ॥ ১ ॥
প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈ র্জনৈ গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহার কুরুতে হরিঃ ॥ ২ ॥

এই সব সাধনাঙ্গ যত কৈল সার।
সম্যক কহিতে তার কে পাইবে পার ॥
৪৪ (ক) কৃষ্ণ তত্ত্বরাধা তত্ত্ব লীলাতত্ত্ব আর।
নিত্য লীলা আদি করি যতেক প্রকার ॥
রামানন্দ রায় সঙ্গে যতেক সিদ্ধান্ত।
রাজায় শুনাইলা তারে বিস্তার একান্ত ॥
যে সব শুনাইলা তারে শক্তি দিয়া।
সব শুনাইল্যা তারে বিস্তার করিয়া ॥
সনাতনে প্রভু যত সিদ্ধান্ত কহিল।
ক্রমে ক্রমে সব তাহা রাজারে কহিল ॥
তবে রাজা রামচন্দ্রে প্রণাম করিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনতি করিয়া ॥
শিক্ষা পাই মহারাজার মনের আনন্দ।
কহিতে লাগিলা কিছু করি মন্দ মন্দ ॥
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস।
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥
আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীলহেমলতা।
প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা ॥
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাসে।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনাথ দাসে ॥

ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীবীর হাম্বীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্র
শিক্ষা বর্ণন নাম চতুর্থ নির্য্যাস ॥

পঞ্চম নির্য্যাস

জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
তবে রাজা শ্রীরামচন্দ্রের পদ ধরি।
কহিতে লাগিলা কিছু বচন মাধুরী ॥
পূর্বে প্রভু তোমার কহিলা বচনে।
তাহা শুনিয়াছি আমি আপন শ্রবণে ॥
কি হেতু তোমাদের প্রতি গোস্বামী লিখন।
কৃতার্থ করাহ তাহা করাইয়া শ্রবণ ॥

৪৪ (খ)

তবে রামচন্দ্র কহে শুনহ কারণ।
যে হেতু আমাদের প্রতি শ্রীজীব লিখন ॥
পূর্বে [১]শ্রীমজ্ঞির গোস্বামী মোর প্রভুস্থানে।
পাঠাইলা গোপালচম্পূক করিয়া যতনে ॥
গ্রন্থ দেখি প্রভু মোর আনন্দ হৃদয়।
কিবা গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি অতি রসময় ॥
শুদ্ধ পরকীয়া লীলা গ্রন্থেতে লিখিল।
তাহা দেখি প্রভুর বড় সুখ উপজিল ॥
শ্রীজীবের গম্ভীরাস এ না বুঝিয়া।
বহিঃ শ্লোক বাখানয়ে স্বীকার বলিয়া ॥
ভিতরের অর্থে কেহো নারে প্রবেশিতে।
শুদ্ধ পরকীয়া লীলা লিখিলা তাহাতে ॥
রস গ্রন্থ প্রকাশিলা অমৃতের সার।
কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য ইহা কহে বার বার ॥
কেহো যেন কোথায় মহা রতন পাইয়া।
সম্পুটে রাখয়ে তাহা গোপন করিয়া ॥
ভিতরের বস্তু কেহো দেখিতে না পায়।
সম্পুটে দেখয়ে বস্তু মনে কি বা দায় ॥
বস্তু যেবা রাখিয়াছে সেই জন জানে।
অন্য লোকে হয় মাত্র সম্পুট গিয়ানে ॥

এই মত সিদ্ধান্ত গোসাঞিির বড়ই গম্ভীর।
প্রবেশ করয়ে তাতে যিহোঁ ভক্ত ধীর ॥
নির্য্যাস রসতত্ত্ব ইহা কেহ না বুঝায়।
অতএব প্রভু মোর সবার প্রতি কয় ॥
সেই হৈতে এই গ্রন্থ নিত্য পূজা করে।
ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে ॥
দৈব যোগে এই গ্রন্থ শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী।
সেই গ্রন্থ দেখি তার ফিরি গেল মতি ॥
ভিতরের অর্থ তাহা না কিছু বুঝিয়া।
বাহ্যার্থ বুঝিল তেহোঁ স্বকীয়া বলিয়া ॥
পূর্ব্বে আছিলা ইহোঁ মহা বিজ্ঞবর।
দৈবক্রমে তাহার হইল মতান্তর ॥
পূর্ব্বে যবে প্রভু মোর যাজিগ্রাম পুরে।
মোর ভ্রাতায় আজ্ঞা কৃষ্ণলীলা বর্ণিবারে ॥
শুদ্ধ পরকীয়া লীলা বর্ণন করিলা।
যাহা আস্বাদিয়া লোক উন্মত্ত হইলা ॥
খেতরী মাঝে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে।
পদ আস্বাদিয়া ভাসে প্রেমের তরঙ্গে ॥
আমি দুই সহোদর তার সঙ্গে রহিয়া।
কৃষ্ণ কথা রস কহি আনন্দিত হইয়া ॥
হেন কালে তথা আইলা শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী।
চারিজনে একসঙ্গে রহি দিবা রাতি ॥
তার মধ্যে ব্যাস কিছু বাদার্থ করিলা।
৪৫ (ক) তাহা শুনি চিত্তে মোরা মহাব্যথা পাইলা ॥
কহ দেখি তোমরা সব বল পরক্রীয়া।
কিরূপে করহ তাহা কহ বিবরিয়া ॥
তবেত আমরা স্মরণ ব্যবস্থা করিল।
তাহা শুনি চিত্তে তার কুণ্ঠ উপজিল ॥

২। পাঠান্তর 'জীব' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৯২

তোমরা কহিলে এই পরকীয়া ভজন।
স্বকীয়াতে প্রাপ্তি হয় শুনহ বচন॥
শ্রীজীবের বাক্য এই অতি অনুপম।
তাহাতেই এই বাক্য আছে পরমাণ॥

মোর প্রভুর হৃদয় না বুঝহ তুমি।
নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম আমি॥
ইহা শুনি তিন জন বিচার করিল।
প্রভু বুঝি মনোবৃত্তি ইহারে কহিল॥
বড়ই সন্দেহ মনে বাড়ি গেল অতি।
কি করিব বলি ইহা ভাবে দিন রাতি॥
সাধন এক প্রাপ্তি এক ইহা কেমনে হব।
সদাই অন্তরে ভাবি কাহারে পুছিব॥
মোর ভ্রাতা পদ কৈল পরকীয়া মতে।
মনে ছিল সেই পদ গৌড়ে প্রকাশিতে॥
এত চিন্তি তিন জনে বিচার করিল।
ভাবিতে ভাবিতে মনে ইহা নিশ্চয় করিল॥
শ্রী জীব গোসাঞির স্থানে পত্রী করিয়া লেখন।
পাঠাইব পত্র দঢ়াইল তিন জন॥
গোস্বামী পার্ষদবর্গে এক লিখন।
মনে বিচারিল লঞা যাব কোনজন॥
রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত।
বৃন্দাবন যাবার লাগি চিত্তে অবিরত॥
আমরা কহিলাম তারে যত বিবরণ।
তার দ্বারে পত্রী মোরা দিলাম তিনজন॥
শ্রী জীব গোস্বামী আর যত পার্ষদবর্গে।
কহিবে সকল কথা যত মহাভাগে॥
পত্রী লয়া তবে রায় গেলা বৃন্দাবন।
শ্রী গোস্বামীর পদে যাই কৈল দরশন॥

তারপর পার্ষদবর্গে পত্র দিলেন লৈয়া।
কহিলেন সব কথা বিস্তার করিয়া ॥
কথক দিন রহি গোসাঞি দিল প্রত্যুত্তর।
পার্ষদগণ পত্রী লঞা আইল সত্বর ॥
৪৫ (খ) লিখিলেন গোসাঞি এ আমার প্রভুরে।
ব্যাস প্রতি কিছু বিতৃষ্ণ অন্তর নির্দ্ধারে ॥
আবেশ করিয়া এই গোস্বামী লিখনে।
ব্যাস শর্ম্মা সংপ্রতি আছেন কোন স্থানে ॥
অবশ্য এই বার্ত্তা লিখিবে আমারে।
বুঝিতে নারিয়ে আমি তাহার অন্তরে ॥
তবে আমাদের প্রতি গোস্বামী লিখন।
পরম আশ্চর্য্য পত্রী কর্ণ রসায়ন ॥
মোরে পত্রী লিখিবারে কিবা প্রয়োজন।
শ্রী মদাচার্য্যের যাথে কৃপার ভাজন ॥
বিশেষে উপদেশিলা শ্রী আচার্য্য মহাশয়।
তার যেই মত সেই মোর মত হয় ॥
সাধনে যেই ভাবা সেই প্রাপ্তি হয়।
পত্রীতে বুঝাইল ইহা নাহিক সংশয় ॥
এই তত্ত্ব বস্তু শ্রী গোসাঞি কৃষ্ণ দাস।
নিজ গ্রন্থ মাঝে তাহা করিলা প্রকাশ ॥
ব্রজের কোন ভাব লইয়া যেই জন ভজে।
ভাব যোগ্য দেহ পায় কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥
এই সব সার বস্তু কহিল নিশ্চয়।
শুনহ গোস্বামীর পত্রী শ্রবণ মঙ্গল ॥
মোর প্রভু প্রতি আগে গোস্বামী লিখন।
তাঁহি মধ্যে তোমার নাম করহ শ্রবণ ॥
রায় বসন্ত যবে বৃন্দাবন গেলা।
মোর প্রভুর বার্ত্তা গোসাঞি জিজ্ঞাসিলা ॥

জানাইলা সব বার্ত্তা শ্রী রায় বসন্ত।
জানিলেক সব গোসাঞি যতেক বৃত্তান্ত॥
আগে পত্রী পাঠাইলা গোসাঞি আমার প্রভুকে।
পত্রী পাই প্রভু মোর ধরিলা মস্তকে॥
পত্রে বেদ্য হইলা প্রভু যতেক সমাচার।
পত্রী পড়ি প্রভুর নেত্রে বহে জলধার॥
তার পরে রায় যবে আইলা গৌড় দেশে।
পত্রী পাই আমাদের আনন্দ সন্তোষে॥
তাহারে পুছিনু আমি সকল কারণ।
শর্ম্মা উক্তি কৈল ইথে গোস্বামী লিখন॥
রায় কহে যবে গোসাঞি শুনিলা কারণ।
৪৬ (ক) শর্ম্মা বিনা হেন উক্তি করিব কোন জন॥
ভক্ত মুখে হেন উক্তি কভু নাহি হয়।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে কহয়ে নিশ্চয়॥
ভাদ্র মাসে প্রভু প্রতি গোস্বামী লিখন।
বৈশাখে আমাদের পত্রী করহ শ্রবণ॥

অথ পত্র লিখনং

স্বস্তি মদীয় সমস্ত সুখপ্রদ পদদ্বন্দ্ব—

শ্রীশ্রী নিবাসাচার্য্য চরণেষু—

জীবনামা সোহয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি। ভবতা কুশলং সদা সমীহে তত্ত্ব বহুদিনং যাবন্ন প্রাপ্তমিতি তেন বয়মানন্দনীয়াং। অগ্রাহং সংপ্রতি দেহনৈরুজ্যেন বর্ত্তে অন্যে চ তথা বর্ত্তন্তেকিন্তু শ্রী ভূগর্ভগোস্বামিচরণাঃ দেহং সমর্পিত বন্তঃ আত্মানস্তু শ্রীবৃন্দাবন নাথায় জ্ঞান পূর্ব্বকমিতি বিশেষঃ স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন দাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি নবেতি। পরঞ্চ শ্রীব্যাস শর্ম্মা সম্প্রতি কথং কুত্র বর্ত্ততে। শ্রীবাসুদেব কবিরাজো বা তদপি লেখ্যং। অপরঞ্চ রসামৃতসিন্ধু মাধবমহোত সবোত্তরচম্পূ হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টা-নিবর্ত্তনত ইতি বর্ষাস্তে তি সংপ্রতি ন প্রস্থাপিতানি পশ্চাত্ত দৈবানুকূল্যেন

প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চাএকীয় সর্ব্বেষাং যথাযথং নমস্কারাদয়োজ্ঞেয়াঃ তত্রকীয়েষুতু মম নমস্কারাদয়োবাচ্যা ইতি ভাদ্রে শুদি ॥

শ্রী রাজ মহোশয়েষু শুভাশিষঃ ॥

৪৬ (খ) স্বস্তি সমস্ত বৈষ্ণবগণ প্রশস্ত শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রী নরোত্তমদাস শ্রী গোবিন্দ দাসাখ্য মদ্বিধসুখাসম্পদ সম্পক্রুপেষু শ্রী বৃন্দাবনাজ্জীব নামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়াহি। সমীহে বিশেষতশ্চ ভবতাং কুশলং স্নেহ সূচক পত্রস্য সমুপলম্ভাত্তদেব মুহুর্ব্বাঞ্চামি তত্র যস্ময়া স্নেহং বিধায় শ্রীমতী গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন ত্বরিতমঙ্গল সঙ্গতোঽস্মি কিং বহুনা নিরূপাধি স্নিগ্ধেষু। অথ যন্মুহু নিত্যস্মরণ প্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তথা শ্রীরসামৃতাসিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি সেবাসাধক রূপেণে-আদিনা। তত্র সাধক রূপেন বহির্দেহেন সিদ্ধরূপেন নিজেষ্ট সেবানুরূপাচিস্তিত দেহেনেত্যর্থঃ। তত্রচ সিদ্ধরূপেন রাগানুসারে নৈবেতি কালদেশ লীলা ভেদা বহুধেত্তি কিয়তি লেখ্যা সাধকরূপেন সেবাতু বৈধ প্রক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেওয়া। শ্রী মদাচার্য্য মহাশয়া স্তত্র বিশেষং উপদেক্ষ্যনিত এত্যোহস্মাকং সর্ব্বস্বমে-বেতি-কিম্যধিকেন। বৈশখস্য চতুর্দ্দশে হহনি। শ্রী গোবিন্দ পদারবিন্দ নির্ম্মলমর্ম্মকরন্দ পানতুনিল্লমত্ত মনোভৃঙ্গসবৈষ্ণবানুশাসন পরিশিলন পবিত্র চরিত্র সজাতীয় সাধুগোষ্ঠ চিরণামৃতাস্বাদ নাপ্যায়িতা শেষাস্তঃ করুণপরমা রাধ্যতমেষু—

কস্যচিত্ সংসারার্ণবনিমজ্জিন প্রণতিপুরঃ সরালিঙ্গন পূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিঃ। এবং তত্র ভবতাং দর্শনাভাববতো দূরস্থস্য সমানন্দকারি ভাগ্যদেয়ো যথা ভবতি তথা বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ অতঃপরম সৎসঙ্গ বান্ধবিচার পারাবার ভবানেব কর্ণধারঃ। পরন্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলয়া বিরচিতানি শ্রীমস্তি গীতানি লব্ধানি অপরং যদযাচিতং তদনুসন্ধেয়ং। শ্রীমতো গোস্বামিনঃ পত্রেণ

সাধন প্রকৃয়া বিজ্ঞাতব্যা শ্রী মত্তিরিতি।

শ্রী গোবিন্দ কবীন্দ্র চন্দন গিরেশ্চ-এচ-ন্নস্তানিলে

৪৭ (ক) নানীতঃ কবিতাবলী পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধভাক্।

শ্রীমজ্জীব সুরাজ্রিয়্ পাশ্রয়জুষো উজ্ঞান সমুন্মাদয়ন্

সর্ব্বস্তাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যত্ পরং ॥

ইতি সংক্ষেপ লিখনং ॥

পত্রী শুনি মহারাজের আনন্দ অপার।
সর্বাঙ্গে পুলক কম্প নেত্রে বহে ধার॥
ভাবে গদ গদ রাজা পড়িলা ভূমিতে।
চিৎকার করিয়া তবে উঠে আচম্বিতে॥
রামচন্দ্র পদ ধরি করয়ে ক্রন্দন।
উঠাইয়া তবে কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গন॥
দুইজনে গলা ধরি উচ্চ রোদন।
হায় হায় শব্দ মাত্র করে ঘনে ঘন॥
ভাগ্যবান তুমি রাজা থির কর চিত্ত।
তোমারে প্রভুর কৃপা হৈল যথোচিত॥
তবে রাজা কহেন এই শুন মহাশয়।
মোর পরিত্রাণ হেতু তুমি দয়াময়॥
তোমা হৈতে পাইলাম রসের সিদ্ধান্ত।
নিজ প্রভুর মত এবে জানিস নিতান্ত॥
তুমি মহাভাগবত তোমার কৃপা হৈতে।
ব্রজের নির্মল ভাব জানিল নিতান্তে॥
রামচন্দ্র কহে শুন বচন আমার।
তোমারে কহিলাম এই সিদ্ধান্তের সার॥
মন মাঝে ইহা তুমি রাখিবে গোপনে।
অন্যত্র প্রকাশ যেন নহে কদাচনে॥
তুমি মহারাজ হও বিজ্ঞ শিরোমনি।
নিজ হিয়া মাঝে তুমি রাখিবা গোপনে॥
আর এক কথা কহি শুনহ রাজন।
কর্ম জ্ঞান ছাড়ি কর ভাব আস্বাদন॥
জ্ঞান কর্মাদি হৈতে কভু প্রাপ্তি নহে।
নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোহে॥
তবে রাজা পুন রামচন্দ্র প্রতি কয়।
কৃপা করি কহ তাহা ঘুচুক সংশয়॥

৪৭ (খ) ইবে মোরে কহ ভট্ট গোস্বামীর মিলন।
কিরূপে মহাপ্রভু সঙ্গে হৈলা দরশন॥
রামচন্দ্র কহে পুন শুনহ রাজন।
কহিয়ে তোমারে আমি তাহা শুন দিয়া মন॥
যেরূপে দক্ষিণ তীর্থে কৈল পর্য্যটন।
শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে আছে এ লিখন॥
মধ্যখণ্ডে দেখিহ নবম পরিচ্ছেদে।
দক্ষিণের তীর্থ যাত্রা করিহ আস্বাদে॥
ব্যক্ত করি তার মাঝে নাম না লিখিল।
গোপনে রাখিল তাতে প্রকাশ না কৈল॥
তাতে এক লিখিলেন বচনের সার।
শ্রবণে করহ তুমি এই বার্তার সার॥
চৈতন্ত চরিতামৃতে এই ব্যক্ত হয়।
গোস্বামীর মিলন তাতে লিখিল নিশ্চয়॥
শ্রীবৈষ্ণব এক ভেঙ্কট ভট্ট নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥
নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সে জল স্ববংশ সহ করিল ভক্ষণ॥
সংক্ষেপেত এই বাক্য করিলা স্ফুটন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তাতে দেহ মন॥

মহাপ্রভু দক্ষিণ তীর্থ করিতে করিতে।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রভু গেলা আচম্বিতে॥
সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্ররাজ।
ত্রিমল্ল ভট্ট নাম ব্রাহ্মণ সমাজ॥
মধ্যাহ্নে স্নান করি প্রভু তার ঘর আইলা।
গোষ্ঠীর সহিত বিপ্র প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
বহু প্রণমিয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
পাদোদক লইয়া সগোষ্ঠী করিল ভক্ষণ॥

যোগ্যাসনে বসাইয়া বহু নিবেদন।
করহ করুণা প্রভু লইনু স্মরণ॥
সেইখানে প্রীতি পাই প্রভু যে রহিলা।
মহানন্দে তার ঘরে ভিক্ষা যে করিলা॥
[১]মহা প্রভুর অবশেষ লইয়া যতনে।
সগোষ্ঠীতে সেই প্রসাদ করিলা ভক্ষণে॥
প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দে ভাসিলা[১]।
মহাভোজনান্তে প্রভুকে মুখ বাস দিলা॥
বিনতি করিয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া।
প্রার্থনা করয়ে আগে কৃতাঞ্জলি হইয়া॥
সম্প্রতি আইলা প্রভু বর্ষা চাতুর্মাস।
তীর্থ নাহি ফেরে প্রভু করিয়া সন্ন্যাস॥

৪৮ (ক)

কৃপা করি রহ যদি এই চতুর্মাস।
তবে সে আমারে হয় অন্তরে উল্লাস॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু অনুমতি দিল।
শুনিয়াত তাসবার সুখ বড় হৈল॥
মহাপ্রভু তার ঘরে কৈল অবস্থানে।
পরম আনন্দে ভট্ট করেন সেবনে॥
কাবেরীতে স্নান রঙ্গনাথ দরশন।
ভক্তগণ সঙ্গে সুখে কীর্তন নর্তন॥
সেইখানে সুখের সীমা পাইয়া রহিলা।
এইমতে চাতুর্মাস্যা ব্যতীত হইলা॥
বেঙ্কটের বালক শ্রী গোপাল ভট্ট নাম।
নিষ্কপট হইয়া সেবা কৈল গৌরধাম॥
তার পিতা সুচরিত্র তাহার জানিয়া।
পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কৈলা হৃষ্ট হইয়া॥
চারিমাস সেবা কৈল অশেষ প্রকারে।
কহনে না হয় অতি তাহার বিস্তারে॥

১-১। বঃ পুঃ সং পৃঃ ৯৯ হইতে তিনটি চরণ গৃহীত।

গৌরকান্তি পাণ্ডিত্য বচন মধুর।
সর্বাঙ্গে সুন্দর হয় লাবণ্যের পুর॥
কিবা সে আশ্চর্য্য তার অঙ্গের মাধুরীমা।
মধুর মুরতি অতি কি দিব উপমা॥
অজানুলম্বিত ভুজ নাভি গম্ভীর।
মহানুভব যার চরিত্র সুধীর॥
পদ্ম জিনি নেত্র আর উন্নত বক্ষঃস্থল।
রক্তবর্ণ তুল্য যার কর পদতল॥
মহাপ্রভুর মনোরথ মনেতে জানিয়া।
না বলিতে করে কার্য্য আনন্দিত হইয়া॥
সেবার বৈদগ্ধ দেখি প্রভু তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।
মোর মনের কার্য্য ইহোঁ জানিল কেমনে॥
এত কহি মহাপ্রভু তুষ্ট হৈল মনে।
সগোষ্ঠিকে কৈলা কৃপা দাস দাসীগণে॥
একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
শ্রীভট্ট গোসাঞি করেন চরণ সেবন॥
চরণ সেবনে প্রভু বড় তুষ্ট হৈলা।
নির্জ্জনে তাহারে কিছু কহিতে লাগিলা॥
শুনহ গোপাল তুমি সঙ্গিনী রাধার।
ভট্ট কহে তুমি হও ব্রজেন্দ্র কুমার॥
৪৮ (খ) শ্রী রাধিকার ভাব লইয়া হৈলা অবতীর্ণ।
শ্যাম বর্ণ ছাড়ি এবে হৈল গৌরবর্ণ॥
স্বাভাবিক দুহার ভাব করিলা প্রকাশে।
অস্থির হইল্যা দুহে প্রেমের আবেশে॥
বাহ্য পাই দুঁহে যবে হইলেন স্থিরে।
তবে প্রভু কহেন তারে বচন মধুরে॥
কথোক দিন পিতা মাতার করিয়া সেবন।
পশ্চাতে তুমি তবে যাবে বৃন্দাবন॥

বৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গে।
সেখানে পাইবে বহু সুখের তরঙ্গে॥
এত বলি মহাপ্রভু তারে তুষ্ট হৈঞা।
কৌপীন বহির্বাস দিল প্রসন্ন হইয়া॥
কৌপীন বহির্বাস তবে মস্তকে লইয়া।
বহু পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া॥
তবে মহাপ্রভু তার মস্তকে পদ দিল।
উঠাইয়া প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল॥
প্রভু কহে শুন কিছু তোমারে কহিয়ে।
এই মোর আজ্ঞা তুমি পালিহ নিশ্চয়ে॥
গৌর হইতে আসিব এক ব্রাহ্মণ কুমার।
নিশ্চয় জানিহ তুমি তিহোঁ শক্তি যে আমার॥
শ্রীনিবাস নাম তার আমার দর্শনে।[১]
অল্প বয়সে তিহোঁ আসিব বৃন্দাবনে॥
এই কৌপীন বহির্বাস তারে তুমি দিবে।
লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গৌড়ে পাঠাইবে॥
সনাতন রূপে কহিবে এই সব কারণ।
ব্রজের বিলাস গ্রন্থ যেন করেন সমর্পণ॥
মোর নিজশক্তি তিহোঁ ইথে অন্য নয়।
এসব রহস্য কথা কহিবে নিশ্চয়॥
যে আজ্ঞা বলিয়া ভট্ট বন্দিল চরণ।
ভূমে লোটাইয়া কৈল শ্রীচরণ বন্দন॥
প্রভু কহে আর এক কহিয়ে তুমারে।
দক্ষিণ তীর্থ করি মুঞি আসিব সত্বরে॥
তবে তুমি বৃন্দাবন করিবে গমন।
আসন ডোর পাঠাইব তোমার কারণ॥
সে আসনে বসি তুমি গলে ডোর দিবা।
প্রেম মূর্তি শ্রীনিবাসে কৃপায়ে করিবা॥

১। পাঠান্তর 'অদর্শনে' বঃ পুঃ সং পৃঃ ১০১

৪৯ (ক)

তাহারে কহিবে এই বচনের সার।
তোমার কৃপাতে মোর কৃপা কি কহিব আর॥
প্রভু দত্ত বস্ত্র দ্রব্য লইয়া যতনে।
লুকাইয়া রাখিল অতি করিয়া যতনে॥
শ্রীভট্ট গোসাঞি যবে বৃন্দাবনে গেলা।
শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গেতে রহিলা॥
এ সব প্রসঙ্গ চৈতন্য চরিতামৃতে।
কবিরাজ গোসাঞি করিয়াছেন বেকতে॥
মহাপ্রভুর শাখা যবে করিলা বর্ণন।
তাহাতেই এই বাক্য করহ শ্রবণ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম।
রূপ সনাতন সঙ্গে প্রেম আস্বাদন॥
শ্রীভট্ট গোসাঞির স্তব এই গোস্বামী কৃষ্ণদাস।
তাহাতেই এই সব করিয়াছেন প্রকাশ॥
নিরন্তর হরিভক্তি কথনে যার শক্তি।
সদা অনুভব যিহো বিষয়ে বিরক্তি॥
মহাপ্রভুর আগমনে বিখ্যাত যার পাট।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥
হেন সে সৌভাগ্য যার কহনে না যায়।
যার গৃহে রহে প্রভু আনন্দে সদায়॥
সেই সে গোপাল ভট্ট আমার হৃদয়ে।
সদা স্ফূর্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা হয়ে॥
অবিরত বহে অশ্রু যাহার নয়নে।
শ্রীঅঙ্গেতে স্বেদধারা বহে অনুক্ষণে॥
প্রচুর পুলক কম্প সদা অনিবার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর করে তাতে নামের উচ্চার॥
হরে কৃষ্ণ নাম মাত্র জিহ্বায় উচ্চারিতে।
হু হু হু হু শব্দে যার করে অবিরতে॥

ইহা বলিতেই যিহো হয় অচেতন।
সেই গোসাঞি কর মোরে কৃপা নিরক্ষণ॥
শ্রী বৃন্দাবনে খ্যাত যিহোঁ শ্রী গুণ মঞ্জরী।
সেই সে গোপাল ভট্ট সমান মাধুরী॥
কলি নরে কৃপা করি হৈলা অবতীর্ণ।
মধুর রস আস্বাদিয়া কারিলা বিস্তীর্ণ॥
হেন সে মধুর রসে যাহার আস্বাদ।
বিতরণ হেতু জীবে করিলা প্রসাদ॥
প্রেম ভক্তি রসে যিহোঁ রহে অনিবার।
আস্বাদন কৈলা যিহোঁ অনেক প্রকার॥
আশ্রয় রতিরস ভেদে যিহোঁ হয়েন সামর্থ।
তাহাতেই তুষ্ট যিহোঁ কহিল যথার্থ॥

৪৯ (খ) এ আদি করিয়া ভট্ট গোস্বামীর গুণগণ।
কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিল বর্ণন॥

তথাহি॥ নিরবধি হরি ভক্তি খ্যাপনে যস্য শক্তিঃ
সতত সদনুভূতি নশ্বরার্থে বিরক্তিঃ।
প্রভুবর গতি সৌভাগ্যেন বিখ্যাত পট্টঃ
স্ফুরতু সহৃদি মে গোস্বামি গোপাল ভট্ট॥ ১॥
ব্রজভুবি গুণ মঞ্জর্য্যাখ্যায়া যঃ প্রসিদ্ধঃ
কলিজন করুণাবির্ভাবকেন প্রযুক্তঃ।
মধুর রস বিশেষাহ্লাদ বিসতারণায়
স্ফুরতু সহৃদি মে গোস্বামি গোপাল ভট্টঃ॥ ২॥
অবিরলগলদশ্রুস্বেদধারাভিরামঃ
প্রচুর পুলক কম্পস্তম্ভউচ্চার্য্য নাম।
হরি হ হ হ হরিত্যস্তক্ষরাদেশাহনতচেতাঃ
স্ফুরতু সহৃদি মে গোস্বামি গোপাল ভট্টঃ॥ ৩॥
ব্রজগতনিজভাবাস্বাদমাস্বাদ্য মাদ্যন্
নটতি হসতি গায়ত্যুন্মদং বিভ্রামাঢ্যঃ

কলিত কলিজনোদ্ধারাজ্ঞয়া বাহুদৃষ্টঃ
স্ফুরত সহৃদি মে গোস্বামি গোপাল ভট্টঃ ॥ ৪ ॥
বিদিতপদ পদার্থঃ প্রেম ভক্তের সার্থঃ
শ্রিতরতিরসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ।
ইদমখিলতমোঘ্নং স্তোত্ররত্নং প্রধানং
পঠতি ভরতি সোঽহং মঞ্জরীযূথলীনঃ ॥ ৫ ॥

এই স্তব অখিলের তম দূর করে।
স্তোত্রগণ মধ্যে এই প্রবীণ প্রচুরে ॥
যেই জন পড়ে ইহা করি একচিত্ত
মঞ্জরীর যূথ প্রাপ্তি হয় অচিরাতে ॥
যেই ইহা পড়ে শুনে করি একচিত্ত।
তার ফল এতাদৃশা রাধাকৃষ্ণ সেবা প্রাপ্তি হইবে অবশ্য ॥
সনাতন গোসাঞি কৈল হরিভক্তি বিলাস।
ইহাতেই এই বাক্য আছয়ে প্রকাশ ॥
হরি ভক্ত বিলাস এ গোসাঞি করিল।
সর্বত্রেতে ভোগ ভট্ট গোস্বামীর দিল ॥
ইহাতে জানাইল তিঁহো অভেদ শরীর।
৫০ (ক) ইহাতেই জানে সেই মহাভক্ত ধীর ॥
গোস্বামী করিলা গ্রন্থ বৈষ্ণব তোষনি।
তাহাতে এই বাক্য আছে অমৃতের ধ্বনি ॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রেম পুষ্ট বিশেষ প্রকার।
শ্রী গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাস আর ॥
সেই দুইজন যদি হয়েন সহায়।
তবে আশু সুসিদ্ধতা কিবা নহিব আমার ॥
তাহার প্রমাণ শুন কহিয়ে তোমাতে।
সাবধান হইয়া শুন করি একচিত্তে ॥

তথাহি। রাধা প্রিয়-প্রেম-বিশেষ পুষ্টৌ
গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাসঃ।

স্থাতামুভৌ তস্ত সকৃত সহায়ৌ
কোন নাম সার্থোন ভবেৎ সুসিদ্ধঃ ॥ ১ ॥

আর এক কথা তাহা করহ শ্রবণ
এ সব প্রসঙ্গ কথা কর্ণ রসায়ণ ॥

তথাহি । অত্র প্রাচীনোক্তং প্রমানং
সনাতন প্রেম পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপ সখ্যেন বিলক্ষিতাখিলং ।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং ॥

এ তিনে তিলমাত্র ভেদ বুদ্ধি যার ।
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার ॥
সনাতন গোসাঞির প্রেম পুষ্ট যার দেহ ।
এ সব রহস্য কথা বুঝিব বা কেহ ॥
শ্রীরূপের সঙ্গে যার সখ্য ব্যবহার ।
তাহাতে বিখ্যাত আছে সকল সংসার ॥
শ্রীরাধা রমণ এক জীবন তাহার ।
হেন গোস্বামীর পদে কোটি নমস্কার ॥
শ্রীদৈবকী নন্দন কৈল বৈষ্ণব বন্দনা ।
তাহাতেই এই বাক্য করিল রচনা ॥
বন্দিব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবন মাঝে ।
রূপ সনাতন সঙ্গে যার সতত বিরাজে ॥
এই বাক্য সর্বত্র আছয়ে প্রকাশ ।
এক করি জান তিনে করিয়া বিশ্বাস ॥
এই ত কহিল ভট্ট গোস্বামীর প্রসঙ্গ ।
যাহার শ্রবণে বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥
এবে ত কহিয়ে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা ।
যাহার শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা ॥

৫০ (খ) তোমায় কহিয়ে ভাই বচনের সার।
[১]শ্রদ্ধা সূত্র গাথি পর কণ্ঠে রত্নহার[১] ॥
এত কহি নবরত্ন শ্লোক যে কহিল।
তাহা শুনি রাজার মনে সুখ বড় পাইল ॥
কর্ণানন্দ কথা এই রসের নির্য্যাস।
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনাথ দাস।

শ্রীল গোস্বামীর পত্রিকা শ্রবণ এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর
সহিত মিলন নামক পঞ্চম নির্য্যাস ॥

॥ ষষ্ঠ নির্য্যাস ॥

জয় জয় মহা প্রভু জয় কৃপা সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অখিলের বন্ধু ॥
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় ভক্তগণ রাজ।
তোমা সভা স্মরণে হয় বাঞ্ছা সব কাজ ॥
এবে সে কহিয়ে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা।
যাহার শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা ॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা শ্লোক করহ শ্রবণে।
করহ শ্রবণ তা কর্ণ রসায়নে ॥

তথাহি। শুদ্ধং স্বাত্বত তত্ত্বমত্র ভগবাহুদ্ভাব্য শক্ত্যৈ কয়া
শ্রীরূপাভির্বয়া প্রকাশয়িতমপ্যেতৎ স্বশক্ত্যাণ্ময়া।
শ্রীমদ্বিপ্রকূলে হমলে প্রকটয়ন শ্রীশ্রীনিবাসাভিধং
লীলা সম্বরণং স্বয়ং সবিদ্ধে নীলাচলেশ্রীপ্রভুঃ ॥ ১ ॥
গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতঃমতি শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুঃ
শৈচতন্যস্য কৃপাদ্ধ্ধের্জনমুগাদছুত্বা তিরোধানতাম্।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুহুর্বহ—ভগবান দৃষ্টাঽয়ং ভক্ত ব্যথা
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদম্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান ॥ ২ ॥

১০১। পাঠান্তর 'যত্ন করি পর কণ্ঠে নবরত্ন হার' বঃ পুঃ সং পৃঃ ১০৫

ত্বাং তাবজ্জনিতো যথৈব নিজয়া শক্ত্যোতি তুর্ণঃ ব্রজ
শ্রীবৃন্দাবনমত্র সন্তি কৃতিনঃ শ্রীরূপজীবাদয়ঃ।
আদিষ্টাঃ পুরতস্ত্যমী সন্তি ময়া তদগ্রথরাশ্ত্বর্পণে
নিঃসন্দেহতয়া গৃহাণ তদমং গৌড়ে জনান্ ক্ষিয় ॥ ৩ ॥

ইত্যাদেশমবাপ্য তদ্ভগবতঃ শ্রীশ্রীনিবাসপুনং
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জ পুঞ্জ সুষমাদৃষ্টে ট মনঃ সংদধে।
শ্রুত্বাথা প্রকটত্বমত্রভবতাং গোস্বামীনাং শোকতো
হা হেত্যা কুলচিত্ত বৃত্তির পতনর্মার্গান্তরে মূর্ছিতঃ ॥ ৪ ॥

স্বপ্নে শ্রীল সনাতনের সহতে শ্রীরূপ নামাদয়ঃ
৫১ (ক) প্রোচুস্তং নহিতে বিষাদ সময়ো গোপালভট্টোঽস্তি যৎ।
তস্মান্নত্রবরং গৃহাণ সকলান গ্রন্থং স্তথাস্মৎকৃতাম্
গত্বা গোড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান শিক্ষয় ॥ ৫ ॥

ইত্যাদেশরসামৃতাল্লুতমনা বৃন্দাবনান্তর্গতো
ভক্ত্যাদায় স ম ব্রতত্বমখিলং গোপাল ভট্ট প্রভোঃ।
তদগ্রন্থাদিবিচারুচতুরঃ সংপ্রেষিতঃ শ্রীমতা
তেন প্রেমভরেণ গৌড় গমনে তং প্রত্যুবাচোৎসুকঃ ॥ ৬ ॥

রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দুযুগল প্রাপ্তেঃ প্রসাদনতে।
মংস্বন্ধভৃতাং ভবিষ্যতি যদি প্রায়ং প্রযাস্যাম্যহং
নোচেদ যামি কিমর্থমেতদখিলং শ্রুত্বাতিহর্ষোদয়াতে
গোস্বামীবরা স্তদর্থমুদগু গোবিন্দসান্নিধ্যকং ॥ ৭ ॥

শ্রীগোবিন্দ পদারাবিন্দ যুগল ধ্যানৈকতানাত্মানা-
মাদেশঃ সফলো ভবিষ্যতি তথা শ্রীশ্রীনিবাসাশ্রয়াৎ।
এতদ্দেয়তয়া ময়ায়মবনীমাস্বাদিতঃ সাম্প্রতং
তস্মাদেগৌড়মলং প্রয়াতু ভবতাং কিং চিন্তয়াত্রানয়া ॥ ৮ ॥

শ্রীগোবিন্দ মুখেন্দুনির্গতমিদং পীত্বা নিদেশামৃতং
তং গোস্বামীগণং প্রসন্নমানসং নত্বা পরিক্রম্য চ
ভক্ত্যা গ্রন্থয়ং প্রগৃহ্য কুতুকান্নির্গত্য গৌড়ক্ষিতৌ
করুণৈক নিধিঃ সদা বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুঃ ॥ ৯ ॥

শুদ্ধ ব্রজের লীলা গৌড়ে করিতে প্রকাশ।
শ্রীরূপের শক্তি হেতু মনে উল্লাস॥
এক শক্তি প্রকাশিলা রূপে শক্তি দিয়া।
গ্রন্থ প্রকাশিলা অতি আনন্দ পাইয়া॥
নিজ মনোবৃত্তি গৌড়ে করিতে প্রকাশ।
বিতরণ হেতু গৌরের মনে অভিলাষ॥
হেন সেই মহাবস্তু করিতে প্রকাশ।
আর শক্তি যারে প্রকট নাম শ্রীনিবাস॥
৫১ (খ) বড়ই আশ্চর্য্য গৌর প্রকাশিলা শক্তি।
কে বুঝিতে পারে সে চৈতন্য মনোবৃত্তি॥
নীলাচলে মহাপ্রভুর প্রকট বিহার।
মনে ইচ্ছা হইল প্রকট চরণ দেখিবার॥
সকল ত্যজিয়া প্রভু করিলা গমন।
শ্রী পদাশ্রয় হেতু নিবেদিলা মন॥
মনে অভিলাষ করি যাইতে যাইতে।
প্রভু অদর্শন বার্ত্তা পাইলেন পথে॥
শ্রবণ মাত্র মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলা ভূমিতে।
দুঃখের সমুদ্র তাহা কে পারে কহিতে॥
ক্ষেণেক্ষেণে মূর্চ্ছা হয় ক্ষেণে অচেতন।
ক্ষেণে হাহাকার করি করয়ে রোদন॥
[১]তবে মহাপ্রভু ভক্তের দুঃখত দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু সম্মুখে আসিয়া॥
আশ্বাস করিলা বহু মাথে পদ দিয়া[১]।
তবে কহিতে লাগিলা কথা মধুর করিয়া॥
তুমি মোর নিজ শক্তি করহ শ্রবণ।
দুঃখ তেয়াগিয়া শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন॥
শ্রীরূপ সনাতন যাহা করেন বসতি।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গ্রন্থ বিস্তারিলা তথি॥

১-১ বঃ পুঃ সং পৃঃ ১০৮ হইতে চরণ তিনটি উদ্ধৃত।

সেই সব গ্রন্থ লইয়া গৌড়েত প্রকাশে।
বিতরণ কর তাহা মনের উল্লাসে ॥
তবে বাক্যামৃত রস আদেশ পাইয়া।
চলিলেন মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া ॥
শ্রীবৃন্দাবনে তবে করিলা গমনে।
কুঞ্জে পুঞ্জে শোভা তাহা দেখিব নয়নে ॥
শ্রীমথুরা মণ্ডলে যাইয়া উত্তরিলা।
দুই ভাইর অপ্রকট তাহাই শুনিলা ॥
শুনিয়াই মাত্র প্রভু আছাড় খাইয়া।
রোদন কয় এ অতি উচ্চত করিয়া ॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে আছাড় খাইয়া।
হাহাকার করে কত বিলাপ করিয়া ॥
যদি দুই ভাইর নহিল দরশন।
তবে আর জীবনের কিবা প্রয়োজন ॥
মনে নির্ধারিয়া ইহা নিশ্চয়ে করিয়া।
পড়িয়াছেন বৃক্ষতলে অচৈতন্য হঞা ॥
তবে দুই ভাই ভক্তের দুঃখ দেখি।
দরশন দিতে আইলা হইয়া বড় সুখী ॥
কহিছেন প্রভু মাথে চরণ ধরিয়া।
দেখহ আমারে তুমি নয়ান ভরিয়া ॥
শ্রীরূপ সনাতন শোভা দেখিয়া নয়নে।
যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় কহনে ॥

৫২ (ক) কহিছেন দুই ভাই পাইয়া আনন্দ।
তোমাতেই উদ্ধার হব দীনহীন মন্দ ॥
শোক ত্যাগ করি শীঘ্র করহ গমন।
শ্রীভট্ট গোসাঞির আশ্রয় করহ চরণ ॥
তার স্থানে মন্ত্র দীক্ষা করিবা যে তুমি।
সেই দ্বারে মোর কৃপা কি কহিব আমি ॥

গ্রন্থরাশি লইয়া তুমি গৌড়েতে যাইবা।
কলি হত জীব তুমি উদ্ধার করিবা॥
এই রসামৃত বাক্য পাইয়া আদেশে।
বৃন্দাবনে গমন করিলা পাইয়া প্রত্যাদেশে॥
যাইয়া দেখে শ্রীগোস্বামীর চরণ।
ভূমিতে পড়িয়া বহু করিলা স্তবন॥
মোরে কৃপা কর প্রভু সদয় হইয়া।
কৃতার্থ করহ প্রভু দেহ পদ ছায়া॥
দুই ভাইর আজ্ঞা প্রভু সব নিবেদিলা।
যে লাগি গমন সকল জানিলা॥
শুনিয়াত গোস্বামীর সন্তোষ অপার।
সর্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে জলধার॥
শুন শ্রীনিবাস তুমি আমার জীবন।
তোমা দেখিবারে প্রাণ করিয়ে ধারণ॥
তুমিই সে হও মোর জীবনের জীবন।
তোমা লাগি মহাপ্রভু দিলা এই ধন॥
এই দেখ মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লিখন।
তোমা লাগি রাখিয়াছি করিয়া যতন॥
দেখহ নয়ন ভরি প্রভুর হস্তের অক্ষর।
তোমার সৌভাগ্য বাপু বাক্য অগোচর॥
আর মহাপ্রভুর বসিবার আসন।
ডোর পাঠাইলা মোরে করিয়া যতন॥
মহাপ্রভু দত্ত যেই আসনে বসিয়া।
মন্ত্র দীক্ষা দিব তোরে মহানন্দ পাঞা॥
আসনে বসি তারে কৈল মন্ত্র দীক্ষা।
গ্রন্থাবলী দিয়া তবে করাইল শিক্ষা॥
গ্রন্থেতে নিপুণ যবে প্রভু মোর হইলা।
দেখিয়াত সব গোসাঞির সন্তোষ পাইলা॥

আজ্ঞা করিলেন তুমি গৌর দেশে যাহ।
৫২ (খ) শ্রীজীবের আজ্ঞা ইথে নাহিক সন্দেহ ॥
শ্রীজীব কহেন শুন আচার্য্য মহাশয়।
মহাপ্রভুর আজ্ঞা যেই জানিহ নিশ্চয় ॥
পূর্বে মহাপ্রভু এই তোমার নিমিত্তে।
পত্রী পাঠাইলা শ্রীনীলাচল হইতে ॥
পত্রী দেখি মোর প্রভু কান্দিতে লাগিলা।
কান্দিতে কান্দিতে প্রভু মোর ভাবিতে লাগিলা ॥
প্রেম রূপে জন্ম এই নাম শ্রীনিবাস।
দেখিতে না পাইব বিধি করিল নৈরাশ ॥
মোর প্রতি কহিলা গোসাঞি হইয়া সদয়।
শ্রীনিবাসে সমর্পিয়া যত গ্রন্থচয় ॥
এই গ্রন্থ লইয়া তুমি গৌড় দেশে যাহ।
মহাপ্রভুর আজ্ঞা যাতে গ্রন্থরাশি লেহ ॥
তবে মোর প্রভু কিছু কহিতে লাগিলা।
প্রভুর সঙ্গে রহি মোর মনে ইহা ছিলা ॥
শ্রীবৃন্দাবনে বাস আর প্রভুর সেবন।
ইহা ছাড়ি কেমনে গৌড়ে করিব গমন ॥
গুরু আজ্ঞা বলবান ইথে অন্য নয়।
নিজ মনোরথ কথা তবে নিবেদয় ॥
নিশ্চয় করিয়া যদি যাব গৌড় দেশে।
তবে মোরে এই আজ্ঞা করহ সন্তোষে ॥
আমার সম্বন্ধ প্রভু ধরিব যেই জন।
সেই সে পাইব রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
আজ্ঞা কর সবে মোরে সদয় হইয়া।
নতুবা না যাব আমি শুন মন দিয়া ॥
ইহা শুনি গোসাঞি সব আনন্দ অপার।
নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনিবার ॥

গোসাঞি সব একত্র হইয়া গোবিন্দ নিকটে।
নিবেদন করে সবে করি কর পুটে ॥
শ্রীভট্ট গোসাঞি আর শ্রীদাস রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোসাঞি আর ভট্ট রঘুনাথ ॥
লোকনাথ গোসাঞি আর ভূগর্ভ ঠাকুর।
গোবিন্দের প্রার্থনা সবে করিলা প্রচুর ॥
৫৩ (ক) শ্রীগোবিন্দ পদ যুগ ধ্যান চিত্তে করি।
এই আজ্ঞা শ্রীনিবাসে দেহ কৃপা করি ॥
ইহার সম্বন্ধ প্রভু ধরিব যেই জন।
সেই সে পাইব রাধা কৃষ্ণের চরণ ॥
এই নিবেদন সবে করিলা সন্তোষে।
তাহা শুনি শ্রীগোবিন্দের হইল আদেশে ॥
রস আস্বাদন হেতু গৌড়ে অবতার।
আস্বাদন কৈল বিবিধ প্রকার ॥
যে লাগিয়া অবতীর্ণ জানহ কারণ।
ভাসাইলা সব জনে দিয়া প্রেমধন ॥
মোর শক্তিতে জন্ম ইহার করিলা প্রকাশ।
প্রেম রূপ জন্মাইল নাম শ্রীনিবাস ॥
ইহার সম্বন্ধ চিত্তে ধরিব যেই জন।
সেই সে পাইব রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
শ্রীগোবিন্দ মুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাইয়া।
শুনিলেন সবে মিলি শ্রবণ পাতিয়া ॥
শীঘ্র গৌড়ে সবে ইহাতে দেহ পাঠাইয়া।
গমন করুন ইহেঁ গ্রন্থ রাশি লইয়া ॥
তবে মোর প্রভু সবারে প্রদক্ষিণ করি।
ভূমে পড়ি কান্দে বহু ফুকারি ফুকারি ॥
সবাকার আনন্দ সিন্ধু বাঢ়ি গেল চিত্তে।
যে আনন্দ হইল তাহা কে পারে কহিতে ॥

মোর [১]প্রভু শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞামৃত পাইয়া।
বলিলেন শ্রীগোবিন্দের মুখচন্দ্র চাঞা॥

তথাহি পদং। রাগ সুহাই

বদন চাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো কেনা কুন্দল দুটি আঁখি।
দেখিতে পরাণ মোর, কেমন কেমন করেগো সেইসে পরাণ তার সাখি॥ ১
রতন কাঢ়িয়া কেবা, যতন করিয়া গো, কে না গঢ়িয়া দিল কানে।
মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরাণি গো, যোগী হইলাম ও হরি ধেয়ানে॥ ২
নাসিকা উপরে শোভে, এ গজ মুকুতা গো, সোনায় মণ্ডিত তার পাশে।
বিজুরী সহিতে কেবা, চান্দের কলিকা গো, মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥ ৩
৫৩(খ) সুন্দর কপালে শোভে, কিবা সুন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার পাঁতি।
হিয়ার ভিতরে মোর, ঝলমল করে গো, চান্দে যেন ভ্রমরের পাঁতি॥ ৪
মদন ফাঁদ ও না, চূড়ার টালনি গো, উহা নাকি শিখিয়াছে কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি, উহা না দেখিনু গো, এই বড় মরমের ব্যথা॥ ৫
কেমন মধুর রসে, সে না বোলখানি গো, হাতের উপরে লাগি পাঙ।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গড়িল গো, ভাজিয়া ভাজিয়া তাহা খাঙ॥ ৬
করি বর কর জিনি বাহুর বলনি গো, হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী, পিয়াসে মরয়ে গো, তাহার পরশ রস মাগে॥ ৭
অমিয়া মাখন কিবা, চন্দন তিলক গো, কপালে সাজিয়া দিল কে।
নিরখিয়া চাঁদমুখ, কেমনে ধরিব বুক, পরাণে কেমনে জিয়ে সে॥ ৮
চরণে নূপুর ধ্বনি, খঞ্জন রব জিনি গো, গমন মন্থর গজমাতা।
অমিয়া রসের ভাসে, ডুবল তাহে শ্রীনিবাস গো, প্রেমসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥ ৯

আস্বাদিয়া অন্তান্তে গলা ধরিয়া রোদন।
যে আনন্দ হৈল তাহা বর্ণিব কোন জন॥
মোর প্রভু যথা যোগ্য সবাকারে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করি প্রেমের সাগরে॥
কেহ করে আলিঙ্গন কেহ করে নতি।
সবাকারে হইলেন কৃপা গৌড়ে ব্যবস্থিতি॥

১। 'প্রভু' শব্দ বঃ নঃ গঃ মঃ ২২৮৯:৫ পুথিতে নাই, বঃ পুঃ সং পুথিতে আছে।

তবে অধিকারী গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত।
গোবিন্দেরে শয়ন করাইয়া আনন্দিত॥
আজ্ঞামালা গোবিন্দের আনিয়া ধরি দিল।
আনন্দিত হইয়া সবে প্রভুর গলে দিল॥
প্রসাদ মালা পাইয়া প্রভুর বাড়িল আনন্দ।
৫৪ (ক) প্রসাদ ভোজন সবে করিলা স্বচ্ছন্দ॥
তাম্বূল তুলসীমালা সবাকারে দিলা।
তবে সবে মিলি নিজ বাসারে আইলা॥
আর দিনে সবে একত্র যবে হইলা।
মোর প্রভু প্রতি তবে আজ্ঞা যে করিলা॥
শুন শ্রীনিবাস গৌড়ে করহ গমন।
গ্রন্থ রাশি লহ তুমি করিয়া যতন॥
শ্রীভট্ট গোস্বামী কহে শুন বচন আমার।
সবে মিলি শুন এই প্রভুর ব্যবহার॥
এত কহি গোস্বামীর মনের উল্লাস।
আনিয়া ধরিলা প্রভুর কৌপীন বহির্বাস॥
মোর প্রভুর মাথে তাহা বান্ধিয়াত দিল।
দক্ষিণ যাইতে প্রভু মোরে এই আজ্ঞা দিল॥
মোর প্রভু প্রসাদ বস্ত্র কৌপীন বহির্বাস।
শ্রীনিকসে দিতে আজ্ঞা অত্যন্ত উল্লাস॥
পুন আজ্ঞা হইল তাহা শুনহ সত্বরে।
তোমার কৃপায় মোর কৃপা জানাইবা তারে॥
এসব প্রসঙ্গ কথা কহিলা দুইজনে।
শ্রীরূপ সহিত কথা কহিলুঁ সনাতনে॥
তবে দুই ভাই এই প্রসঙ্গ শুনিয়া।
কত সুখ উপজিল প্রেম পূর্ণ হিঞা॥
এত শুনি যত গোসাঞি আনন্দ হইলা।
গৌড়ে আইবার লাগি অনুমতি দিলা॥

তাহা শুনি প্রভু মোর শ্রীভট্ট গোস্বামীরে
শ্রীগুণ মঞ্জরী রূপে তাহে বর্ণন আচরে ॥

তথাহি পদং ।

প্রেমক পুঞ্জরী শুন গুণ মঞ্জরী
তুঁহু সে সকল শুভদাই ।
তুহারি গুণগণ চিন্তই অনুক্ষণ
মঝু মন রহল বিকাই
হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয় ।
কিশোরী কিশোর পদ মিলন সম্পদ
তুয়া সনে মিলব মোয় ॥
হেরি কাতর জন কর কৃপা নিরীক্ষণ
নিজ গুণে পূরবি আশে ।

৫৪ (খ)

তো বিনু নব ঘন বিন্দু বরিষণ
কে বোড়ই পাপিহা পিয়াসে ॥
তুঁহু সে কেবল গতি নিশ্চয় নিশ্চয় অতি
মঝু মনে হই পরমাণে ।
কহই কাতর ভাসে পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে
করুণায় কর অবধানে ॥ ১ ॥

তুঁহু গুণ মঞ্জরী রূপে গুণে আগরী
মধুর মাধুরী গুণ ধামা ।
ব্রজ নব যুব দ্বন্দ্ব প্রেম সেবা নিরবন্দ
বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যাম ।
কি কহব তুয়া যশ রহু সে তুহারি বশ
হৃদয় নিশ্চয় মঝু জানে ॥
আপন অনুগ করি করুণা কটাক্ষ হেরি
সেবা সম্পদ কর দানে ॥

হোই বামন তনু চাঁদ ধরিব মনু
মঝু মনে হই অভিলাসে।
এজন কৃপন অতি তুহুঁ সে কেবল গতি
নিজ গুণে পূরবি আশে ॥
ঊর্দ্ধ অঞ্জলি করি দশনে দশনে তৃণ ধরি
নিবেদহু বারহু বারে।
শ্রীনিবাস দাস নামে প্রেম সেবা ব্রজধামে
প্রার্থই তুয়া পরিবারে ॥ ২ ॥

প্রভু যবে এই পদ করিলা বর্ণনে।
সবে আনন্দ অতি পাইলেন মনে ॥
পদ শুনি সবেই পরম হরিষে।
শ্রীদাস গোস্বামী বড় পাইলা সন্তোষে ॥
ধন্য ধন্য বলি প্রভুকে করিলেন কোলে।
ভিজাইলা সব অঙ্গ নয়নের জলে ॥
শুন শুন শ্রীনিবাস পরম হরিষে।
তোমা দেখিবার লাগি দুভাইর আদেশে ॥
শ্রীকুণ্ড ছাড়িয়া আমি না যাই একক্ষণ।
তোমা দেখিবারে লাগি হেথা আগমন ॥
যেন শুনিলাঙতে দেখিলঙ নয়নে।
তোমার ভাগ্যের সীমা কহিব কোন জনে ॥
শ্রীরূপ বিচ্ছেদে মোর শরীর জড়সড়।
সনাতন বিচ্ছেদে মোর পুড়ায়ে অন্তর ॥
৫৫ (ক) দুভাই বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিবারে নারি।
দেখিয়া জুড়ায় তুমা গুণের মাধুরী ॥
যেবা সুখে ছিলাম আমি দুঁহার দর্শনে।
সেই সুখ লভ্য হবে তোমার মিলনে ॥
এই দেখ প্রভু দণ্ড গোবর্দ্ধন শিলা।
পরশ করাইলা তাহারে শিলা গুঞ্জামালা ॥

তোমা লাগি মহাপ্রভুর হস্তের লিখন ।
সবাই দেখিলা তাহা করিয়া যতন ॥
তোমা লাগি গোবিন্দের আজ্ঞামৃত ধ্বনি ।
তোমা লাগি দুই ভাই কহিলা এই বাণী ॥
তোমা লাগি এই যত গ্রন্থের প্রকাশ ।
তোমা দেখিবারে ছিল সবার অভিলাষ ॥
শ্রীভট্ট গোস্বামীর যাতে কৃপার ভাজন ।
অনায়াসে প্রাপ্তি তারে এই সর্বধন ॥
শ্রীভট্ট গোস্বামী শ্রীদাস গোস্বামীর সঙ্গে ।
আনন্দ তরঙ্গে দুঁহে ধরিতে নারে অঙ্গে ॥
মহাপ্রভুর দত্ত বস্ত্র কৌপীন বহির্বাসে ।
মস্তকে তুলিয়া দিলা পরম হরিষে ॥
গোবিন্দের প্রসাদীমালা আনিয়া দিলা গলে ।
শ্রীবংশীবদন শালগ্রাম দিলা সেই কালে ॥
আশীর্বাদ করে সবে মনের আনন্দে ।
তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন শ্রীরাধা গোবিন্দে ॥
তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন রূপ সনাতন ।
অবিলম্বে শীঘ্র গৌড়ে করহ গমন ॥
তবে প্রভু নিজ প্রভুর চরণ বন্দিয়া ।
[১]সবারে বন্দিলা তবে আনন্দ পাইয়া ॥
সবাকারে অনুমতি লইয়া মস্তকে ।
যত ব্রজবাসী গণে বন্দিলা প্রত্যেকে ॥
মনের আনন্দে তবে গ্রন্থরাশি লইয়া[১] ।
গৌড়েরে গমন শীঘ্র মন নিবেসিয়া ॥
গোস্বামী সকল তবে অনুব্রজী আইলা ।
শত ব্রজবাসী তার সঙ্গেই চলিলা ॥
এক ক্রোশ অনুব্রজ আইলা যখন ।
সবাকার উৎকণ্ঠা আসি হইল তখন ॥

১-১ অতিরিক্ত চরণ চারিটি ব: পু: সং পৃ: ১১৫ হইতে গৃহীত ।

৫৫ (খ) হায় হায় বিধি তুমি কি কাজ করিলা।
নিধি দিয়া কেন পুন হরিয়া লইলা॥

সেকালের বিচ্ছেদ কেবা করিব বর্ণন।
পশুপক্ষী আদি করি করিলা ক্রন্দন॥

নিবিত্ত হইয়া সবে কিছু হইলা স্থিরে।
প্রভু প্রতি বাক্য সবে কহে ধীরে ধীরে॥

শুন শুন শ্রীনিবাস কহিয়ে তোমারে।
নির্বিঘ্নে আইস তুমি গৌড় নগরে॥

ইহোঁ গৌড় আইলা গোস্বামী গেলা বৃন্দাবন।
পথে পথে যায় সবে করিয়া ক্রন্দন॥

যে প্রকারে গৌড় দেশ করিলা গমন।
প্রেম বিলাস গ্রন্থ আছে বিস্তার বর্ণন॥

লিখিলেন সেই গ্রন্থ শ্রীজাহ্নবা আদেশে।
গ্রন্থ প্রকাশিলা তাথে নিত্যানন্দ দাসে॥

তাহাতে বিস্তার আছে এসব প্রসঙ্গ।
অমৃত জিনিয়া কিবা বাক্যের তরঙ্গ॥

গ্রন্থ লইয়া প্রভু মোর আইলা গৌড় দেশে।
তাহাতেই তোমারে কৃপা করিলা বিশেষে॥

যেবা প্রতিজ্ঞা করি প্রভু মোর আইলা।
তাহার কারণ আমি প্রত্যক্ষ দেখিলা॥

যে প্রতিজ্ঞা কৈল প্রভু তার এই সাক্ষী।
সিদ্ধ প্রতিজ্ঞা প্রভু তোমাতেই দেখি॥

তুমি ভাই পদ যবে করিলা বর্ণন।
তাহাতেই এই বাক্য করিয়াছি সূচন॥

দুই পদে দুই কথা করিয়াছি প্রকাশ।
কিবা সে আশ্চর্য্য কথা সুধার নির্য্যাস॥

তথাহি পদং

রাধা পদে সুধা রাশি সে পদে করিলা দাসী
গোরাপদে বাঁধি দিল চিত।
শ্রীরাধা রমণ সহ দেখাইল কুঞ্জ গৃহ
দেখাইলা তুঁহু প্রেমরীত ॥
আর পদে দেখাইল আপন ব্যবহার।
কি কহিব এই তোমার আচার বিচার ॥
৫৬ (ক) বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লইয়া যায় যমুনার তীর ॥
কি করিতে কিনা করি সদাই ঝুড়িয়া মরি
তিলেক এ নাহি রহি স্থির ॥

আপনার কথা ভাই কহিলা আপনে।
তোমার ভাগ্যের কথা কহিব কোন জনে ॥
তোমার প্রতি মোর প্রভু করিয়াছেন দীক্ষা।
আমি আর কি কহিব তোমার প্রতি শিক্ষা ॥
নিশ্চয় করিয়া সেব প্রভু পদ সার ॥
তার কৃপাই তুমার দশা উপজিল।
তোমার সঙ্গেতে আমি সুখ বড় পাইল ॥
সংক্ষেপে কহিল এই রাজা প্রতি শিক্ষা।
অনন্ত অপার তার কে করিবে লেখা ॥
নির্জনে রহিয়া রাজারে শিক্ষা দিল।
দুই মাস রহি রাজায় সব শুনাইল ॥
শিক্ষা করি এক গ্রাম কবিরাজ দিয়া।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥
রামচন্দ্র সঙ্গে রাজা পাইল আনন্দ।
সদা কৃষ্ণ কথা কহে রহিলা স্বচ্ছন্দ ॥
এইত কহিল শ্রীআচার্য্য গুণ গান।
ভাগ্যবান জনে ইহা করয়ে শ্রবণ ॥

শুদ্ধ চিত্ত হইয়া যেবা এই কথা শুনে।
তার পদ রজ কর মস্তকে ভূষণে॥
শ্রীরামচন্দ্র পদে মোর কোটি নমস্কার।
যার মুখে শুনিলা রাজা সিদ্ধান্তের সার॥
দয়া কর অহে প্রভু রামচন্দ্রের নাথ।
করুণা করিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ॥
স্বগনে করুণা (কর) শ্রীআচার্য্য ঠাকুর।
জন্মে জন্মে হও তোমার উচ্ছিষ্টের কুক্কুর॥
উচ্ছিষ্টের কুক্কুর হইয়া রহিব সেই স্থানে।
কভু যদি দয়া কর নয়নের কোণে॥
৫৬ (খ) দয়া কর অহে প্রভু সদয় অন্তরে।
জন্মে জন্মে রহ যেন তুয়া পরিকরে॥
তোমার প্রতিজ্ঞা শুনি মনের উল্লাস।
নিজ গুণে দয়া করি পূর মোর আশ॥
কৃপা কর অহে প্রভু করুণার সিন্ধু।
পাতকীর ত্রাণ হেতু তুমি দীনবন্ধু॥
দন্তে তৃণ ধরি আমি এই মাত্র চাও।
জন্মে জন্মে তুয়া পরিকরে বিকাও॥
তুয়া পদে অহে প্রভু কি কহিব আর।
অধম দুর্গত জনে কর অঙ্গীকার॥
গলে বস্ত্র দন্তে তৃণ কর জোর করি।
নিবেদন করো প্রভু দেহ কৃপা করি॥
নিশি দিশি তুয়া গুণ হৃদয়ে আমার।
সদাই অন্তরে স্ফূর্ত্তি চরণ তোমার॥
পাতকীর ত্রাণ হেতু তোমার অবতার।
অতএব উদ্ধার প্রভু মো হেন দুরাচার॥
দয়া কর অহে প্রভু লইনু শরণ।
কৃপা করি কর প্রভু বাঞ্ছিত পূরণ॥

মুঞি ছার হীন বুদ্ধি নিবেদিব কত।
নিজ চিত্তে বুঝি কর যেবা মনোনীত ॥
নিগ্রহ করহ প্রভু কিবা অনুগ্রহ।
জগ মাঝে বুঝি দেখ আর নাহি কেহ ॥
তুয়া বিনু অহে প্রভু নাহি গতি।
দীন হীন জনে দয়া করহ সম্প্রতি ॥
দৈবক্রমে অন্য জন্ম যদি হয় মোর।
সেখানে মিলয়ে যেন তুয়া পরিকর ॥
বহু ভাগ্য তুয়া পরিকরে জনমিয়া।
আশা পূর্ণ কর প্রভু সদয় হইয়া ॥
তবে পূর্ণ হয় প্রভু মনের অভিলাষ।
জন্মে জন্মে হও প্রভু তোমার দাসের দাস ॥
সম্বরণ করি চিত্তে নিজ দোষে দেখিয়া।
তথাপিহ তোমার গুণে দীন বল হইয়া ॥
কত পাপী উদ্ধারিলে করুণা বাতাসে।
পাতকী অবধি প্রভু রহিলেন শেষে ॥

৫৭ (ক)

হেন জনে উদ্ধারিয়া দেখায় নিজবল।
পাতকী উদ্ধার নাম তবে সে সফল ॥

নিবারণ করি যদি আপনার ক্ষোভে।
তথাপিয় তোমার গুণে উপজয়ে লোভে ॥

সাধ্য সাধন আমি কিছুই না জানি।
তোমার সম্বন্ধে ভৃত্য এই মাত্র জানি ॥

কৃপা করি পূর্ণ কর আমার বন্ধন।
এ দীন দুঃখী ত জনের এই নিবেদন ॥

বৈষ্ণব গোসাঞি মোর পতিত পাবন।
কৃপা করি দেহ প্রভু চরণে শরণ ॥

অদর্শন দরশী চিত্ত তোমা সভাকার।
অতএব দোষ কিছু না লবে আমার ॥

নিজ হিয়া হিত নাহি জানি ভাল মতে।
তথাপিহ প্রভুর গুণ বর্ণন করিতে॥
বর্ণনের ভাল মন্দ না জানি বিশেষ।
তবে যে লিখিয়ে নিজ প্রভুর আদেশে॥
দোষ ত্যাগ করি প্রভু করহ শ্রবণ।
দন্তে তৃণ ধরি করো এই নিবেদন॥
বুঁধাই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে করিয়া।
সম্পূর্ণ করিলাঙ গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের দাস।
তার দাসের দাস এ যদুনাথ দাস॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ।
শ্রী মুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ॥
শ্রীমতী স্বগণে গ্রন্থ করে আস্বাদন।
পুলকে পূর্ণিত দেহ অশ্রু অলঙন॥
পুন শ্রীমতী কহে মস্তকে পদ দিয়া।
[১]কহিতে লাগিলা কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
মোর কর্ণ তৃপ্ত কৈলা গ্রন্থ শুনাইয়া[১]
৫৭ (খ) শ্রবণ পরশে মোর জুড়াইল হিয়া॥
শুন শুন অহে পুত্র কহিয়ে তোমারে।
বড়ই আনন্দ মোর যাহা শুনিবারে॥
কবিরাজের গণ আর চক্রবর্তীর গণ।
ব্যবস্থা করিয়া মোরে করাহ শ্রবণ॥
তবে মুঞি প্রভু পদে করিয়া বিনতি।
ভূমিতে পড়িয়া পদে কৈল বহু স্তুতি॥

১-১ চরণ দুইটি বঃ পুঃ সং পুঁথিতে :১৯ হইতে গৃহীত।

প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি আনন্দিত মন।
লিখিয়ে প্রভুর আজ্ঞা করিতে পালন॥
অষ্ট কবিরাজ আর চক্রবর্তী ছয়।
পৃথিবীতে ব্যক্ত ইহা সবেই জানয়॥
প্রধান অষ্ট কবিরাজ করিয়ে বর্ণন।
পশ্চাতে কহিব অন্য কবিরাজের গণ॥
কবিরাজের জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ।
ব্যক্ত হইয়া আছে যিহো জগতের মাঝ॥
তাহার অনুজ শ্রী কবিরাজ গোবিন্দ।
যাহার চরিত্র রসে জগৎ আনন্দ॥
তবে শ্রী কর্ণপুর কবিরাজ ঠাকুর।
বর্ণিয়াছেন প্রভুর গুণ করিয়া প্রচুর॥
তবে কহি শ্রী নৃসিংহ কবিরাজ ঠাকুর।
ভজন প্রবল যার চরিত্র মধুর॥
শ্রীভগবান কবিরাজ মধুর আশয়।
প্রভু পদ বিনু যিহোঁ অন্য না জানয়॥
শ্রী বল্লবীদাস কবিরাজ বড় শুদ্ধচিত্ত।
প্রভু পদ সেবা বিনু নাহি আর কৃত্য॥
শ্রীগোপী রমণ কবিরাজ ঠাকুর।
বড়ই আনন্দময় গুণের প্রচুর॥
তবে কহি কবিরাজ শ্রী গোকুলানন্দ
নিরন্তর ভাবে যিহোঁ প্রভু পদদ্বন্দ্ব॥
এই অষ্ট কবিরাজের করিল বর্ণন।
৫৮ (*) অপর কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ।
প্রভু পাদপদ্মে যিহোঁ হয় মত্ত ভৃঙ্গ॥

---

* ৫৮ ক-খ পত্র ব: ন: গ্র: ম: ২২৮৯৫ পুঁথিতে নাই। এই পত্র ব: পু: সং পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীবাসুদেব কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবন দাস।
বৈষ্ণব সেবাতে যার বড়ই উল্লাস॥
আর কহি কবিরাজ দাস বনমালী।
মানস সেবাতে যিঁহো বড় কুতুহলী॥
বড়ই আনন্দ কবিরাজ দুর্গাদাস।
বৈষ্ণবের ভুক্তশেষে বড়ই বিশ্বাস॥
বড়ই রসিক রূপ কবিরাজ ঠাকুর।
সদা অশ্রু বহে যার প্রেমামৃতপূর॥
তাহার সহোদর শ্রী নিমাই কবিরাজ।
প্রভুপদ সেবা বিনু নাহি আর কাজ॥
শ্যাম দাস কবিরাজ তাহার বৈমাত্র।
সুস্নিগ্ধ মূরতি যিঁহো মহা বিজ্ঞ পাত্র॥
শ্রী নারায়ণ কবিরাজ নৃসিংহ সহোদর।
তার গুণ কি কহিব বাক্য অগোচর॥
শ্রী বল্লবী কবিরাজের দুই সহোদর।
প্রভুপদে নিষ্ঠা যার বড়ই তৎপর॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীরাম দাস কবিরাজ ঠাকুর।
হরিনাম রত সদা কৃষ্ণ প্রেম পূর॥
তাহার অনুজ কবিরাজ গোপাল দাস।
বৈষ্ণব সেবাতে যার বড়ই বিশ্বাস॥
উনবিংশতি কবিরাজের করিল বর্ণন।
ইহা সবার স্মরণ মাত্র প্রেম উদ্দীপন॥
তবে কহি শুন এই চক্রবর্তীর গণ।
প্রধান ছয় কহি আগে করহ শ্রবণ॥
চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ যিঁহো শ্রীগোবিন্দ নাম।
কি কহিব তার কথা সব অনুপম॥
কায় মনো বাক্যেতে প্রভুর করে সেবা।
প্রভুপদ বিনা যিঁহো জানে দেবী দেবা॥

৫৮ (খ)

প্রভুর শ্যালক দুই কহি তোমা স্থান।
পরম বৈষ্ণব দুই ভজন সম্পূর্ণ ॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্যাম দাস চক্রবর্তী ঠাকুর।
বড়ই প্রসিদ্ধ যিহোঁ রসেতে প্রচুর ॥
রামচন্দ্র চক্রবর্তী ঠাকুর কনিষ্ঠ।
যাহার ভজন দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট ॥
তবে কহি শুন এবে চক্রবর্তী ব্যাস।
সদাই আনন্দে রহে বিষ্ণুপুরে বাস ॥
আর কহি চক্রবর্তী রাম কৃষ্ণ ঠাকুর।
সদাই আনন্দ মন চরিত্র মধুর ॥
তবে কহি চক্রবর্তী শ্রীগোকুলানন্দ।
বৈষ্ণব সেবাতে যিহোঁ রহেন স্বচ্ছন্দ ॥
এই ছয় চক্রবর্তী করিলা শ্রবণ।
অপর কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন ॥
মহারাজ চক্রবর্তী শ্রীবীর হাম্বীর।
প্রভু পদে নিষ্ঠা যার মহাভক্ত ধীর ॥
মহা গুণবন্ত শ্রীল দাস চক্রবর্তী।
হরিনাম জিহ্বা যার সদা থাকে স্ফূর্তি
আর ভক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়।
তাহার অনন্ত গুণ কহিল না হয় ॥
আর ভক্ত চক্রবর্তী শ্রীরাধা বল্লভ।
নাম পরায়ণ যিহোঁ জগতে দুর্লভ ॥
আর ভক্ত শ্রীল রূপঘটক চক্রবর্তী।
রাধা কৃষ্ণ লীলা রস সদা যার স্ফূর্তি ॥
আর ভক্ত চক্রবর্তী ঠাকুরের ঠাকুর।
প্রভু পদে দৃঢ় রতি গুণের প্রচুর ॥
দ্বাদশ চক্রবর্তী এই কহিল প্রকাশ।
যা সবার নামমৃতে প্রেমের উল্লাস ॥

এই সব ভাগবতের বন্দিয়া চরণ।
পরম আনন্দে প্রভু করিলা শ্রবণ॥
শুনিয়াত শ্রীমতীর মনের আনন্দ।
যথার্থ গ্রন্থ এই মোর কর্ণানন্দ॥
৫৯ (ক) শ্রীমতীর আজ্ঞা মুঞি লইয়া মস্তকে।
পরানন্দে কর্ণানন্দ লিখিল পুস্তকে॥
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস।
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরামিল ধাতা॥
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয় বিলাস।
কর্ণানন্দ কথা কহে যদুনাথ দাসে॥

ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীআচার্য্য প্রভুর প্রতিজ্ঞা শ্রীরাম চন্দ্রাদি কবিরাজ চক্রবর্ত্তী বর্ণনাদি বর্ণনং নাম ষষ্ঠ নির্য্যাস।

॥ সপ্তম নির্য্যাস ॥

জয় জয় মহাপ্রভু পতিতের ত্রাণ।
জয় শ্রীনিত্যানন্দ করুণা নিধান॥
জয় জয় সীতা নাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর কিঙ্কর॥
জয় জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর।
জয় জয় রামানন্দ রসের আকর॥
জয় জয় সনাতন পতিত পাবন।
জয় জয় শ্রীগোপাল ভট্টের চরণ॥
জয় শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট শ্রীদাস গোসাঞি।
জয় জয় সদা শ্রীজীব গোসাঞি॥

জয় শ্রী আচার্য্য প্রভু করুণা সাগর।
জয় জয় রামচন্দ্র দুই সহোদর॥
জয় শ্রী বৈষ্ণব গোসাঞি পতিত পাবন।
দন্তে তৃণ করি মাগো দেহ এই ধন॥
শ্রী আচার্য্য প্রভুর পদ প্রাপ্তির লালসে।
কৃপা করি পূর্ণ করো এই অভিলাসে॥
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
পরম পবিত্র কথা করহ শ্রবণ॥
গ্রন্থ শুনি প্রভু তবে প্রসন্ন হইয়া।
অনেক করিলা কৃপা আদ্রচিত্ত হইয়া॥
শুন শুন অহে পুত্র আমি কহিয়ে তোমারে।
মোর প্রভুর পদ স্ফূর্তি তোমার অন্তরে॥
৫৯ (খ). তবে শ্রীমতীর দুটি চরণ ধরিয়া।
বহু প্রণমিল মুঞি ভূমি লোটাইয়া॥
শুন শুন প্রভু মোর দয়া কর মোরে।
বড়ই সন্দেহ মোর আছয়ে অন্তরে॥
কৃপা করি কর যদি সন্দেহ ছেদন।
শ্রীমুখের বাক্য শুনি জুড়ায়ে শ্রবণ॥
প্রভু কহেন কি সন্দেহ কহ দেখি শুনি।
তবে মুঞি প্রভু পদে কহিলাম বাণী॥
প্রভুর চরিত্র কথা জাহ্নবী আদেশে।
রচিলেন প্রেমবিলাস নিত্যানন্দ দাসে॥
গ্রন্থ লইয়া প্রভু যবে আইলা গৌড় দেশে।
তাহাতেই এই বাক্য লেখিলা বিশেষে॥
গ্রন্থ চুরি কথা এই গোস্বামী শুনিয়া।
বড়ই উদ্বেগ যে গোস্বামীর হিয়া॥
শ্রীকুণ্ড নিকটে তবে শ্রীদাস গোসাঞি।
শ্রী কবিরাজ গোসাঞি আইলা তথাই॥

এসব প্রসঙ্গ কথা তিহোঁ যে শুনিয়া।
উছলি পড়িলা যাই শ্রীকুণ্ডেতে যাইয়া॥
বড়ই উদ্বেগচিত্তে ধৈর্য্য নাহি রয়।
হায় হায় হেন দুঃখ সহনে না যায়॥
শ্রীদাস গোস্বামী আগে তিহোঁ দেহত্যাগ কৈল।
ইহা শুনি চিত্তে মোর সন্দেহ জন্মিল॥
শ্রীকবিরাজ গোস্বাই লিখিলা পুস্তকে।
একে একে তাহা আমি দেখিল প্রত্যেকে॥
'ভূয়াৎ শ্রী রঘুনাথ দাস' এইত লিখিল।
বড়ই সন্দেহ মোর নিবেদন কৈল॥
রঘুনাথ অপ্রকট কবিরাজ আগে।
সূচকেতে এই কথা লিখিলা মহাভাগে॥
কবিরাজ অপ্রকট আগে রঘুনাথে।
কবে সে হইব গোসাঞি নউনের পথে॥
এই বাক্য কবিরাজ প্রতি শ্লোকে কয়।*

৬০ (ক) [১]বড়ই সন্দেহ পদে কৈলা নিবেদন।
কৃপা করি কর প্রভু সন্দেহ ছেদন॥
শুনি ঠাকুরাণী বড় হরিষ অন্তরে।
কহিতে লাগিলা তবে বচন মধুরে॥
শুন পুত্র পূর্ব্বে প্রভু মুখেতে শুনিল।
এই কথা রামচন্দ্র প্রভুকে জিজ্ঞাসিল।
তার প্রত্যুত্তর প্রভু যে বা কিছু দিল
তাহা শুনি রামচন্দ্র সুখ বড় পাইল॥
নিকটে আসিয়া আমি শুনিল যে কথা।
সেই সব কথা তোমায় কহিয়ে সর্ব্বদা॥
প্রভু কহে রামচন্দ্র কহিয়ে বচন।
কহি যে আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রবণ॥

*৬০ ক-খ প-ঐ সংখ্যা ২২৮৯৫ সংখ্যক বঃ নঃ প্রঃ সঃ পুঁথিতে নাই।
১-১ ৬০ ক-খ পত্র বঃ পুঃ সং হইতে উদ্ধৃত।

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
গোস্বামী প্রতিষ্ঠা এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
প্রতিজ্ঞা যে কৈল তাহা অন্যথা না হয়॥
শ্রীরূপ বিচ্ছেদে গোসাঞি কাতর অন্তরে।
অন্ধ প্রায় রহিলেন রাধাকুণ্ড তীরে॥
বড়ই বিয়োগে গোসাঞি কাতর অন্তর।
কিরূপে দেহ ত্যাগ ভাবে নিরন্তর॥
হেন কালে গ্রন্থ চুরির বারতা শুনিয়া।
বড়ই বিষাদে ওঠে রোদন করিয়া॥
হায় হায় কি হইল বড়ই প্রমাদে।
এই বাক্য বার বার কহয়ে বিষাদে॥
তবে সেই গোস্বামী ধৈর্য্য ধরিতে নারিয়া।
রঘুনাথের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া॥
সিদ্ধ দেহ প্রাপ্তি যেন হইল তাহার।
দাস গোস্বামীর চিত্তে দুঃখ যে অপার॥
এই মতে যত রাধাকুণ্ড বাসী লোকে।
সবাকার চিত্তে অতি বাড়ি গেল শোকে॥

৬০ (খ)

তবে রূপ সনাতন দুই সহোদর।
চিন্তিত হইল বড় মনের ভিতর॥
রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় জানিয়া।
দুই গোস্বামী কহেন কবিরাজের ডাকিয়া॥
ইহা লাগি জগৎ গুরু প্রভুর লিখন।
শ্রীনিবাসে সমর্পিবে গ্রন্থ মহাধন॥
ভবিষ্য চৈতন্য গোসাঞি ইহার লাগিয়া।
গ্রন্থ প্রকাশিলা মোরে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
গৌড়ে বিতরণ হেতু শক্তি শ্রীনিবাসে।
এই হেতু মহাপ্রভুর হইয়াছে আদেশে॥

সর্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভুর আজ্ঞা বলবান।
কাহার শকতি আছে করিবারে আন ॥
বৃথা শোকে দেহ ত্যাগ কেন কর তুমি।
গ্রন্থ প্রাপ্তি হবে ইহা কহিলাম আমি ॥
রঘুনাথের সেবা তুমি কথো দিন কর।
পুনশ্চ আসিবে মোর যূথের ভিতর ॥
দুই সহোদরে আজ্ঞামৃত করি পান।
পুন কবিরাজ দেহে হইল চেতন ॥
আজ্ঞা দিলা গগনেতে যত দেবগণ।
কবিরাজের প্রাপ্তি দেখি ভাবে ঘন ঘন ॥
রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা ইহা লঙ্ঘন কিমতে।
সকলে মিলিয়া ইহা চিন্তে অবিরতে ॥
পাষাণের রেখা যেন গোস্বামীর লিখন।
খণ্ডন করিতে তাহা আছে কার ক্ষম ॥

তথাহি ॥ স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৯ শ্লোকে ॥

ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশন বসন পত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ
বসামীশাকুণ্ডে গিরিবর কুলেচৈব সময়ে
মরিষ্যেতু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥ ইত্যাদি ॥

ব্রজোদ্ভব ক্ষীর এই আমার ভোজন।
ব্রজ বৃক্ষ পত্র এই আমার বসন ॥
৬১ (ক) ইহাতে নির্ব্বাহ হয় দম্ভ দূর করি।
শ্রীকুণ্ডে রহিয়া কিবা গোবর্দ্ধন গিরি ॥
নিশ্চয় মরণ মোর রাধাকুণ্ড তীরে।
সুদৃঢ় নিয়মন এই বড়ই দুষ্করে ॥
শ্রীল জীব রহিবেন আমার অগ্রেতে।
শ্রীকৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথে ॥

এই জানি দৈব বাণী হৈল আচম্বিতে।
শুনিলেন ইহা সবে আপন কর্ণেতে॥
শুন শুন কবিরাজ কহিয়ে তোমারে।
গ্রন্থ প্রাপ্তি বার্ত্তা তুমি পাইবা অচিরে॥
দুই সহোদর আর দেবের বচনে।
শুনিলেন কবিরাজ আপন শ্রবণে॥
সাধক সিদ্ধ দেহ এই দুই এক যোগে।
সাধক দেহে পুন প্রাপ্তি হইলা মহাভাগে॥
ইহার প্রমাণ কহি শুন এক চিত্তে।
ব্যক্ত করি লিখিলেন চরিতামৃতে॥
অন্তর্দশায় মহাপ্রভুর জল কেলি লীলা।
দেখিয়াত সেই ভাবে আবিষ্ট হইলা॥
যমুনাতে জল কেলি সখীগণ সঙ্গে।
তীরে রহি দেখে প্রভু প্রেমের তরঙ্গে॥
এথা স্বরূপাদি সবে বোলে অন্বেষিয়া।
জালুয়ার মুখে শুনি পাইল আসিয়া॥
মৃত প্রায় দেখি প্রভুকে কাতর হইলা।
স্বরূপাদি সবে তবে চিন্তিতে লাগিলা॥
উচ্চ করি হরি ধ্বনি কহে প্রভুর কানে।
শুনিয়াত মহাপ্রভু পাইলা চেতনে॥
অন্তর্দশা বাহ্যদশা তাহার প্রমাণ।
এই মত কবিরাজের জানিব বিধান॥
সিদ্ধ হৈঞা সাধক যিহো কি ইহার বিস্ময়
প্রাকৃতে এসব কার্য্য কভু অন্য নয়॥
অতএব সব কথা বড়ই দুর্গম।
যথার্থ দুর্গম এই রঘুনাথ নিয়ম॥

৬১ (খ) প্রেম বিলাসে ইহা না কৈল প্রকাশে।
প্রথমে লেখিলা কিছু না লেখিলে শেষে॥

ইহা শুনি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে।
দণ্ডবৎ হয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
প্রভু নিজ পদ তার মস্তকেতে দিয়া।
হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন কৈল উঠাইয়া॥
প্রভু কহে শুন রামচন্দ্র কবিরাজ।
এই সব কথা রাখ হৃদয়ের মাঝ॥
তবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পদ ধরি।
কহিতে লাগিলা কিছু বচন মাধুরী॥
আমার সাদৃশ্য তুমি সর্ব গুণ ধর।
মোর মনবেগু তুমি বিদিত সংসার॥
তুমি বিনা অন্য না জানে কদাচিৎ।
তুমি মোর প্রাণ ইহা কহিলাম নিশ্চিত॥
মোর গণে তোমার মত যে বা করিব যাজন।
সেই সে হউক আমার কৃপার ভাজন॥
শ্রদ্ধা করি এই প্রসঙ্গ যেই জন শুনে।
সেই ভাগ্যবান পায় প্রেম মহাধনে॥
শ্রীরূপের অদ্বিতীয় দেহ যেই রঘুনাথ।
শুনিয়াত রামচন্দ্র মানিলা কৃতার্থ॥
এ সব প্রসঙ্গ আমি যে কিছু শুনিলা।
অল্লাক্ষরে সেই কথা তোমারে কহিলা॥
নিজ সিদ্ধ যেই তাহা ইথে কি বিচিত্র।
কর্ণ রসায়ণ এই পরম পবিত্র॥
শ্রীমতীর মুখে বাক্য এতেক শুনিয়া।
প্রাণ জুড়াইল মোর শ্রবণ করিয়া॥
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
সন্দেহ ঘুচিল মোর করি আস্বাদন॥
শ্রীমদীশ্বরী মুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাইয়া।
প্রাণ রক্ষা হইল মোর পরসন্ন হিয়া॥

এইত কহিল মোর সন্দেহ ছেদন।
কুতর্ক ছাড়িয়া সদা কর আস্বাদন॥
৬২ পত্র শ্রীআচার্য্য প্রভুর গণে কোটি পরণাম।
কৃপা করি পূর্ণ কর মোর মনস্কাম॥
তোমা সভা কৃপা হইতে সর্ব সিদ্ধি হয়।
অনায়াসে প্রেম ভক্তি তাহারে মিলয়॥
শ্রীরূপ সপার্ষদ প্রাপ্তি অভিলাষে।
যেই জন শুনে ইহা পরম লালসে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু স্বগণ সহিতে।
বাঞ্ছা পূর্ণ কর সবে প্রসন্ন চিত্তেতে॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু পদ প্রাপ্তির লালসে।
কৃপা করি পূর্ণ কর এই অভিলাষে॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম কল্পবল্লী কি বা নিরমিল ধাতা॥
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাসে।
কর্ণানন্দ কথা কহে যদুনাথ দাসে॥

ইতি শ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থ সম্পূর্ণ। যথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখিকো দোষ নাস্তিকং ভিমসেন রণে ভঙ্গ মণিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরাঙ্গ দয়া কর। এই গ্রন্থ শ্রীরূপ কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসজীর লিখিতং শ্রীকৃষ্ণমোহন গ্রন্থ আরম্ভ সন ১২১৪ সালে মহাপৌষে মোকাম কলিকাতাতে গ্রন্থ সমাধা। সন ১২১৫ সালে তারিখ ১৩ মাঘ মোকাম পাটনার বাসাতে দেড় প্রহর বেলার সময় সমাপ্ত গ্রন্থ ইতি॥

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত

অনুবাদক

যদুনন্দন দাস

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত

১) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
গায়য়ে গৌরাঙ্গ গুণ মজাইয়া চিত।
বড় অপরূপ হয় গৌরাঙ্গ চরিত॥

তথাহি॥ স্তমস্তং চৈতন্যাকৃতি মতি বিমর্য্যাদ পরমাদ্ভুতৌদার্য্যং
বর্য্যং ব্রজপতি কুমারং রসয়িতুং। বি
বিশুদ্ধ স্বপ্রেমোন্মাদ মধুর পীযুষ লহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ নবদ্বীপ প্রকটং॥ ১॥

অন্যার্থ॥ চৈতন্য আকৃতি যেই ব্রজ পতি সুত।
উদয় করিল প্রেমভক্তি অদ্ভুত॥
যেই ধর্ম্মদার সার।
বিশুদ্ধ আপন প্রেম অমৃত বিথার॥
আপনি মাতিয়া মাতাইলে ত্রিভুবনে।
নদীয়া প্রকটি যেই তারিলো ভুবনে॥
তার পাদ পদ্মে করি অনেক স্তবন।
নিরবধি রহে যেন সেই পদে মন॥

তথাহি॥ সর্ব্বৈ রাম্নায় চূড়ামনিভিরপি ন সংলক্ষ্যতে যৎস্বরূপং
শ্রীশ ব্রহ্মাদ্য গম্যা সুমধুর পদবী কাপি যস্যাতিরম্যা।
যেনাকস্মাজগ্যাং শ্রীহরি রস মদিরামত্তমেতদ্ব্যধারি
শ্রীমচ্চৈতন্য চন্দ্রঃ স কিমু মম গিরাং গোচরশ্চেত সোবা॥ ২॥
সর্ব্বদেব চূড়া মণি জাননে যায়
বিষ্ণৌ শিব শেষ আদি যে পদধিয়ায়
হেন যে মাধুর্য্যময় রূপগুণ যার।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্র নাম সর্ব্ব রস সার॥
অকস্মাৎ কলিকালে জগতে আসিয়া।
মাতাইল ক্ষিতি কৃষ্ণ রস মধু দিয়া॥

হেন প্রভু চৈতন্ত মন বাচ্যের গোচর।
কেমনে হইবো মোর এভয় অন্তর॥

২ (ক) তথাহি॥ ধর্ম্মে নিষ্টাং দধদনুপমাং বিষ্ণু-ভক্তি গরিষ্টাং
সংবিভ্রণৌ দধদিহ হি হ্রতিষ্ঠতী বাশ্নসারং;
নীচো গোম্নাদপি জগদহো প্লাবয়ত্যশ্রুপূবৈঃ
কো বা জানাত্যইহ গহনং হেমগৌরাঙ্গ রঙ্গং॥ ৩॥

অস্যার্থ॥ হহো কি বলিবো আর মায়ার বৈভব।
দেখিলেহ নাহি দেখে বহি মুখ সব॥
কৃষ্ণ ভক্তি ধর্ম্ম নিষ্ঠা যেই দেখ হইলো।
আমার ছাড়িয়া সব সার বস্তু দিলো॥
পতিত দুর্গতি নিচ সভারে তারিলো।
নিজ অশ্রুজলে সব ভুবন সিঞ্চিল॥
হেন গৌর প্রভুর রঙ্গ কে বুঝিতে পারে।
কখন কি লাগি প্রভু কি ধর্ম্ম আচরে॥ ৩॥

তথাহি॥ অকস্মাত প্রায়ং হৃদপি নবনিত্যাইতম
মভু লিলাং যস্মি লোকে হবতরতি স গৌর মমগতিঃ॥ ৪॥ *

অস্যার্থ॥ গৌরচন্দ্র ক্ষিতি তলে অবতীর্ণ হৈলো।
অকস্মাৎ নামা বলি আইলা পৃথিবীতে॥
মহামায়া পাপ পুঞ্জ করিয়া
কৃপা করি গৌর প্রভু নাম সঞ্চারিলা।
নবনিত হেনচিত্ত কোমল করিল।

তথাহি॥ ন যোগোন ধ্যানং নচ জপতপস্ত্যাগ নিয়মা
ন বেদা নাচারঃ ক খু বত নিষিদ্ধাদ্যুপরতিঃ।
অকস্মাচ্চৈতণ্যেহবতরতি দয়া সাগর হৃদয়ে
পুমার্থানাং মৌলিং পরমিহ মুদা লুণ্ঠতিজনঃ॥ ৬॥

* কঃ বিঃ ৬১১৪ সংখ্যক পুঁথিতে ৪র্থ শ্লোক অলিখিত।

অন্বার্থ ॥ ধ্যান নাহি যার জপতপ আর
নাহি যোগ নিয়ম নাহিক বেদাচার ॥
পাপকর্ম্মে সর্বকাল মজাইয়া মন।
আছয়ে সংসার মাঝে হঞা নিমগন ॥
কৃপায় চৈতন্য যবে অবতার কৈল।
পুরুষার্থ শিরোমণি এ রস লুটৈল ॥ ৬ ॥

তথাহি ॥ (২খ) যন্নাপ্তং কর্মনিষ্ঠৈর্নচ সমধিগতং যত্তপোধ্যান যোগে
বৈরাগ্যেস্ত্যাগতত্ত্ব স্তুতিভিরপিন যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দ প্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং ত-
ন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরং ॥ ৭ ॥

অন্বার্থ। ধ্যান যোগ কর্ম্ম নিষ্ঠা বৈরাগ্য কারণে-
জ্ঞান স্থিতি বেদ আদি যে জন না জানে ॥
হেন কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি মহিমা অপার।
পরম রহস্য কথা করিল প্রচার ॥
সেই গৌর চন্দ্র আমি করিয়ে বন্দন।
যাহার করুণায় হয় বন্ধ বিমোচন ॥ ৭ ॥

তথাহি ॥ ধিগস্তুব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান জড়মতীন
ক্রিয়াশক্তান্ ধিগ্ধিগ্বিকটতপসো ধিক চ যমিনঃ।
বিমেতান্ শেচোমো বিষয় রসমত্তান্নর পশু-
ন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বার্থ ॥ ধিক ব্রহ্ম জ্ঞানি সব জড় মতি হয়
ধিক্ ধিক্ কর্ম্মাশক্ত জনের বিষয় ॥
ধিক বিকট তপ করে যেবা জন।
ক্রিয়া শক্ত নরপশু গণ।
প্রকট গৌরাঙ্গ নাহি ভজে যেই জন ॥
গৌর মধুরস দেখয়ে কৃষ্ণ ভক্ত সব।
তাহা ছাড়ি সদা পান করে অন্য রস ॥

তথাহি ॥ বধ্নন্ প্রেমভর প্রকম্পিত করো গ্রন্থীন কটী ডোরকৈঃ
সংখ্যাতুং নিজ লোক মঙ্গল হরেকৃষ্ণেতি নামাং জপন।
অশ্রু স্নাতমুখঃ স্বমেব হি জগন্নাথং দিদৃক্ষুগতা
য়াতৈ গৌরতনু বিলোচন মুদং তনুম্ হরিঃ পাতুঃ বঃ ॥ ৯ ॥

৩ (ক) গৌর বর্ণ তনু হরি সন্ন্যাসির বেশে।
হরেকৃষ্ণ নাম জপে পরম আবেশে ॥
হস্তে জাপ্য করে গ্রন্থী বাধে করি জোরে
অশ্রু জলে শ্রুতি মুখ কাঁপে প্রেম ভরে ॥
জগন্নাথ দেখিবারে গতায়ত করে।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দ অন্তরে ॥ ৯ ॥

তথাহি ॥ পাষাণঃ পরিসিঞ্চিতাঽমৃতরসৈনৈবাঙ্কুরঃ সম্ভবেৎ
লাঙ্গুলং সরমাপতের্বিবৃণতঃ স্যাদস্য নৈবার্জ্জবং।
হস্তাবুন্নয়তা বুধাঃ কথমহো ধায্যং বিধোর্মণ্ডলং
সর্ব্বং সাধন মস্ত গৌরকরুণাভাবেন ভাবোৎসবঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থ ॥ পাষাণে অঙ্কুর নহে অমৃত সিঞ্চনে
ঋজু নহে শ্বলাঙ্গুল নব নিমর্দ্দনে ॥
বামুন হঞা চান্দ চাহোকি ধরিতে
সব হয় গৌরব ভাব করুণা ভাবিতে ॥ ১০ ॥

তথাহি ॥ সৌন্দর্য্যে কাম কোটি সকল জন সমাহ্লাদহো চন্দ্র কোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোর্টি স্ত্রিদশ বিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেহ ম্ভোধি কোটি র্মাধুরি মপি সুধাক্ষীর মাধ্বীক কোটি
গৌরদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রস্পদে দর্শিতাশ্চ কোটিঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থ ॥ কোটি কাম জিনি তনু অতি মনোহর।
কোটি চন্দ্র সুশীতল ক্ষিতি তাপ হরে ॥
কোটি কোটি মাতাসম বাৎসল্য আলয়।
কোটি কল্পতরু সমদাতা রসময় ॥

(৩খ) গাম্ভির্য্য সমুদ্র কোটি গাম্ভিরতা যার
মাধুর্য্য মধুর সুধা ক্ষীর কোটি সার ॥
প্রণয় রসের পদ দর্শন প্রকাশ।
পরম আচার্য্য কোটি বিবিধ বিলাস ॥
সেই গৌর চন্দ্র পদে প্রণাম আমার।
করুণাতে পুরতর হৃদয় যাহার ॥ ১১ ॥

তথাহি ॥ প্রেমানামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণ পথ গতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবন বিপিন মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরস চমৎকার মাধুর্য্য সীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরম করুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥ ১২ ॥

অস্যার্থ ॥ প্রেম নাম অদ্ভুত অর্থের সঞ্চার।
কেবা হেন আছে যেই জানে অর্থ তার ॥
বৃন্দাবন নাম মহামাধুরী অশেষ।
কেবা বেক্তা হয় তার কে জানে উদ্দেশ ॥
রাধা নাম জানাইতে মাধুর্য্যের সীমা।
সকল প্রকট কৈলা চৈতন্য করুণা ॥ ১২ ॥

অথ প্রণামঃ ॥

তথাহি ॥ নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটি চন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থ ॥ কোটি চন্দ্র হাস্যমুখ হাস্য চন্দ্রময়।
প্রেমানন্দ সমুদ্রের চন্দ্রের সময় ॥
সেই গৌরচন্দ্র পদে প্রণতি অপার।
সদা চিত্ত রহে যেন চরণে তাঁহার ॥ ১৩ ॥

তথাহি ॥ য শ্চৈবপদাম্বুজভক্তি লভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরম পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রাঃ নমোনমস্তে ॥ ১৪ ॥

*৪ (খ) অস্যার্থ॥ যার পদাম্বুজে ভক্তি পুরুষার্থ সার।
প্রেম ভক্তি মিলে যেই সর্ব্ব রস সার॥
জগজ্জনমঙ্গলের মঙ্গল চৈতন্য।
যে জন ভজয়ে তারে সেই জন ধন্য॥

তথাহি॥ দধন্মূর্দ্ধ্নির্দ্ধমুকুলিত করাম্ভোজযুগলং
গলন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত মৃদুর্গণ্ডস্থলযুগং।
দুকুলেনাবীতং নবকমল কিঞ্জল্করুচিনা
পরং জ্যোতি গৌরং কনক রুচিগৌরং প্রণমত॥ ১৫॥

অস্যার্থ॥ মুকলিত কর পদ্ম ধরিঞা মস্তকে।
প্রফুল্লিত শ্রী।চৈতন্য অত্যন্ত পুলকে॥
মৃদু গণ্ডস্থল নেত্রজলে স্নান কৈল।
কমল কিঞ্জক রসে সকলি তিতিল॥
মহাজ্যোতি গৌর তনু হেমরুচি যাতে।
প্রণমহ তাহার চরণ-অম্বুজে॥ ১৫॥

অথাশীর্ব্বাদঃ॥

তথাহি॥ সিংহস্কন্ধ মধুর মধুর স্মের গণ্ডস্থলান্তং
দুর্ব্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বল রসময়াশ্চর্য্য নানা বিকারং।
বিভ্রৎ কান্তিং বিকচ কণকাম্ভোজগর্ব্বাভিরামা
মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য॥ ১৬॥

অস্যার্থ॥ সিংহস্কন্ধ হাস্যগণ্ড স্থলান্তমধুর।
দুর্গম উজ্জল রস বিকার্য্য প্রচুর॥
বিকচ কনকপথ গর্ব্ব হরে অঙ্গ।
অনুক্ষণ বহে তনু লাবণ্য তরঙ্গ॥
রাধিকা মাধব দোহে হৈঞা এক ঠাই।
পৃথিবীতে বিলসই প্রেম অবগাই॥ ১৬॥

---

* (ক) অলিখিত—

তথাহি ॥ পূর্ণ প্রেমরসামৃতাব্ধিলহরী লোলাঙ্গগৌরচ্ছটা
কোট্যাচ্ছাদিতবিশ্বমীশ্বর বিধিব্যাসাদিভিঃ সংস্তুতং।
৫ (ক) দুর্লক্ষ্যাং শ্রুতি কোটিভিঃ প্রকটয়েন্মূর্ত্তি জগন্মোহিনী-
মাশ্চর্য্যং লবণোদরোধসি পরং ব্রহ্ম স্বয়ং নৃত্যেতি ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থ ॥ পূর্ণ প্রেম রসামৃত সমুদ্র লহরি
লোলাঙ্গ গৌরছটা অতি সুমাধুরী ॥
কোটিবিশ্ব আচ্ছাদয়ে তেজের বৈভবে।
ব্রহ্মা শিব শেষ ব্যাস যারে করে স্তবে ॥
কোটি বেদে অন্ত যার করিতে না পারে।
প্রকট আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ক্ষিতি মনোহরে ॥ ১৭ ॥

তথাহি ॥ উদ্দাম দামনকদামগণাভিরাম
মারামরামমবিরামগৃহীত নাম।
কারুণ্য ধাম কনকোজ্জল গৌর ধাম
চৈতন্য নাম পরমং কলয়াম ধাম ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থ ॥ দামনক মালা গলে সম্মগৌরধাম
হরিহরি নাম সদা যপে অবিরাম ॥
কেবল কেবোল করুণাধাম চৈতন্য গোসাঞি
সেই পদরেণু মোর অন্য গতি নাহি আর ॥ ১৮ ॥

তথাহি ॥ অবতীর্ণে গৌর চন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেম সাগরে।
সুপ্রকাশিত রত্নাঘে যো দীনো দীন এব সঃ ॥ ১৯ ॥
*অবতীর্ণে গৌর চন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেম সাগরে।
যেন মজ্জন্তি তেমহানর্থ সাগরে ॥*

৫ (খ) অস্যার্থ ॥ অবতীর্ণ হইয়া গৌর অবনিমণ্ডলে
প্রেমের সাগর বিস্তারিলো

* ৬৩৬৫ সং অনুবাদ গ্রন্থে এই দুই চরণ নাই। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত চৈতন্য-চন্দ্রামৃতের শ্লোক সহ সঙ্কলিত গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত;

প্রেম বলে কত কত ভাব রত্ন তাহে প্রকাশিল।
ইথে যেই দীন সেই সব দীনেরে নিস্তারিলো ॥ ১৯ ॥

তথাহি ॥ শ্রবণ খনন সংকীর্তনাদি ভক্ত্যা মুরারেযদি পরমপুমর্থং সাধয়েৎ কোঽপি ভদ্রং।
মমতু পরমপারপ্রেম পীযুষসিন্ধোঃ
কিমপিরস রহস্যং গৌরধাম্নোনমস্তং ॥

অস্যার্থ ॥ শ্রবণ মনন আর কীর্তন ভকতি
কৃষ্ণের করিল কেহো অনেক স্তুতি ॥
যেকরু সেকরু গৌর প্রভু কৃপা বিনা।
রহস্য প্রেমের সিন্ধু কে পাইবে সীমা ॥ ২০ ॥

তথাহি ॥ নিষ্ঠা প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি লৌকিকী বৈদিকী যথা
যাবা লজ্জা প্রহসন মুদ্গাননাট্যোৎসবেষু।
যে বাভূবন্নহ সহজ প্রাণদেহার্থ ধর্ম্ম।
গৈরশ্চৌরঃ সকলমহরং কোঽপি মে তীব্রবীর্য্য ॥ ২১ ॥

অস্যার্থ ॥ প্রসারিত মহাপ্রেম পিজুষ রস সাগরে।
চৈতন্যচন্দ্র প্রকটে যো দীন দীন × ॥ ২২*

অস্যার্থ ॥ প্রসারিত মহাপ্রেম অমৃত সাগরে।
প্রকট চৈতন্য চন্দ্র অন্ধকার হরে ॥
ইহাতে যেজন দুঃখিত হইয়া রহিল।
কোটি কল্প পর্য্যন্ত তার দুখ না ঘুচিল ॥ ২২ ॥

তথাহি ॥ মহাকর্ম্ম প্রোতো নিপতিতমপি স্থৈর্য্যময়তে
মহা পাষাণেভ্যোঽপ্যতি কঠিন মেতি দ্রবদশাং
৬ (ক) নটত্যুর্দ্ধং নিঃসাধন মপি মহাযোগিমনসাং
ভুবি শ্রীচৈতন্যেঽবতরতি মনশ্চিত্রবিভবে ॥ ২৩ ॥

* ৩৬৪ সংখ্যক কঃ বিঃ পুঁথিতে দুইটি অংশই ২২ সংখ্যা রূপে উল্লিখিত।

অন্বার্থ ॥ মহাকর্ম্মা শ্রোতে যার পতন হইল।
সে সব শ্রোতের পতন মহারুদ্ধ হইল ॥
অত্যন্ত পাষাণ সম যাহার হৃদয়।
তাহা প্রভু দ্রবাইলা হৈয়া দয়াময় ॥
নিসাধনগণ এবে নাচে গৌর গুণে।
সদালোক ভজ গায় সে প্রভুর চরণে ॥ ২৩ ॥

তথাহি ॥ স্ত্রীপুত্রাদি কথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহু র্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জুহুশ্চ যতয় শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা।
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তি যোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রবঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বার্থ ॥ স্ত্রী পুত্রাদি করি যার বিষয় সম্বন্ধ।
শাস্ত্রবিবাদিগণ আর দেবেন্দ্র ॥
সক্লেশ তপস্যা জ্ঞান অভ্যাসদিবিধি।
অজোতি ধর্ম আর নানা কর্ম সিদ্ধি ॥
চৈতন্য কারুণ্য হৈতে সর্ব ধর্ম্মগণ।
অনায়াসে মিলে শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণ সেবন ॥
ভক্তি যোগ সম নহে আর কোন কর্ম।
চৈতন্য কৃপাতে ব্যক্ত সেই ধর্ম মর্ম ॥ ২৪ ॥

৬ (খ) তথাহি ॥ ভাস্বং যত্র মুনীশ্চরৈরপি পুরা যস্মিন ক্ষমা মণ্ডলে।
কস্যাপি প্রবিবেসানৈব ধিষণা যদ্বেদ নোবা শুকঃ ॥
যন্নকাপি কৃপাময়েন চ নিজেপ্যুদঘাটিতং শৌরিণা।
তস্মিন্নুজ্জ্বল ভক্তি বর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়া ॥ ২৫ ॥

অন্বার্থ ॥ পূর্ব্বে মুনি সুর যাহা বুঝিতে নারিল
৬ (খ) পৃথিবীতে কারু বুদ্ধি প্রবেশ না হৈল।
কৃপাময় কৃষ্ণ যাহা নিজ ভক্ত গণে।
কোনখানে না কহিল রহস্য কারণে ॥

হেনকে উজ্জ্বল রস ভক্তি মহা নিধি।
গৌর প্রিয়গণ তাহা খেলে নিরবধি ॥ ২৫ ॥

তথাহি ॥ ঈশং ভজন্ত পুরুষার্থ চতুষ্টয়াপ্য
দাস্য ভবন্ত চ বিহায় হরেরুপাখ্যান।
কিঞ্চিদ্রহস্য পদ লোভিত ধীরহন্ত
চৈতন্য চন্দ্র চরণং শরণং করোমি ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থ ॥ ঈশ্বর ভজনে চারি পুরুষার্থ হয়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এ চারি মিলয় ॥
কেহ দাস হয় চারি পুরুষার্থ ছাড়িয়া।
তথাপিহ ফিরে কৃষ্ণ রহস্যে ভুলিয়া।
(৭ক) তাহা জানি করে যদি লালসা বাঢ়য়।
তৎকাল যাইয়া কর গৌর পাদ্যাশ্রয় ॥ ২৬ ॥

তথাহি ॥ অপ্যগণ্য মহাপুণ্য মনন্য শরণং হরেঃ।
অনুপাসিত চৈতন্যমধনং মন্য তে মতিঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থ ॥ গণনা না যায় এত পুণ্য যার হয়
কৃষ্ণ ভক্তি অনন্যতা যাহার আছয়।
তথাপি চৈতন্য চন্দ্র উপাসনা বিনে।
অধন্য মানিয়ে সেই সকল সাধনে ॥ ২৭ ॥

তথাহি ॥ ভ্রাতঃ কীর্ত্তয় নাম গোকুল পতেরুদ্দামনামাবলীং
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্যমধুরং রূপং জগন্মঙ্গলং
হন্ত প্রেম মহারসোজ্জল পদে নাশাপি তে সম্ভাবৎ
শ্রীচৈতন্য মহপ্রভো যদি কৃপা দৃষ্টি পতেন্ন ত্বয়ি ॥ ২৮

অস্যার্থ ॥ শুন ভাই সুকীর্ত্তন কর কৃষ্ণ নাম
কৃষ্ণের মধুর রূপ সদা কর ধ্যান।
কিন্তু গৌরচন্দ্র কৃপা দৃষ্টি যদি নয়।
প্রেম রসোজ্জল পদ প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ ২৮ ॥

তথাহি ॥ ভূতোবা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্তাপ্রিয়ঃ কোঽপিবা।
সন্দষ্কো ভগবৎ পদাম্বুজরসেনাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে।
তৎ সর্ব্বং নিজভক্তি রূপপরমৈশ্বর্য্যেন বিক্রীড়িতো
গৌরস্তাস্ত কৃপাজৃম্ভিততয়া জানন্তি নির্ম্মাৎসরাঃ ॥ ২৯ ॥

অস্তার্থ ॥ যে কিছু সম্বন্ধ কৃষ্ণ চরণ কমলে
কোন কালে নাহি দেখি জগৎ মণ্ডলে।
(৭খ) এ সব চৈতন্যপদ কৃপা বিজৃম্ভণে
নির্ম্মাৎসরজন জানে কৈল নির্দ্ধারণে ॥ ২৯ ॥

তথাহি ॥ স্বাদং স্বাদং মধুরিমভরং স্বীয়নামাবলীনাং
মাদং মাদং কিমপি বিবশীভূতবিস্রস্তগাত্রঃ
বারম্বারং ব্রজপতি গুণান্ গায়গায়েন্তি জল্পন্
গৌরো দৃষ্টঃ সকৃদপি ন যৈ দুর্ঘটা তেষু ভক্তিঃ ॥ ৩০ ॥

অস্তার্থ ॥ কৃষ্ণ রস মধু গোরা সদা আস্বাদিয়া
অবশ হইয়া পড়ে ঢুলিয়া ঢুলিয়া।
ব্রজ পতি গুণ গাও বোলে বারবার
অবিরাম নয়নে গলয়ে প্রেমধার ॥
হেন গৌর চন্দ্রতনু না দেখিল যেই।
তাহার দুর্ঘট ভক্তি ভক্তি নির্দ্ধারিল এই ॥ ৩০ ॥

তথাহি ॥ অভূদেগহে গেহে তুমুল হরি সঙ্কীর্ত্তন রবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্রুব্যতিকরঃ
অপি স্নেহে স্নেহে পরম মধুরোৎ কর্ম পদবী
দবিয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি ॥ ৩১ ॥

অস্তার্থ ॥ দেখ কলিকালে গৌর অবতার হৈল।
বেদ অগচর কথা ভুবন ভরিল ॥
প্রতি পুরে হরি সংকীর্ত্তন ধ্বনি।
প্রতি দেহে দেহে পুলক গাথনি ॥

প্রতি চক্ষে অশ্রু ধারা অতিশয়।
প্রতি মুখে স্নেহ বাণী মধুর হয় ॥ ৩১ ॥

৮ (ক) তথাহি ॥ জাড্যং কর্ম্মসু কুত্রচিজ্জপ তপো যোগাদিকং কুত্রচি-
দেগাবিন্দার্চ্চন বিক্রিয়ঃ ক্বচিদপি জ্ঞানাভিমানঃ ক্বচিৎ।
শ্রীভক্তিঃ ক্বচিদুজ্জ্বলাপি চ হরের্বাঙ্মাত্র এব স্থিতা
হা চৈতন্য কুতো গতেঽসি পদবী কুত্রাপিতে নেক্ষতে ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থ ॥ মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র করুণা সাগর।
তোমা[১] দেখিয়া প্রভু কাঁদয়ে অন্তর ॥
তোমা বিনে যেবে সেই হৈল বিপরীত।
মায়া রূপ কর্ম্মে কেহ হইল জড়িত ॥
কেহ জপতপ কেহ জাগ আচরয়।
যোগোভ্যাস এবে কেহ যতনে করয় ॥
গোবিন্দ পূজায় কেহ বিকৃত হইল।
অজ্ঞানাভিমানে কেহ মজিয়া রহিল ॥
কৃষ্ণ ভক্তি উজ্জ্বল রস বাক্যে মাত্র হয়।
আমি জানি করি মাত্র কেহো ইহা কয় ॥
তোমার দরশন মাত্র যে ভাব বিকার।
কোথা গেলা ওহে প্রভু করুণা সাগর ॥ ৩২ ॥

তথাহি ॥ বিনা বিজং কিংনাঙ্কুরজননসক্ষোঽপি ন কথং
প্রপঞ্চেনোপঙ্গুর্গিরি শিখরমারোহতি কথং।
যদি শ্রীচৈতন্যে হরিরস ময়াশ্চর্য্যবিভবে-
ঽপ্যভক্তানাং ভাবী কথমপি পরপ্রেম রভসঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থ ॥ যদি গৌরচন্দ্র ভক্তি বিহীন জনেরে।
উপজিব প্রেম রস দুর্গম বেদেরে ॥
৮ (খ) তবে কেন বিজবিনে না হয় অঙ্কুরে।
অন্ধ কেনে না দেখয়ে সকল লোকেরে ॥

১। তোমা'র পরে 'না' অক্ষর থাকলে অর্থ স্পষ্ট হয়।

পঙ্গু কেনে নাহি উঠে পর্ব্বত শিখরে।
অতএব জানিহ গৌর কৃপা না হইলো ইহাকারে ॥ ৩৩ ॥

তথাহি ॥ অকস্মাদেব ত্রিভুবনমাপ্তিতঃ প্লাবিতমভূৎ
মহা প্রেমাম্ভোধেঃ কিমপি রসবন্যাভি রখিলং।
অকস্মাচ্চ দৃষ্টাশ্রুতচর বিকারৈবলমভূ-
চ্চমৎকারঃ কৃষ্ণে কনক রুচি রাজেহবতরতি ॥ ৩৪ ॥

অন্বার্থ ॥ অকস্মাৎ কলি যুগে কৃষ্ণ করুণায়।
হেম বর্ণ অবতীর্ণ প্রেমময় কায় ॥
মহা প্রেমামৃত রস সমুদ্র বন্যায়।
সকল ভুবন প্রেমে ভেসে যায় ॥
না দেখি না শুনি যাহা হেন সেবিকার।
সব অঙ্গে ভাব দেখি লাগে চমৎকার ॥ ৩৪ ॥

অথ লোক শিক্ষা ॥

তথাহি ॥ অরে মূঢ়া গুঢ়াং বিচিনুত হরিভক্তি পদবীং
দবীয়স্যা দৃষ্টাপ্য পরিচিত পূর্ব্বাং মুবিবরৈঃ।
নবিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্লভ্যমিব তৎ
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরচরণং ॥ ৩৫ ॥

অন্বার্থ ॥ অরে মূঢ় লোক ভজ চৈতন্য চরণ।
কৃষ্ণ ভক্তি রস যদি কর অন্বেষণ ॥
পাইবে আশ্চর্য্য প্রেম ভক্তি রসপুর।
মনিন্দ্র দেবিন্দ্র গণের হয় অতি দূর ॥
অবিশ্বাস কর যদি এ সব বচন।
না পাইবে তবে এই প্রেম মহাধন ॥ ৩৫ ॥

১* তথাহি ॥ তাবদব্রহ্মকথা বিমুক্তি পদবী তাবন্ন তিক্তী ভবে
স্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ।
অবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানাবহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্য পদাম্বুজ প্রিয়জনো যাবন্ন দৃশগোচর ॥ ৩৬ ॥

১ * পত্র হইতে শেষ পত্র পর্য্যন্ত ক-খ চিহ্ন বর্জ্জিত ॥

অন্তার্থ ॥ তাবদব্রহ্মা কথামুক্তি পদে শাস্ত্রলোক বেদ-
নানা বাক্যে কলকলি নাহি পরিচ্ছেদ।
তাবৎ করিয়া বাহ্য কথা অনুষ্ঠাপন।
যাবত না দেখি গৌর প্রিয়ের চরণে ॥

তথাহি ॥ সদারঙ্গে নিলাচল শিখর শৃঙ্গে বিলসতো
হরেরেব ভ্রাজন্মুখ কমল ভৃঙ্গে ক্ষণ যুগং।
সমুত্তুঙ্গ প্রেমোন্মদ রসত রঙ্গং মৃগদৃশা-
মনঙ্গ গৌরাঙ্গ স্মরতু গত সঙ্গং মম মনঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্তার্থ ॥ সদারঙ্গ নীলাচল শিখর উপরে
বিহরয়ে গৌর চন্দ্র নানা কুতুহলে ॥
শ্রী মুখ কমল তাথে নয়ন ভ্রমর ॥
হাস্য মধুরিমা প্রেমতরঙ্গ প্রবল ॥
যুবতি গণের মনে মদন মানয়।
মোর মনে সে বদন সদা যেন রয় ॥ ৩৭ ॥

তথাহি ॥ ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নতটি বহু ভঙ্গীমভিনয়ন্
ক্বচিদ্রাধাবিষ্টো হরি হরি হরী ত্যাক্তিং রুদিতঃ।
ক্বচিদ্রিঙ্গণ বালঃ ক্বচিদপি চ গোপালচরিতো
জগদেগারো বিস্মাপয়তি রহু গম্ভীর মহিমা ॥ ৩৮ ॥

অন্তার্থ ॥ কৃষ্ণাবেস হয় কভু গৌরাঙ্গ শরীরে।
লোটায় ধরণী তলে নানা ভঙ্গি করে ॥
কভু রাধিকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া।
হরি হরি হরি বলি বেড়ায় কাঁদিয়া ॥
কখন গোপাল হইয়া ইতি উতি ধায়।
গম্ভীর মহিমা গৌর চরিত অপার।
জগত বিস্ময় পায় শুনি × যার ॥ ৩৮ ॥

অয়েন কুরু সাহসং তব হসন্তি সর্ব্বোত্তমং
জনাঃপরিত উন্মদা হরিরসামৃতা স্বাদিনঃ।
ইদন্তু নিভৃতং শৃণু প্রণয়বস্তু প্রস্তরতে
যদেব নিগমেষু তৎ পতিরয়ং হি গৌরঃ পরং॥ ৩৯॥

অস্যার্থ॥ সন্দেহ না কর ওহে শুন সর্বজনা।
হরি রসামৃত স্বাদ ভাগ্যের যোজনা॥
নিগম স্তবয়ে যারে প্রণয় বিকলে।
তার পতি গৌরচন্দ্র রসের সাগরে॥ ৩৯॥

তথাহি॥ গীতা ভাগবতং পঠন্তো বিরতং তীর্থানি সংসেবিতা
শালগ্রামশীলাং সমচ্চায়ন্তু বা কালত্রয়ং প্রত্যহং
মুক্তিভ্যো মহতিং পুমায়ন্তভেজৎ কোষভুমা করিং
ভক্তি প্রেমময়ীং শশীসুতং পদদ্বন্দ্বনুকল্পদ্বিপা।
শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরম তাৎপর্যামুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা ত্বরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ
যদ্রাধারতিকেলি নাগর রসাস্বাদৈক সদ্ভাজনং
তদ্বস্তু প্রথনায় গৌড়বপুষালোকেঽবতিন্নর্হরিঃ॥ ৪০॥

অস্যার্থ॥ ভাগবতে শুকদেব উট্টঙ্ক দেখিয়া।
দেখাইল রাস লীলা কিঞ্চিত করিয়া॥
রাধিকার রতী কেলি নাগর সুন্দর।
(১১) সাধন যেই সকলের পর॥
সেই বস্তু বিস্তার লাগি গৌরবর্ণ হরি।
কলি যুগে অবতার করিল শ্রীহরি॥ ৪০॥

তথাহি॥ উদগৃহন্তি সমস্ত শাস্ত্রমভিতো দুর্ব্বার গর্ব্বান্বিতা
ধন্যন্যন্তধিয়শ্চ কর্ম্মতপসাত্যাচ্চার চেষু স্থিতাঃ।
জিহ্বাগ্রেব জপন্তি কেচন হরের্নামানি বামাশয়াঃ
পূর্ব্বং সংপ্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ॥ ৪১॥

অস্যার্থ ॥ কিছু শাস্ত্রাভ্যাস করি মহাগর্ব্ব হয় ।
কর্ম্ম তপ করি ধন্য আপনাকে কয় ॥
হরি নাম লয় কিন্তু আসয় বামতা ।
আপনাকে মানে আমি ভকত অচ্যুতা ॥
এ সব করিয়া গৌর চন্দ্র না ভজয় ।
পূর্ণ প্রেম ভক্তি রস যাহাতে আছয় ॥ ৪১ ॥

তথাহি ॥ পাপিয়ামপি হিন জাতিরপি দুঃশীলোপি দুষ্কর্ম্মণাং
সীমাপি শ্বপচাধমোঽপি সততং দুর্ব্বাসনাচ্যোঽপি চ ।
দুর্দ্দেশ প্রভবোঽপি তত্র বিহিতা বাসোঽপি দুঃসঙ্গতো
নষ্টোঽপ্যুদ্ধৃত এব যেন কৃপয়া তং গৌরমেবাশ্রয়ে ॥ ৪২ ॥

অতি পাপী হীন জাতি দুঃশীল যাহার ।
দুষ্কর্ম চণ্ডাল সদা দুর্বাসনা যার ॥
× জনম যার দুঃসঙ্গের গতি ।
এতেক বিপাকে যেই জন দুষ্টমতি ॥
তারে উদ্ধারয়ে গৌর শরণ যে লয় ।
হেন গৌর পাদপদ্ম যেই না বাঞ্ছয় ॥ ৪২ ॥

তথাহি ॥ অচৈতন্য মিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরং
নবিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যাপি ভ্রাম্যন্তিতে জনাঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থ ॥ সর্ব্ব শাস্ত্র জানে যদি না ভজে চৈতন্য ।
(১২) বৃথায় ভ্রময়ে সেই নাহি হয় ধন্য ॥
কত কত বেদে কৃষ্ণ অবতার কয় ।
কত অবতার ইহা না জানি নিশ্চয় ॥
পরম ঈশ্বর যেবা জানিবারে পারে ।
গৌর হরি অবতারে এই কলি কালে ॥

তথাহি ॥ দেবে চেতন্য নামন্যবতরতি সর প্রার্থ্য পাদাব্জ সেবে
বিশ্বস্ত্রীচীঃ প্রবিস্তারয়তি-সুমধুর প্রেম পীযুষ বীচী ।

কোবালঃ কশ্চ বৃদ্ধং ক ইই জড়মতিঃ কা বধূ কোবরাকঃ
সর্ব্বোসাদৈক রস্যং কিমপি হরিপদে ভক্তি ভাজাং বভুব ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থ ॥ শ্রীচৈতন্যদেব নাম প্রভু অবতারে।
সব দেবগণ যার পদ সেবা করে ॥
প্রেমামৃত সমুদ্রের মাধুর্য্য তরঙ্গে
প্লাবিত করিল বিশ্ব।
কি বালক কিবা বৃদ্ধ কিবা জড়মতি।
কিবা বধূগণ কিবা বরাক দুর্মতি ॥
সভারে সমান কৃপা কৃষ্ণ ভজিবারে।
হেন গৌর পদ কেবা আশ্রয় না করে ॥ ৪৪ ॥

তথাহি ॥ দত্বা যঃ কমপি প্রসাদনথসংভাব্য স্মিত
দুরাৎ স্নিগ্ধদৃশ্য নিরীক্ষ্য চ মহাপ্রেমোৎসব্ বচ্ছতি।
যেষাৎ হন্ত কুতর্ক কর্কশধিয়া তত্রাপি নাত্যাদরঃ
সাক্ষাৎ পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ দুষ্টা অমী কেবলং ॥ ৪৫

অস্যার্থ ॥ মহা মহোৎসবে সেই সদাই নাচয়।
সেই গৌরচন্দ্র কৃপা যাহা প্রীতি হয় ॥
তথাপি কুতর্কক কুতর্কে কর্কশ বচন
কুতর্ক করিয়া যেই চৈতন্য না মানে।
কত কল্প যাবে তার ত্রিকাল জনমে ॥ ৪৫ ॥

তথাহি ॥ কাসিবাসীনপিন নয়ে কিং গয়াং মার্গয়ামো।
মুক্তিশুক্তীভবতি যদি মে কত্র পরার্থ প্রসঙ্গ ॥
(১৩) ত্রাসাভাসঃ স্ফুরতি ন মহারৌরবেহপি ক ভীতিঃ
স্ত্রীপুত্রাদৌ যদি কৃপয়েতে দেব দেবঃ স গৌরঃ ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থ ॥ কাশীবাসে কিবা কাজ কিবা গয়া স্থানে।
কিবা কাজ মুক্তি কথা কি কর্ম্ম নিকরে ॥

আসাভাব নাহি হয় নরক করিয়া।
স্ত্রীপুত্র বিষয়ে যত সংসারে বসিয়া॥
যদি প্রভু গৌরচন্দ্র কৃপা দৃষ্টি করে।
অনায়াসে পার হব সংসার ভিতরে॥ ৪৬ ॥

তথাহি ॥ বেলায়াং সবনাম্বুধের্মধুরিমপ্রাগ ভাবসার সফুর-
ল্লালায়াং নববল্লবীরসনিধেরাবেশয়নতীজগত্।
খেলায়ামপি শৈশবে নিরুচা বিশ্বৈক সংমোহিনী-
মূর্ত্তিঃ কাচন কাঞ্চন দ্রবময়ী চিত্তায় মে রোচতে॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থ ॥ সুরধনি তীরে নব কিশোর বয়েস।
মধুরিমা পূর্ণ অঙ্গে সদা ভাবাবেশ॥
নবীন বল্লবি সব নিধি মনোহর।
নব নব লীলা রসে অবশ অন্তর॥
নানা খেলা করি বিশ্ব সম্মোহন করে।
সেই সব সন্ত বস্তু গৌর চিত্ত হরে॥ ৪৭ ॥

তথাহি ॥ দৃষ্টা মাগ্যতি নূতনাম্বুদচয়ং সংবীক্ষ্য বর্হং ভবে
দত্যন্তং বিকল বিলোক্যং বলিতাং গুঞ্জাবলীং বেপতে।
(১৪) দৃষ্টে শ্যামকিশোর কে হৃপি চকিতং ধত্তে চমৎকারিতা-
মিথং গৌরতনুঃ প্রচারিতনিজ প্রেমা হরিঃ পাতুঃ বঃ ॥ ৪৮

অস্যার্থ ॥ আকাশে নবীন মেঘ দেখি মাত্রে ধায়।
ময়ূরের পাখা দেখি বিকল হিয়ায়॥
গুঞ্জাবলি দেখি তনু সঘনে কাঁপয়ে।

তথাহি ॥ দুষ্কর্ম কোটিনিরতস্য দুরন্ত ঘোর
দুর্ব্বাসনা নিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ং।
ক্লিশ্যমতেঃ কুমতি কোটি কদর্থিতস্য
গৌরং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ॥ ৪৯ ॥

অন্বার্থ ॥ দুষ্কর্ম করিল কোটি আবৃতি করিয়া ।
কুমতি কতেক কোটি কদর্থে আসিয়া ॥
দুরন্ত অত্যন্ত ঘোর দুর্বাসনাগণ ।
নিগূঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্লেশরন্তুক্ষণ ॥
এমন সংকোটে আর গৌরচন্দ্র বিনে ।
কেবা উদ্ধারিবে আর হইয়া সকরুণে ॥ ৪৯ ॥

তথাহি ॥ হাস হন্ত চিত্ত ভূবিমে পরমোষরায়াং
সদ্ভক্তি কল্পলতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ ।
হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি
চৈতন্যনাথ কলয়ন্ন কদাপি শোচ্যঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বার্থ ॥ পরম উষর ভূমি মোর দুষ্ট চিত্তে ।
কেমনে হই ভক্তিলতা অঙ্কুরিতে ॥
হৃদয়ে আশ্বাস এক বাঢ়ে এ কারণ ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম পরম কারণ ॥ ৫০ ॥

তথাহি ॥ কৃপাসিন্ধুঃ সন্ধ্যারুণরুচিতাম্বরধরো-
জ্জলঃ পূর্ণঃ প্রেমামৃত ময় মহাজ্যোতিরমলঃ ।
শচীগর্ভ ক্ষীরাম্বুধিভব উদারাদ্ভুত কল্পঃ
কলা নাথঃ শ্রী মন্নুদয়তু তব স্বান্ত নভসি ॥ ৫১ ॥

অন্বার্থ ॥ কৃপার সাগর গৌর কৃপাময় তনু ।
(১৫) কম্পশরয়ে সন্ধ্যারুণ রুচি জনু ॥
পরম উজ্জ্বল জ্যোতি নিরমল অঙ্গ ।
অদ্ভুত সকল কলা কৌশল তরঙ্গ ॥
শচির উদর ক্ষীর সমুদ্র হইতে ।
জনমিয়া সেই গৌরচন্দ্র পৃথিবীতে ॥
আমার হৃদয় হয় আকাশ নির্মল ।
উদয় করুক গৌর চন্দ্র কুতূহলে ॥ ৫১ ॥

তথাহি ॥ ক তাবদ্বৈরাগ্যং কচ বিষয় বার্ত্তাসু নরকে-
দ্বিবোদ্বেগঃ কাসৌ বিনা ভরমাপূর্য্যলহরী ।
ক তাবত্তেজ্যো বা লৌকিকমথ মহাভক্তি পদবী ।
ক সা ব সংভাব্যা যাদব কলিতং গৌর গতিষু ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থ ॥ সে সব বৈরাগ্য ধর্ম কারণ আছয় ।
নরক করিয়া মানে অশেষ বিষয় ॥
কথার সময় আর বিনয় চাতুরী ।
অলৌকিক তেজ কথা মাধুর্য্য লহরি ॥
মহাভক্তি পদবির কথা সম্ভাবনা ।
গৌরচন্দ্র দরশনে এ সব যোজনা ॥ ৫২ ॥

তথাহি ॥ স্বপাদাম্ভোজেক প্রণয় লহরী সাধনভৃতাঃ
শিব ব্রহ্মাদী নামাপি চ সুমহাবিস্মরভৃতাঃ ।
মহাপ্রেমাবেশাং কিমপি নটতামুন্মদ ইব
প্রভু গৌরোজীয়াৎ প্রকট পরমাশ্চর্য্য মহিমা ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থ ॥ নিজ পাদপদ্ম ভক্তি প্রণয় লহরি ।
একান্ত সাধন যত প্রকট আচরি ॥
মহা প্রেমাবেশ নৃত্য করে গৌর রায় ।
শিব ব্রহ্মা আদি সভে চমৎকার পায় ॥
(১৬) পরম আশ্চর্য্য গৌর মহিমার গুণে ।
জয় যুক্ত হউ সেই সকল ভুবনে ॥ ৫৩ ॥

তথাহি ॥ সর্ব্বে শঙ্কর নারদাদয়ঃ ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি
প্রাপ্তা দেবহলায়ুধোঽপি মিলিতোজাস্তাশ্চতে বৃষ্ণয়ঃ ।
ভূয়ঃকিং ব্রজবাসিনোঽপি প্রকটা গোপাল গোপ্যাদয়ঃ
পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরেঽবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থ ॥ শঙ্কর নারদ আর লক্ষ্মী আদি করি ।
বলরাম যদু কুল সঙ্গে অবতরি ॥

ব্রজবাসী যত জন গোপ গোপী সঙ্গে।
সভা লঞা গৌর অবতরে ক্ষিতি রঙ্গে ॥
অদ্ভুত সোনার গোরাচান্দ অবতরে।
স্নিগ্ধ ভক্তগণ সঙ্গে নদীয়া নগরে ॥ ৫৪ ॥

তথাহি ॥ ভৃত্যাঃস্নিগ্ধা অতি সুমধুর প্রোজ্জলোদারভাজ
স্তৎ পাদাব্জদ্বিতয়সবিধে সর্ব্ব এবাবতীর্ণাঃ।
প্রাপুঃ পূর্ব্বাধিকতর মহাপ্রেম পীযূষ লক্ষ্মীং
স্বপ্রেমাণং বিতরতি জগত্যদ্ভুতং হেমগৌরে ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থ ॥ অদ্ভুত সোণার গৌরচান্দ অবতরে।
স্নিগ্ধ ভক্তগণ সঙ্গে নদীয়া নগরে ॥
পূর্ব্যাদিক প্রেম সব উন্মাদ বিলাস।
বিস্তার করয়ে গৌর কৃষ্ণ ভক্ত পাশ ॥
শ্রীচৈতন্যদেব নাম প্রভু অবতরে।
সব দেবগণ যার পদ সেবা করে ॥ ৫৫ ॥

তথাহি ॥ অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদবতারা নিগদিতাঃ
প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ।
কিমন্যৎ স্বপ্রেষ্ঠে কতি কতি সতাং নাপ্যনুভবা-
স্তথাপি শ্রীগৌরে হরি হরি ন মূঢ়া হরিধিয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

(১৭) অস্যার্থ ॥ কত কত অনুভব সাক্ষাৎ দেখয়ে।
তথাপিহ মূর্খ লোক কৃষ্ণ জ্ঞান নহে ॥
প্রসন্ন বদনে প্রভু হাসি সম্ভাবয়।
দূরে স্নিগ্ধ দৃষ্টি করি যারে নিরীক্ষয় ॥ ৫৬ ॥

তথাহি ॥ রক্ষোদৈত্য কুলং হতং কিয়দিদং যোগাদিবর্ত্মাক্রিয়া
মার্গো বা প্রকটিকৃতঃ কিয়দিদং স্রষ্টাদিকঃ বা কিয়ৎ।
মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়াদিদং প্রেমোজ্জলায়া মহা-
ভক্তের্বর্ত্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্য মূর্ত্তিং স্তুমঃ ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থ ॥ কলৌ অবতারে দৈত্য করিল বিনাশে।
কলৌ অবতারে যোগপথ পরকাশে ॥
কলৌ অবতারে সৃষ্টি করিল সৃজন।
কোন অবতারে কোন পৃথিবী ধারণ ॥
এই আদি করি নানা যত অবতার।
করয়ে শ্রীকৃষ্ণ তার কে কহিবে পার ॥
হের দেখ কলিকালে গৌর অবতার।
প্রেমোজ্জ্বল মহা ভক্তি করে পরচার ॥
সেই গৌর চন্দ্র পায় প্রণতি আমার।
পরম করুণাময় অবতারের সার ॥ ৫৭ ॥

তথাহি ॥ সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান বিবিধবিকৃতিভিস্তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তং
প্রেমানন্দং প্রসূতে সকলতনুভৃতাং যস্য লীলাকটাক্ষঃ।
নাসৌ বেদেষু গূঢ়া জগতি যদি ভাবদীশ্বরো গৌরচন্দ্র
স্তং প্রাপ্তোহনীশবাদঃ শিব শিব গহনে বিষ্ণুমাথে নমস্তে ॥ ৫৮ ॥*

অস্যার্থ ॥ সাক্ষাৎ ঈশ্বর শুন অবতরি দেশে।
দেখিয়া না দেখে পাপ পাষণ্ডি এদেশে ॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুচ্ছতা করিয়া।
দেখাইল প্রেম ভক্তি জগত ভরিয়া ॥
ভেদের নিগূঢ় অর্থ সে সব ভজন।
তাহা দেখাই**

(১৯) তথাহি ॥ আচার্য্য ধর্ম্মং পরিচার্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান।
বিনান গৌরপ্রিয় পাদ সেবাং
বেদাদি দুষ্প্রাপ্য পদং বিদন্তি ॥ ৬১ ॥

---

* কঃ বিঃ ৬১৬৪ সংখ্যক পুঁথিতে ৫৯ ও ৬০ সংখ্যক শ্লোক নাই।

** পরবর্ত্তী অংশযুক্ত ১৮ সংখ্যক পত্রটি নাই।

অন্বার্থ ॥ নানাধর্ম্ম আচরণে বিষ্ণুর সেবন।
নানাবেদ পাঠে নানা তীর্থ পর্য্যটন ॥
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস তভু না মিলয়।
মিলয়ে চৈতন্য চন্দ্র ভক্ত পদাশ্রয় ॥ ৬১ ॥

তথাহি ॥ জ্ঞানাদিবর্ত্ম বিরুচিং ব্রজনাথভক্তি
রীতিং ন বেত্থি ন চ পদগুরতো মিলন্তি।
হা হন্ত হন্ত মমঃ কঃ শরণং বিমূঢ়
গৌরো হরিস্তব ন কর্ণ পথং গতোহ স্তি ॥ ৬২ ॥

অন্বার্থ ॥ ব্রজনাথ ভক্তিরিতি রসের সদন।
সৎগুরু আশ্রয় বিনে না মিলে কখন ॥
অতএব গৌরভক্ত গণের আশ্রয়।
করিলেই অনায়াসে সর্ব্বাসিদ্ধি হয়॥ ৬২ ॥

তথাহি ॥ মৃগ্যাপিসাশিব শুকো বনারদাদ্যৈ-
বাশ্চর্য্য ভক্তি পদবী ন দাবীয়সী নঃ।
দুর্ব্বোধ বৈভবপতে ময়ি পামরেহ পি-
চৈতন্যচন্দ্র যদিতে করুণা কটাক্ষঃ ॥ ৬৩ ॥

অন্বার্থ ॥ শিব শুক উদ্ধব নারদ আদি যত।
ব্রজপ্রেম ভক্তি না হয় বৈকত ॥
বেদে নাহি জানে যার বৈভব বিচার।
মো অতি পামর কোথা অন্ত পাবে তার॥
করুণা কটাক্ষ যদি করে গৌর রায়।
তবে সে মিলয়ে তারে অন্ত নাহি পায় ॥ ৬৩ ॥

তথাহি ॥ বৃষাকোং কর্ম্মস্বপনয়ত বার্ত্তামপিমনাক
ন কর্ণাভ্যর্ণেহাপি কচন নয়ত্যাধ্যাত্মসরণে।
ন মোহং দেহাদৌ ভজত পরমাশ্চর্য্য মধুরঃ
পুমর্থানাং মৌলির্মিলতি ভবতাং গৌর কৃপায়া ॥ ৬৪ ॥

২০) অন্বার্থ॥ কর্ম্মকাণ্ড মহাস্রোতে ব্রতা সব হয়।
স্বপ্নহেন সব কার্য্য করিলো নিশ্চয়॥
শুন আধ্যাত্তিকা আদি যত যত দেখ।
কর্ণে নয় করিহ সব রস হিন দেখ॥
গৌর কৃপা যদি তোমে মিলয়ে যখন।
পুরুষার্থ শিরোমণি মিলয়ে তখন॥ ৬৪॥

তথাহি॥ অলং শাস্ত্রাভ্যাবৈরলমহহ তীর্থাটনিকয়া
সদা যোবিদ্যাভ্র্যান্ত্রসত বিতথাং থুং কুরুদিক্।
তৃণম্মন্যা ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসিকপটং
নটন্তং গৌরাঙ্গং নিজরসমদাদম্বুধিতটে॥ ৬৫॥

অন্যার্থ॥ অতিমূঢ লোক যার কিছু নাহি জ্ঞান।
শাস্ত্রজ্ঞ সমাজ তার না বুঝে ব্যাখ্যান॥
ভক্তি শাস্ত্রাভ্যাস ছাড়।
তীর্থ পর্য্যটনে কেনে বহু আত্তিধর॥
শ্রীরূপা বাখনি ছারঃ যুত করিয়া।
তৃণ জ্ঞান কর সব অসার দেখিয়া॥
শুন মন কপট সন্ন্যাসী বেশ।
গোরা নিজ রসমদে নাচে হইয়া বিভোরা॥
তাহার চরণ তলে করহ আশ্রয়।
ভক্ত কল্পতরু গণ যাহা নিবসয়॥ ৬৫॥

তথাহি॥ উচ্চৈ রাস্কালয়ন্তং কর চরণমহো হেমদণ্ড প্রকাণ্ডৌ
বাহু প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডব তরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষাং।
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরিহরী ত্যুন্মদানন্দনাদৈ
বধন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুল রসাবিষ্ট চৈতন্যচন্দ্রং॥ ৬৬

অন্যার্থ॥ হেমদণ্ড জিনি বাহু প্রকাণ্ড যাহার।
আস্ফালয়ে হস্ত পদ গজেন্দ্র আকার॥
সুন্দর তরলতার কমল নয়ানে।
বিশ্ব অমঙ্গল হরে হরে নামগানে॥

সেই চৈতন্যচন্দ্র দেব চূড়া মনি।
বন্দনা করিয়া তার চরণ দুখানি ॥ ৬৬ ॥

তথাহি ॥ (২১) [1]হুঙ্কারৈর্দশ দিঙ্মুখং মুখরয়ন্নট্টট্টহাসচ্ছটা
বীচীভিঃ স্ফুট কুন্দকৈরবগণ প্রোদ্ভাসি কুর্ব্বন্নভঃ।
সর্ব্বাঙ্গং পবনোচ্চলচ্চলদল প্রায় প্রকম্পং দধ-
ন্মত্তঃ প্রেমরসোন্মাদাপ্লুত গতি গৌরহরিঃ শোভতে ॥ ৬৭ ॥

অস্যার্থ ॥ চিৎকার শব্দে দশদিগ ধ্বনি করে।
অট্ট অট্ট হাস্য করে অতি প্রেম ভরে ॥
কতেক কৈরব কন্দ প্রকাশিত হয়।
হাস্যের ছটায় সব আকাশ ভরয় ॥
মহাকম্প অঙ্গে হয় দন্ত সব লোলে।
অশ্বথের পাতা যেন মহাবাউ চালে ॥
মহামত্ত গৌরচন্দ্র প্রেমানন্দ রসে।
নাচে প্রভু অতিশয় ভাবের আবেশে ॥
অলৌকিক ভাব প্রভুর কিলাগি কি করে।
কেবা আছে তাহার বুঝিবারে পারে ॥ ৬৭ ॥

তথাহি ॥ সকসৌ নিরাঙ্কুশ কৃপার্দ্র তদ্বৈভবমদ্ভূতং
সারত সলোতা সৌরে যাত্র গৌরে তব্যত্যানি ॥[2]

অস্যার্থ ॥ কোথা সেই নিরাঙ্কুশ কৃপায় প্রবল।
কোথা সেই গৌর হরি এ দীন বৎসল ॥

তথাহি ॥ আনন্দলীলাময় বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায়
তস্মৈ মহৎপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমোনমস্তে ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থ ॥ পূর্ণানন্দ ময় গৌর বিগ্রহ সুন্দর
হেম কান্তি জিনি তনু অতি মনোহর ॥

১। পাঠান্তর চিৎকারে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন চৈতন্য চন্দ্রামৃত শ্লোক সংখ্যা ১০ রূপে গণ্য
২। শ্লোক সংখ্যা অনুল্লিখিত।

মহারস প্রেমাদাতা ভুবন আনন্দ।
প্রণমহ সেই গৌর চন্দ্র পদদ্বন্দ্ব ॥ ৬৮ ॥

তথাহি ॥ মহাপুরুষ মানিনাং সুরমুন শ্বরাণাং নিজং
পদাম্বুজমজানতাং কিমপিগর্ব্বনির্ব্বাসনং।
অহো নয়ন গোচরং নিগমচক্রচূড়াচয়ং
শচীসুতমচীকরং ক হই ভূরিভাগ্যোদয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থ ॥ সুরমুণিশ্বর যত ভক্তি উপেক্ষিয়া।
আপনাকে মানে মহা পুরুষ বলিয়া ॥
(২২) তা সবার গর্ব যেই করে নির্বাপণ।
নিগমের শীরে যার পদ আরোহণ ॥
হেন শচী সুত প্রভু সর্ব পরাৎপর।
কোন ভাগ্যোদয়ে হইলা নয়ন গোচর ॥ ৬৯ ॥

তথাহি ॥ আস্তাং নাম মহান্ মহানিতি বরং সর্বক্ষমামণ্ডলে
লোকে বা প্রকটাস্তু নাম মহতী সিদ্ধিশ্চমৎকারিনী।
কামং চারুচতুর্ভূজত্বময়তা মারধ্য বিশ্বেশ্বরং
চেতো মে বহুমন্যতে নহি নহি শ্রীগৌর ভক্তিং বিনা ॥ ৭০ ॥

অস্যার্থ ॥ অত্যন্ত দুর্লভ সিদ্ধি যদি আসে করে।
গৌরচন্দ্র বিনে মন তাহে নাহি চলে ॥
সাক্ষাৎ আসিয়া যদি কহে দেবগণ।
আমা সবাকর তবু না লাগয়ে মন ॥
অন্য কি কহিব আর চতুর্ভূজ যার।
বৈকল্য বসতি নাপি যদি কহে আর ॥
তথাপি না চলে মন গোরা ছাড়ি।
ঐছে গৌরচন্দ্র দয়ার্ত্ত রূপ মাধুরী ॥ ৭০ ॥

তথাহি ॥ নির্দ্দোষচারু নৃত্যো বিধুতা মলিনতা বক্রভাবঃ কদাচি
নিঃশেষ প্রাণীতাপ ত্রয়হরণ মহাপ্রেম পীযূষ বর্ষী।

উদ্ভূতঃ কোঽপি ভাগ্যোদয়রুচির শচী গর্ত্তদুগ্ধাম্বুরাশে
ভর্ত্তানাং হৃচ্চকোর স্বাদিত পদ রুচির্ভাতি গৌরাঙ্গ চন্দ্রঃ ॥ ৭১

অন্যার্থ ॥ শচীর উদর দুগ্ধ সমুদ্র হইতে।
জনমিলা গৌরচন্দ্র নিত্য সহিতে ॥
অনুক্ষণ প্রেম রস বরিষয়ে ভুবনে।
প্রাণী মাত্রে তাপত্রয় কৈলা নিবারনে ॥
ভক্তগণ চকোর হৃদয় হরস পাইঞা।
সেই পদ নখচন্দ্র রহয়ে বেড়িয়া ॥ ৭১ ॥

তথাহি ॥ দেবা দুন্দুভিঃ বাদনং বিদধিরে গন্ধর্ব্ব মুখ্যা জগুঃ
সিদ্ধাঃ সন্তত পুষ্প বৃষ্টিভিরিমাং পৃথ্বীং সমাচ্ছাদায়ন্।
(২৩) দিব্যস্তোত্রপরা মহর্ষিনিবহাঃ শ্রীত্যোপতস্থুর্নিজ-
প্রেমোন্মাদিনি তাণ্ডবং রায়তি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥ ৭২ ॥

অন্যার্থ ॥ নৃত্য করে যবে প্রভু কীর্ত্তন মণ্ডলে।
দেবগণ দুন্দভি বাজায় কুতহলে ॥
গন্ধর্ব্ব সকল আসি গান করে রঙ্গে।
সিদ্ধগণ পুষ্প বৃষ্টি করে প্রভুর অঙ্গে ॥
মহা ঋষিগণ স্তব করয়ে অপারে।
নিজ প্রেম উন্মাদে প্রভু স্তব করে ॥ ৭২ ॥*

তথাহি ॥ মত্তকেসরি কিশোর বিক্রমঃ-প্রেম সিন্ধু জগাপ্রবোত্তম।
কোঽপি দিব্য নব হেমকন্দলী কোমলো জয়তি গৌরচন্দ্রমাঃ ॥ ৭৪ ॥**

অন্যার্থ ॥ কিশোর কেশোরীমত্ত বিক্রম আচরি।
উথলয়ে প্রেম সিন্ধু জগত উপরি ॥
দির্ব্ব স্বর্ণ কোটি জিনি সুকমল অঙ্গ।
জয় যুক্ত হউ গৌরচন্দ্রর সকল অঙ্গ ॥ ৭৫ ॥

* ৭৩ সংখ্যক শ্লোক নাই।

** শ্লোক সংখ্যা ৭৪ হইতে ৭৭ পর্য্যন্ত গণনায় যে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় তাহা যথাব রক্ষিত হইল।

তথাহি ॥ অলঙ্কার পঙ্কেরই নয়ননিঃস্যান্দি পয়সাং
স্পৃষদ্ভিঃ সন্মুক্তাফলসুললিতৈর্যস্য বপুষি।
উদঞ্চদ্রোমাঞ্চৈরপি চ পরমা যস্য সুষমা
তমালম্বে গৌরং হরি মরুণ রোচিষ্ণ বসনং ॥ ৭৬ ॥

অস্যার্থ ॥ স্বর্ণ বর্ণ তনু বাস অরুণ বরণে।
সব অঙ্গ লিপ্ত বহু সুগন্ধি চন্দনে ॥
অঙ্গে আভরণ পরে অতি মনোহর।
কমল নয়ন জলে ভিজে কলেবর ॥
প্রতি লোমকূপে হয় পুলক গাথনি।
ধর্ম বিন্দু তাথে মুক্তা ফল সম মানি ॥
সেই গৌরচন্দ্র প্রভুর লইনু শরণ।
নিরবধি রহু সেই পাদপেদ্ম মন ॥ ৭৭ ॥

তথাহি ॥ কন্দর্পাদপি সুন্দরঃ সুরসরিৎ পূরাদহোপাবনঃ
শীতাংশোরপি শীতলঃ সুমধুরোমাধ্বীক সারাদপি-
(২৪খ) দাতাকল্পমহীরুহাদপি মহাস্নিগ্ধোজনন্যা অপি
প্রেমা গৌরহরি কদানু হৃদি মেধ্যাতঃপদং ধ্যাস্যতি ॥ ৭৮

অস্যার্থ ॥ কন্দর্প জিনিয়া অতি সুন্দর শরীর।
জাহ্নবী হইতে অতি পবিত্র সুধীর ॥
অত্যন্ত শীতল কোটি সুধাংশু জিনিয়া।
কত মধু পেলি গৌর মাধুরী নিছিয়া ॥
দাতা কল্পতরু জিনি পরম দয়াল।
জননী জিনিয়া স্নিগ্ধ বাৎসল্য রসাল ॥
প্রেমের স্বরূপ গৌর কৃষ্ণ রসময়।
আমার হৃদয়ে কবে করিবে উদয় ॥ ৭৮ ॥

তথাহি ॥ পুঞ্জং পুঞ্জং মধুর মধুর প্রেম মাধ্বী রসানাং
দত্বা দত্বা স্বয়মুরুদয়ো মোদয়ন বিশ্বমেতৎ।

একোদেবঃ কটিতট মিলন্মঞ্জিমঞ্জিষ্ঠ বাসা
ভাসানির্ভং সিত নবতড়িৎ কোটিরেব প্রিয়োমে ॥ ৭৯ ॥

অন্যার্থ ॥ পুঞ্জ পুঞ্জ মধুর মধুর রস গান ।
দিয়া দিয়া মাতাইলো সকল ভুবন ॥
কোটি সৌদামিনি জিনি উজ্জল বরণ ।
কটিতে শোভয়ে মঞ্জু অরুণ বসন ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র আমার হৃদয়ে ।
উদয় করুণ দিব্য দিপ্ত সব কয়ে ॥ ৭৯ ॥

তথাহি ॥ দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা ।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো থ একঃ
শ্রীচৈতন্যং নৌমিদেব দয়ালুং ॥ ৮০ ॥

অন্যার্থ ॥ দর্শনে সপনে আর কীর্ত্তনে স্মরণে ।
কিছু দূরে রহু কিবা রহু দূর বনে ॥
সর্বাসার প্রেমদাতা চৈতন্য গোসাঞি ।
ঐছে দয়ালু দাতা আর কেহ নাই ॥
সে প্রভুর পায়ে মোর অনন্ত প্রণাম ।
কৃষ্ণ প্রেমোদয় হয় লৈলে যার নাম ॥ ৮০ ॥

(২৫) তথাহি ॥ সিঞ্চন্ সিঞ্চন্নয়নপয়সা পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তং
মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ প্রতি মুহুরহো দীর্ঘ নিঃশ্বাসজাতং ।
উচ্চৈঃ ক্রন্দন করুণোদগীর্ণহা হতেতি রাবো
গৌরঃ কোঽপি ব্রজবিরহিণী ভাবমগ্নকান্তি ॥ ৮১ ॥

অন্যার্থ ॥ গোপাঙ্গনা ভাবে প্রভু মগ্ন হয় যবে ।
উচ্চ স্বরে কান্দে প্রভু করুণায় তবে ॥
নয়নের জলে গণ্ডস্থল পাণ্ডু হয় ।
অত্যন্ত হুতাসে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়য় ॥

অত্যন্ত বৈকুল্যে কভু ধরনি লোটায়।
হা হা শব্দ করি কভু ধায় ॥ ৮১ ॥

তথাহি ॥ কিং তাবদ্বত দুর্গমেষু বিফলং যোগাদিমার্গেষুহো
ভক্তিং কৃষ্ণ পদাম্বুজে বিদধতঃ সর্ব্বার্থমালুণ্ঠত।
আশা প্রেমমহোৎসবে যদি শিব ব্রহ্মাগ্যলভ্যেঽদ্ভুতে
গৌরে ধামনি দর্ব্বিগাহমহিমোদরে তদা রজ্যতাং ॥ ৮২ ॥

অস্যার্থ ॥ নানা মতে দুর্গম যোগাদি মার্গে হয়।
তাথে কভু কৃষ্ণ পদে ভক্তি নাহি হয় ॥
বিরিঞ্চি দুর্লভ প্রেম রস মহচ্ছবে।
যদি আশা থাকে মনে তবে কহি শুন ॥
অত্যন্ত বিশ্বাস করি গৌরচন্দ্র পায়।
আসক্তি করিয়া ভজ তার নাহি দায় ॥ ৮২ ॥

তথাহি ॥ হসন্ত্যচ্চৈরুচ্চৈরহহ কুলবধ্বোবাঽপি পরিতো
দ্রবীভাবং গচ্ছন্ত্যপি কুবিষয় গ্রাবঘটিতাঃ।
তির স্কুর্বন্ত্যজ্ঞা অপি সকল শাস্ত্রজ্ঞ সমিতিং
ক্ষিতৌ শ্রীচৈতন্যঽদ্ভুত মহিমা সারেঽবকতরতি ॥ ৮৩ ॥

অস্যার্থ ॥ ক্ষিতি তলে গৌরচন্দ্র করি অবতার।
প্রেম রস মধু ধারয়ে করিল নিস্তার ॥
(১৬) পান করি সভাকার বাড়িল উন্মাদে।
পাসরিল ধর্ম খণ্ডিল বিশ্বাদ ॥
কুলবধূগণ গৌর রসের বিন্যাসে।
লোক লজ্জা উপেক্ষিয়া প্রেমাবেশে হাসে ॥
আজন্ম বিষয় সঙ্গে যে কঠিন হিঞা।
নবনিত সমচলে * * ॥ ৮৩ ॥

তথাহি ॥ প্রায়চৈতন্যমাসীদপি সকল বিদ্যাং নেহ পূর্ব্বং যদেষাং
ধর্ব্বাসর্ব্বার্থসারেহপ্যকৃত নহি পদং কুণ্ঠিতা বুদ্ধিবৃত্তিঃ।

গম্ভীরোদারভাবোজ্জ্বলরসমধুর প্রেমভক্তি প্রবেশঃ ।
কেষাং নাসীদিদানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেহবতীর্ণে ॥ ৮৪ ॥

অস্যার্থ ॥ পূর্বে প্রায় জীবের চৈতন্য নাহি ছিলো ।
তেই সর্ব রস সার বুঝিতে নারিলো ।
এবে যদি দেখি গৌর কৈল কৃপা লেস ।
কার বা নহিল প্রেম রসে পরবেশ ॥ ৮৪ ॥

তথাহি ॥ যথা যথা গৌর পদারবিন্দে
বিন্দেত ভক্তিংকৃত পুণ্যরাশিঃ ।
তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মা
দ্রাধাপদাম্ভোজ সুধাম্বুরাশিঃ ॥ ৮৫ ॥

অস্যার্থ ॥ যত যত গৌর পাদপদ্মে ভক্তি হয় ।
তত তত প্রেম ভক্তি করয়ে উদয় ॥
অকস্মাৎ রাধিকার চরণ কমলে ।
প্রেমামৃত রাশি হৃদি মাঝে তো উছলে ॥ ৮৫ ॥

তথাহি ॥ অভিব্যাক্তো যত্র দ্রুত কনকগৌরো হরিভূ-
ন্মহিন্মা তসৈব প্রণয়রসমগ্নং জগদ্ভূৎ ॥
অভূদুচ্চৈরুচ্চৈস্তমুল হরিসংকীর্ত্তনবধিঃ ।
স কাল কিং ভূয়হ্ন পরিবর্ত্তেত মধুরঃ ॥ ৮৫ ॥*

অস্যার্থ ॥ যেকালে প্রকট হৈল হেম গৌর হরি ।
প্রেম রসে মগ্ন কৈল বিশ্ব কৃপা করি ॥
যাথে উচ্চস্বরে হরি কীর্ত্তন প্রচার ।
(২৭) সে হেন মধুর কাল কবে হবে আর ॥ ৮৫ ॥

তথাহি ॥ সৈবেয়ং ভুবি ধন্য গৌড় নগরী বেলাপি সৈবাম্বুধেঃ ।
সৈবেয়ং শ্রী পুরুষোত্তমো মধুপতেস্তাস্তেব নামানিতু
নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরি হরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো
হা চৈতন্য কৃপানিধানতব কিং বীক্ষ্যেপুনর্বৈভবং ॥ ৮৬ ॥

---

* ৬৩৬৪ পুঁথি অনুসারে ৮৫ সংখ্যা দুইবার উল্লিখিত হইল ।

অস্যার্থ ॥ সেই গৌরদেশ সেই সমুদ্রের তীরে।
সেই পুরুষোত্তম আছে জগন্নাথ থীর ॥
হরি হরি তৈছে প্রেম উৎসব কীর্ত্তনে।
কোথা না দেখিয়া এবে বিকার লক্ষণ ॥
হাহা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কোথা গেলা।
পুন কি দেখিব ঐছে পুনুপ্রেম খেলা ॥ ৮৬ ॥

তথাহি ॥ অপারাবারক্ষেদ মৃত ময় পাথোধিমধিকং
বিমথ্য প্রাপ্তং স্যাৎ কিমপি পরমং সারমতুলং।
তথাপি শ্রীগৌরা কৃতি মদন গোপাল চরণ
চ্ছটা স্পৃষ্টানাং তদ্বহতি বিকটামেব কটুতাং ॥ ৮৭ ॥

অস্যার্থ ॥ পারাপার হীন হৈল অমৃত সাগর।
মথিয়া পাইলো সার গৌর কলেবর।
অমৃত হইতে কটু কহিয়ে মরমে।
কিবা দিয়া গৌর তনু কৈল নিরমানে ॥
হেমচন্দ্র কহি যদি দিবসে মলিন।
হেমপদ্ম রজনীতে বর্ণ হয় আন ॥
লখি নানা হয় অঙ্গ মহাতেজ ময়।
পিছলিয়া পড়ে আঁখি অঙ্গে নাহি রয় ॥ ৮৭ ॥

তথাহি ॥ তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুর ভাষিতা বিষয়গন্ধ থুথুৎকৃতিঃ।
হরি প্রণয় বিহ্বলা কিমপি ধীরমালাম্বিতা
ভবন্তি কিল সদগুণা জগতি গৌরভাজামমী ॥ ৮৮ ॥

(২৮) অস্যার্থ ॥ তৃণ হইতে নীচ করি আপনাকে মানে।
সৌম্য মূর্ত্তি আকৃতি মধুর মনোরমে ॥
অমৃত বরিষে কথা রসের সহিতে।
থুথুৎকার বিষয়ের গন্ধ আছে যাথে ॥

কৃষ্ণ প্রেমামৃতে সদা বিভোর থাকয়
মহাগম্ভীরতা ধৈর্য্য সদগুণাদি হয় ॥ ৮৮ ॥

তথাহি ॥ কদাশৌরে গৌরে বপুষি পরমপ্রেম রসদে
সদেক প্রাণে নিষ্কপট কৃত ভাবো'স্মি ভবিতা ।
কদা বা তস্যালৌকিক সদনুমানেন মম হৃ
দ্যকস্মাৎ শ্রীরাধাপদ নথমণিজ্যোতিরুদগাৎ ॥ ৮৯ ॥

অস্যার্থ ॥ দয়ার ঠাকুর তুমি এ দীন বৎসল ।
আমা হেন দীন আর পাইতে বিরল ॥
সেই যে তোমার নাম করহ স্বফল ।
দুর্গত জনের ত্রাণ তুমি সে কেবল ॥
প্রেমরস দাতা গৌর তনু মনোহর ॥
অকপটে কবে তাহা ভাবিবো অন্তর ॥
অলৌকিক মহা অনুভাবের স্বভাব ।
কি বেশে উদয় হবে সেই মহাভাব ॥
শ্রীরাধিকা পদনখ মণি × ।
আমার হৃদয়ে কবে করিবে উদয় ॥ ৮৯ ॥

তথাহি ॥ অশ্রূণাং কিমপি প্রবাহনিঃবহৈঃ ক্ষৌণীং পঙ্কিলাং
কুর্ব্বন্ পাণিতলে নিধায় বদনাপাণ্ডুং কপোলস্থলীং ।
(২৯) আশ্চর্য্যং লবণোদয়োধসি বসন শোণং দধানে'ংশুকং
গৌরী ভূয় হরিঃ স্বয়ং বিতনুতে রাধাপদাবু রতিং ॥ ৯০ ॥

অস্যার্থ ॥ সমুদ্রের তীরে হরি ধরি গৌর দেহ ।
আপনি বিস্তারে পূর্ব রাধিকার লেহ ॥
পাণ্ডুবর্ণ কপোল যার পাণি তলে ।
পৃথিবী পঙ্কিল হয় নয়নের জলে ॥
এমন আশ্চর্য্য কভু দেখি শুনি নাই ।
ভক্ত রূপে অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই ॥ ৯০ ॥

তথাহি ॥ সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলরসময় প্রেমপীযূষ সিন্ধোঃ
কোটি বর্ষন্ কিমপি করুণা স্নিগ্ধ নেত্রাঞ্চলেন।
কোহায়ং দেবং কনক কদলী গর্ভ গৌরাঙ্গযষ্টি-
শ্চেতোহাকস্মান্মম নিজ পদে গাঢ়যুক্তং চকার ॥ :

অস্যার্থ ॥ নিবিড় আনন্দ নবরস যে উজ্জ্বল।
প্রেমের সাগরে কোটি বর্ষে নিরন্তর ॥
নয়ান অঞ্চল স্নিগ্ধ করুণার জলে।
শীতল করিল ক্ষিতি তাপিত সকলে ॥
কমল কনক কান্তি গৌর অঙ্গ যার।
তার পদে গাঢ় প্রীতি রহুক আমার ॥ ৯১ ॥

তথাহি ॥ কোহায়ং পট্ট ধটীবিরাজিত কটি দেশঃ করে কঙ্কণং
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রৎ পদে নূপুরং।
উর্দ্ধী কৃত্য নিবদ্ধ কুন্তলভর প্রোৎফুল্লমল্লীস্রগাপীড়ঃ
ক্রীড়তি গৌরনাগর বরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ ॥ ৯২।

অস্যার্থ ॥ পট্টবস্ত্র পরিধান হেম গৌর রায়।
করেতে কঙ্কণ হার দোলে যে হিয়ায় ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দুই নূপুর চরণে।
কিশোর বয়েস অঙ্গে হেম আভরনে ॥
চাচর চিকুরে চূড়া বাধে উভকরি।
প্রফুল্ল মল্লিকা মালা অজানু সঞ্চারি ॥
সুগন্ধি চন্দন সব তনু বিলেপন।
গৌর সুনাগর বর নাচে বিলক্ষণ ॥
(৩০) আপনার গুণ শুনি আপনি নাচয়।
নৃত্য ভঙ্গি হেরিকতো কাম মুরছায় ॥ ৯২ ॥

তথাহি ॥ সংসারদুঃখ জলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।

দুর্ব্বাসনা নিগড়িতস্য নিবাশ্রয়স্য
চৈতন্য চন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বং ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থ ॥ সংসার সাগর এই প্রেমের পাথার।
পড়িয়াছে মন মোর না জানে সাঁতার ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান।
কুম্ভির কমল জল জন্তু অবিরাম ॥
গ্রাস করিবারে আইসে নারি পলাইতে।
দুর্বাসনা গণে বান্ধা নিগূঢ় পদেতে ॥
ধরিতে আশ্চর্য্য নহি উকাসনা পাই।
সংসার ভব তরঙ্গে রাখিল ডুবাই ॥
হা হা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
ব্রজ তেজ দেহ প্রভু নিজ পদাশ্রয় ॥
তোমার চরণ যুগ অবলম্ব করি।
সচেতে উঠিয়া প্রভু সন্বিত আচরি ॥ ২৩ ॥

তথাহি ॥ কান্ত্যানিন্দিত কোটি কোটি মদনঃ শ্রীমন্মথেন্দুচ্ছটা-
বিচ্ছায়ীকত কোটি কোটি শর দুন্মীলত্তু যারচ্ছবিঃ।
ঔদার্য্যেণ চ কোটি কোটি গুণিতং কল্প ক্রমঃ হ্নন্নয়ন্
গৌরো মে হৃদি কোটি কোটি জনুষাং ভাগৈঃ পদং ধাস্যতি ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ কান্তি কোটি কাম জিনি।
কোটি কোটি চন্দ্র মুখ করিয়ে নিছনি ॥
কোটি কোটি কল্পতরু জিনি দাতা রাজ।
কোটি জন্ম ভাগ্যে মিলে গৌর দ্বিজ রাজ ॥ ২৪ ॥

তথাহি ॥ ক্ষণং হসতি রৌদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্চ্ছতি
ক্ষণং লুঠতি ধাবতি ক্ষণমথ ক্ষণং নৃত্যতি।
ক্ষণং শ্বসিতি মুঞ্চতি ক্ষণমুদার হাহাকৃতিং
মহা প্রণয়সীধুনা বিহরতীহ গৌর হরিঃ ॥ ২৫ ॥

(৩১) অস্যার্থ ॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
ক্ষণে মহি লুটে নাচে ইতি উতে ধায় ॥
ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ক্ষণে হাহাকার।
বিহরয়ে গৌরাঙ্গ উথলয়ে মহাভাব ॥ ৯৫ ॥

তথাহি ॥ ক্ষণং ক্ষীণ পীণঃ ক্ষণমহহ সাশ্রুঃ ক্ষণমথ
ক্ষণং স্মেরঃ শীত ক্ষণ মনলতপ্তঃ ক্ষণমপি।
ক্ষণং ধাবন্ স্তব্ধঃ ক্ষণমধিকজল্পন্ ক্ষণমহো
ক্ষণং মূকোগৌরং স্ফুরতুমমদেহো ভগবতঃ ॥ ৯৬ ॥

অস্যার্থ ॥ অলৌকিক ভাব প্রভুর হয় সর্ব্বক্ষণ।
ভাব অনুরূপ চেষ্টাকায় বাক্যেমন ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
ক্ষণে নাচে ক্ষণে লুটে ক্ষণে প্রভুধায় ॥
ক্ষণে হাহাকার করি বোলে হরি হরি।
ক্ষণে ক্ষণে নিশ্বাস ছাড়য়ে দীর্ঘ করি ॥
ক্ষণে পুষ্ট হয় তনু ক্ষণে হয় ক্ষীণ।
ক্ষণে অশ্রু পড়ে আঁখি ক্ষণে বাক্যহীন ॥
ক্ষণে ক্ষণে অল্পহাসে ক্ষণে ক্ষণে কাঁন্দে।
ক্ষণে হয় তনু যেন অগ্নি হেন তাপে ॥
ক্ষণে অতি বেগে ধায় ক্ষণে স্তব্ধ হয়।
ক্ষণে মৌনি হয়্যা রহে ক্ষণে বহু কয় ॥
সেই রূপ গৌর চন্দ্র চরণ কমলে।
রহুক আমার মতি হইয়া নিশ্চলে ॥ ৯৬ ॥

তথাহি ॥ কৈবল্যং নরকাযতে ত্রিদশপুরাকালপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কাল সর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্য কটাক্ষ বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥ ৯৭ ॥

অন্বার্থ ॥ যে প্রভু গৌরাঙ্গ চন্দ্র করুণাকটাক্ষে।
বিশ্ববিধি ইন্দ্রকীট হয় প্রেম সুখে ॥
(৩২) কুমতি নরক সম দেখয়ে যাহাতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয় কাল সর্প নষ্ট করে যাথে ॥
সেই প্রভু গৌর পদে স্তবন করিয়া।
যাহা হৈতে রাধাকৃষ্ণ প্রেম সুখ পাইয়ে ॥ ৯৭ ॥

তথাহি ॥ প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটি ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটী প্রহসনং।
বসন্তং মাধুর্য্যৈরমৃতনিধিকোটীরিব তনু
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটং ॥ ৯৮ ॥

অন্বার্থ ॥ কোটিমেঘ জিনি জল পড়ে দুনয়নে।
হাসে অতিশয় প্রেমে ভরে ক্ষণে ক্ষণে ॥
গৌর অঙ্গছটা অতি মাধুর্য্য উগারে।
কোটি সুধা সমুদ্রের নিন্দা সেই করে ॥
গৌর তনু ধরে হরি কপট সন্ন্যাসি।
বন্দ তার পদ শিরে পৃথিবী পরসি ॥ ৯৮ ॥

তথাহি ॥ স্বতেজসা কৃষ্ণ পদারবিন্দ-
মহারসাবেশিচ বিশ্বমীশ্বরং।
কমপ্যশেষ শ্রুতিগূঢ়বেশং
গৌরাঙ্গমঙ্গীকুরু মূঢ়চেতঃ ॥ ৯৯ ॥*

অন্বার্থ ॥ বিশ্ব বসিকৃত কৈল পরম হরিযে।
নিগূঢ় নিগম বেশ অসীম কারুণ্য ॥
হেন গৌর ভজ চিত্ত হইবো সুধন্য ॥ ১০০ ॥

*নিম্নলিখিত অনুবাদ অংশ ১০০ সংখ্যা রূপে উল্লিখিত আছে। ইহা যথাযথভাবে রক্ষিত হইল।

তথাহি ॥ চৈতন্যাতি কৃপাময়েতি পরমোদারেতি নানাবিধ
প্রেমোবেশিত সর্ব্ব ভূতহৃদয়েত্যাশ্চর্য্যধামন্নিতি
গৌরাঙ্গেতি গুণার্নবেতি রসরূপেতি স্বনামপ্রিয়ে-
ত্যশ্রান্তং মম জল্পতো জনিরিয়ং যায়াদিতি প্রার্থয়ে ॥ ১০১ ॥

অস্যার্থ ॥ শ্রীচৈতন্য দয়াময় পরম উদার।
প্রেমরসে মত্ত কৈল সব চরাচর ॥
আশ্চর্য্য তোমার ধাম নাম গুণ গ্রাম।
রসের সদন সর্বানন্দ অবিরাম ॥
তুয়া নামনিরন্তর করিতে জল্পন।
(৩৩) যাউক জনম মোর এই সে প্রার্থন ॥ ১০১ ॥

তথাহি ॥ মাদ্যন্তঃ পরিপীয় যস্য চরণাম্ভোজস্রবৎ প্রোজ্জ্বল
প্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুত রসান্ সর্ব্বৈ সুপর্ব্বেড়িতাঃ।
ব্রহ্মাদীংশ্চ হসন্তি নাতিবহু মন্যন্তে মহাবৈষ্ণবান্
ধিক্কুর্ব্বন্তি চ ব্রহ্মযোগ বিদুষস্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ ॥ ১০২ ॥

অস্যার্থ ॥ যে প্রভুর চরণাম্বুজ স্মরে দিন রাতি।
আনন্দ উজ্জল রস প্রেম বহে অতি ॥
সকল বৈষ্ণব তাহা সদা পান করে।
অত্যন্ত আনন্দে মত্ত হইয়া অন্তরে ॥
ব্রহ্মাআদি গণপতি সভে হাস্য করে।
ব্রহ্মপদ অল্প মানি ধিক ধিক বলে ॥
জ্ঞানি যোগি সিদ্ধে মুক্তি ভক্তি কর্মিগণে।
সদাই ধিতকার করে সব বৈষ্ণব জনে ॥
কাষ্ঠরস পিয়ে তারা অমৃত ছাড়িয়া।
এই লাগি হাসি সভে নির্বুদ্ধি বলিয়া ॥
সেই গৌর পদ দ্বন্দ বন্দনা করিয়ে।
জাহার স্মরণে কৃষ্ণ প্রেমধন পাইয়ে ॥ ১০২ ॥

তথাহি ॥ যোমার্গেদুর শৃঙ্খোবত হহ বলবৎ কণ্টকো
মিথ্যার্থ ভ্রামকো যঃ সপদি রসময়ানন্দ নিঃ স্যন্দকো যঃ

সত্ত্বঃ প্রদ্যোতয়ংস্তং প্রকটিত মহিমা স্নেহবান হৃদগুহায়াঃ
কোঽপ্যন্তর্ধ্বান্তহৃতা সঃ জয়তি নবদ্বীপদীপ্যং প্রদীপ ॥ ১০৩

অন্বার্থ ॥ দূরশূন্য পথ জেই কণ্টকে দুর্গম।
মিথ্যা অর্থ লাগি সদা করে পরিশ্রম ॥
অন্ধকারে থাকে যেই চক্ষু হিন যার।
হৃদয়ে প্রবেশ প্রভু করে যবে তার।
সব ক্লেশ নাশ করে চিত্তের আধার।
নষ্ট করেন দিয়া প্রিদিপ সঞ্চার ॥ ১০৩ ॥

তথাহি ॥ দূরাদেব দহন্ কুতর্কশলভান কোটীন্দুসংশীতলো।
(৩৪) জ্যোতিঃ কন্দন সমসমধুরিমা বাহ্যান্তরধ্বান্তহৃৎ।
সস্নেহাশয়বর্ত্তিদিব্যবিসরত্তেজাঃ সুবর্ণ দ্যুতিঃ
কারুণ্যাদিহ জাজ্বলাতি স নবদীপ প্রদীপোঽদ্ভুতঃ ॥ ১০৪ ॥

অন্বার্থ ॥ অদ্ভুত নদীয়া পুরে সুবর্ণ প্রিদিপ।
কোটি চন্দ্র সুশীতল হরিনাম পিব ॥
কুতার্কিক কীট সব পুড়ি পুড়ি মরে।
ঐছে জ্যোতি বাক্যান্তর দুই দীপ্ত করে ॥
সস্নেহ আসয় বৃত্তি দিব্য করুণ্যতা।
বন্দ সেই নবদ্বীপ প্রিদিপ সর্বথা ॥ ১০৪ ॥

তথাহি ॥ স্বয়ং দেবোযত্র দ্রুত কনক গৌরঃ করুণায়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন প্রতিভবন ভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে ॥ ১০৫ ॥

অন্বার্থ ॥ স্বয়ংদ্রবময় রূপ গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
প্রকট হইলা তিহো নদীয়া নগর ॥
আনন্দ উজ্জ্বল রস প্রেমের সহিতে।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সদা ভক্তি বিলাসিতে ॥

বৈকুণ্ঠ অধিক সেই নবদ্বীপ ধাম।
নিরন্তর হউ তাহে মনের বিশ্রাম ॥ ১০৫ ॥

তথাহি ॥ বিভ্রদ্বর্ণং কিমপি দহনোত্তীর্ণসৌবর্ণ সারং
দিব্যাকরং কিমপি কলয়ন দৃপ্ত গোপাল বালঃ।
আবিষ্কুর্ব্বন কচিদবসরে তত্তদাশ্চর্যালীলাং
সাক্ষাদ্রামধুরিপুবপুর্ভাতি গৌরাঙ্গ চন্দ্রঃ ॥ ১০৬ ॥

অস্যার্থ ॥ তপ্ত হেম কান্তি গৌর চৈতন্য গোসাঞি
লাবণ্য লহরিতনু বহে যে সদাই।
নানাবিধ রস লীলা প্রকাশ করয়ে।
যাহাতে বৈষ্ণবগণ অন্তরে মোহ হয়ে ॥
ইহাতে আশ্চর্য্য নাহি শুনহ কাহিনী।
রাধা কৃষ্ণ এক হইয়া বিহার অবনি ॥ ১০৬ ॥

তথাহি ॥ যত্তদ্বদন্তু শাস্ত্রানি-যত্তদ্ব্যাখ্যান্তু তার্কিকাঃ।
জীবনং মম চৈতন্য পাদাম্ভোজসুধৈবতু ॥ ১০৭ ॥

অস্যার্থ ॥ যে সবকু শাস্ত্রগণ নির্ণয় করিয়্যা।
যে বাখ্যা করু সব তার্কিক বসিয়া ॥
গৌর পাদ পদ্মমধু আমার জীবন।
সদা চিত্তে হউ সেই নখের কিরণ ॥ ১০৭ ॥

তথাহি ॥ পাদঘাত রবৈদ্দিশোমুখরয়ন্ নেত্রাম্ভোসাং বিন্দুভিঃ
ক্ষৌণিং পঙ্কিলয়ন্নহো বিষদয়ন্নট্টাহাসৈর্নভঃ ॥
চন্দ্রজ্যোতি রুদারসুন্দরকটি ব্যালোলশোনাম্বরঃ
কো দেবো লবপোদকুল কুসুমোদ্যানে মুদা নৃত্যতি ॥ ১০৮ ॥

অস্যার্থ ॥ নিজ রসাবেশে প্রভু নাচয়ে যখন।
পদতল শব্দে শব্দ করে দিকগণ ॥
নেত্র জলে পঙ্ক হয় সকল অবনি।
অট্ট অট্ট হাসে কুমুদ ফুটে কুমুদ মেদনি ॥

কত চন্দ্র জোৎস্না অঙ্গের মাধুরী।
অরুণ বসন তাথে কটির উপরি॥
পুষ্পের উদ্যানে নাচে না জানে আপনা।
ধাঞা কোলে করে প্রভু দেখি দুখিজনা॥ ১০৮॥

তথাহি॥ ধিকস্তু কুলমুজ্জলং বিগপি বাগিমতাং ধিগ্ যশো
ধিপধ্যয়নমাকৃতিং নব বয়ঃ প্রিয়শ্চাস্তু ধিক্।
দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাস্তঞ্চ ধিক্
নচেৎ পরিচিত কলৌপ্রকটগৌর গোপী পতিঃ॥ ১০৯॥

অস্তার্থ॥ কলিতে প্রকট হৈলা গৌর গোপীপতি।
ইহা দেখি শুনি জার না জন্মিল রতি॥
ধিক্ রহু তার কুলোজন সবকাজে।
ধিক্ রহু তার বাক্য অপটুতার সাজে॥
ধিক্ রহু তার যশে ধিক্ অধ্যায়ন।
ধিক্ রহু তাহারো আকৃতি সুযৌবনে॥
ধিক্ ধন জন ধিক্ দ্বিজত্ব তাহার।
(৩৬) বিমল আশ্চয় যেই তাকেও ধিক্তার॥
জগত জীবন গৌর যেবা নাজানিল।
সে জোন জনমিঞা কেনে তখনি না মৈল॥ ১০৯॥

তথাহি॥ ধ্যায়ন্তো গিরি বন্দেরেষু বহবো ব্রহ্মানুভূয়াসতে
যোগাভ্যাসপরাশ্চ সন্তি বহবঃঘ সিদ্ধা মহীমণ্ডলে।
যোগাভ্যাস পরাশ্চ বহবো জল্পন্তি মিথ্যোদ্ধতাঃ
কোবা গৌরকৃপাং বিনাত্র জগতি প্রেমোন্মদো নৃত্যতি॥ ১১০॥

অস্তার্থ॥ পর্ব্বত কন্দরে জাঞা কত কত জন।
ব্রহ্মধ্যান করে বিষ্ণা অভিলাস ধন॥
মিছাই উদ্ধত করি ফিরে কত শত।
আপনার ধৈর্য্যক করয়ে বেকত॥

গৌরচন্দ্র কৃপাবিন্দু জগতের জন।
কেবা প্রেম ধন্যদি হঞা করয়ে নর্ত্তন ॥ ১১০ ॥

তথাহি ॥ অন্তধ্বান্তচয়ং সমস্তজগতামুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ
প্রেমানন্দ রসাম্বুধিং নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ।
বিশ্ব শীতলয়ন্ত্যতী বিকলং তাপত্রয়েণানিশং।
যুস্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু সততং চৈতন্য চন্দ্রশহটা ॥ ১১১

অস্যার্থ ॥ অন্তরের ধ্বান্তচয় যে কিছু আছিঁলো।
কৃপা পসারিয়া গৌর সকলি খণ্ডিল ॥
প্রেমানন্দ রস সিন্ধু চঢ়াইল বলে।
তাপ ত্রয় দগ্ধ জীবের করিল শীতলে ॥
হেন গৌরচন্দ্র ছটা আমার হৃদয়ে।
উদয় করিয়া করু সর্বতাপ ক্ষয়ে ॥ ১১১ ॥

তথাহি ॥ উপ্যাসতাবা গুরু বর্ষকোটি
রধীয়তাং বা শ্রুতি শাস্ত্র কোটীঃ।
চৈতন্য কারুণ্য কটাক্ষভাজাং
ভবেৎ পরং সদ্য রহস্য লাভঃ ॥ ১১২ ॥

অস্যার্থ ॥ শ্রেষ্ঠ উপাসানা কোটি করে গুরা করি।
বেদশাস্ত্রে কোটি পাট কোটি আত্তি করি ॥
৩৭) যে করুক শ্রমকরি নাহি লাগে চিত্তে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রস না পায় × ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র করুণা ইঙ্গিতে।
আশ্চর্য্য উত্তম প্রেম করেন উদিতে ॥ ১১২ ॥

তথাহি ॥ অপারস্য প্রেমোজ্জ্বল রস রহস্যামৃতনিধে-
র্নিধানং ব্রহ্মশার্চ্চিত ইহহি চৈতন্যচরণঃ।
অতস্তং ধ্যায়ন্তঃ প্রণয়ভরতো যান্তু শরণং
তমেব প্রোন্মত্তাস্তমিহ কিল পায়ন্তবৃত্তিনঃ ॥ ১১৩ ॥

অন্বার্থ ॥ অপারো উজ্জ্বল রস রহস্য অমৃতে।
সুশুভ্র চৈতন্য প্রভু ব্রহ্মা শিব্যাচ্চিতে ॥
এই সে চৈতন্য প্রভুর চরণ কমলে।
ধ্যান কর অতিশয় প্রণয় অন্তরে ॥
মিলিবে অপূর্ব প্রেম সুধা রসময়ে।
কেবল বিশ্বাসে সেই ধন যে মিলয়ে ॥ ১১৩ ॥

তথাহি ॥ শ্রী মদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাং পর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রী বৈয়াসাকিনা দুরন্বয়তয়া রাস প্রসঙ্গেঽপিযৎ।
যদ্রাধারতিকেলি নাগর রসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং
তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌরবপুসা লোকেঽবতীর্ণো শ্রীহরিঃ ॥ ১১৪ ॥

অন্বার্থ ॥ পদ্মো পত্রে বিচারণা কহিতে কারণে-
প্রেমভরে নিজপর বিচার না জানে ॥
পরামর্শ নাহি কৈল দেয়া দেই কাজে।
কালে বা অকালে কিছু মনে নাহি বাজে ॥
যোগেন্দ্র গণের ধ্যান অতিব যে ধন।
যাচিয়া যাচিয়া দিল সকল ভুবন ॥
কৃষ্ণ ভক্তি প্রেম রস এরূপে বিলায়।
(৩৮) সরণ লইনু আমি সেই গৌর পায় ॥ ১১৪ ॥

তথাহি। কোচিদ্দাস্যমবাপুরুদ্ধবমুখাঃ শ্লাঘ্যং পরে লেভিরে
শ্রীদামাদি পদং ব্রজাম্বুজদৃশাং ভাবঞ্চ ভেজুঃ পরে।
অন্যে ধন্যতমা ধয়ন্তি সুধিয়ো রাধাপদাম্ভোরুহং
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্য কাঃ সম্পদঃ ॥ ১১৫ ॥

অন্বার্থ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাবলোকন হইতে।
কেহ দাস্য উক্তি পাইল উদ্ধবের রিতে ॥
সুবল শ্রীদাস পদ কেহ কেহ পাইল।
কেহ গোপাঙ্গনা ভাব নির্ম্মল পাইল ॥
অন্য ধন্য যত কেহ মাধুর্য্য আলয়।
রাধা পদাম্বুজ পাইল চৈতন্য আশ্রয় ॥ ১১৫ ॥

তথাহি ॥ সর্ব্বজ্ঞৈ মুনি পুঙ্গবৈঃ প্রবিততে তত্ত্বস্যতে যুক্তিভিঃ
পূর্ব্বং নৈকতরত্রকোঽপি সুদৃঢ়ং বিশ্বস্ত আসীজ্জনঃ।
সংপ্রত্যপ্রতিমপ্রভাব উদিতে গৌরাঙ্গচন্দ্রে পুনঃ
শ্রুতার্থ্যো হরিভক্তিরেব পরম কেবা ন নির্দ্ধার্য্যতে ॥ ১১৬

অস্যার্থ ॥ পূর্বে সর্বজ্ঞে মুনি তত্ত্ব নির্দ্ধারিল।
বেদার্থ না বুঝে কেহ দাঢ্যার্থ নহিল ॥
গৌর চন্দ্র আসি যবে উদয় করিলা।
বেদ অর্থ অন্ধকার সব দূরে গেলা ॥
সভাই জানিল মাত্র চারি ভক্তি সার।
ভজনা করয়ে সবে হরি বাক্যাচার ॥
গৌর রসে ক্ষিতি জল মগ্ন আনন্দে।
আমি যে বঞ্চিত ভেল হেন প্রেমানন্দে ॥ ১১৬ ॥

তথাহি ॥ বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি নন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌর রসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ ॥ ১১৭ ॥

অস্যার্থ ॥ সর্ব বিশ্ব গৌর রসে মজিয়া রহিল।
বিন্দু মাত্র পরশ আমারে না হইল ॥
সভে চরিতার্থ হৈল গৌর পরকাশে।
বঞ্চিত হইলু মুই নিজকর্ম্ম দোষে ॥ ১১৭

তথাহি ॥ অহো বৈকুণ্ঠ স্থৈরপি চ ভগবৎপার্ষদবরৈঃ
(৩৯) সয়োমাঞ্চং দৃষ্টা যদনুচর বক্রেশ্বরমুখাঃ।
মহাশ্চর্য্য প্রেমোজ্জ্বল রস সদাবেশবিবশা
কৃতাঙ্গাস্তং গৌরং কথমকৃত পুণ্য প্রণয়তু ॥ ১১৮ ॥

অস্যার্থ ॥ বক্রেশ্বর আদি আর অনুচরগণ।
মহাশ্চর্য্য প্রেম রসে সদা নিমগন ॥
বৈকুণ্ঠে যতেক বিষ্ণু পারিষদগণ।
ইহা দেখি তাহা সভার চমকিত মন ॥

হেনমহা অদ্ভুত গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
কেমতে ভজিব পুণ্য রহিত যে নর॥ ১১৮॥

তথাহি॥ কৈর্ব্বা সর্ব্বপুমর্থমৌলিরকৃতাস্মাসৈরি হাসাদিতো
নাসীদ্গৌর পদারবিন্দরজসা স্পৃষ্টে মহীমণ্ডলে।
হা হা ধিঙ্মম জীবনং ধিগপি মে বিদ্যা ধিগপ্যাশ্রমং
যদ্দৌর্ভাগ্যপরাবরৈর্মম চ তৎ সম্বন্ধ গন্ধোহ প্যভূত॥ ১১৯॥

অস্যার্থ॥ কিব্যাসব পুরুষার্থ সবে গৌর বিনা।
অকৃত জনের গতি গৌরচন্দ্র বিনা॥
গৌর পাদপদ্মরেণু পরশ হইলে।
সেই জন ধন্য হয় যে মহি মণ্ডলে॥
হাহা ধিক্ ধিক্ রহু আমার জীবনে।
ধিক বিদ্যা ধিক রহু আমার আশ্রমে॥
মোর সম অভাগিয়া নাহি ত্রিভুবনে॥
সমন্ধ নহিল গৌর প্রেম পরসনে॥ ১১৯॥

তথাহি॥ বিশ্বংমহাপ্রণয়সাধুসুধারসৈক-
পাথোনিধৌ সকলমেব নিমজ্জয়ন্তং
গৌরাঙ্গ চন্দ্র নখচন্দ্র মণিচ্ছটায়াঃ
কশ্চিদ্বিচিত্রমনুভাবমহং স্মরামি॥ ১২০॥

অস্যার্থ॥ সকল ভুবন প্রেমমধুর পাইয়া।
সুধারস সিন্ধুমাঝে রহিল মজিয়া॥
অতএব গৌর পদ নখের কিরণে।
চিত্ত অনুভব আমি করিয়ে স্মরণে॥ ১২০॥

তথাহি॥ জিতং জিতং ময়াস্তৌ গোপিগৌর স্মৃত্যানু ভাবত।
তীর্ণাকুমতি কান্তারো পূর্ণ সর্ব্ব মনোরথা॥ ১২১॥

অভ্যার্থ ॥ গৌর তনু ভাবে আমি গগন জিনিল।
কুমতি কান্তারে সব তরল হইল ॥
পুর হইল মনোরথ যত সব ছিল।
চৈতন্য চরণ যুগে স্মরণ লইল ॥
করুণা সাগর প্রভু তুমি দিন বন্ধু।
দয়া কর অহে প্রভু তুমি এক বিন্দু ॥
অগতি পতিত জনার বন্ধু নাথ তুমি।
নিবেদন শুন পহু যে কহিয়ে আমি ॥
কি কাজ জীবনে প্রেম ধনে দুঃখি যেই।
মানুষ হইয়া কেনে জনমিল সেই ॥
মো বড অধম পহু তুমি দয়া ময়।
প্রেম ধন কণা দেহ হইয়া সদয় ॥
শুনিঞাছো সবে প্রেম এই দুই আখর।
পরস নহিল মোর হিয়ার ভিতর ॥
সে দুঃখে দুঃখিয়া আমি তুমি দীনবন্ধু।
কৃপা কর অহে প্রভু করুণার সিন্ধু ॥
যে না ভজে তোমারে তুমি দেহ প্রেম।
বেদের বচন প্রভু আন নহে যেন ॥
অদোষ দরশি নাম আছয়ে তোমার।
তাহাতে ভরসা বড় হৈয়াছে আমার ॥
দোষের আলয় আমি তুমি দয়াময়।
তাহাতেই কর প্রভু যে বিধান হয় ॥
অতএব হও প্রভু চৈতন্য গোসাঞি।
কোন কার্য্যে তোমা স্থানে অগোচর নাই ॥
নিবেদন এই প্রভু তোমার চরণে।
স্মরণ লইল প্রভু কহি যে বচনে ॥
সংসার সাগরে পডি পাইয়াছি যাতনা।
উদ্ধারহ ওহে প্রভু এই দুঃখি জনা ॥

শরণাগতের তুমি পালক সর্ব্বথা।
নিজ বাক্য তুমি প্রভু পালহ সর্বথা॥
কতক লিখিব যেই গৌরাঙ্গের গুণ।
গুণের সাগর গোরা গুণ নহে উন॥
সহস্র বদন যদি কহে নিরবধি।
সহস্র যুগে ও নারে করিতে অবধি॥
(৫১) সহস্র সহস্র যুগ লিখেন গণেশ।
তথাপিহ গৌর গুণ নাহি হয় শেষ॥ ১২১॥

তথাহি॥ পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্ল্লভাঃ
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকী ভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ সুরাঃ।
কিমন্যাদিদমেব বা যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপু
স্তথাপি মম নো মনাক চলতি গৌর চন্দ্রাম্মনঃ॥ ১২২॥

অস্যার্থ॥ পঞ্চবিধ মুক্তি সিদ্ধি অষ্ট মত হয়।
অনন্ত প্রকারে ভোগ কে তাহা গণয়॥
কত কত লোকে তাহা প্রকট করিয়া।
ভজন করয়ে মনে না গনহে ইহা॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভক্তি বিনা যত দেখ।
কিছু নয় সেই সব অসারেই লেখা॥ ১২২॥

তথাহি॥ দন্তে নিধায় তৃণকং পদযোনির্পত্য
কৃত্বাচ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেববিহায় দূরা-
দেগৌরাঙ্গচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগং॥ ১২৩॥

দন্তে তৃণ গুচ্ছ ধরি চরণে পড়িয়া।
সাধুগণ শতেক কাকুতি করি কাহা বিবরিয়া॥
শুন সাধুগণ সব তিয়াগ করিয়া।
গৌর পদ দ্বন্দ্বে থাক অনুরাগী হইয়া॥ ১২৩॥

তথাহি॥ অহোনদুর্ল্লভা মুক্তি র্নচ ভক্তিং সুদুর্ল্লভাঃ
গৌরচন্দ্র প্রসাদস্তু বৈকুণ্ঠেঽপি সুদুর্ল্লভঃ॥ ১২৪॥

অস্যার্থ ॥ মুক্তি ভুক্তি এই বৈকুণ্ঠাদি স্থান।
গৌরাঙ্গ প্রসাদে নহে দুর্লভ বিধান॥ ১২৪ ॥

তথাহি ॥ সোঽপ্যাশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুর্নয়নয়োর্থন্নাভবেদেগাচরো
যন্নাস্বাদি হরেঃ পদাম্বুজরসস্তদয়ন্যাতং তদ্যতং।
এ তাবন্মাম তাবদস্তু জগতীং যেঽদ্যেঽপ্যনং কুর্ব্বতে
শ্রীচৈতন্য পদে নিখাত মনসস্তৈর্যং প্রসঙ্গোৎসবঃ ॥ ১২৫ ॥

অস্যার্থ ॥ সে আশ্চার্য শ্রীপ্রভুর নয়ন গোচরে।
কেমনে হইবো ভাগ্য নাহি গুরু তরে॥
যেই মোর হয় যেই চৈতন্য ঈশ্বর।
সদা মন চিত্ত ক্ষিতি অলঙ্কার করে॥
তাসভার সঙ্গেত সব হউক আমার।
গৌর চন্দ্র পাদ পদ্ম জীবন যাহার॥ ১২৫ ॥

৪২ তথাহি ॥ উৎসসর্প জগদেব পূরয়ন্ গৌরচন্দ্র করুণামহার্ণবঃ।
বিন্দুমাত্রমপি-নাপতন্মহাদুর্ভগে ময়ি কিমেতদদ্ভুতং ॥ ১২৬ ॥

অস্যার্থ ॥ ধিক থাকুক মোর বিদ্যা ধন আদি সকলে।
প্রেম বস্তু না মিলিল হেন ধন্য কালে॥
গৌরচন্দ্র কৃপা মহাসিন্ধু উচলিয়া।
সর্বদেশ পূর্ণ করি চলিল বহিয়া॥
এ সব আশ্চর্য্য হেন প্রেমের বন্যায়।
এক বিন্দু না লাগিল মোর দুষ্ট গায়॥ ১২৬ ॥

তথাহি ॥ কলিন্দ তনয়া তটে স্ফুরদমন্দবৃন্দাবনং
বিহার লবণাম্বধেঃ পুলিন পুষ্পবাটীং গতঃ
ধৃতারুণ পটঃ পরীহৃত্ত সুপীতবাসা হরি
স্তিরোহিত নজচ্ছবিঃ প্রকট গৌরিমামে গতিঃ ॥

অস্যার্থ ॥ যমুনার তটে বৃন্দাবন তিয়াগিয়া।
লবন সমুদ্র তটে মিলিয়া আসিয়া॥

অরুণ বসন ধরে তেজি পিতবাস।
শ্যাম অঙ্গ তিরোহিয়া গৌর পরকাশ॥
সেই গৌর চন্দ্র প্রভু হউ মোর গতি।
জীব নিস্তারিতে যার হেন সর্ব রিতি॥ ১২৭॥

তথাহি॥ কালং কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয় বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গং ইহ কণ্টক কোটি রুদ্ধ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি।
চৈতন্য চন্দ্র যদি নাগ্য কৃপাং করোমি॥ ১২৮॥

অস্যার্থ॥ কলিকালে বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয় বৈরিচয়॥
ভক্তি পথে অনেক কণ্টক রুদ্ধ হয়॥
গৌরচন্দ্র তুমি যদি কৃপা না করিবে।
কোথায় যাইব কি করিবে এই জীবে॥ ১২৯॥

তথাহি॥ আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদি কোটি-
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটি ভবতু বৈষ্ণবী ভক্তি কোটিঃ।
(৪৩) কোট্যংশোহপ্যস্য ন স্যাত্তদপিগুণগণো য স্বতঃ সিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয় চরণনং জ্যোতিরামোদভাজাং॥ ১৩০॥

অস্যার্থ॥ কোটি বৈরাগ্য কোটি সম কোটি দম।
কোটি খ্যাতি কোটি মৈত্রি আর কোটি জ্ঞান॥
বিষ্ণু ভক্তি কোটি হউ শাস্ত্রের সম্মত।
আর যে সম্ভবে অলৌকিক গুণ যত॥
গৌর প্রিয় ভক্তে হয় যে গুণ সম্ভব।
তার কোটি অংশতুল্য নহে এই সব॥ ১৩০॥

তথাহি॥ ভজন্তু চৈতন্য পদারবিন্দং
ভবন্তু সদ্ভক্তি রসেন পূর্ণাঃ
আনন্দয়ন্তু ত্রিজগদ্বিচিত্রং
মাধুর্য্যং সৌভাগ্যদয়াক্ষমাদ্যৈঃ॥ ১৩১॥

অস্যার্থ ॥ চৈতন্য চরণ পদ্ম ভজ সর্বজন।
শুদ্ধ ভক্তি রসে পূর্ণ রহ অনুক্ষণ ॥
মাধুর্য্য সৌভাগ্য দয়া ক্ষমাদির গুণে।
ত্রিজগত আনন্দিত হয় সর্বক্ষণে ॥ ১৩১ ॥

তথাহি ॥ ক্ষীণ বৈরাগ্যভক্ত্যাদি সাধতাস্ত যথাতথা।
চৈতন্য চরণাম্ভোজ ভক্তিলভ্য সমংকৃত ॥ ১৩২ ॥

অস্যার্থ ॥ ইহাও না দেখে সব পাষণ্ডের গণ।
আচণ্ডাল আদি করে কৃষ্ণ সংকীর্তন ॥
ক্ষীণ বৈরাগ্য ভক্তি লভ্য বিধি যতযত।
করুক সাধন তারা লৌকিক কতকত ॥
চৈতন্য চরণ ভক্তে যেই লভ্য হয়।
তার তুল্য নাহি কিছু জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৩২ ॥

তথাহি ॥ হা হৃত হৃত পরমোষর চিত্ত ভূমৌ
ব্যর্থী ভবন্তি মম সাধনকোটয়োঽপি
সর্ব্বাতমনা তদহমদ্ভুতভক্তি বীজং
শ্রীগৌরচন্দ্র শরণং করোমি ॥ ১৩৩ ॥

অস্যার্থ ॥ অত্যন্ত উষরতর চিত্ত মহিতলে।
কোটি কোটি সাধন করিলে নাহি মিলে ॥
(৪৪) অদ্ভূত ভক্তির বীজ চৈতন্য চরণ।
সর্বভাবে মুঞি তাহে লইনু শরণ ॥ ১৩৩ ॥

তথাহি ॥ সর্ব্বসাধন হীনোঽপি পরমাশ্চর্য্য বৈভবে।
গৌরাঙ্গে ন্যস্ত ভাবো যঃ সর্ব্বার্থপূর্ণ এব সঃ ॥ ১৩৪ ॥

অস্যার্থ ॥ কোনই সাধন যার নাহি কোন কালে।
সভে ভজে গৌর চন্দ্র চরণ কমলে ॥
পরম আশ্চর্য্য প্রভু কৃপার বৈভব।
সর্ব্বার্থে পরিপূর্ণ থাকে সেই সব ॥ ১৩৪ ॥

তথাহি ॥ মাদাৎকোটি মৃগেন্দ্রহুংকৃতিররত্বিষাংশুকোটি চ্ছবিঃ
কোটিন্দুস্তটশীতলো গতিজিত প্রোন্মত্তকোটি দ্বিপঃ।
নাম্নাতূর্ণত কোটি নিষ্কৃতি করো ব্রহ্মাদি কোটিশ্বরঃ
কোট্য দ্বৈত শিরোমণি বির্জয়তে শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ ॥ ১৩৫ ॥

অন্বার্থ ॥ কোটি সিংহ জিনি যার হুঙ্কারের ধ্বনি।
শ্রী অঙ্গের তেজ কোটি কোটি সূর্য্য জিনি ॥
কোটি চন্দ্র জিনি অঙ্গ অত্যন্ত শীতল।
প্রেমে মত্ত গতি যিনি কোটি করি বর ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পরম ঈশ্বর।
যার নামে তরে কোটি পতিত পামর ॥
কোটি কোটি অদ্বৈতের হয় শিরোধার্য্য।
সকল ঈশ্বর গণের হয় সেই আর্য্য ॥
জয় যুক্ত হউ সেই শচীর নন্দন।
তাহার চরণে মোর সদা রহু মন ॥ ১৩৫ ॥

তথাহি ॥ অতি পুণ্যেরতি সুকৃতৈঃ কৃতার্থীকৃতঃ কোঽপি পূর্ব্বৈঃ
এবং কৈরপি ন কৃতং যৎ প্রেমাব্ধৌ নিমজ্জিতং বিশ্বং ॥ ১৩৬ ॥

অন্বার্থ ॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে কোন কোন জনে।
কৃতার্থ করিল যোগ্য দেখে কোন মানে ॥
হেন অবতার কভু দেখি শুনি নাই।
প্রেমের শায়রে বিশ্ব রাখিল ডুবাই ॥
গৌরচন্দ্র পদ রজ পরসিত ভুমে।
কেবা না পাইল ভক্তি বিনা পরিশ্রমে ॥ ১৩৬ ॥

তথাহি ॥ যদিনিগদিত মীনাত্তংশবত্মাগৌর চন্দ্রো *
ন তদপি সহি কশ্চিচ্ছক্তি লীলা বিকাশঃ।
অতুল সকল শক্ত্যাশ্চর্য্য লীলা প্রকাশৈ-
রনধিগতমহত্বং পূর্ণ এবাবতীর্ণঃ ॥ ১৩৭ ॥

অস্যার্থ ॥ যার আশা গৌর চন্দ্র চরণে সর্ব্বথা ।
যার দাস ভব ইন্দ্র অন্যের কি কথা ॥

তথাহি ॥ যস্যাশা কৃষ্ণচৈতন্যে নৃপদ্বারি কিমর্থিনঃ
চিন্তামণিময়ং প্রাপ্য কোমূঢ়ো রজতং ব্রজেৎ ।

অস্যার্থ ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যার নিষ্ঠার বাসনা ।
নৃপ দ্বারে কভু সেই না করে প্রার্থনা ॥
চিন্তামনি পাঞা যেবা হেন কেবা আছে ।
তাহাতে অতৃপ্ত হঞা রজতেরে বাঞ্ছে ॥

তথাহি ॥ অচৈতন্য মিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরঃ ।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরূপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥

অস্যার্থ ॥ অচৈতন্য জানি এই সকল ভুবন ।
যদি নাহি ভজে লোক চৈতন্য চরণ ॥
পৃথিবীতে গূঢ় রূপে প্রভু অবতার ।
সর্ব দেব গণ তার পদ সেবা করে ॥

তথাহি ॥ ব্রহ্মেশাদিমহাশ্চর্য্য মহিমাপি মহাপ্রভুঃ ।
মুগ্ধবালোদিতং শ্রুত্বা স্নিগ্ধোঽবশ্যংভবিষ্যতি ॥

অস্যার্থ ॥ ব্রহ্মা শিব শেষ আদি মহিমা না জানে ।
সে গৌরাঙ্গ গুণ কি বর্ণিবে জীব আনে ॥
বৃদ্ধা বাল কেউ যদি কহে গৌর কথা ।
শ্রবণে অবশ্য স্নিগ্ধ হয় মধু যথা ॥

তথাহি ॥ দৃষ্টং ন শাস্ত্রং গুরবো ন দৃষ্টা
বিবেচিতং নাপি বুধৈঃ সুবুদ্ধা-
যথাতথা জল্পতু বালভাষা-
স্তথৈব মে গৌরহরি প্রসীদতু ॥

অস্যার্থ ॥ শাস্ত্রদরশন নাই কখন যাহার।
গুরু চরণে প্রশ্ন নাহি করে আর ॥
বিবেচক সাধু সঙ্গে না করে বিচার।
সুবুদ্ধির সঙ্গে কিব্যা বুধ্যের প্রচার ॥
জ্ঞান মতে কহি যদি বালক স্বভাবে।
তাহাতে প্রসন্ন প্রভু হয় আমাসভে ॥

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত গুণ গৌরচরিত
ভাষারূপ করিল বর্ণন।
বৈষ্ণবের কৃপা হৈতে সাধ্য সহ হৈল চিতে
গাইল গুণ এ যদুনন্দন দাস ॥
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ পুর্ন হৈল মনোরথ
যত অভিলাস ছিলা মনে।
গৌরচন্দ্র গুণ গান সর্বভক্ত আকর্ষণ
নিবেদন এ যদুনন্দনে ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ শ্রীপাদ সরস্বতী বিরচিতং
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতং সংপূর্ন্না ইতি ॥

মুক্তাচরিত

অনুবাদক

যদুনন্দন দাস

যথারাগ। কোটি কাম জিনি তনু জ্যোতি কোটি চন্দ্র জনু
ইন্দীবরনিন্দিকান্তিভর।
জগত মোহন করে হেন লীলা যেই ধরে
বন্দোনন্দ নন্দন সুন্দর॥
ভূমৌত পাওমুক্তামালা তার ক্রয় বিক্রয় মেলা॥
সমুদ্রে মজ্জিত যার মন
দোহেঁ জয় বাঞ্ছা যার বন্দিয়ে চরণ তার
শ্রীরাধা মাধব যার নাম।
আপন উজ্জল ভক্তি সুধা সমর্পিত ক্ষিতি
উদয় হইল আচম্বিতে।
শচীগর্ভ ব্যোমমাঝে পূর্ণ চন্দ্র জ্যোৎস্না সাজে
বন্দো মুঞি সেই শচী সুতে॥
শচীপুত্র যার নাম আর স্বরূপ আখ্যান
আর দুই রূপ সনাতন।
শ্রীমতী মথুরা পুরী আর শ্রীল গোষ্ঠ পুরী
রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন॥
রাধিকা মাধব আদি পাইনু যার কৃপা সৌধি
বন্দ সেই শ্রী ঠাকুর গোসাঞি।
তার কৃপা সব এই এই সব যেই দেই
সেই কৃপা অনুক্ষণ চাই॥
শ্রী হরি চরিতামৃত লহরি পরমাদ্ভুত
বৃন্দাবনে জনে জন্মে যেই।
রাধাকৃষ্ণ ভক্ত যত পিয়ে তারা অবিরত
বিস্তারি এতদ আনন্দ পাই।
এবে গুরু বৈষ্ণবগণ স্তুতি করি নিজমন
করি যার চরণ বন্দন।
যাহাতে অভিষ্ট পাই কৃষ্ণ লীলা গুণ গাই
কহে দাস এ যদুনন্দন[১]॥

১। বং সাঃ পঃ সঃ পুঁথি সং ২০৭৫

যথারাগ ॥ কাল দেশ পাত্র মুক্তা হয়।
সেই কাল নহে অসময় ॥
দেশ সেই নহে এই সিন্ধু।
পাত্র নহে তারা ব্রজ বধু ॥
সম্প্রতি মুকুতা জনমে।
স্তক্তি সম্পুটে নহে শমে ॥
সে অপূর্ব শুনি সত্যভামা।
বিশেষ শুনিতে অনুপমা ॥
উৎকণ্ঠা বাড়িল অতিশয়।
পুন পুন কহিবারে কয় ॥
শুনি শ্যাম কহিতে লাগিলা।
মনে সেই লীলা দেখা দিলা ॥
গোকুল বিলাস সুধা রসে।
ডুবি রহে পরম হরিষে[1] ॥

যথারাগ ॥ দুর্লভ মনুষ্য দেহ নৌকাকৃষ্ণ সেবা গেহ
যাতে হৈতে ভবসিন্ধু তরি।
সে দেহ পাইয়া এথা গেল সদা বৃথা কথা
এ তাপে জীবন জায় জরি ॥
শ্রীগুরু গোসাঞি যাতে নৌকার কাণ্ডারী তাতে
কোন চিন্তা আছে কোন ঠাই।
যে জন কাণ্ডারী ছাড়ে দৈবে সেই ডুবি মরে
কাণ্ডারীতে দৃঢ় চিত্ত চাই ॥
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ কীর্তন নর্তনোল্লাস
আনুকূল্য বাতাস সে হয়।
ইহাতে ভাবাম্বুধি না তরিল হীনবুদ্ধি
আত্ম ঘাতি পাপী সেই হয় ॥

১। বঃ সঃ পঃ সাঃ পুঁথি সং ২২৭৫। ২৬পৃঃ ২ খ

না পাউ শুদ্ধ সুসঙ্গ অৰ্জুর হইল অঙ্গ
নানা অসৎ কথা সঙ্গে।
এ যদুনন্দন দাস মোর মনে হা হুতাশ
প্রভু কৃপা কর দীন অঙ্গে[১] ॥

যথারাগ ॥ এইত সময়ে তথা নান্দীমুখী উপস্থিতা
ভগবতী পৌণ মাসী শিষ্যা।
তা সভায় গমন কথা শুনিল বিশেষ মতা
শুনিঞা তেজিয়া কহে হাস্যা ॥
হে সখী ললিতা শুন ব্রজরাজ নন্দন
পরিহাস যুক্ত সদা হয়।
তার পরিহাস বাক্য মাত্রে কৈলে হঞা ঐক্য
স্বকার্য্য উপেক্ষা যুক্ত নয় ॥
ক্ষণেক আমার সনে ফিরি সেই সখিগণে
অপমান সম্মুখে করিয়া।
মানকর পৃষ্ঠ দেশে প্রবেশহ কৃষ্ণ পাশে
নিজ কার্য্য উদ্ধার লাগিয়া ॥
পরিহাস বিডম্বনা করি মনে সহিষ্ণু না
ধৈর্য্য হঞা স্বকার্য্য উদ্ধার।
শপথ করিয়া আমি ফিরাইয়াছি চল তুমি
এই বাক্য মোর তুমি ধর ॥
কৃষ্ণের যে নম্র কথা সেহ প্রতি ভ্রমতা
মুক্তা দেওয়াইবে সেই ধনি।
ইহাতে অন্যথা নাই চল সভে কৃষ্ণ ঠাঞি
আমি তবে এই মর্ম্ম জানি[২] ॥
যথারাগ ॥ মো অতি অধমাধম বিষয়া বিষ্টাকৃমি সম
মো সম পাতকী আর নাই।

১। বঃ সাঃ পঃ মঃ পুঁথি সং ২২৭৫। ৬ ক
২। ,, ,, ,, ,, ,, ,, ২২৭৫। ২৬ ২১ক-খ

আপনা অকার্য্য যত কহি লজ্জা নিন্দাপথ
মহতের স্থানে লজ্জা পাই ॥
নাভজিনু গুরু পদ না সেবি ভক্ত পদ
না কইনু গোবিন্দ সেবন।
আপন উদর ভরি স্ত্রীপুত্রাদি মোর করি
বৈষ্ণবতায় না কৈনু ভরণ ॥
পরমার্থের দ্রব্য লঞা ব্যবহারে ভুলাইয়া
আর মোর নাহিক নিস্তার ॥
পাইয়া মনুষ্য জন্মে বৃথা গেল ভববন্ধে
সংসার বাসনা মনে ছার ॥
দুর্ব্বাসনা নাহি ছাড়ে ভববন্ধে লঞা পাড়ে
হেন মোর কুবুদ্ধি দুষ্ট মন।
সদা মোরে তাপ দেই সে তাপে জর্জ্জর হই
কোথা হবে কৃষ্ণের স্মরণ।
শ্রী গুরু বৈষ্ণব প্রভু তোমা না ভজিনু কভু
তুমি মোরে না ছাড়িবা কভু।
পতিত পাবন নাম রাখ নিজ পুণ ধাম
শরণ লইনু পদে প্রভু ॥
আমারে উদ্ধার করে হেন কেবা শক্তি ধরে
বিনা গুরু বৈষ্ণব গোসাঞি ॥
তারিলা কতেক পাপী হেন যশপরতাপি
অতএব তোর গুণ গাই।
অশুদ্ধ হৃদয় মোর কপটের নাহি ওর
অকপটে না ভজিনু তোমা।
অপরাধ ক্ষেমা করি নিজগুণে দয়া ভরি
দেও রাধা কৃষ্ণ প্রেম সেবা।
ব্রজ গোপী ভাব যেন কর কৃপা তেন মন
মাগে যদুনন্দন করি সেবা[১] ॥

---

১) বঃ সঃ প্রঃ সঃ পুঁথি সং ২২৭৫। ২৬ পৃঃ ২৩-ক-খ

যথারাগ ॥ গৌরাঙ্গ চান্দের গুণে পাষাণ মিলায়া যায়
সুখরূপ ভরয়ে অঙ্কুর ।
দয়ানিধি গৌরাঙ্গ ঠাকুর ॥ ধ্রু ॥
গৌরাঙ্গের দয়া শুনি গুণ ছাড়ে গুণ মনি
জ্ঞান ছাড়ে জ্ঞানী মুনীগণ
কর্ম্ম ছাড়ে কর্ম্মিগণে বিপ্র ছাড়ে বেদগণে
গৃহ বাসী ছাড়য়ে ভবন ।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ দয়া মায়িগণ ছাড়ে মায়া
ধন জন নারী তেয়াগিয়া ।
ভ্রমে বৃন্দাবনে বনে গায়ে গোরা দয়াগণে
হেন সে করুণা অমায়য়া
সতি ছাড়ে পতি মতি করিল বৈষ্ণব গতি
পাইতে গৌরাঙ্গ পদ ছায়া ।
হেন দয়াময় প্রভু না ভজিনু মুঞি তভু ।
এ যদুনন্দন অভাগিয়া[১] ॥

যথারাগ লঘু ছন্দ ॥
শুনহ ভকত গোবিন্দ লীলা যাতে পানি হয় কঠিন শিলা
মুকুতা চরিত অমৃত গাথা ।
সত্যাশুনে কৃষ্ণ কহয়ে কথা পূর্ব্ব কথা মনে বিচার করি
শুনহ বচন চাতুরী ধুরি ॥
কৃষ্ণ কহে শুন সত্যভামা আমার বচন শুনহ ক্রমা
নান্দীমুখী কহে সুমধুর হাসি ।
অপূর্ব্ব চাতুরী মধুর ভাসি ।
স্বধর্ম্ম সুনিষ্ঠ হে যুব রাজ এ কৃষি বানিজ্য গোরক্ষা কাজ
এই তিন বৃত্তি স্পষ্টতাতোর ।
সদা দেখা শুনা আছয়ে মোর ॥

১। ব: স: প্র: ম: পুঁথি সং ২২৭৫। ২৬ পৃ: ২৭ ক

কার্য্য দানে বৃদ্ধি জীবিকা কাজ।
কভু নাহি দেখি গোকুল মাঝ[১] ॥

যথারাগ ॥ সাধ্বীবৃন্দাধর পানে বপু বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে
তন্মতে কহিছে সেই কথা।
মহা রসায়ণ পানে বপু বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে
গ্রন্থাদি রহিত সৌষ্ঠবতা ॥
ইন্দ্রনীলার্গলদর্প তারে কহি অতি খর্ব্ব
সুবলন বাহু মনোহর ॥
জিনিয়া গজেন্দ্র শুণ্ড জিনি ভুজ গজেন্দ্র দণ্ড
উপামা দিবার নাহি স্থল।
মনোহর বক্ষস্থল পরিসর অবিরল
মকরত কপাট গর্ব্ব জিনি।
লাবণ্য লহরী তার কোমল কুসুম সার
পীন স্তনি হৃদয় মর্দ্দনি ॥
উরু দুই মহারম্ভ মর কর রম্ভাস্তম্ভ
গর্ব খর্বক সসৌষ্ঠবে।
তাহার লাবণ্য ভোরি ব্রজ বধূ চিত্ত করি
বন্ধন করিয়া রাখে সবে ॥
মুখ চন্দ্র সুমধুর শরত কোটি শশধর
মাধুর্য্য সঙ্কোচে হেন শোভা।
প্রফুল্ল কমল বন শোভা লভে খিনয়ন
যাতে ব্রজ বধূ মন লোভা ॥
ভুরু যুগ মনোরম কামের কামান তার
নাসা তিল ফুলকাম বান।
অধরোষ্ঠ রক্তোৎপল তাতে হাস্য সুধাকর
প্রফুল্ল আছয়ে অনুক্ষণ ॥
গণ্ড যুগ সুদর্শন মকর কুণ্ডল নর্তন
করে তার হয় রঙ্গস্থল।

১। বঃ সাঃ প্রঃ সঃ পুঁথি সং ২২৭৫ ২৭ কঃখ

ললাট অষ্টমী ইন্দু তাহাতে চন্দন বিন্দু
অর্ধচান্দে পূর্ণ সুধাকর ॥
চঞ্চল অলকা ভাল যেন মত্ত ভৃঙ্গ জাল
আশা করে মুখ পদ্ম মধু ।
চিক্কণ চাঁচর বেশে হইল চূড়ার বেশে
উড়ে তাতে শিখি পাখা বিধু ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি অধরে মুরলী ধরি
করাঙ্গুলী শিরে নাচে চান্দে ।
সতির অধর পানে মাতিয়া করয়ে পানে
যাতে ত্রিভুবন হয় ধান্ধ ॥
সিংহ গ্রীব কণ্ঠ মাঝে কঠিন কৌস্তভ সাজে
বনমালা তাহার উপরে ।
মধ্যদেশ কৃশ অতি যেন সিংহ মধ্যভাতি
উন্নত নিতম্ব মনোহর ॥
পরিধান পীতবাস যে হেন চঞ্চল ভাষ
ত্রিবলী লাবণ্য সে শোহয় ।
গম্ভীর নাভির শোভা ব্রজবধূ মনোলোভা
মনভৃঙ্গ সদাই রহয় ॥
কিঙ্কিনী বাজয়ে সদা কনক কঙ্কন মুদা
চরণ যুগল শোভা অতি ।
তলেত অরুণ কাঁতি উপরে চান্দের পাঁতি
নূপুর শবদে গান ভতি ॥
পদ তল সুকোমল নব রসালের দল
ত্রাস পায় হেন যে মাধুরী ।
উপরে তিমির শ্যাম তলেত অরুণ ধাম
তারপর শশী ঘটা সারি ॥
সর্বাঙ্গে মাধুরী ধারা মাধুর্য্য মাধুর্য্য পারা
শীতল সুগন্ধী অতিশয় ।

তনু নব নব ঘন নীল মতি সুকিরণ
কিবা ইন্দীবর বৃন্দময় ॥
অতসী কুসুম সম কিয়ে দলিতাঞ্জন
কুন্দন কুসুম এ সুসমা।
জিনিএগ্রা উপমা গণ তনু অতি অনুপম
হেন সাক্ষী উচ্ছিষ্ট মহিমা ॥
প্রকট উজ্জল তনু কোটি কোটি চন্দ্র জনু
ছটাতে ভুবন কৈল আল।
সর্ব অন্তর ব্যাপি রহে এ যদুনন্দন কহে
কেহো শুনে পাছে এই ভাল[১] ॥

যথারাগ ॥ সুর্বরবরণি সুচন্দ্র বয়নি হরিনী নয়নি আঁখি
জোড় ভ্রুবলি মধুর হাসনি মধুর মধুর ভঙ্গি
হা হা কোথা মোর জীবনেশ্বরী।
শ্রীল হেমলতা ভুবনের মাতা না দেখিয়া পরাণে মরি ॥
তোমার করুণা কল্পতরুনা উত্তম মধ্যম নাই।
সমদয়া জীবে পাই সব জীবে কান্দে যে দরশ পাই ॥
আর কি দেখিব সেই চান্দবদন মৃদুল চরণ দুই
আর কি দেখিব মকর কুণ্ডল গণ্ডে দোলই যেই
তোমা বিনু মোর জীবনে কি কাজ প্রাণহীন যেন তনু
মো ছার পাপিয়া নামে বিলওয়া মিছায়ে গেল যে জনু
করুণা করিয়া দেহ পদ ছায়া সেবন করিব তোমা
এ যদুনন্দন যাচয়ে সঘন গোরাদাস দাস নামা ॥[২]

যথারাগ ॥ রাধা প্রেমে মনে করি ব্যাকুল হইয়া হরি
অধৈর্য্য হৈল অতিশয়।

১। বঃ স প্রঃ মঃ পুঁথি সং ২২৭৫। ২৬, ২৮ ক-২৯ক
২। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ২৬ সং পুঁথি পৃ ৩৬ ক

মনে যত ধৈর্য্য করে ধৈর্য্য করিবারে নারে
সত্যভামা আগে বিলসয় ।
মোর কণ্ঠস্বর মাণি মালা রাধা সুনয়নি ।
মোর কর্ণদ্বয় অবতংশ ।
সুবর্ণ কুণ্ডল রাধা তোমা বিনু পাই বাধা
এ দুঃখের কে জানিবে অংশ ।
মোর এই শ্যাম অঙ্গে সুগন্ধি কুঙ্কুম পঙ্কে
চর্চ্চা তুমি শীতল সুগন্ধ ।
কবে মোর অগণ্যপুণ্যে দেখাইবে রাধা ধন্যে
নেত্র যেন পাইবেক আন্ধ ।
অত কহি শ্যাম রায় ক্ষণ মৌণ আলম্বয়
পুন আসি উৎসুক্য হইল ।
উৎসুকের বল হৈতে লাগে পুন বিলাপিতে
মনে ধৈর্য্য দিতে না পারিল ॥

রাধা মোর বক্ষস্থলে সুগন্ধি চম্পকমালে
রাধা মোর নেত্র পদ্ম দুই ।
অমৃত শীতলময়ী রাধা মোর তনুময়ী
শোভা পূর্ণ তাতে হউ মুই ॥
মোর প্রাণ পক্ষরাজ রাধা তার লতা সাজ
মোর বাঞ্ছা পুরে শোভাময়ী ।
আমার জীবন রাধা রাধা বিনু পাই বাধা
হা হা পুন কবে পাব তাই ॥[১] *

সমাপ্ত

১। ব: ন: প্র: ম: ২২০৫ । ২৬ সং পুঁথি পৃ ৯২ খ

* মুক্তাচরিত গ্রন্থের কতিপয় পদবন্ধ উদ্ধৃত হইল ।